শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৭৭

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩২।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১ শবর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৭৭।
১৮ গোবিন্দ, ৪৮৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ফাল্গুন, রবিবার ; ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১। { ১ম সংখ্যা

শ্রীগুরুপাদপদ্মই অশোক-অভয়-অমৃত-আধার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্র-নন্দন স্বয়ংরূপ তত্ত্ব। তদাশ্রিত জনগণের স্ব-স্বরূপে অবস্থিতিকালে কোন অপ্রিয় বৃত্তি অবাহন করিবার অবকাশ হয় না। অদ্বয়জ্ঞানাভাবে স্বতন্ত্রতাই জীবকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া নানাপ্রকার হেয়, অনুপাদেয়, অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারবিশেষে প্রবেশ করাইয়া ভীতি উৎপাদন করে। ভগবন্মায়ারূপা বহিরঙ্গা শক্তি চিচ্ছক্তির উপলব্ধি আবরণ করিয়া প্রপঞ্চে বিমুখ-জীবগণকে বিষয়-বিগ্রহ করিয়া তুলে এবং তদীয়গণের যে আশ্রয়বিগ্রহের কায়ব্যূহরূপ স্বরূপ, তাহার উপলব্ধি হইতে সেই বহির্ম্মুখ জীবকুলকে বঞ্চিত করাইয়া অন্যথারূপে আবদ্ধ করে। সেইকালে জীবের স্বরূপাবস্থানের কথা স্মৃতিপটে উদিত হয় না। অদ্বয়-জ্ঞানাভাবে প্রপঞ্চে বিবদমান শক্তির ক্রিয়াসমূহ প্রেমধর্ম্ম বুঝিতে দেয় না। ধর্ম্মার্থ-কামের আপাত-মাধুর্য্য অবলোকন করিয়া জীব ঔদার্য্যবিগ্রহে বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন, সুতরাং নিত্য-মাধুর্য্যের বিলাস-বিক্রমে ঔদাসীন্য প্রকাশ করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। এই বহির্ম্মুখভাব আগমাপায়ী মাত্র। ভগবন্মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী-বৃত্তি বিস্মৃতস্বরূপ জীবকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায়; সেইকালে তাঁহার সকল কল্যাণ লুপ্ত হয়। যখন তিনি আত্মম্ভরিতা বা ভোগপ্রবৃত্তি-বশে ধর্ম্মার্থ-কাম-লাভেচ্ছায় ধাবমান হইবার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিবার যোগ্য হন, তখনই তাঁহার মুণ্ডকোপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি মন্ত্রসমূহ হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া ঈশ-সেবোন্মুখতায় রুচি প্রদর্শন করে। সেইকালে রুচিবিশিষ্ট জীব ভগবদভিন্ন আশ্রয়-জাতীয় শ্রীগুরুবিগ্রহে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাহার সেবাক্রমে ভজন-রাজ্যে প্রবেশ করেন। ভাগ্যবান্ জনগণেরই মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের দারুণ কবল হইতে মুক্তিলাভ ঘটে, কর্ম্মজ্ঞান-নির্ম্মুক্তা ভক্তির আশ্রয়ে ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ভগবদ্বিস্মৃতিরূপ অস্বাস্থ্য বা আময়-নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতিকূল জগৎকেও ভগবৎসেবোপকরণ-জ্ঞানে তাহাদের অনুকূলতা-রূপ প্রসন্নতা লাভ করেন। তখন আধ্যক্ষিকজ্ঞানের রূপরসাদি বিষয়সমূহে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হইয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণাঙ্গের রূপ-গুণ-সৌরভ-সমূহের আকর্ষণ উপলব্ধি করিতে পারেন।

যে-সকল বুদ্ধিমন্ত জন—"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং" শ্লোকের অর্থ জ্ঞাত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সকল-মঙ্গলাকর জানিয়া আশ্রয়জাতীয় ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ জানিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই সুনির্ম্মলা ঈশসেবা প্রবলা হইয়া অভক্তি-

পথে বিচরণ জনিত আশঙ্কার হস্ত হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। গুরুপাদপদ্মরূপ শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিলেই বহির্মুখ জীব—জগতে অনেক পথ আছে এবং ভিন্ন ভিন্ন পথে কামনাযুক্ত হইয়াও অভীষ্টলাভ হইতে পারে—প্রয়োজনতত্ত্ব-বিষয়ে এইরূপ নিদারুণ ভ্রান্তি ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। এই সকল অশ্রৌত তর্কপথোত্থ বিচার—ভগবদ্বিমুখতার ফল এবং অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাতকারক। ব্যভিচার-পরায়ণ জনগণ স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তিবশে ভগবান্ বিষ্ণুই যে একমাত্র স্বার্থের গতি,—একথা বুঝিতে না পারিয়া পঞ্চোপাসনা প্রভৃতি নানা-মতবাদাচ্ছন্ন হইয়া ভূতপূজার আবাহন করিয়া থাকে। উহাতে জড়ভোগমাত্র লাভ হয়। সেই সকল কর্ম্মীর নিকট প্রেমা সুদুর্ল্লভ ব্যাপার।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রিয়তম শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মলাভকারী জনগণের কেবলা-ভক্তি মায়ার বৃত্তিদ্বয় হইতে মুক্ত করাইয়া দেয়। তিনি অনায়াসে ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া বৈকুণ্ঠ-প্রতীতিতে অবস্থিত হন। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অপরাধ ঘটিলে ভগবদ্বিমুখতারূপ জড়াভিনিবেশ তর্করূপে উদিত হইয়া জীবকে শ্রেয়ঃপথ হইতে আপাত-মধুর মন্দোদয় ভোগ বা ত্যাগরাজ্যে লইয়া যায়। তজ্জন্যই ধীরস্বভাব বুধগণ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্যকাল অবিমিশ্রা সেবায় নিযুক্ত হইবার অধিকার লাভ করেন, প্রাপঞ্চিক প্রেয়োবিচারের অনুমোদন করেন না। শ্রীগুরুদেব, পুরুষোত্তমসেবার প্রণালীসমূহ নিজের পুরুষবরত্ব স্বয়ংপ্রকাশাবতাররূপে সেবকতত্ত্বের চমৎকারিতারূপ দিব্যজ্ঞান উন্মুখজীবকে অকাতরে বিতরণ করেন। তখন আর তর্কপন্থায় আবরণীবৃত্তি ও বিক্ষে-পাত্মিকাবৃত্তি, বিত্তাবধূজীবনের সেবারত হরিনামভজন-কারীকে অমঙ্গলময় ভূতাকাশে অবস্থান করাইয়া ভোগী বা ত্যাগী করায় না। তখন পরব্যোমে বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া মুক্তজীবগণ হৃষীকসমূহের দ্বারা হৃষীকেশের সেবাধিকার লাভ করেন। পূর্ণপুরুষের পুরুষোত্তমতা পরমেশ্বরের অর্দ্ধাঙ্গত্ব বা সহধর্ম্মিণীর আশ্রয়-প্রকাশত্ব জীবের পুরুষোত্তম-বিচারের সুষ্ঠুতা সম্পাদন করিয়া শতসহস্র লক্ষ্মী-গণের দ্বারা সম্ভ্রমরসে সেবিত শ্রীনারায়ণের প্রকাশাবতারত্ব ও মূলবৈকুণ্ঠের চিদ্বৈচিত্র্য-সমূহ প্রদর্শন করে।

পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্য পারমৈশ্বর্য্য ; কিন্তু তাঁহার মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্যে, কমনীয়তায় ও অভিরামত্বে তাহা লঘু ও শিথিল হইয়া রসের উজ্জ্বলতা সাধন করিতে করিতে পরমমুক্ত সেবককে পরমোজ্জ্বল রসময়বিগ্রহ কান্তাশ্রয় বিষয় পর্য্যন্ত দর্শন লাভ করায়। শ্রীসীতারামের স্বকীয়-বিচারের ঔদার্য্য ও রুক্মিণীশের বহুবল্লভত্বের স্বকীয়তা বিষয়াশ্রয়-বিবেকের ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করায়।

সেই সকল পরতত্ত্ব, পরতরতত্ত্ব অতিক্রম করিয়া পরমপরতত্ত্ব— তত্ত্বপরতমসেবার মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ করায়। একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মই আশ্রয় স্বাংশরূপ প্রদর্শন করাইয়া আশ্রয়াংশিনীর সেবায় নিত্যাশ্রিত সেবককে অতুল অধিকার দান করেন।

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণের দ্বারা নির্গুণ অর্থাৎ—অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন এরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহাতে গুণময় নারায়ণ-রূপকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা এই আশঙ্কা দূর করিবার আশয়ে দেবগণ কহিলেন হে দেব ! হে নিয়ন্তা ! গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপণ হয় না, যেহেতু তুমি গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের আধার যে প্রকাশ তাহারও সাক্ষী। তুমি মন ও বচনের অনুমেয় মাত্র, প্রত্যক্ষ নহ। ক্রিয়া সমুদয়ে তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতীত হও, অতএব গুণের দ্বারা তোমার উপাসনা হইলেও নির্গুণ-স্বরূপ তুমি গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণ প্রকাশের দ্বারা পরমেশ্বর নারায়ণ-

রূপ গ্রহণ করেন কিন্তু ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণও গুণ; অতএব গুণাধার পরম-পুরুষ নহে। অতএব নারায়ণের দ্বারাও পরমেশ্বরের নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না, যেহেতু নারায়ণ-রূপ গুণেরও সাক্ষী ভগবান্‌কেই বলিতে হইবে। নারায়ণকে মনের দ্বারা ধ্যান ও কল্পনা করা যায় ও বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু বেদসকল ভগবানের অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা অথবা চিন্তা অথবা ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া নারায়ণকেই প্রতিষ্ঠা ও গান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবানের নাম ও রূপ নাই, এইজন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহার কোন নাম না পাইয়া তাঁহাকে আকর্ষক অর্থাৎ কৃষ্ণ কহিলেন। তাঁহার কোন রূপ না পাইয়া চরাচরের রক্ষকরূপ গোপাল-বেশে তাঁহাকে সজ্জীভূত করিলেন। কোনপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহার করে বংশী দৃষ্টি করিলেন। কোনপ্রকার অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া আনন্দ-প্রকাশ ময়ূরপুচ্ছ ও শান্তি বাদক নূপুর তদীয় চরণে লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন প্রকার বর্ণের দ্বারা তাঁহার রূপ ব্যাখ্যা করিতে অশক্ত হইয়া স্নিগ্ধতার প্রকাশক শ্যামবর্ণে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত রূঢ়ি ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্ব-স্বরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন। মন ও বাক্যের অনুমেয় যে পুরুষ তাহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাহার স্বরূপ প্রকাশ হয় না বরং আচ্ছাদিত হইবারই সম্ভাবনা। তাঁহার স্বরূপের প্রতি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেম জন্মে তাঁহারা তদীয় ঐশ্বর্য্যে কদাচ লুব্ধ বা আশ্চর্য্য হন না। বরং ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে স্বরূপকে দূরে জ্ঞান করিয়া ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র স্বরূপ অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য নারায়ণের রূপ ধারণ করিলে গোপীগণ বিস্ময় হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন না; যাঁহাদের স্বরূপ-মাধুর্য্যে প্রেম হয় তাঁহারা গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত যে ভগবদ্রূপ তাহাতেও আদর করেন না।

কৃষ্ণতত্ত্বই ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব, যেহেতু মন ও বচনের প্রকাশিত নহে, অনুমেয় মাত্র। এই কৃষ্ণতত্ত্ব গুণ, জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা লক্ষিত হন না। গুণ, জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা কৃষ্ণের রূপ ও নাম নিরূপিত হয় না। দেবকীর গর্ভে চতুর্ভুজ নারায়ণের জন্ম হয় অতএব জন্মের দ্বারা কেবল নারায়ণেরই বাসুদেব নাম হয়, শ্রীকৃষ্ণের নাম-করণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশকেই নারায়ণ বলা যায়, এ-প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ যেহেতু স্বরূপ হইতে অনুরূপ ক্ষুদ্র। নারায়ণও কৃষ্ণের অংশ হওয়ায় তাঁহাকে বস্তুতঃ কৃষ্ণস্থ হইতে হয় এইজন্য কৃষ্ণকে বাসুদেব নাম দেওয়া যায়, নতুবা নহে! চতুর্ভুজ মূর্ত্তি অতি শীঘ্রই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় প্রকাশ পায়, যেহেতু চতুর্ভুজেরও পরিণাম স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়। কৃষ্ণস্থ নারায়ণই জগতে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ ঐ সমুদায় কার্য্যের দ্বারা উপাধি প্রাপ্ত হন না। অসুর-বধ প্রভৃতি কার্য্য-সকলের দ্বারা কৃষ্ণের যত নাম-করণ হইয়াছে ঐ সমুদয় নাম নারায়ণের প্রাপ্য। অতএব গুণ-জন্ম-কর্ম্ম-সমুদয় নারায়ণের, কৃষ্ণের নহে। জন্মকালে ও অন্তর্দ্ধানকালে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই প্রকাশ পায়, যেহেতু আবির্ভাব ও তিরোভাব নারায়ণের সম্ভবে, নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব হয় না। যেহেতু কৃষ্ণ, মন, বচন, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি যত প্রকার প্রকাশভাব আছে তাহার অতীত।

এই কৃষ্ণতত্ত্বকে অদূরদর্শীগণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, গোলোকপুরী হইতে সনক সনাতন প্রভৃতির অভিশাপ ক্রমে কৃষ্ণ জগতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করতঃ বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সমাধান করিয়া পুনরায় স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হন। এই প্রকার বক্তারা ব্যাসদেবের অপ্রাকৃত-তত্ত্ব সুন্দররূপ উপলব্ধি না করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বকে সাধারণে প্রাকৃত-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরমেশ্বরের স্থান নিরূপণ ও তাঁহার শাপভয় প্রভৃতি প্রাকৃত বাক্যমাত্র। ইহাতে যে বাক্যমল আছে তাহা পরিষ্কার করতঃ যে-পুরুষ অনুভবানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ দর্শন করেন তাঁহার অমৃতত্ব সম্ভব, নতুবা প্রাকৃতজ্ঞানে এই সমুদায় ব্যাখ্যা দৃষ্টি করিলে অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। "সত্যং পরং ধীমহি" এই প্রকার বক্তা যে-ব্যাসদেব, তাঁহার লিখিত সাত্ত্বিক-

পুরাণ সমুদয়ে যে-সমস্ত কথা আছে তাহা অপ্রাকৃত-ভাবে পরিপূর্ণ; অতএব ঐ সমস্ত হইতে যিনি প্রাকৃত-ভাবকে অর্জ্জন করেন তাহার মঙ্গল কোথায়।

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা এই যে, কৃষ্ণলীলা কল্পিত বিবরণ-মাত্র। জীবগণের আধ্যাত্মিক-তাপোন্মূলন ইচ্ছায় বাদরায়ণ-ঋষি আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সুলভ করিবার জন্য এই কৃষ্ণলীলা কল্পনা করতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যাও অযুক্ত। কল্পনাশক্তিও প্রাকৃত, যেহেতু ইন্দ্রিয় ভাবজনিত মনই কল্পনা করে। আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুত-বিশ্বাস, যাহাকে অনুভব-শক্তি কহা যায় তাহার সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই। মন প্রাকৃত, কিন্তু অনুভব-শক্তি অপ্রাকৃত। মনের দ্বারা যাহা কিছু কল্পিত হয় সকলই প্রাকৃত। অতএব কৃষ্ণলীলা যদি কল্পিত হইত তবে কি প্রকার অপ্রাকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারিত। কল্পনা দ্বারা স্বর্গ নরক ও অনেকপ্রকার লোকের চিত্রপট মানবগণের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সকল যাহার সহিত কখন সাক্ষাৎ করে নাই তাহার কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? ব্যাসদেব যদ্যপি প্রাকৃতবস্তু হইতে অপ্রাকৃত-তত্ত্ব কল্পনা করিতেন তবে কৃষ্ণতত্ত্বও কল্পনা ও প্রাকৃত হইত, কিন্তু তিনি তাহা করেন না। চতুঃশ্লোকী প্রাপ্তির বিবরণেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা যখন সমুদয় প্রাকৃত-বস্তুতে কৃষ্ণদর্শন পাইলেন না তখন তিনি স্বীয় আত্মায় ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। ভগবানের নিকট হইতে যে অপ্রাকৃতজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন তাহাই ব্যাসের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসদেব ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয় অনুভূত যে জ্ঞান তাহা কদাচ প্রাকৃত কল্পনাবাচ্য হইতে পারে না এবং তল্লক্ষিত কৃষ্ণতত্ত্বও প্রাকৃত হইতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ সত্য ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, তবে যাঁহারা কৃষ্ণলীলাকে কল্পিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রাকৃতভাব হইতে স্বীয় জ্ঞানকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

দেবতারা এইজন্য কহিলেন যে, যে-ব্যক্তিরা পরমেশ্বরের গুণ, জন্ম, কর্ম্ম প্রাকৃত ঐতিহাসিক-বিবরণ বোধ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার নাম ও রূপের ব্যবস্থা করে তাহারা মূঢ় এবং যাহারা কৃষ্ণ-বিবরণ কল্পিতবোধ করিয়া তদ্দ্বারা উপাসনার প্রণালী পাওয়াগিয়াছে এইরূপ বোধ করে তাহারাও তদ্রূপ। যেহেতু অপ্রাকৃত ভগবান্ প্রাকৃত গুন, জন্ম কর্ম্ম, মন ও বচনের সাক্ষীমাত্র, তদ্গত নহেন। তাহারা তাঁহার যে কিছু নাম ও রূপ প্রদান করিবে তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত হইয়া উঠিবে। তাঁহার স্বরূপ-নাম-রূপ কহিতে পারিবে না। কেবল সম্বন্ধীয় নাম ও রূপ প্রকাশ করিবে এই মাত্র। কিন্তু তাহাতে জীবের পরম তৃপ্তি নাই। জীব যখন এই প্রকার তৃপ্তি রহিত হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় ব্যাকুল হন তখন ক্রিয়াতে ভগবানের প্রত্যক্ষতা দৃষ্টি করেন।

শ্রীধরস্বামী ক্রিয়া শব্দের অর্থ উপাসনা কহিয়াছেন। উপাসনা শব্দেও সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে, এইজন্য ক্রিয়া-শব্দের অর্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃত বিভাগে মানবের মধ্যে তিনটী বস্তু আছে অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্য। দেহে যে-সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা প্রাকৃত-বিষয় উপলব্ধি করে। এজন্য জগদীশ্বরকে অতীন্দ্রিয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। মনও ইন্দ্রিয়-জনিত-ভাব-সকলের চালনা করিয়া থাকে অতএব উহারও ক্রিয়া-সকল প্রাকৃত। বাক্য মনকে প্রকাশ করে অতএব উহাও প্রাকৃত। দেহ, মন ও বাক্য ভগবানের কিছুই জানে না। দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটী বস্তুর বিলক্ষণ যে-তত্ত্ব—তাহাই জীব ও তাহাকেই আত্মা কহে। ঐ আত্মার দুইটী লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ। এই জ্ঞান ও আনন্দই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করে, যেহেতু অপ্রাকৃত পদার্থই অপ্রাকৃত পদার্থকে জানিতে পারে। এই অপ্রাকৃত-জীবের অপ্রাকৃত-ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই ইহার ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় এবং তদ্যোগেই জীব ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করে। জীব যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃতদেহে আবদ্ধ আছেন, তত দিবস উপাসনা ক্রিয়াও দেহে ব্যক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা ভক্তিযোগে যখন উপাসনা করেন তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহবাসে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়। মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে। দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু, নৃত্য,

স্তম্ভ, স্বেদ এইসকল প্রকাশ করিতে থাকে। ইন্দ্রিয়-সকল ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দৃষ্টি করিতে থাকে। হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে তন্মধ্যে প্রিয় বস্তুসকল জগদীশ্বরকে দান করিয়া তৃপ্ত হয়। পদ নৃত্য করতঃ ও সাধু-প্রতিষ্ঠিত-স্থান সকলে বিচরণ করতঃ তৃপ্ত হয়। চক্ষু ভগবদ্ভাব-স্মারক প্রতিমা-সকল দেখিয়া তৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্যিক ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় না কিন্তু আত্মাতে যে-সকল ভাবের উদয় হয় ঐ সকল ভাব দেহযোগে স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত-বৃন্দাবন-ধামের প্রতি ধাবমান হইলে দেহ মথুরার নিকটবর্ত্তী হয়। আত্মা ভগবদ্রূপ দর্শনার্থে যতই ব্যাকুল হয় তত শীঘ্রই অর্চ্চাবতারের দর্শনার্থে চক্ষু ধাবমান হয়। আত্মা স্বীয় প্রিয়বস্তু প্রেম জগদীশ্বরকে দান করিতে ব্যাকুল হইলেই হস্ত পুষ্প-চন্দনাদি ও ভোগ-নৈবেদ্যাদি ভগবান্‌কে দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই সমস্ত কার্য্য অপ্রাকৃত উপাসনা-ক্রিয়ার প্রকাশিকা মাত্র, মুখ্য ক্রিয়া নহে। এই প্রকার অপ্রাকৃত উপাসনা-ক্রিয়ায় জীব ও ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

এই শ্লোকে কৃষ্ণলীলা যে, অপ্রাকৃত-ভাবে প্রত্যক্ষ ইহাই কথিত হইল। এই লীলা যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা-যোগে মনের প্রত্যক্ষ এরূপ যাহারা স্থির করেন তাঁহারা কৃষ্ণলীলার অর্থ অবগত নহেন। কৃষ্ণলীলা অনাদি, অনন্ত ও স্বতঃপ্রত্যক্ষ। ইহাই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী অতএব কোন বস্তু ইহাকে চিত্রিত করিতে সক্ষম নহে। ইহা অপ্রতিম। আত্মপ্রত্যয়রূপ অপ্রাকৃত বিভাগে ইহার সত্ত অবস্থিতি। ইহাকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা মনঃকল্পিত-বিষয় বোধ করিলে অত্যন্ত অধমতা প্রকাশ হয়। অতএব জীবের অবস্থা-সকল সমাপ্তি হইলে অবস্থা রহিত এই অপ্রাকৃত-বিলাস প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। যতকাল জীব নানাবিধ অবস্থায় বিচরণ করেন ততদিবস সম্বন্ধীয় সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণু অথবা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু অথবা কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ অথবা পরব্যোমস্থিত মাধবকে দৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন। অবস্থার সমাপ্তি হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। জড়দেহে জড়ীভূততা হইতে স্বরূপ-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যতপ্রকার ভাবের উদয় হয় ঐ সকলকে অবস্থা কহা যায়। স্বরূপ-দেহ প্রাপ্তির নাম অবস্থা। ১১। (ক্রমশঃ)

শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনা

শ্রীচৈতন্যবাণীর আজ একাদশবর্ষ প্রকটতিথি। বিগত বর্ষে শ্রীচৈতন্যবাণী জড়বাদিগণের মধ্যে নিজের মহিমা প্রকাশ করতঃ তাহাদের চিত্ত শ্রীচৈতন্যচরণে আকর্ষণ করিয়াছেন। চিদনুশীলনকারী সজ্জনগণের বহুবিধ সংশয় নিরসন করতঃ সুদৃঢ় পদক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণপ্রাপ্তিতে বিপুলভাবে সহায়তা করিয়াছেন। শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা মহাজনগণের উপদেশামৃত বিতরণ করতঃ শ্রীচৈতন্যবাণী সজ্জনহৃদয়ে বিশেষভাবে সমাদৃতা হইয়াছেন।

বর্ত্তমানে দেশের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যায় জর্জ্জরিত, উদ্বেগ ও অশান্তির দাবানলে ক্লিষ্ট এবং কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় উপনীত দেশবাসীকে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচুরভাবে কৃপা বর্ষণ করতঃ দেশবাসীর চিত্তকে প্রশান্ত করিবেন, এইরূপ আশা পোষণ করি। কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠালোলুপ দেশের সন্তানগণ পার্থিব সংস্কারের মোহ ক্ষণকালের জন্যও দূরে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণা করিলে তাঁহার মহিমা এবং বৈশিষ্ট্য অবশ্যই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যে যুগে তমোগুণের প্রাধান্য, হিংসার প্রাবল্য, আলস্য প্রবল থাকায় পরিশ্রম না করিয়া অধিক অর্থলাভের প্রয়াস, অপরের সুখে অসহিষ্ণুতা, শ্রেষ্ঠের মর্য্যাদা দিতে অপারগ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সন্দিগ্ধভাব, যে সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের, ন্যায় অন্যায়ের চিন্তা না করিয়া কেবল স্বপ্রাধান্য স্থাপনের জন্য জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিতেও নিঃসঙ্কোচ ভাব—কোন ইতস্ততঃ ভাব নাই, যেকালে দেশের হিতৈষণার ছলে নিজের পকেটভারী করিবার

প্রচেষ্টা প্রবল, যে সময়ে পরোপকার প্রবৃত্তি, দয়া, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, স্নেহ-মমতাদি অতীতের কাহিনীর ন্যায় হইয়া পড়িতেছে সেই সময়ে অকুণ্ঠ প্রেমবার্ত্তাবহনকারী, সর্ব্বজীবে সমদর্শী অমন্দোদয়-দয়ার প্রস্রবণ শ্রীচৈতন্য-বাণীর আবির্ভাব ও বিস্তার নিশ্চয়ই মনুষ্যহৃদয়ে তথা অন্যান্য জীব হৃদয়ে সুখোল্লাস বর্দ্ধন করিবেন। আপাত-রমণীয়, পরিণামে ক্লেশপ্রদ রকমারি প্রস্তাবের অসারতা শ্রীচৈতন্যবাণীর কৃপাতে সহজেই সকলের অনুভূতির বিষয় হইবে। শ্রীচৈতন্যবাণী আত্মধর্ম্মের কথা, স্বরূপের জাগরণের কথা, সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রেম-বার্ত্তা গৃহে গৃহে বিতরণ করিলে নিশ্চয়ই দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত মানব-সমাজের দুঃখ ও অস্থিরতা বিদূরিত হইবে। সসীম বস্তু ভাগাভাগীতে অশান্তি অনিবার্য্য, বৃহদংশ পাইলেও শান্তির কোনও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীচৈতন্যবাণী পূর্ণতম চিন্ময় আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তিকে প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবৎ-প্রেমই পারিবারিক, সামাজিক এবং বিশ্ববাসীর প্রতি প্রীতিভাব আনয়ন করিতে পারেন। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসিত হইতে হয়। প্রেমের প্রতিক্রিয়ায় প্রীতিলাভ করা যায়। খণ্ড বস্তুর প্রতি প্রীতি কামেরই রূপান্তর মাত্র। পূর্ণ বস্তুতে প্রীতিই স্বপরহিতকর। শ্রীচৈতন্যবাণী শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করতঃ রকমারিভাবে জীবের হিতের নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ মাসে মাসে বিতরণ করিতেছেন। জড়ধর্ম্মে ও জড়স্বার্থে কলহ, বিবাদ অনিবার্য্য। চিদ্ধর্ম্মে বিচিত্রতা থাকিলেও সংঘাত নাই। শ্রীচৈতন্যবাণী চিদ্ধর্ম্মের বৈচিত্র্য-প্রদর্শনকারিণী।

দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমি সুধিমণ্ডলীকে শ্রীচৈতন্যের উপদেশামৃতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে এবং দেশের বিবিধ সমস্যা উহার পরিপ্রেক্ষিতে সমাধানের পথ প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইবার জন্য অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রীচৈতন্যদেবের, তথা শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ-সার অবলম্বন করতঃ মনুষ্যের বাস্তব-কল্যাণ সাধনের জন্য যত্নশীল আছেন। আজ তাঁহার এই নববর্ষ পদার্পণের শুভদা-তিথিতে আমি পুনঃ পুনঃ শ্রীচৈতন্যবাণীর বন্দনা করিতেছি এবং প্রার্থনা করি, তিনি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদের ত্রুটীবিচ্যুতি মার্জ্জনা করতঃ নিজের অসমোর্দ্ধ্ব দয়ার স্বরূপ অধিকতররূপে প্রকট করিয়া আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেবায় অধিকার প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবক, সেবিকাগণকেও আমি অভিবাদন জ্ঞাপন করি, তাঁহারা সকলেই জয়যুক্ত হউন।

অকিঞ্চন

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু— শ্রীভক্তিদয়িত মাধব

মহাবদান্য মহাপ্রভু

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

"গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র।"

—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা—সবই মধুর, মধুর হইতেও সুমধুর।

"মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥"

[এই কৃষ্ণের বপু—মধুর, ইঁহার বদন—মধুর ও ইঁহার মৃদুহাস্য—মধুগন্ধি; অহো! ইঁহার সমস্তই মধুর।]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রভু "নমো মহা-বদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।৫৩) শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'সাক্ষাৎ শ্রীগোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ'-**স্বরূপ**, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-**নাম** ["শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৩৪)], 'শ্রীরাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিততপ্ত-কাঞ্চনসন্নিভ গৌর'-**রূপ**, 'পরমকরুণাপ্রযুক্ত মহাবদান্যতা'-**গুণ** এবং 'শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেম আপামরে বিতরণ'-**লীলা** বর্ণন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

তাঁহার অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত; তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্র-সার শিক্ষাষ্টক; তাঁহার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমমুখে প্রথমে সপ্তাহকাল নীরবে

বেদান্তশ্রবণলীলা, পরে তাঁহার নিকট বেদান্তসূত্রের যথার্থ ভক্তিপর অর্থজ্ঞাপন; আত্মারামাশ্চ শ্লোকের অষ্টাদশার্থ ব্যাখ্যান, তচ্ছ্রবণে শ্রীসার্ব্বভৌমের আত্মগ্লানি, প্রভু-পদে শরণাগতি ও প্রভুর কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে ষড়্ভুজ প্রদর্শন; মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মুখে 'তব কথামৃতং' শ্লোক শ্রবণে তাঁহাকে 'ভূরিদা' বলিয়া আলিঙ্গন, পরে তাঁহাকেও কৃপাপূর্ব্বক ষড়্ভুজ প্রদর্শন; প্রয়াগ দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদকে এবং কাশী দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-শিক্ষাদান; শ্রীসনাতনকে 'আত্মারামাশ্চ' শ্লোকের একষট্টি (৬১) প্রকার অর্থ জ্ঞাপন; শ্রীরায়রামানন্দ মুখে গোদাবরীতটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব-শ্রবণ-লীলা—সবই মধুর।

শ্রীরামানন্দ-মুখে ক্রমশঃ দৈববর্ণাশ্রম-রূপ স্বধর্ম্মপালন, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ-রূপ কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তি, বর্ণাশ্রম-রূপ স্বধর্ম্ম-ত্যাগ বা কর্ম্মসন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রাভক্তির সাধ্যসারত্ব কীর্ত্তন করাইয়া তৎসমুদয়কে "এহো বাহ্য, আগে কহো আর" বলিয়া মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকথা জানিতে চাহিলে রায়মুখে মহাপ্রভুই আবার জ্ঞানশূন্যা-ভক্তির সাধ্যসারত্ব কীর্ত্তন করাইলেন। শ্রোতৃলীলাভিনয়কারী মহাপ্রভু তাহা 'এহো হয়' বলিয়া মানিয়া লইয়া 'আগে কহ আর' বলিয়া তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন। তাহাতে মহাপ্রভুরই প্রেরণাক্রমে রায় প্রথমে 'শান্ত'-ভক্তিকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া কীর্ত্তন করিলে মহাপ্রভু উহাকে 'এহো হয়, আগে কহ আর' বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন। প্রভুপ্রেরণাক্রমে রায় দাস্যপ্রেমকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিলে মহাপ্রভু 'এহো হয়, কিছু আগে আর' বলিয়া আরও অগ্রসর হইতে বলিলে রায় প্রভু-প্রেরণাক্রমে প্রথমে সখ্য ও পরে বাৎসল্য-প্রেমকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিলেন। তাহাতে মহা-প্রভু 'এহো উত্তম, আগে কহ আর' বলিতে রায় তৎপ্রেরণাক্রমে কান্তভাবকে 'প্রেমসাধ্যসার' বলিলেন, তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন—'হাঁ, ইহা সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়। কৃপা করি' কহ, যদি আগে কিছু হয়।' তখন রায় প্রভুর প্রেরণাক্রমে শ্রীরাধার প্রেমকে সাধ্য-শিরোমণি বলিয়া জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহাতে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে বলিলে রায় তৎপ্রেরণাক্রমে যুগল-রাসবিলাসবর্ণন-প্রসঙ্গে 'কংসারিরপি' প্রভৃতি শ্লোক-কীর্ত্তনমুখে সমর্থারতি শ্রীরাধার প্রেমের অসমোর্দ্ধত্ব জ্ঞাপন করিলেন। তখন মহাপ্রভু "এবে জানিলুঁ সাধ্য-সাধন নির্ণয়। আগে আর আছে কিছু শুনিতে মন হয়।" এইরূপ বলিয়া কৃষ্ণ, রাধা, রস ও প্রেমের স্বরূপ-তত্ত্ব শুনিতে চাহিলেন। রায় মহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে ঐ সকল তত্ত্ব শুনাইলে মহাপ্রভু 'এহো হয়, আগে কহ আর' বলিয়া আরও অগ্রসর হইতে বলিলেন। তখন রায় মহাপ্রভুরই প্রেরণানুসারে তৎ-সুখদায়ক 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' নামক একটি সুমধুর ভাবের কথা শুনাইলেন, ইহাতে বিচ্ছেদকালে শ্রীমতীর অধিরূঢ় ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তিরূপ এক অপূর্ব্ব ভাব আছে। রায় রামানন্দ ঐ রস-সম্বন্ধে তাঁহার নিজকৃত একটি সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইলেন—

> "পহিলেহি রাগ নয়ন-ভঙ্গে ভেল।
> অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল॥
> না সো রমণ, না হাম রমণী।
> দুঁহু-মন মনোভব পেষল জানি'॥
> এ সখি, সে-সব প্রেমকাহিনী।
> কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি'॥
> না খোঁজলুঁ দূতী, না খোঁজলুঁ আন্।
> দুঁহুকো মিলনে মধ্যে পাঁচবাণ॥
> অব্ সোহি বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
> সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥"
>
> —চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১৯৪

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে উহার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা—

"আহা, মিলনের পূর্ব্বরাগ-সময়ে পরস্পরের নয়ন-ঈক্ষণ হইতে 'রাগ' বলিয়া একটি ভাবের উদয় হয়। সেই রাগ বাড়িতে বাড়িতে 'অবধি' বা ইয়ত্তা প্রাপ্ত হইল না, সেই রাগ আমাদের উভয়ের স্বভাব-জনিত। রমণ-স্বরূপ কৃষ্ণই যে তাহার কারণ, তাহা নহে, বা রমণীস্বরূপ আমিই যে তাহার কারণ, তাহা নহে।

পরস্পর-দর্শনে যে 'রাগ' উদিত হইল, তাহাই মনোভব অর্থাৎ মদন হইয়া আমাদের মনকে পেষণ করিয়া একত্র করিয়াছিল। এখন বিচ্ছেদের সময়, সে-সব প্রেম-কাহিনী, হে সখি, কৃষ্ণ যদি ভুলিয়াই থাকেন, এরূপ বুঝিতে পার, তবে তাঁহাকে কহিও,—মিলন-সময়ে আমরা কোন দূতীকে অন্বেষণ করি নাই, অথবা অন্য কাহাকেও কোন অনুরোধ করি নাই ; অনঙ্গরূপ পঞ্চবাণই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ ছিল। আবার, এখন বিচ্ছেদ-সময়ে সেই রাগ 'বিরাগ' হওয়ায় অর্থাৎ বিশিষ্টরাগ বা বিচ্ছেদগত রাগ বা অধিরূঢ় ভাবরূপে, হে সখি, তুমি দূতীরূপে কার্য্য করিতেছ! সুপুরুষের প্রেমে এই রীতিই সর্ব্বত্র দেখিবে।"

"তাৎপর্য্য এই—সম্ভোগকালে 'রাগ' যেমন অনঙ্গরূপে মধ্যস্থ, বিপ্রলম্ভকালে উহা সেইরূপ অধিরূঢ় ভাবাপন্না দূতী হইয়া 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে' অর্থাৎ বিপ্রলম্ভে সম্ভোগ-স্ফূর্ত্তিকার্য্যে দূতীস্বরূপ হইলে তাহাকে শ্রীমতী 'সখী' বলিয়া সম্বোধন করতঃ এই কথাটী বলিতেছেন।"

"মূল তাৎপর্য্য এই,—প্রেমবিলাস সম্ভোগেও যেরূপ আনন্দ, বিপ্রলম্ভেও সেইরূপ ; বিশেষতঃ, বিপ্রলম্ভে (সেবার পরাকাষ্ঠায় কৃষ্ণে তন্ময়ভাব-হেতু) সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় তমালাদিতে কৃষ্ণভ্রমজনিত বিবর্ত্ত-ভাবাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাবরূপ একপ্রকার সম্ভোগের উদয় হয়।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে 'সাধ্যবস্তুর অবধি' বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক সেই সাধ্যবস্তু পাইবার উপায়স্বরূপ সাধন জানিতে চাহিলে রায় কহিলেন—"মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা। অত্যন্ত রহস্য শুন, সাধনের কথা॥"

—সখীগণের দ্বারাই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চিদ্‌বিলাসপুষ্ট হয়। সখীগণেরই ইহাতে অধিকার, সখী হইতেই এই লীলার বিস্তার হইয়া থাকে। সখী ব্যতীত এই লীলা পুষ্ট হয় না, সখীই এই লীলা বিস্তার করিয়া সখীই আবার তাহা আস্বাদন করেন, সুতরাং সখীর আনুগত্য ব্যতীত তাহাতে কেহ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না—

"সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৮।২০৪-২০৫

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

" 'না সো রমণ, না হাম রমণী'—এই কথা বলিতে গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার প্রদর্শন করায় শ্রীজীবপাদ স্বীয় সর্ব্বসম্বাদিনীতে গৌড়ীয়ের বেদান্তদর্শনকেই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। * * * * শক্তি-শক্তিমত্তত্ত্বের অভেদ-প্রতিপাদনে বিষয়ের আশ্রয়ের জন্য উদ্দীপন ও আশ্রয়ের বিষয়ের জন্য উদ্দীপন-ভাবটী সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্যই শ্রীরামানন্দের গীতে রমণ-রমণীর পরস্পর স্বরূপ-জ্ঞান-ব্যত্যয়-ভাব। তাই বলিয়া কোন জীব যেন অহং-গ্রহোপাসক হইয়া না পড়েন। অহংগ্রহোপাসনা—চিন্মাত্রবাদীর মূঢ়তা এবং চিদ্‌বিলাসের বৈপরীত্য মাত্র। অদ্বয়-জ্ঞানবস্তুতে আশ্রয়জাতীয়-ভাবের অভাব আছে বলিয়া যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহাদের জন্যই গোলোকস্থ ঔদার্য্যপ্রকোষ্ঠস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য গৌরলীলার প্রপঞ্চে অবতরণ।" —চৈঃ চঃ ম ৮।১৯১ অনুভাষ্য

শ্রীরাধারাণীর সখীগণের স্বভাবই এই যে, 'কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন', কৃষ্ণসহ রাধিকার মিলন সম্পাদন করাইয়াই তাঁহাদের যাহাকিছু সুখ। শ্রীরাধাই কৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা-স্বরূপ, সখীগণ সেই লতার পল্লব-পুষ্প-পত্র তুল্য। লতারূপ রাধিকার চরণাশ্রয়ে লতাতে কৃষ্ণলীলামৃত সিঞ্চন-কার্য্যেই পল্লবাদির প্রফুল্লতা। বৃক্ষের পল্লবাদিতে স্বতন্ত্রভাবে জল সেচন করিলে যেমন পল্লবাদির প্রফুল্লতা দৃষ্ট হয় না, 'মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকরী', তদ্রূপ গোপীগণের স্বতন্ত্র কৃষ্ণমিলন-সুখ হইতে রাধাকৃষ্ণ-মিলন দ্বারাই অধিক সুখ হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীরাধারাণী সখীপ্রীতি বশতঃ সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে ইচ্ছা না থাকিলেও নানা-ছলে তাঁহাদিগকে কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করতঃ

কৃষ্ণ-সঙ্গম করাইয়া 'আত্মসুখ-সঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়'। কিন্তু 'সহজ (সহজাত বা স্বাভাবিক) গোপীর প্রেম, —নহে প্রাকৃত কাম। কাম-ক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম-নাম'॥—'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্'।

"নিজেন্দ্রিয়-সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্য গোপীভাববর্য্য॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গমবিহার॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২১৭-২১৮

কৃষ্ণ তাঁহার মাধুর্য্যপ্রধান-লীলা সঙ্গোপন করিয়া চিন্তা করিলেন—"এ যাবৎ আমি জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক বিধিমার্গে আমার ভজনা করেন সত্য, কিন্তু 'বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'—(চৈঃ চঃ আ ৩।১৫)। গৌরব-ভাবময়ী বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল, 'ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নহে মোর প্রীতি'। বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ), সারূপ্য (সমান রূপ অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজাদি রূপ প্রাপ্তি), সামীপ্য (বিষ্ণুর সমীপে অবস্থিতি) এবং সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস)—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। যাহাতে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য প্রাপ্তি হয়, এরূপ সাযুজ্য-মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। 'সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা, লজ্জা, ভয়। নরক বাঞ্ছয় তবু সাযুজ্য না লয়॥' কিন্তু বিধিভক্তির অতীত আমার প্রেমভক্তি প্রচারিত হইলে ভক্তগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তিসুখকেও পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাসুখের জন্য লালায়িত হন। সুতরাং প্রেমভক্তি প্রচারই আমার মনোঽভীষ্ট। কলিযুগধর্ম্ম যে নাম-সংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য মধুর বা শৃঙ্গার রসের সহিত জগৎকে দিয়া আমি জগজ্জীবকে নাম-প্রেমে নৃত্য করাইব। নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ স্বীয় আচরণদ্বারা সকলকে ভক্তি শিক্ষা দিব। আচার ব্যতীত প্রচার ফলপ্রদ হয় না। আর একটি বিষয় এই যে, যুগধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্য আমার অংশ বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু ব্রজপ্রেম-প্রদান-কার্য্য আমি অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত অপর অংশ-বিষ্ণুতত্ত্বের দ্বারা ত' সম্ভব হইবে না? সুতরাং আমিই নিজ ব্রজপরিকর-সহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া এই ব্রজপ্রেম বিতরণাদি লীলা স্বয়ং করিব।"

"এত ভাবি' কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।২৯

'প্রথম সন্ধ্যায়' বাক্যটির অনুভাষ্যে পরমারাধ্য প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—"যুগারম্ভকালে আদিতে এবং যুগান্তকালে শেষে যুগের ষষ্ঠভাগ-পরিমিতকাল সন্ধ্যা। যুগের প্রথম সন্ধ্যা দ্বাদশ ভাগ ও শেষ সন্ধ্যা দ্বাদশ ভাগ। সুতরাং কলিকালে প্রথম সন্ধ্যা ৩৬০০০ (৪৩২০০০ ÷ ১২) সৌরবর্ষ। শ্রীগৌরসুন্দর কলিকালের ৪৫৮৬ বর্ষ গত হইলে প্রকটিত হওয়ায় প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দাদি নিজ পার্ষদ দ্বারা প্রচার করাইলেন—

"সেই গোপীভাবামৃতে যাঁর লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম ত্যজি' সে কৃষ্ণকে ভজয়॥
রাগানুগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেইজন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি' পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২২০-২২৩

"বিধি-মার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥
অতএব গোপীভাব করি' অঙ্গীকার।
রাত্রি-দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি' করে তাঁহাঙ্ক্রি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥
গোপী-আনুগত্য বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২২৬, ২২৮-২৩১

এই রাগভক্তি পাইবার উপায় কি? চতুঃষষ্টি ভজনাঙ্গরূপ বৈধীভক্তিতে নির্ম্মল-শ্রদ্ধোদয়ে অধিকার জন্মিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি সংগ্রহ করিবার একমাত্র মূল্য 'লালসা'। ব্রজবাসীর কৃষ্ণপ্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের কথা শ্রবণ করিতে করিতে যাঁহাদের তৎপ্রতি অকৃত্রিম লোভের উদয় হয়, তাঁহারাই সেই গোপীভাবামৃত লাভে অধিকারী হন, তাঁহাদের রাগানুগ-ভজনমার্গে ভজনাধিকার লাভ হয়। ব্রজে রক্তক-পত্রক-চিত্রক-বকুল-ভৃঙ্গার-ভঙ্গুর-জম্বুলরসালাদি কৃষ্ণদাস, শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম-স্তোককৃষ্ণ-সুবলাদি কৃষ্ণ-সখা, নন্দ-যশোদাদি কৃষ্ণের পিতা-মাতা। ইঁহারা নিজ নিজ রসে সকলেই কৃষ্ণভজন করিতেছেন। ব্রজরস-ভজনের প্রবৃত্তিক্রমে উক্ত কোন রস-বিশেষে লোভোদয় হইলে তিনি সেই ভাবযোগ্য চিৎস্বরূপ লাভ করতঃ সিদ্ধিকালে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্য স্বীকার করতঃ রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে ভজন করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই লোভোদয় ত' বড় সহজ কথা নহে। তাহা হইলে কি জীবের কৃষ্ণভজন-সৌভাগ্য হইবেই না? এজন্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কহিয়াছেন—

"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্ন দানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥"

শ্রীনামে মহাপ্রভু সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল রসই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, রসিকশেখর কৃষ্ণনামে পরম চমৎকারিতাপূর্ণরূপে বিদ্যমান। 'কৃষ্ণনাম চিন্তামণি অখিলরসের খনি।' "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য-রস-বিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্ন-ত্বান্নামনামিনোঃ॥" নাম-নামী অভিন্ন, পূর্ণ, চিদ্রসবিগ্রহ। বিশেষতঃ শ্রীরূপপাদ বাচক-স্বরূপ নামের করুণা বাচ্যস্বরূপ নামী অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানাইয়াছেন। সুতরাং 'সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধিকালে পাবে তাহা'—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—এই ন্যায়ানুসারে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনামের চরণে অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেম-রস-লালসা জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ গুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে নিরপরাধে নাম সাধন করিতে থাকিলে 'ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার' শ্রীমন্মহা-প্রভুর এই শ্রীমুখবাক্য অনুসারে শ্রীনামকৃপায় ব্রজ-প্রেম-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুরও শ্রীমুখবাক্য—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১

তবে কৃষ্ণনামে অপরাধের বিচার আছে, কিন্তু অত্যন্ত অপরাধী ব্যক্তিও পরমকরুণ মহাবদান্য শ্রীনিতাই-গৌরের শরণাপন্ন হইলে দয়াময় গৌর-নিতাই স্বল্পকালের মধ্যেই তাহার হৃদয় নির্ম্মল করিয়া দিয়া তাহাকে কৃষ্ণপ্রেমধনের অধিকারী করিয়া দেন। 'গৌরাঙ্গভজন সহজ অতি, সহজ তাহার ফল বিততি। গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে, সুবিমল প্রেম অন্বেষয় তারে॥'

মহাবদান্য মহাপ্রভুর জগাই মাধাই-এর ন্যায় পাপী-তাপীর উদ্ধার খুব একটা বড় কথা নহে, তাঁহার কৃপা-কটাক্ষমাত্রেই উহাদের উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, কেন না উহারা ত' অপরাধী ছিল না? দেবানন্দ পণ্ডিতাদি গুরুতর বৈষ্ণব অপরাধীকেও দয়াময় গৌরহরি নানা কৌশলে বৈষ্ণবাপরাধাদি ক্ষালন করাইয়া উদ্ধার করিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা মহাবদান্য গৌরহরির মহাবদান 'প্রেম'-লাভের উপায় স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহার প্রিয় পার্ষদ স্বরূপ-রামরায়কে উপলক্ষ্য করিয়া পরমানন্দে ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন—

"নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥"

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্রই নামে প্রেমোদয় হয়।

তাঁহার শিক্ষাষ্টকের সহিত অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ-

ব্যবস্থা মহাজনগণ প্রদান করিয়া থাকেন। 'যদ্যপি অন্যা-ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব।' কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়াই স্মরণের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনাত্মক সকল শিক্ষাসারই প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীরায় রামানন্দ দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে-সকল শিক্ষাসার প্রকট করাইয়াছেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। আমরা নিম্নে সেই সর্ব্বশাস্ত্র-নির্য্যাস-স্বরূপ শিক্ষাগুলি উদ্ধার করিলাম—

"প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার'?
রায় কহে,—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?
রাধাকৃষ্ণে-প্রেম যাঁর সেই বড় ধনী॥
দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি॥
গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজধর্ম্ম?
রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কেলি,—যেই গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?
কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ?
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?
রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান॥
সর্ব্বত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস?
শ্রীবৃন্দাবন ভূমি—যাহাঁ নিত্য-লীলারাস॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণ-রসায়ন॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ-উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম॥
মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?
স্থাবর-দেহ, দেব-দেহ যৈছে অবস্থিতি॥"

—চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৫-২৫৭

শ্রীরাধার প্রেমঋণে ঋণী হইয়া রাধাভাববিভাবিত শ্রীরাধানাথ নীলাচলে নীলাম্বুধিতটে 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাঙ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন, পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠধারণ করিয়া যে অভূতপূর্ব্ব কৃষ্ণবিরহবিহ্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শ্রীরাধার ভজন-রহস্য। নিজ স্বরূপশক্তি শ্রীবৃসভানু-রাজনন্দিনীর সেই শ্রীকৃষ্ণভজনাদর্শ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বীয় আচারাদর্শ দ্বারা প্রকট না করিলে শ্রীরাধার ভজনাদর্শ—কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্য-বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভই জীবের পক্ষে সম্ভব হইত না। সুতরাং শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাদানের তুলনাই নাই। তাঁহার মহৌদার্য্য-লীলার কথঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন হইলেও জীব কৃতকৃতার্থ হইতে পারেন।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরহরির অগাধ-অনন্ত-অচিন্ত্য-প্রেম-বিতরণলীলা যতই আলোচনা করিবার সৌভাগ্য উদিত হইবে, ততই সেই ভাগ্যবান্ জীব কৃতকৃতার্থ হইবেন। জাগতিক ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—হিন্দু-মুসলমানে প্রবল বিদ্রোহকালেও মহাপ্রভুর এই প্রেমপ্রচারলীলা প্রবল উদ্যমে চলিয়াছিল, কিছুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কোন-প্রকারেই বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। আর্য্যভূমি ভারতভূমি প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে—নামগানে মুখরিত হইয়াছে। অনেক অহিন্দু মুসলমানও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। তাই মনে হয় মহাপ্রভুর মহাবদানা-লীলা—আপামরে প্রেমপ্রদানলীলার আলোচনা যতই প্রসারিত হইবে, ততই জীবগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য সংকীর্ণতা দূরীভূত হইবে, জীব উদারচরিত্র হইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' বিচারে পরস্পরে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া স্বরূপোদ্বোধনের সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। তখন 'সাম্যবাদ' সহজলভ্য হইবে, জগতে পরাশান্তি বিরাজ করিবে।

———

প্রয়াগে অর্দ্ধকুম্ভ

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাতে নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল—এই নয়টি বর্ষ বিদ্যমান। স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রত, তৎপুত্র আগ্নীধ্র। তাঁহার নাভি প্রভৃতি নয়টি পুত্র জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের অধিপতি হন। তাঁহাদেরই নামানুসারে উক্ত নাভি প্রভৃতি নববর্ষের নামকরণ হইয়াছে। নাভি-পুত্র ঋষভ—অজ অর্থাৎ জন্মরহিত—ভগবদংশ শ্রীঋষভদেব, সেই অজ ও নাভি-রক্ষিত বর্ষই অজনাভ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। (ভাঃ ৫।৪।৩ বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য) পরে ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাভাগবত পুত্র ভরতের নামানুসারে ঐ অজনাভবর্ষই আবার—'ভারতবর্ষ' নামে অভিহিত হয় (ভাঃ ৫।৭।৩)। এই ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অবতার ও পার্ষদগণের আবির্ভাবস্থল—মহাপুণ্যক্ষেত্র। স্বর্গস্থ দেবতাগণও এই ভারতকে বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ-স্বরূপ বলিয়া এই 'ভারতাজিরে' (ভাঃ ৫।১৯।২০) মনুষ্যজন্মলাভের বিশেষ প্রশস্তি গান করিয়া থাকেন।

ভারতান্তর্গত হরিদ্বার, প্রয়াগ, ধারা অর্থাৎ উজ্জয়িনী এবং গোদাবরীতট নাসিক—এই চারিটী স্থানে প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর পূর্ণকুম্ভ ও ছয় বৎসর অন্তর অর্দ্ধকুম্ভ হইয়া থাকে। দ্বাদশ বর্ষের অর্দ্ধ-কালান্তে অনুষ্ঠানহেতুই অর্দ্ধকুম্ভ নাম, পরন্তু পর্ব্বের উৎকর্ষ অপকর্ষ বা ফলের আধিক্য-ন্যূনতা-বিচারে নহে। অর্দ্ধকুম্ভকালেও পূর্ণকুম্ভের ন্যায় মেলার আয়োজন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত হইতে সকল সম্প্রদায়ের সাধু এই মেলায় সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া থাকেন।

কুম্ভমেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলিয়া থাকেন—সমুদ্র মন্থনোত্থ শ্রীধন্বন্তরি হস্তস্থিত অমৃত-কলস লইয়া দেবাসুরে বিবাদ আরম্ভ হইলে শ্রীভগবান্ অজিত 'পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্' নীতি অনুসারে অসুরগণ অমৃত ভক্ষণ করিলে সৃষ্টি রসাতলে যাইবে—এই চিন্তা করিয়া এক অনিন্দ্য সুন্দরী মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত-কুম্ভটি ধন্বন্তরী হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন এবং অসুরগণকে বঞ্চনা করতঃ কুম্ভটি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের হস্তে প্রদান করিয়া সূর্য্য চন্দ্র বৃহস্পতি ও শনিকে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন। দেবগণের ইঙ্গিতক্রমে জয়ন্ত ঐ কুম্ভ লইয়া দ্রুত গতিতে প্রস্থান করিলেন। অসুরগণও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল। জয়ন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া যে চারিটি স্থানে ঐ কলস নামাইয়া কিয়ৎকালের জন্য বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই স্থান চতুষ্টয়ে অমৃত বিন্দু পতিত হওয়ায় তাহা পরম পবিত্র হইল এবং তথায়ই প্রতি দ্বাদশ বা ষষ্ঠ বৎসরান্তে পূর্ণ বা অর্দ্ধকুম্ভ-স্নান হইতে লাগিল।

বৈশাখ মাসে হরিদ্বারে, শ্রাবণ মাসে নাসিকে, অগ্রহায়ণ মাসে উজ্জয়িনীতে এবং মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভস্নান-যোগ সংঘটিত হয়।

"মাঘে বৃষগতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ।
অমাবস্যাং তদা যোগঃ কুম্ভস্তীর্থ নায়কে॥"

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন—যখন বৃহস্পতি বৃষরাশিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্য মকর-রাশিতে থাকেন এবং অমাবস্যা তিথি হয়, তখনই তীর্থরাজ প্রয়াগে কুম্ভযোগ উপস্থিত হন।

এবার ১২ই মাঘ (১৩৭৭), ইং ২৬।১।৭১ অমাবস্যায় প্রধান স্নান। ২৬শে পৌষ, ১১ই জানুয়ারী শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক-যাত্রা পূর্ণিমা হইতে ২৭শে মাঘ, ১০ই ফেব্রুয়ারী মাঘী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রয়াগরাজে মেলা থাকিবে।

তবে ভক্তগণ ভক্তি বা নামরসামৃতে স্নানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"গোকোটিদানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুতকল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং গোবিন্দ নাম্না ন কদাপি তুল্যম্॥"

অর্থাৎ গ্রহণ সময়ে কোটি কোটি ধেনু দান, কাশী ও প্রয়াগস্থ গঙ্গাতটে অযুতকল্পবাস, অযুত যজ্ঞানুষ্ঠান

এবং সুমেরু পর্ব্বততুল্য স্তূপীকৃত সুবর্ণদান—শ্রীগোবিন্দ নামের সহিত কখনও তুল্য হয় না।

৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার ১ দিন বা ১ কল্প, ঐরূপ রাত্রি। ঐরূপ অযুতকল্পকাল অর্থাৎ অনন্তকাল ধরিয়া কাশী-প্রয়াগাদি তীর্থতটে বাস করিলেও তাহা গোবিন্দ-নামের সহিত তুলিত হইতে পারিবে না। তাই বলিয়া যে, তীর্থে যাইতে হইবে না, তীর্থস্নান করিতে হইবে না, তাহাও নহে। শ্রীমদ্ ভাগবতে কথিত হইয়াছে—

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থ-নিষেবনাৎ॥
—ভাঃ ১।২।১৬

[অর্থাৎ "হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বিষ্ণুতীর্থ পরিক্রমা অথবা (সর্ব্বতীর্থময়) সদ্‌গুরু-সেবাফলে এবং সজ্জন কৃষ্ণভক্ত-সেবাদ্বারাই সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধালু এবং ভগবৎকথা-শ্রবণাভিলাষিজনের শ্রীহরিকথায় আসক্তির উদয় হয়।]

ইহার আর একটি অর্থ—পুণ্যতীর্থ-সেবাফলে তীর্থ-কৃপায় মহতের সঙ্গ লাভ হয়। সেই মহৎ-সেবাফলে শ্রদ্ধালু শুশ্রূষু সাধকের শ্রীবাসুদেবকথায় রুচি জন্মিয়া থাকে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন —

"হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি প্রকারে উদিত হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে দুইটি সেব্যবস্তুর সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্‌ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থ নামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপনযোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবা ব্যতীত রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

কৃষ্ণেতর-বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। * * * মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচার-জাত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথা-শ্রুতির পথকে গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

সুতরাং "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।" শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়াধামে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের দর্শন লাভকেই তাঁহার গয়া-যাত্রার সার্থকতা বলিয়া জানাইয়াছিলেন—

"(প্রভু কহে—) গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥"

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর।
যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর অতঃপর॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।
যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥
ভূমি তথা বৃন্দাবন, গিরি তথা গোবর্দ্ধন,
সলিল তথায় মন্দাকিনী। ইত্যাদি।

তীর্থস্থানে সাধুগণ সম্মিলিত হন। সাধু-সমাবেশে সাধুসঙ্গ সুলভ হয় বটে, কিন্তু অন্যাভিলাষিতা শূন্য অর্থাৎ 'কৃষ্ণসেবার বিরোধী অবৈধ যোষিৎসঙ্গাদি দুর্নীতিমূলক সমস্ত অভিলাষ বিহীন', জ্ঞানকর্ম্মাদি অনাবৃত অর্থাৎ 'মুমুক্ষা ও বুভুক্ষা দ্বারা অব্যবহিত', আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভজনোদ্দেশ্যে তৎপ্রতি রোচমানা প্রবৃত্তিমূলে যে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির অনুকূল চেষ্টাময় কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণবিষয়ক অনুক্ষণ ভজন,' তাহাই উত্তমা-ভক্তি, শ্রীরূপপাদোক্ত এতাদৃশী উত্তমা-ভক্তিসম্পন্ন শুদ্ধভক্তসঙ্গ পাওয়া বড়ই কঠিন, বহুভাগ্যফলেই ঐরূপ সাধুসঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। তবে 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—এই ন্যায়ানুসারে যদি কাহারও অন্তরের অন্তস্তল হইতে সত্যসত্য শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গে শুদ্ধভজনস্পৃহা জাগে এবং তাহা ভগবচ্চরণে নিষ্কপটে জ্ঞাপন করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে কখনই বঞ্চিত হইতে হয় না, বাঞ্ছাকল্পতরু পরম-করুণাময়

শ্রীভগবান্ অবশ্যই কোন না কোন সূত্রে তাঁহার শুদ্ধভক্ত-সঙ্গলাভের যোগাযোগ ঘটাইয়া দেন। শ্রীবিষ্ণুতীর্থে আসিয়া তীর্থের নিষ্কপট পূজা বিধান পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অকৃত্রিম ভজনাভিলাষ জ্ঞাপন করিলে তিনি অবশ্যই কৃপাপূর্ব্বক সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিবেন। ইহাই তীর্থের প্রকৃত কৃপা।

অবিদ্যা বা কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা হইতে পাপবাসনা বা পাপকর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি জাগে, তাহা হইতেই পাপ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গা যমুনা গোদাবরী প্রভৃতি পতিতপাবনী মহাপাপ-নাশিনী তীর্থে স্নানাদি করিবামাত্র পাপ দূর হয় বটে, কিন্তু পাপের 'জড়' বা মূল অবিদ্যা ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত কোটি কোটি বার স্নান সত্ত্বেও পুনরায় পাপপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিবে, তৎফলে পাপানুষ্ঠানে রত হইতে হইবে। কিন্তু ঐ সকল তীর্থ যখন প্রকৃত কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদের কৃপার নিদর্শন-স্বরূপ শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ সংঘটন করাইয়া দিবেন, তখন সেই সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনামানুশীলন করিতে করিতে নামের আনুষঙ্গিক ফলেই জন্মজন্মান্তরের যাবতীয় পাপ সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে। এজন্য ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥"

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যোপরাগে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের চরণ দর্শনার্থ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস, নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম, সশিষ্য জামদগ্ন্য-রাম, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পুলস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, দ্বিত, ত্রিত, একত, সনকাদি ব্রহ্মপুত্রগণ, অঙ্গিরাঃ, অগস্ত্য, যাজ্ঞবল্ক্য, বামদেবাদি বিশ্ববন্দিত মহামহা মুনি উপস্থিত হইলে তথায় উপবিষ্ট রাজগণ, পাণ্ডবগণ এবং রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দর্শন মাত্র উত্থিত হইয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। সনাতন-ধর্ম্মবর্ম্মা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণও লোকশিক্ষার্থ অন্যান্য সকলের ন্যায় স্বাগত প্রশ্ন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, মাল্য, ধূপ এবং চন্দনাদি অনুলেপন-দ্বারা মুনিগণের যথাযোগ্য অর্চ্চন বিধানাদর্শ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর 'ধর্ম্মগুপ্ তনু' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মগোপনার্থ অর্থাৎ সদ্ধর্ম্মসংরক্ষণার্থ তাঁহার বাক্য অনুশ্রবণকারী তত্রত্য মহাশয় মুনিগণ সমীপে কহিতে লাগিলেন—"অহো অদ্য আমরা বস্তুতঃ সার্থকজন্মা হইয়াছি এবং এই জন্মের সাফল্য লাভ করিয়াছি, যেহেতু অদ্য আমরা দেবতাগণেরও দুষ্প্রাপ্য যোগেশ্বরগণের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বল্পতপা মনুষ্যগণ প্রতিমাকেই দেবতাস্বরূপে দর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগের ভাগ্যে কি যোগেশ্বরগণের দর্শন, স্পর্শন, প্রশ্ন, প্রণাম এবং পাদার্চ্চনাদির অধিকারলাভ সম্ভব হইতে পারে? (বস্তুতঃ পক্ষে অসম্ভব)। আপনাদের অহৈতুকী কৃপায়ই কেবল আমরা অনধিকারী হইয়াও আপনাদের সুদুর্ল্লভ দর্শনাদি লাভের সৌভাগ্য লাভ করিলাম।

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥

—ভাঃ ১০।৮৪।৩-১১

"ইহলোকে জলময় ক্ষেত্রসমূহ বস্তুতঃ 'তীর্থ'-পদবাচ্য, কিম্বা মৃন্ময় ও শিলাময় বিগ্রহসকল 'দেব' পদবাচ্য হয় না, যেহেতু তীর্থ ও দেবগণ তাঁহাদের সেবকগণকে দীর্ঘকালে পবিত্র করেন, পরন্তু ভবাদৃশ সাধুগণ দর্শন-কালেই মানবগণকে পবিত্র করায় আপনারাই বস্তুতঃ তীর্থ ও দেবপদবাচ্য হইয়া থাকেন।"

এজন্য তীর্থ করিতে গিয়া পাপক্ষালন-পূর্ব্বক ক্ষয়িষ্ণু পুণ্য-অর্জ্জন-পিপাসা বর্জ্জন-পূর্ব্বক তীর্থফল সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভজনাকাঙ্ক্ষা বলবতী হইলেই তীর্থের প্রকৃত-কৃপা লাভ হইবে, তীর্থযাত্রা জন্য পরিশ্রম, ব্যয় বাহুল্য সমস্তই সার্থক হইবে।

ভক্তরাজ বিদুর ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে এই শ্লোক দ্বারা অভিবন্দন করিলেন—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥

—ভা ১।১৩।১০

অর্থাৎ "হে প্রভো, আপনার ন্যায় ভাগবত-সকল স্বয়ং তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা স্বীয় অন্তঃকরণাস্থিত গদাধারী ভগবানের পবিত্রতা-বলে পাপিগণের পাপমলিন তীর্থ-সকলকে পুনরায় পবিত্র করেন।"

প্রচেতোগণ শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনকে কৃতাঞ্জলিপুটে গদ্‌গদবচনে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া।
ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ॥

—ভাঃ ৪।৩০।৩৭

"হে ভগবন্, আপনার সেই সকল নিজজন তীর্থ-সকলকেও পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করিবেন ?

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুর উহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া স্নানাদিভিরস্মান্ পুনন্ত্বিতি তীর্থ-কর্ত্তৃকা যা পাবনেচ্ছা তয়া হেতুভূতয়া তীর্থানাং শুভাদৃষ্টবশাদেবেত্যর্থঃ। ভক্তানাস্তু তীর্থেভ্যঃ স্বপাবনে-চ্ছয়ৈব প্রয়োজনং সম্মতং জ্ঞেয়ম্।

অর্থাৎ 'ভক্তগণ স্নানাদি দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন' তীর্থগণের এই পাবনেচ্ছাহেতুভূত শুভাদৃষ্টবশতঃই ভক্তগণের পদব্রজে তীর্থভ্রমণলীলা ও তীর্থস্নানাদি। ভক্তগণ আবার তীর্থগণ হইতে নিজ নিজ পাবনেচ্ছায় তীর্থভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া থাকেন, ইহাই জানিতে হইবে। 'আমরা তীর্থসকলকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ, তীর্থস্নানাদি আচরণ করিতেছি' ইহা কোন ভক্তই মনে করেন না, করিলে দাম্ভিকতা আসিয়া যায়, তাহা ভক্তির লক্ষণ নহে। "গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরি-দাসের মজ্জন।" তাই বলিয়া হরিদাস কি মনে করিবেন—আমি গঙ্গাকে উদ্ধার করিবার জন্য গঙ্গাস্নানে যাইতেছি ? শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা পতিতপাবনী কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী দ্রব-ব্রহ্মময়ী গঙ্গার পূজাদি দ্বারা প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়া ভক্ত তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তিবর প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া গঙ্গাদেবীকে সুখ দেন। তুলসী, গঙ্গা, মথুরা বা শ্রীধাম এবং ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত—এই সকল তদীয় বস্তুর কৃপা ব্যতীত তদ্‌বস্তু ভগবানের কোন প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। তদীয় বস্তুর পূজা ব্যতীত তদ্‌বস্তুও কোন পূজাই স্বীকার করেন না—"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" ইহাই শাস্ত্র বাক্য।

মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ মহাতীর্থ জগন্নাথ-ক্ষেত্র ছাড়িয়া অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণের বিচার জানিতে চাহিলে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—

(রাজা কহে, জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা ?
ভট্ট কহে,—) মহান্তের এই এক লীলা॥
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥
ভবদ্বিধা·········　　　　ইত্যাদি॥ ১২॥
বৈষ্ণবের এই হয় এক স্বভাব নিশ্চল।
তিঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

—চৈঃ চঃ ম ১০।১০-১৩

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীভাগবতগণ (তীর্থে) গমন করিয়া তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিক-জনগণকে সেই তীর্থ-গমন-ছলে উদ্ধার করেন—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্যস্বভাব ; কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু পরতন্ত্র ভক্তমূর্ত্তিতে লীলা করিলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর।"

শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়দমনলীলাবর্ণন-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে— মহা-বিষধর কালিয়নাগাধ্যুষিত কালিন্দীহ্রদতীরে কালিয়ের বিষাগ্নিপ্রভাবে কোন বৃক্ষই জীবিত থাকিতে পারে নাই, পরন্তু একমাত্র একটি কদম্ববৃক্ষ কি করিয়া জীবিত ছিল ? ইহার মীমাংসার্থ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সোঽয়ং পুনর্গরুত্মৎকৃতামৃতসেক এক এব কালকূটজ্বালা-কদম্বসম্বলিতোঽপি কদম্বঃ সুললিতদলাদিতয়া লালসীতি। ইত্যাদি"

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপার্ষদ পক্ষিরাজ গরুড় যখন অমৃতভাণ্ড লইয়া নাগলোকে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অমৃত এই বৃক্ষোপরি পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"গরুড় কর্ত্তৃক অমৃতসিঞ্চন-হেতু এই একটি কদম্ববৃক্ষমাত্র কালকূট-

জ্বালারাশি সম্বলিত হইয়াও সুললিত পত্রপুষ্পাদি সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।"

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"ভাবিনা শ্রীকৃষ্ণচরণস্পর্শভাগ্যেন স একস্তত্তীরে ন শুষ্কঃ ; অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি চ পুরাণান্তরম্।"

শ্রীল স্বামিপাদ কদম্ববৃক্ষের বাঁচিয়া থাকিবার দুইটি কারণ দেখাইতেছেন একটি কারণ—শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কালিয়-হ্রদে ঝম্প প্রদান করিবেন এবং তৎকালে কদম্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শ-সৌভাগ্য লাভ করিবে, এই ভাবী কৃপাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মাত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়াও সে কৃষ্ণকৃপায় জীবিত ছিল, শুষ্ক হয় নাই। আর একটি কারণ—পুরাণান্তরে কথিত আছে যে, শ্রীবিষ্ণুবাহন গরুড়জী স্বর্গের দেবগণকে পরাজিত করিয়া অমৃতভাণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক নাগলোকে গমন কালে অমৃতভাণ্ডসহ কালিন্দীহ্রদতটবর্ত্তী এই কদম্ববৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বৃক্ষটি অমরত্ব লাভ করিয়াছিল, কালিয়-বিষ তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে নাই।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও তাঁহার সারার্থদর্শিনী টীকায় শ্রীল স্বামিপাদের এই টীকা উদ্ধার করিয়া তদ্বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং পুরাণান্তরে শ্রীজয়ন্তস্থলে গরুড়ের ঐ অমৃতভাণ্ড লইয়া হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিকে বিশ্রামলাভের কথা আছে কিনা সুধী বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। শ্রীগরুড়-জীর স্বর্গস্থ দেবগণকে পরাজিত করিয়া সুধাভাণ্ড লইয়া নাগলোকে প্রস্থানকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কালিন্দীহ্রদতীরে উপবেশনের কথা থাকিলে তাঁহারই পক্ষে উক্ত স্থান চতুষ্টয়ে অমৃতভাণ্ডসহ বিশ্রাম-লাভের সমীচীনতা অনুমিত হয়।

যাহা হউক শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীমদ্ ভাগবত মাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—শ্রীশুকদেব যখন মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীভাগবতকথা কীর্ত্তন করিবার জন্য সভায় বিরাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে স্বর্গের দেববৃন্দ সুধাকুম্ভ-সহ শ্রীশুকদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীভাগবত কথা সুধার সহিত তাঁহাদের সেই স্বর্গীয় সুধার বিনিময় প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে শ্রীশুকদেব হাস্য সহকারে দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন—"কোথায় স্বর্গীয় সুধা, আর কোথায় ভাগবতী কথা! কোথায় কাচ, আর কোথায় মহামূল্য মণি!" তিনি দেবগণকে ভক্তিশূন্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতকথামৃত দিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-কথামৃত দেবতাগণেরও দুর্ল্লভ। যথা—

"ক্ব সুধা ক্ব কথা লোকে ক্ব কাচঃ ক্ব মণির্ম্মহান্।
ব্রহ্মরাতো বিচার্য্যৈবং তদা দেবান্ জহাস হ॥
অভক্তাং স্তাংশ্চ বিজ্ঞায় ন দদৌ স কথামৃতম্।
শ্রীমদ্ ভাগবতী বার্ত্তা সুরাণামপি দুর্ল্লভা॥"

সুতরাং কুম্ভপর্ব্বস্নানে বা তীর্থস্নানে গমন করিয়া শ্রীভাগবতকথা-সুধা-পানার্থ শুদ্ধভক্ত-ভাগবতগোষ্ঠীর সঙ্গ-লাভের জন্যই যত্নবান্ হইতে হইবে। শ্রীমদ্ ভাগবতেই বুভুক্ষা-মুমুক্ষাধিক্কারী প্রোজ্ঝিতকৈতব পরম-ধর্ম্মের কথা বর্ণিত আছে। 'প্রেমা পুমর্থো মহান্' অর্থাৎ পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমকেই শ্রীমদ্ভাগবত চরম পরম প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণশিরোমণি বলিয়া স্বীকার করতঃ প্রেমকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীরাধার প্রাণধন ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই তিনি আরাধ্য বা সম্বন্ধতত্ত্ব এবং ব্রজবধূগণের উপাসনা—রাগাত্মিকা ভক্তির অনুসরণে রাগানুগাভক্তিকেই তিনি আরাধনা বা অভিধেয়-তত্ত্ব বলিয়া জানাইয়াছেন। অবশ্য রাগানুগাভক্তি সহজলভ্য নহে বলিয়াই বিধিমার্গে নাম-ভজনরত হইবার পরামর্শ প্রদত্ত হয়।

"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও জানাইয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

শ্রীনামই—সাধন ও সাধ্য। মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত নামে রাগভক্তিবীজ আহিত আছে বলিয়া তদানুগত্যে এই নাম নিরপরাধে গ্রহণ করিতে করিতে শীঘ্রই ব্রজপ্রেমের অধিকারী হওয়া যায়। শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া মহাপ্রভু এই নামকেই কলিতে পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন।

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসকে কহিয়াছিলেন—

'ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।'

সুতরাং নামসংকীর্ত্তনকেই মুখ্য ভজন জানিয়া তদনুকূলে তীর্থস্নানাদি সম্পাদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নামানুশীলন করিতে করিতেই নাম-কৃপায় নাম-রূপ-গুণ-লীলানুশীলন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইবে।

"ঈষৎ বিকশি' পুনঃ, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় নিজ স্বরূপ-বিলাস॥"

প্রয়াগ-দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মারক-স্তম্ভ

গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমস্থল প্রয়াগ অনাদিকাল হইতে সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ মহাতীর্থ। শ্রীশ্রীরাধাভাবকান্তি-সুবলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে এই তীর্থরাজে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ প্রিয় পার্ষদপ্রবর শ্রীমদ্ রূপ গোস্বামি প্রভুকে দশাশ্বমেধ ঘাটে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবস যাবৎ অপ্রাকৃত ভক্তিরসতত্ত্ব শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে 'শ্রীরূপ-শিক্ষা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

* * * *

প্রয়াগে আইলা ভট্ট (বল্লভভট্ট)
গোসাঞিরে (মহাপ্রভুকে) লঞা॥১১৩॥
লোক-ভিড়-ভয়ে প্রভু 'দশাশ্বমেধে' যাঞা।
রূপ-গোসাঞিরে শিক্ষা করান শক্তি সঞ্চারিয়া॥১১৪॥
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব-প্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবত-সিদ্ধান্ত॥১১৫॥

* * * *

শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া 'প্রবীণ' করিলা॥১১৭॥

* * * *

এই মত ১০ দিন প্রয়াগে রহিয়া।
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া॥১৩৫॥

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৩-১৩৫

শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠান বৃন্দাবন।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন॥

—চৈঃ চঃ ম ১।২৪৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগ হইতে কাশীধামে শুভবিজয় করত শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য-গৃহে অবস্থান এবং শ্রীভট্টগোস্বামি-পিতা শ্রীতপন মিশ্র গৃহে ভিক্ষা-নির্ব্বাহ করিতেন। কাশীতে দুই মাস অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানাত্মক সাধ্যসাধনতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
সনাতন গোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু'মাস রহিলা॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম।
শ্রীভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম্ম॥

—চৈঃ চঃ আ ৭।৪৫-৪৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুকে শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে মাথুরমণ্ডলে প্রেরণ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসী সগণ প্রকাশানন্দকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কাশীতে 'শ্রীচৈতন্যবট' বলিয়া একটি স্থান শ্রীমন্মহাপ্রভুর

স্মারক-চিহ্নরূপে প্রদর্শিত হয়।

আমরা গত ১১ই মাঘ।৭৭, ইং ২৫।১।৭১ সোমবার তারিখের 'যুগান্তর' পত্রে—'দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীচৈতন্যের স্মারক স্তম্ভ' শীর্ষক একটি সংবাদ দর্শনে বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। প্রয়াগে দারাগঞ্জের দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী মহোদয় গত ১৯শে জানুয়ারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপশিক্ষাদানলীলাস্মারক একটি স্মারকস্তম্ভ স্থাপনকল্পে ধর্ম্মপ্রাণ জনসাধারণের নিকট একটি আবেদন জানাইয়াছেন। এতদুপলক্ষে তথায় যে জনসভা আহূত হইয়াছিল, তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার-পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়। ব্রহ্মচারীজী প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সভায় সভাপতি মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীধাম-বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পথে প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামিসহ মিলন ও তাঁহাকে ভক্তি-রসতত্ত্ব শিক্ষাদান-প্রসঙ্গ সংক্ষেপে বর্ণন-মুখে তথায় একটি স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণের আশুপ্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক স্মারক-সমিতিকে স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মাণের সাহায্যদানার্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

আমাদের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপশিক্ষাস্থল প্রয়াগ ও শ্রীসনাতনশিক্ষাস্থল কাশীতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যথাক্রমে শ্রীরূপ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন-শিক্ষা বিপুলভাবে প্রচারের স্থায়ী স্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটি শিক্ষায় ও শ্রীরায়-রামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বশাস্ত্রসার-মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউর প্রতিষ্ঠা মহোৎসব বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ রথযাত্রা

গত ২২শে মাঘ (১৩৭৭), ইং ৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭১) শুক্রবার শুক্লাদশমী শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের তিরোভাব-তিথিপূজা-বাসরে পূর্ব্বাহ্নে পরম মঙ্গলময়ী রোহিণী নক্ষত্রে আসাম প্রদেশান্তর্গত ব্রহ্মপুত্রনদ-তটবর্ত্তী গোয়ালপাড়া নামক মহকুমা-সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শাখায় ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সমূহের পরম পূজনীয় অধ্যক্ষ আচার্য্যদেব মহাসমারোহে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় তথায় সাতটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। ৭ই ফেব্রুয়ারী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণে নগর ভ্রমণ করিয়াছেন।

পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে ৩০শে জানুয়ারী প্রভাতে বিমানযোগে তেজপুর যাত্রা করেন। ৩১শে জানুয়ারী তত্রস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবিশ্রান্ত কৃষ্ণকীর্ত্তন-মুখে বার্ষিক মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক তথা হইতে তিনি গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করতঃ তথাকার শ্রীমঠের নব-নির্ম্মীয়মাণ উচ্চচূড় বিশাল শ্রীমন্দির এবং তৎসংলগ্ন দ্বিতলস্থিত সেবকখণ্ডাদি দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং উক্ত কার্য্যে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন প্রভুর সেবাপ্রাণতার ভূয়সী প্রশংসা ও স্নেহাশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করেন। গৌহাটী হইতে তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রাতে পঞ্চমূর্ত্তি ভক্ত সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া বরাবর ট্যাক্সি যোগে গোয়ালপাড়াস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। তেজপুর হইতে আরও ১১ মূর্ত্তি সেবক বাসযোগে গৌহাটী হইয়া বেলা ১১ টায় গোয়ালপাড়া উপস্থিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, 'শ্রীচৈতন্যবাণী'-সম্পাদক ও শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে গত ১লা ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে দার্জ্জিলিং মেলে যাত্রা করতঃ ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গোয়ালপাড়ায় শুভ পদার্পণ করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—অদ্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদের তিরোভাব তিথিপূজা-বাসর, সন্ধ্যায় শ্রীবিগ্রহগণের শুভাবির্ভাব তিথির অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব অনুষ্ঠানমুখে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজী অষ্টদলপদ্ম ও একাশীতি কোষ্ঠিকা মণ্ডল রচনা করিয়া তদুপরি অভিষেক-দ্রব্যপূর্ণ ঘটাদি সংরক্ষণ পূর্ব্বক ঘটাধিবাস সম্পাদন করেন। সন্ধ্যারতির পর সভার প্রথম অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে অদ্যকার সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা'। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে ভাষণ প্রদান করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও তৎপর শ্রীপাদ পুরী মহারাজ কিছু বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছাক্রমে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে 'শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' ইত্যাদি শ্রীজয়দেবগীতি এবং উপসংহারেও তিনিই নাম মহিমা ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন করেন।

আসাম প্রদেশের বহু সজ্জন ও মহিলা পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে পারমার্থিক জীবন যাপন করিতেছেন। অদ্য বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ভক্তের শুভাগমন হইয়াছে। মঠ লোকে লোকারণ্য—সর্ব্বত্র কৃষ্ণকোলাহল-মুখরিত। বড়পেটা হইতে ভক্তবর শ্রীহরি-দাস (হরেকৃষ্ণদাস) ব্রহ্মচারী, শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী প্রভৃতি, মণিপুর ইন্‌ফল হইতে শ্রীউপেন্দ্র হালদার গৌহাটী আসিয়া তথা হইতে তদীয় কন্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে, গৌহাটী হইতে শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজীবন চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী এবং গৌহাটী শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় মঠবাসী ভক্ত আসিয়াছেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাদামোদর-জিউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভপ্রতিষ্ঠা, মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি অন্তে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মহোৎসব মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। প্রত্যূষে কীর্ত্তনমুখে মঙ্গলারাত্রিক সম্পাদিত হইলে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমন্দিরসমক্ষে বহুক্ষণ যাবৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব-রাধাগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন-ভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেব ও মহামন্ত্র প্রভৃতির জয়গান করেন। অতঃপর স্নানাহ্নিক ও নিত্যপূজাদি সমাধা করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে কারুশালার কার্য্য ও পরে শ্রীবিগ্রহগণের সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রাদি তথা পুরুষসূক্ত, শ্রীসূক্ত ও পাবমানী সূক্তাদি বৈদিক-বিধানানুযায়ী অষ্টোত্তরশতঘট ও সহস্রধারা কলসে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, বিভিন্ন পুণ্যতীর্থোদক এবং অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রপূত দ্রব্য-সংশ্লিষ্ট জলদ্বারা মহাভিষেককৃত্য সম্পাদন করেন। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ তন্ত্রধাররূপে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে মন্ত্রাদি বিষয়ে সহায়তা করেন। এতদ্ব্যতীত পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, পণ্ডিত শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সেবকগণও অভিষেককালে প্রয়োজনমত নানা সেবাকার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন। অভিষেকের পর শৃঙ্গার, পূজা, ভোগরাগ ও বৃহৎ প্রদীপে মহানীরাজনাদি কার্য্যও শ্রীল আচার্য্যদেব স্বহস্তে সম্পাদন করেন। বসুধারা বৈষ্ণবহোমাদি শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠাকৃত্যের যাবতীয় অঙ্গও যথাবিধি সুসম্পন্ন হয়। ভোগারাত্রিকের পর শ্রীচরণামৃত ও মহাপ্রসাদ বিতরণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আমরা প্রায় সন্ধ্যায় প্রসাদ সম্মান করি। অভিষেক ও পূজাকালে অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিয়াছে। শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনটি বড় সুন্দর হইয়াছে। অভিষেকের পর আরাত্রিককালে সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউ অতি অপূর্ব্ব নয়নমনোহর সর্ব্বচিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ তাঁহার হৃদয়দেবতাকে সকল হৃদয় দিয়া আবাহন করিয়াছেন, তাই ভক্তবৎসল আনন্দময় করুণাবারিধি শ্রীভগবান্ এমনই মনোজ্ঞরূপে দর্শন দিয়াছেন যে, দর্শকমাত্রেরই চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। 'দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল ভুবন' এই সঙ্কল্প লইয়াই যেন তাঁহার আত্মপ্রকাশ। ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিনেত্রের নিকট শ্রীদামোদর ত' তাঁহার—"অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ" রূপ-মাধুর্য্য প্রকট করিবেনই, কিন্তু আজ অহৈতুককৃপাপরবশ

হইয়া যেন সাধারণ দর্শকের চিত্তও অন্ততঃ তাৎকালিক-ভাবে আনন্দোৎফুল্ল করিয়াছেন। মঠের গৃহ ও জমি দাতা, শ্রীবিগ্রহ আনয়নের আনুকূল্য দাতা, সিংহাসনের আনুকূল্য বিধানকারী এবং প্রতিষ্ঠা উৎসবে প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যাদি-দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ সেবানুকূল্যকারীও আজ তাঁহাদের জীবনকে ধন্যাতিধন্য—সার্থক জ্ঞান করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পরই সভার অধিবেশন হয়। অদ্য ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় দিবস। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা'। সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন—গোয়ালপাড়া মহকুমার সাব্ ডিভিসনাল অফিসার (S. D. O.)—শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বৈদ্য মহাশয়। তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যাও সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ভাষণ দিয়াছিলেন যথাক্রমে—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীল আচার্য্যদেব, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও সভাপতি। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অদ্য পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ উদ্বোধন সঙ্গীত-রূপে শ্রীদামোদরা-বির্ভাববাসরে প্রথমে শ্রীদামোদরাষ্টক এবং উপসংহার সঙ্গীতরূপে শেষে শ্যামসুন্দর, মদনমোহনাদি নাম কীর্ত্তন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ অদ্য সিংহাসন ও অন্যান্য সেবকগণের সেবাকার্য্যের জন্য স্বয়ংই প্রশস্তি কীর্ত্তন করেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য ভৈমী একাদশী ও আগামী কল্য শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে উপবাস। সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ'। পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—গোয়ালপাড়া কলেজের প্রিন্সিপাল—শ্রীমহেন্দ্র বরা মহোদয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন—অধ্যাপক শ্রীউত্তমকুমার শর্ম্মা। শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহোদয় যথাক্রমে ভাষণ দিয়াছিলেন। সকালে মঙ্গলা-রাত্রিকের পর অনেকক্ষণ যাবৎ প্রভাতী কীর্ত্তন হয়। তৎপর শ্রীমদ্ হরেকৃষ্ণ দাস (হরিদাস) ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

অদ্য সকালে খুব কুয়াসা হইয়াছিল। গোপালচুংএর চুলে পার্টি সাজিয়া-গুজিয়া নানা ঢংএ নৃত্য করিয়া দর্শক-মাত্রেরই প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। নাচিতে নাচিতে ডিগ্‌বাজী খাওয়া প্রভৃতি তাহাদের অনেক কিছু কস্‌রত আছে। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য গাড়ী ভাড়া বাদে ২৫ টাকা বক্‌শিষ্ দেন। দুইটি ঢোল, দুইটি নাগরা (চড়র বড়র শব্দে যাহা বাজায়) ও একখানি কাঁসি, ইহাই তাহাদের বাদ্যের সরঞ্জাম। ইহারা রাভা।

স্নানাহ্নিক-পূজাপাঠাদি নিত্য কৃত্য সম্পাদনের পর আমরা শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সহিত ভ্রমণে বহির্গত হই। মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পিতামহ, পিতৃদেব ও পিতৃব্যাদি এখানে কার্য্যোপলক্ষে হুলুকান্দা নামক ব্রহ্মপুত্র নদের তটস্থ পাহাড়তলীতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ এখানেই আবির্ভূত হন এবং প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাট্রিক পাশ করেন তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পাশ করেন। শুনিলাম তাঁহাদের জমিটী একটি বিদ্যালয়কে নাম মাত্র মূল্যে দেওয়া হইয়াছে। হুলুকান্দা পাহাড়ে দুইটী ঝরণা দেখিলাম। শুনিলাম এই পাহাড়ের উপর জঙ্গলে বড় বড় ব্যাঘ্র, অন্যান্য হিংস্র পশু ও অনেক বিষধর সর্প ছিল। নেকড়ে বাঘ, বন বিড়াল এখনও আছে। তাঁহারা (শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ) পাহাড়ের যে সমস্ত স্থানে বসিয়া নদীর শোভা দেখিতেন, তাহার কএকটি দেখাইলেন। থানা, কোর্ট, ডাকবাংলা প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারেই বিরাজিত। গোয়ালপাড়ার তিন দিকেই ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। চারিদিকে পাহাড়। এজন্য টাউনটি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর দৃশ্য। মহারাজের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার নাথ মহাশয়ের সহিত পরিচয় হইল। তিনি এস্-ডি-ও কোর্টে কার্য্য করেন। খুব ভদ্রলোক, বিনয়ী, নম্র প্রকৃতি।

উক্ত হুলুকান্দা পাহাড়ের উপর ব্রহ্মপুত্র তটে আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ, বি-টি 'গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম' বলিয়া একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও এই গোয়ালপাড়া সহরকে তাঁহার শ্রীপদাঙ্কপূত করিয়াছেন। গৌহাটী বা প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীসত্যভামা-দেবী সহ শুভ-

বিজয় করিয়া নরকাসুরকে নিধন ও তৎকারাগৃহে আবদ্ধা ষোল হাজার একশত রাজকন্যাকে উদ্ধার পূর্ব্বক দ্বারকায় লইয়া গিয়া একই সময়ে তাঁহাদের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর গোয়ালপাড়া বা গোপপল্লীতে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই পরমপ্রেষ্ঠ—নিজজন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পরমমঙ্গলময় পদাঙ্কপূত করিয়া তাহাকে মহাতীর্থ করিয়াগিয়াছেন। উক্ত প্রপন্নাশ্রম নানা কারণে আত্মগোপন করিলেও প্রভুপাদ তাঁহার নিজজন শ্রীল মাধব মহারাজের হৃদয়ে পুনঃ প্রেরণা জাগাইয়া আবার সেই লুপ্ততীর্থের পুনরুদ্ধার সম্পাদন করাইলেন। শ্রীল প্রভুপাদেরই শুভ ইচ্ছায় গোয়ালপাড়া সহরের নিকটবর্ত্তী বল্‌বলা-সুন্দরপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত শরৎ কুমার নাথ মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বড় রাস্তার ধারে গৃহসহ কিছু জমি শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউর স্থায়ী সেবা পরিচালনার্থ দান করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়-মঠাশ্রিত সকল গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রচুর আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন। শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ-রাশি সগোষ্ঠী তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হউক। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে অবশ্যই তিনি শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউর প্রকৃত কৃপাভাজন হইয়া উজ্জীবন লাভ করিবেন, তাঁহার হৃদয়ে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-কার্ষ্ণের শুদ্ধ ভজনলালসা জাগিয়া উঠিবে—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। শ্রীবিগ্রহের সিংহাসনের আনুকূল্যকারী গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত ভাটিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ডালিম চন্দ্র দাস মহাশয়কেও আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীভগবানের বসিবার সিংহাসন একটি অচেতন জড়-পদার্থ নহে, উহা সাক্ষাৎ শ্রীঅনন্তদেব। তিনিই আসন, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকাদি কেবল দশদেহ কেন, অনন্ত দেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের শেষতা বা সেবাধিকার পাইয়াই তিনি 'শেষ' নাম ধারণ করেন। শ্রীযুত ডালিমবাবুও এই ভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিবলে শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে কালযাপনের বিচার বরণ করুন, অনতিবিলম্বে সদ্‌গুরু-পাদাশ্রিত হইয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ লাভ করুন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে একান্ত প্রার্থনা।

৭ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীবরাহ-দ্বাদশী বা শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাবতিথিপূজা। ভোরে মঙ্গলারাত্রিকের পর প্রভাতী-কীর্ত্তন হয়, তৎপর শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ ভাগবতাবলম্বনে শ্রীভগবান্ বরাহদেবের আবির্ভাব, রসাতল হইতে ধরিত্রীদেবীর উন্নয়নকালে হিরণ্যাক্ষ-বধলীলা, শ্রীভগবদিচ্ছায় ধরিত্রীগর্ভে নরকাসুরের জন্ম, শ্রীকৃষ্ণের ধরিত্রীদেবী বা ভূদেবীর অংশিনী সত্যভামা-সহ প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর গৌহাটীতে আগমন, নিজপুত্ররূপী নরকাসুর-বধলীলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করেন।

অদ্য বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে এক বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ সুসজ্জিত রথারোহণে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদরজিউ নগর ভ্রমণে বহির্গত হন। রথনির্ম্মাণ ও তাহা বিচিত্র বসনভূষণ-পুষ্পমাল্য-পতাকাদি-দ্বারা সুশোভিতকরণ-সেবায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবক শ্রীনৃত্যগোপালদাস ব্রহ্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। রথখানি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বেলা ২ ঘটিকায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সেবকগণকে লইয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চা, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর, শ্রীরাধারাণী ও শ্রীদামোদর জিউর অর্চ্চাবিগ্রহ যথাক্রমে রথোপরি 'পহাণ্ডী' করেন। অতঃপর রথোপরি সম্মুখভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীল আচার্য্যদেব ও বাম পার্শ্বে শ্রীলপুরী মহারাজ উপবিষ্ট হন। শ্রীজগজ্জীবন ব্রহ্মচারী শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। তিনি ও পণ্ডিত শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী মূর্ত্তিপ-রূপে শ্রীবিগ্রহ ধারণ করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে মহকুমাধীশ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ বৈশ্য মহাশয় বহু শান্তিরক্ষক পুলিশ-সহ শোভাযাত্রার শান্তি রক্ষণ করিয়া চলেন। তৎপশ্চাৎ সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ ত্রিদণ্ডধারী। তৎপশ্চাৎ কএকজন সেবক রথাগ্রে ঝাড়ু দিতে থাকেন, তৎপশ্চাৎ কোন সেবক জল ছিটান, উহার পশ্চাৎ ছোট-ছোট ছেলেরা পতাকা হস্তে উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়, তৎপর মঠের নাম লিখিত পতাকাধারিদ্বয়,

তৎপশ্চাৎ গোপালচুংএর ঢুলে পার্টি বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিসহ অগ্রসর হন, তৎপশ্চাৎ পুনরায় মঠের নাম লিখিত পতাকাধারিদ্বয়, তৎপশ্চাৎ পুনরায় যথাক্রমে দুইটি ব্যাণ্ড-পার্টি, তৎপশ্চাৎ হিন্দুস্থানী সংকীর্ত্তনদল; তৎপশ্চাৎ অসমিয়া সংকীর্ত্তন পার্টি, তৎপশ্চাৎ কীর্ত্তনবিনোদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভু-পরিচালিত গৌড়ীয়-সংকীর্ত্তনদল, আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় ইহাতে কএকজন কলেজের ছাত্রও যোগ দিয়াছিলেন। ইহার পশ্চাতে রথ ধীরে ধীরে কখনও বা অপেক্ষাকৃত বেগে চলিতে থাকেন। রথের রজ্জু ধারণ করিয়া চলিয়াছেন পুরুষ ও মহিলা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের ন্যায় মনে হইতে লাগিল—'আপন ইচ্ছায় চলে রথ, না চলে কারো বলে'। প্রায় দুই সহস্র বা ততোঽধিক সংখ্যক নরনারী রথের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য নরনারী দর্শকরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন। একদল অসমীয়া মহিলা হাতে তালি দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। রথের পশ্চাতেও অনেক লোক রথানুগমন করিতেছিলেন। শোভাযাত্রাসহ রথ বেলা ২। টায় মঠ হইতে যাত্রা করিয়া ঠিক ৪। টায় সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে মঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। এস্-ডি-ও বাহাদুর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্বয়ং সপরিবারে উপস্থিত থাকিয়া শোভাযাত্রার শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ করিয়াছেন। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই সেবাচেষ্টাকে বহুমানন করতঃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর-পাদপদ্মে সগোষ্ঠী তাঁহার নিত্যকল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ-কাঁসর-করতালাদি এবং অন্যান্য বাদ্যধ্বনিসহ অগণিত নরনারীর কণ্ঠনিঃসৃত শ্রীগৌর-কৃষ্ণকীর্ত্তনধ্বনি মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনিসহ মিশ্রিত হইয়া গোয়ালপাড়া সহরের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। মনে হইতেছিল—"যায় সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ বলেন, যখন ও নাম গাই"—নামাভাসেই বিপদ্ আপদ পাপ তাপ দূর হইয়া যায়। গোয়ালপাড়া আজ যেন সত্য সত্যই সেই ব্রজের গোপপল্লীতে পরিণত। দু'ঘণ্টার জন্য আজ যেন সত্যই ভূলোকে গোলোক অবতরণ করিয়াছিলেন—"যে দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়"। "তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতী চ। সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথা-প্রসঙ্গ॥"

মঠবাসী ও মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ উদ্দণ্ডনৃত্য-কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়াছিলেন। আহা—কৃষ্ণনাম ধরে কত বল!

শ্রীভগবানের রথ মঠদ্বারে উপস্থিত হইলে শত সহস্র কণ্ঠোত্থ জয়ধ্বনিমিশ্র সংকীর্ত্তন-ধ্বনি মধ্যে মহোল্লাসে পূজারী রথারূঢ় শ্রীভগবানের ভোগরাগ ও আরাত্রিক সম্পাদন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে বিপুল জয়ধ্বনি মধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের ভিতর বিজয় হয়, শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চা মন্দিরমধ্যস্থ সিংহাসনে স্থাপন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-দামোদর সিংহাসনারূঢ় হইলে সন্ধ্যারাত্রিক আরম্ভ হয়। মহোল্লাসে ভক্তবৃন্দ- আরতিকীর্ত্তন করেন। অতঃপর কীর্ত্তনমুখে তুলসী পরিক্রমা হইয়া গেলে সভার আয়োজন হয়। অদ্য ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি'। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজকে সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে গীতার সিদ্ধান্ত অবলম্বনে প্রায় দেড়ঘণ্টা ব্যাপী এক অপূর্ব্ব ভাষণ প্রদান করেন। তৎপর যথাক্রমে শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভু অসমিয়া ভাষায়, মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বাংলা ভাষায়, শ্রীহরেকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী অসমিয়া ভাষায় এবং শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বাংলা ভাষায় যথাক্রমে বক্তৃতা দেন। রাত্রি অধিক হইয়া যাওয়ায় সভাপতি সংক্ষেপে কএকটি কথা বলিলে কীর্ত্তনমুখে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়। অদ্য অনেক শিক্ষিত সজ্জন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অদ্যকার রথযাত্রা ও বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া সহরবাসী নরনারী সকলেই অতীব বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী। সকাল মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীনিত্যানন্দমহিমা-সূচক-কীর্ত্তন অনেকক্ষণ যাবৎ হয়। পরে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচরিতামৃত কীর্ত্তন করেন।

পুনরায় কীর্ত্তন হয়। অদ্য শ্রীউপেন্দ্র হালদার মহাশয় গৌহাটী, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅঘদমন দাসাধিকারী বরপেটা, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি সরভোগ যাত্রা করেন। সকালে একদল মহিলা আসিয়া কীর্ত্তন-ঘোষা কীর্ত্তন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব আজ অনেককেই মন্ত্র ও নাম-দীক্ষা প্রদান করেন। তাহাতে তাঁহার প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর সভার পঞ্চম অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি'। শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে পূজনীয় শ্রীমৎ পুরী মহারাজ কিছু বলেন। পরে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ অসমিয়া ভাষায় বক্তৃতা দেন। তাঁহার বর্ণন কৌশলে সকলেই আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার পর শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব প্রভুও অসমিয়া ভাষায় বলেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব কোন এক যুবকের প্রশ্নোত্তরে ত্রিদণ্ডধারণ ও শিখাসংরক্ষণ-রহস্য সম্বন্ধে বলিয়া সাধন ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। প্রথম দিকে শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারীও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অদ্য সন্ধ্যারতির পর তুলসী-আরতি কীর্ত্তনকালে কীর্ত্তনবিনোদ শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু অনেকক্ষণ যাবৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া কীর্ত্তন করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—মঙ্গলারাত্রিক, প্রভাতীকীর্ত্তন-পাঠাদি পূর্ব্ববৎ। অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলের কতিপয় অসমিয়া বালক ও ২।৩ জন যুবক বাদ্যাদি সহ নাচিয়া নাচিয়া শ্রীশঙ্করদেব রচিত কীর্ত্তন-ঘোষা গান করেন। তাঁহাদিগকে মিষ্টি ভগবৎপ্রসাদ দেওয়া হয়। ইঁহারা অসমিয়া ভাষায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক পদসমূহই কীর্ত্তন করেন। দু'একটি বাংলা পদও আছে।

সন্ধ্যার পর ধর্ম্মসভার ৬ষ্ঠ অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন'। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমৎ গিরি মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীমৎ গিরি মহারাজ 'নারদমুনি বাজায় বীণা' ইত্যাদি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। প্রথম দিকে শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী 'জয় জয় শ্রীগুরু প্রেমকল্পতরু' প্রভৃতি পদ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী—শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের আবির্ভাবতিথি-পূজা-বাসর—মাঘীপূর্ণিমা। অদ্য সহরের অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণে একদল মহিলা ভক্ত বঙ্গভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যার পর সভার ৭ম অধিবেশন হয়। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র ও অবদান'। শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী 'তুমি ত' দয়ার সিন্ধু' প্রভৃতি পদাবলী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী 'কৃষ্ণ জিন্‌কা নাম হ্যায়' ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়া নাম-সংকীর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনরোত্তমচরিত ও শিক্ষামৃত প্রায় ১॥ ঘণ্টা ধরিয়া কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-ভাগবতের অনেক অলৌকিক লীলা শিক্ষাসহ কীর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমঠের জমি ও গৃহদাতা, শ্রীবিগ্রহ ও সিংহাসন-দাতা এবং উৎসবে বিভিন্নভাবে আনুকূল্যকারিভক্তবৃন্দের প্রশস্তি গান করেন। তৎপর শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত হয়।

এই উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে উপদেশক শ্রীমৎ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রমোদ বন মহারাজ, শ্রীরমানাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাসাধিকারীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীমধুসূদন বৈশ্য, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার নাথ, শ্রীশচীন্দ্র মিত্র, শ্রীঈশ্বর বাবু, শ্রীকেদার বাবু, শ্রীপুরুষোত্তম বাবু, শ্রীকিরণ বাবু প্রভৃতি স্থানীয় সজ্জনগণের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টাও বিশেষভাবে প্রশংসার্হ।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের হৃদয়দেবতা সর্ব্ব-চিত্তাকর্ষক নয়নমুগ্ধকর-রূপবিশিষ্ট শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-দামোদর জীউ শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ণানুকূল্য করিয়া গোয়াল-পাড়া সহরের কলিতাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দাস মহাশয় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, হায়দরাবাদ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য ও অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একজন মুখ্য একনিষ্ঠ সেবক শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা বিগত ১৭ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর (১৯৭০) মঙ্গলবার কার্ত্তিকী শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে হায়দরাবাদে দেহরক্ষা করিয়াছেন। বিগত ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দরাবাদে প্রথম শুভপদার্পণ করেন শ্রীরামনিবাস শর্ম্মাজী সস্ত্রীক তখন তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। রাজস্থানী বিপ্রকুলোদ্ভূত হইয়া শ্রীশর্ম্মাজী ব্রাহ্মণোচিত সদ্‌গুণে বিভূষিত ছিলেন। অতিশয় সদাচারনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ ও শ্রীহরিনামপরায়ণ এরূপ আদর্শ গৃহস্থ বর্ত্তমান যুগে বিরল। স্থানীয় সজ্জনগণের মধ্যে এমন কেহ নাই, যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন না। শ্রীমঠের বিভিন্ন উৎসবানুষ্ঠানে, কার্ত্তিক মাসে মাসব্যাপী নগর-সংকীর্ত্তনে এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় তিনি একজন মুখ্য উদ্যোগী ছিলেন। তিনি গৃহস্থ হইলেও অতিশয় তেজস্বিতার সহিত শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রচার করিতেন। গৃহের বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও তিনি প্রত্যহ নিষ্ঠার সহিত লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করিতেন এবং হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতেই দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রয়াণকালে তিনি তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর জন্য শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে বিগত ১৩৭১ বঙ্গাব্দে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক তিনি 'ভক্তিপ্রমোদ' এই গৌরাশীর্ব্বাদে বিভূষিত হন। তাঁহার আকস্মিক প্রয়াণে হায়দরাবাদ নিবাসী সজ্জনগণ ও ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীরাজকুমার দাস মহাপাত্র, ফুলহাতাগড়—উড়িষ্যা প্রদেশে উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীরাজকুমার দাস মহাপাত্র বিগত ২৪ পৌষ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলা অন্তর্গত ফুলহাতাগড় (গড়সাহী) গ্রামে নিজালয়ে ৮২ বৎসর বয়সে হরিনাম করিতে করিতে ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। নির্য্যাণের পূর্ব্বে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভাগবত পাঠ করিতে বলেন। ভাগবত পাঠ সমাপ্ত হইলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র ও আত্মীয়স্বজনগণের সমক্ষেই প্রয়াণ করেন। তিনি কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ তুলসীতে জল দান, প্রদক্ষিণ ও বিষ্ণু-সহস্রনাম পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার গৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণ অদ্যাবধি শ্রীগৌড়ীয় মঠের দীক্ষিত শিষ্যদ্বারা সেবিত হইতেছেন। গত ৫ মাঘ বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানানুযায়ী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজের পৌরোহিত্যে ও শ্রীপাদ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীশ্রীনাথ দাসাধিকারী আদি ভক্তগণের উপস্থিতিতে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহবেদনা অনুভব করিতেছেন।

নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ১০ম বর্ষ পূর্ণ হইল। সহৃদয় গ্রাহকগণের নিকট বিনীত নিবেদন, যাঁহারা বিশেষ অসুবিধা বশতঃ এখনও আনুকূল্য প্রদান করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অবিলম্বে উহা পাঠাইয়া আমাদিগকে সেবায় সহায়তা ও উৎসাহিত করিলে বাধিত হইব।

বিনীত নিবেদক—

কার্য্যাধ্যক্ষ

'শ্রীচৈতন্যবাণী'

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান ঃ—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৭৭

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৫।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১ শবর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৭৭। ১৮ বিষ্ণু, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, সোমবার ; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৭১। | ২য় সংখ্যা

সাধুসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত ব্যক্তির মঙ্গলোপায়

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একখানি পত্র]

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীমায়াপুর
ইং ২২।১২।২৭

* * *

আপনার একখানি পত্র * * নিকট হইতে গতকল্য পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে অনেকদিন হইল, আর একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, পশ্চিমপ্রদেশে যাইবার পূর্ব্বেই। নানাস্থানে ভ্রমণের জন্য সেই পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই। পশ্চিমদেশের বিভিন্নস্থানে উৎসবের কথা 'গৌড়ীয়ে' ও ভক্তগণের মুখে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বত্রই শ্রীমহাপ্রভুর কথা ভাললোক মাত্রেই শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। * * *

শ্রীনবদ্বীপধাম ভগবদ্ভক্তগণের পরম আদরের ক্ষেত্র। এই ধামের সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয়। তজ্জন্য বিশেষ ইচ্ছা হয় যে, এখানে আরও কিছুদিন বাস করি। অন্যত্র হরিসেবার জন্য আমাকে প্রয়োজন হইলে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পরম দয়াময়, সেইজন্য কলিকাতার মত স্থানেও বহু ভক্তগণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠে সর্ব্বদাই হরিকথা ও সকলেই হরিসেবা-প্রমত্ত। তাঁহাদের সঙ্গ আমার শেষ-জীবনে শ্রীপরীক্ষিৎ রাজার ভাগবত-শ্রবণের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বরণীয়। **যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অন্তিমকালে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।** ভগবানের কৃপায় সর্ব্বত্র মঠাদিতে ভগবৎ-সেবা-প্রবৃত্তি দেখিয়া মহাপ্রভুর করুণার কথা চিন্তা করি। কোথায় বিষয়-রসের উপাদেয়তায় জীবন কাটাইতেছিলাম ; সেই সঙ্গের পরিবর্ত্তে আজ কিনা আমার নানা গন্তব্যস্থানে শ্রীভগবৎ-সেবা ও ভক্তগণের সঙ্গ লাভ ঘটিতেছে। এইরূপ ভাবে জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাইয়া দিলে আমরা হরিবিমুখ হইয়া ক্লেশময় জীবন-যাপন করিব না।

আপনি * * * ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হরিভজন-পরায়ণ জনগণের নিকট অধিক হরিকথা শুনিতে পাইতেছেন না, তজ্জন্য ভাগ্যের প্রশংসা করেন নাই বটে, কিন্তু আপনার সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা-প্রবৃত্তি আপনাকে অন্যের সঙ্গ হইতে পৃথক্ রাখিতেছে। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' এবং ভক্তগণের গ্রন্থাদি নিজে নিজেই পাঠ করিবেন, তাহা হইলেই ভক্তদিগের মুখে হরিকথা শ্রবণফল লাভ ঘটিবে।

যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে।

যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবানের ইচ্ছা হইলে পুনরায় এতৎ-প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তখন পুনরায় হরিকথা শ্রবণ করিবার সুযোগ পাইবেন। **ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।**

ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোকেরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

আপনি পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টাবিশিষ্টা, সুতরাং গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা-সকল আপনার হৃদয়ে প্রকাশিত করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥"

আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্ব্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়।

"অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

তাদৃশ ভাগ্য আমাদের কবে উদয় হইবে, যে দিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব।

ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। **এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়,** সেই কীর্ত্তন গ্রন্থ-মুখে আপনি শুনিতেছেন, সুতরাং আপনার কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে।

হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না।

মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষণেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তাৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

এই বিস্তৃত পত্রপাঠে আপনার তাৎকালিক কিছু উপকার হইবে কিনা জানি না; আমি ভাষাজ্ঞানে নিতান্ত অপটু, সকলকে সব কথা বুঝাইয়া বলিতে আমার সামর্থ্য নাই বলিয়াই অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকি।

উৎসবের পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্যমঠের যে সকল আবশ্যক, এখন সেই সকল কার্য্যাদি হইতেছে। শ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে গৌর-কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে শ্রীমান * * দিগের সিংহদ্বারের সহিত গৃহ প্রস্তুত হইতেছে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৫ম পৃষ্ঠার পর)

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে॥ ১২ ॥

গুণ, জন্ম, কর্ম্মের দ্বারা যে-সকল নাম ও রূপ নিরূপিত হয় তাহা নারায়ণ উদ্দেশেই হইয়া থাকে, কৃষ্ণ উদ্দেশে হয় না এরূপ পূর্ব্বশ্লোকে ব্যক্ত হওয়ায় ঐ সমস্ত নাম ও রূপকে অনেকেই অগ্রাহ্য করিতে পারে; এইজন্য দেবগণ কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার পরম-মঙ্গল নাম ও রূপসকল যাঁহারা শ্রবণ, উচ্চারণ ও চিন্তন করিতে করিতে ও অন্যকে স্মরণ করাইতে করাইতে তোমার চরণারবিন্দে উপাসনা-যোগে আবিষ্ট চিত্ত হন, তাঁহাদের সংসারের সংকল্প থাকে না।

উপাসনা যদিও আত্মারই ক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিত আছে, তথাপি জীব যত দিবস দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন তত দিবস দেহ ও মনও উপাসনার সহকারী হয়। দেহে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও মনে চিন্তন এবং নিদিধ্যাসন এই দুইপ্রকার উপাসনাও প্রসিদ্ধ। যদিও দেহযোগ জীবের পক্ষে বাস্তবিক কারাবাস তথাপি এই অবস্থাকে সাধক সুব্যবহার করিবেন। ইন্দ্রিয়সকল যদিও বিষয় উদ্দেশেই প্রদত্ত হইয়াছে তথাপি জীব নিজ স্বভাব পরিচালনায় তদ্দ্বারা ভগবৎ-সাধন করিয়া লইবেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনই দেহীদিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধি, যেহেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা দেহের চরিতার্থতা সাধন হয়। কোটি চান্দ্রায়ণও জীবকে ততদূর শুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে না, যে-প্রকার হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকে। পূজা ও নৈবেদ্যাদি জীবের ততদূর প্রয়োজনীয় বোধ হয় না, যতদূর হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। বহুবিধ উপচারের সহিত কোন বিপ্র পরমেশ্বরের সাধনা করিলেও ঈশ্বরের ততদূর প্রসাদ সম্ভব হয় না, যতদূর ভক্তিসহকারে কোন চণ্ডাল হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যত প্রকার সাধন-প্রণালী জগতে দৃষ্ট হয়, সমুদয় অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের অবধি নাই।

দেহযোগে শ্রবণ-কীর্ত্তন, মনের দ্বারা ধ্যান ও আত্মায় ভক্তিরসের চালনা ইহাই জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান নারায়ণেরই হইয়া থাকে, যেহেতু নাম ও রূপ-সমুদায় নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণের নহে। অনুভব প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের সাধন। অতএব দেহী যৎকালে শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহার আত্মা যদি ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আবিষ্ট হয়, তবে ঐ দেহীর অধোগতি কখনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতা শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলসেচনের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে ক্রমে বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের পদে কল্পতরু প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রেমফল ফলিতে থাকে। যত দিবস জীব দেহী থাকেন তত দিবস শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচনের দ্বারা ঐ লতাকে পুষ্ট করিবেন। ১২ ॥

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥১৩॥

হে হরে! পরমভাগ্য যে, এই ধরণী তোমার চরণভূতা, তোমার জন্মমাত্রে ইহার ভার অপনীত হইল। আমাদের পরম-ভাগ্য, অদ্য তোমার সুশোভন চরণের ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ-দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে তোমা-কর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব।

প্রথমে ধরণী, চরণ ও জন্ম এই তিনটী প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোনপ্রকার সম্বন্ধীয়-

বৃত্তান্ত নাই, কেবল স্বরূপ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। তবে যে প্রাকৃত-শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সে কেবল বাক্যের মলদোষ মাত্র। শ্লোকের ভাবটী অতিশয় উৎকৃষ্ট ও নিগূঢ়। ভগবানের জন্ম নাই। জীবের অপ্রাকৃত-বিভাগে ভগবানের আবির্ভাব মাত্র স্বীকার করা যায়। ধরণী-শব্দে এস্থলে পৃথিবীস্থ জীব-সমুদয়কে বুঝায়। নিত্যতত্ত্বের আবিষ্কারই কৃষ্ণজন্ম। কৃষ্ণ যখন জীবের আত্মাকে পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন তখন আত্মার ভার অপনীত হয়। ইহাই ভগবানের ঈশিতা। আত্মার ভার কি? জীব যৎকালে ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যের অসদ্ব্যবহার করত ভোগেচ্ছাকে গ্রহণ করে, তখনই মায়া তাহার গলগ্রহ হইয়া ভার-স্বরূপ হইয়া উঠে। মায়াগুণই জীবের যথার্থ ভার। ঐ ভারের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে আত্মতত্ত্বরূপ ঔষধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতেও ভার উত্তমরূপে যায় না। যতক্ষণ কৃষ্ণতত্ত্বরূপ মহৌষধি না প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়রূপ চক্ষের দ্বারা যখন কৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হয়, তখন ভগবানের কৃপায় ঐ দুঃসহ ভার একেবারে বিগত হইয়া যায়। জীবের আত্মায় কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ দৃষ্টি করিয়া, সমুদয় দেবগণ জীবকে ধন্য কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শ দ্বারা জীবের আর কোন-প্রকার দুঃখ রহিল না। যখন ভগবদ্বিষয়ে স্বরূপ-সত্য প্রকাশিত হইল তখন জীবের আর দুঃখ কি? জীব যথার্থই চরিতার্থ হইলেন। ভগবানের পাদপদ্ম জীবের আত্মায় প্রদত্ত হওয়ায় ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ এই তিনটী আশ্চর্য্য অঙ্ক দৃষ্ট হইল। স্বরূপ-সত্য, সমুদায় সম্বন্ধীয়-সত্যকে জয় করে, অতএব ভগবানের আশ্রয়ে সমস্ত জয় হয়। ধ্বজ জয়ের চিহ্ন। কাঠিন্য প্রকাশ করিবার জন্য বজ্রের চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ভগবানের স্বরূপ-সত্যের আশ্রয় করিলে তাহা হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না; অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব অটল। কৃষ্ণপাদাশ্রিত-ব্যক্তির সত্য হইতে পাদ স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই। কৃষ্ণতত্ত্বাশ্রিত-ব্যক্তি স্বরূপ-বিধিরূপ অঙ্কুশ প্রাপ্ত হয়েন, অতএব বিপথ-গতি তাহার পক্ষে অসম্ভব। কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রাপ্ত-জীব ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ অঙ্কিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হন। অতএব জগতের মধ্যে তিনিই ধন্য। জীব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে সুরলোকও ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুরলোকস্থিত দেবতারাও জীব, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বলে তাঁহারা ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতা-পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন ভোগই অক্ষয় নহে। ঐ সকল দেবতা ভোগাবসানে নর-গতি প্রাপ্ত হন। যৎকালে তাঁহারা সুরলোকে দেবত্ব ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে পৃথিবীতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ভোগক্ষয় হইবা মাত্র তাঁহারা পাইতে পারিবেন। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ভোগরূপ যে বিড়ম্বনা তাহা দূরীভূত হয়, অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের দ্বারা দেবতারাও আপনাদিগকে অনুকম্পিত বোধ করিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্বই জগতে পরমতত্ত্ব। ইহাতে কোনপ্রকার প্রাকৃত গুণের গন্ধও নাই। পণ্ডিত এই পরমতত্ত্বের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যত দিবস এই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয় নাই, ততদিবস পণ্ডিতেরা কল্পনা অথবা যুক্তির দ্বারা প্রাকৃত গুণের বিশুদ্ধভাবকে অবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষুদ্রোন্নতি সাধন করিতেন। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয় ততক্ষণ নক্ষত্রালোকই শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যতদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত ছিল ততদিবস মানবগণ গুণাবতার, অংশাবতার ও যুগাবতারের সাধনে কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব অবতার-তত্ত্ব নহে। ইহাই স্বরূপ-তত্ত্ব। অবতার-বীজ যে পরব্যোমস্থিত নারায়ণ তিনিও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ মাত্র। অতএব দেবতারা যে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া ধন্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? ১৩॥

(ক্রমশঃ)

ভগবৎ-কথা-শ্রবণের কি ফল?

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

হরিকথা সাক্ষাৎ হরি। হরিকথা-শ্রবণ সাক্ষাৎ হরিসেবা। সাধুগুরুমুখে হরিকথা-শ্রবণই মঙ্গলের প্রথম কথা। শ্রৌতপথ বা শ্রবণের পথই একমাত্র মঙ্গলের পথ বা বাঁচিবার রাস্তা। এই হরিকথা-শ্রবণ ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম একপ্রকার ভক্তি। হরিকথা-শ্রবণই সমস্ত মঙ্গলের মূল। শ্রবণই মঙ্গলের আদি-কারণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-কারণ। সাধুগুরুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত মঙ্গল অসম্ভব।

আমরা নিজের মঙ্গলামঙ্গল কিছুই বুঝি না। এজন্য করুণাময় ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্ররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। করুণাময় শাস্ত্রই আমাদিগকে মঙ্গলের উপদেশ দেন। শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের একমাত্র উপায়। এই মঙ্গলমূর্ত্তি শাস্ত্রকে যাঁহারা জীবন করেন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়ই। শাস্ত্র বলেন—

শাস্ত্রং পাপহরং পুণ্যং পবিত্রং ভোগমোক্ষদম্।
শান্তিদঞ্চ মহার্থঞ্চ বক্তি যঃ স জগদ্গুরুঃ॥

(নারদপঞ্চরাত্র)

হরিকথা-শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, মহাপুণ্য লাভ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হয়, যাবতীয় বিষয়-সুখ লাভ হয়, সংসার হইতে মুক্তি হয়, শান্তি লাভ হয়, ভক্তি লাভ হয় এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্র আরও বলেন—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র
গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র
যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গ॥

যেখানে ভগবানের কথা কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানটী পবিত্র ও মহাতীর্থ হইয়া উঠে। কারণ সেখানে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী প্রভৃতি পতিত-পাবনী নদীসমূহ এবং সমস্ত তীর্থ আসিয়া উপস্থিত হন।

স্কন্দপুরাণ বলেন—

যত্র যত্র মহীপাল বৈষ্ণবী বর্ত্ততে কথা।
তত্র তত্র হরির্যাতি গৌর্যথা সুত-বৎসলা॥

যেখানে শ্রীহরির কথা কীর্ত্তিত হয়, শ্রীহরি স্বয়ং সেখানে সুত-বৎসলা গাভীর ন্যায় উৎকণ্ঠার সহিত উপস্থিত হন।

ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ একদিন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রভু, আপনি কোথায় থাকেন? তদুত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

(পদ্মপুরাণ)

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না। আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কথা কীর্ত্তন করেন, আমি সেখানেই থাকি।

হরিকথা-কীর্ত্তনস্থলীতে গঙ্গাদি তীর্থ-সমূহ উপস্থিত থাকাহেতু হরিকথা শ্রবণ করিলে গঙ্গাদি স্নানের ফল হয় এবং সমস্ত তীর্থভ্রমণের ফলও লাভ হইয়া থাকে। সপার্ষদ ভগবান্ সেখানে শুভাগমন করেন বলিয়া শ্রোতাগণের প্রতি ভগবান্ ও ভক্তগণের শুভদৃষ্টিও পতিত হয়। এইজন্য হরিকথা-শ্রবণ পরম-মঙ্গলকর।

এখন প্রশ্ন—নানাবিধ দুঃখে প্রপীড়িত জনগণের এই ঘোর সংসার-দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথা-রসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য॥

(ভাঃ ১২।৪।৪০)

নানাবিধ দুঃখ দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া যাঁহারা এই দুঃখকর সংসার হইতে নিষ্কৃতি চান, শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহাদিগের আর অন্য উপায় নাই।

হরিকথা-নদী ও গঙ্গা-নদী মহাতীর্থ-স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতই হরিকথা-নদী, আর শ্রীচরণামৃতই গঙ্গানদী। এই দুইটী তীর্থে অর্থাৎ হরিকথা-নদী ও গঙ্গানদীতে

স্নান করিলে জীবের যাবতীয় পাপ ধ্বংস হয় এবং ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

বিভ্ব্যস্তবামৃতকথোদবহাস্ত্রিলোক্যাঃ
পাদাবনেজসরিতঃ শমলানি হন্তুম্।
আনুশ্রবং শ্রুতিভিরঙ্ঘ্রিজমঙ্গসঙ্গৈ-
স্তীর্থদ্বয়ং শুচিষদস্ত উপস্পৃশন্তি॥ (ভাঃ ১১।৬।১৯)

একনদী তোমার—অমৃত-কথাময়ী।
আর নদী—পদনীর বহে গঙ্গা হই॥
তিনলোক-পাপ হরে দোঁহার শকতি।
দুই তীর্থে স্নান করে ধন্য মহামতি॥
শ্রুতি-যোগে স্নান করে এক তীর্থ-জলে।
অঙ্গ-সঙ্গে আর তীর্থে স্নান-পান করে॥
এইরূপে দুই তীর্থে করে স্নান পান।
মহাভাগবত হয় বিমল গেয়ান॥
(শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী ১১।৬।৪৪-৪৭)

হরিকথা শ্রবণ করিলে যে কেবল পাপ হইতে নিষ্কৃতি, দুঃখ-নিবৃত্তি বা সংসার হইতে মুক্তি হয় এমন নহে, উপরন্তু নিত্যশান্তিপ্রদ পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণভক্তিও লাভ হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা ভক্তি কামনা করেন, তাঁহাদেরও প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যথা—

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংগীয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ॥
(ভাঃ ১২।৩।১৫)

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি কামনা করেন, তাঁহাদের সাধুমুখে অমঙ্গল-নাশক শ্রীহরিকথা প্রত্যহ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

হরিকথা-শ্রবণকারীকে ভগবান্ নিজের লোক বলিয়া জানেন। এই জন্য স্কন্দপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

মৎকথাবাচকং নিত্যং মৎকথাশ্রবণেরতম্।
মৎকথা-প্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরম্॥

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক প্রত্যহ আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে আমি কখনও পরিত্যাগ করি না।

এখন প্রশ্ন—আমরা ত' অনর্থগ্রস্ত গৃহাসক্ত জীব; আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি ও ভক্তি কি করিয়া হইবে? ইহার উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাম্।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥
(ভাঃ ৪।৩০।১৯)

গৃহাসক্ত ব্যক্তিরাও যদি সাধুসঙ্গে ভগবানের কথা-শ্রবণে রত থাকেন, তাহা হইলে গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত আরও বলেন—

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
(ভাঃ ১।২।১৮)

প্রত্যহ আদরের সহিত গ্রন্থভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের সেবা করিলে ভগবানে নৈষ্ঠিকী-ভক্তি বা শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ (ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধু-গুরুর শ্রীমুখ হইতে ভগবানের মঙ্গলপ্রদ হৃদয়কর্ণ-সুখকর কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে করিতে যাবতীয় অনর্থ দূরীভূত হয় এবং ক্রমে সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রীতিপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ভগবান্‌কে বশীভূতও করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে জগদ্গুরু ব্রহ্মা বলিয়াছেন—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় বলেন—

"তনুবাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তঃ যে জীবন্তি কেবলং, যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তৈ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ বশীকৃতোঽসি।"

কর্ম্ম-জ্ঞানাদির চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা সাধুমুখ-বিগলিত ভগবৎকথাকে জীবন করেন অর্থাৎ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন, তাঁহারা যদি অন্য কিছু নাও করেন, তাহা হইলেও কেবল শ্রবণের দ্বারাই অজিত ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ কেবল হরিকথা-শ্রবণের দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করিয়াছেন। হরিকথা-শ্রবণে-রুচিই মঙ্গলের আদি কারণ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারণ। 'হরিকথা-রুচির্হি ভক্তিঃ।' যাহার হরিকথা শুনিতে ভাল লাগে না, তাহার কখনও ভগবানে ভক্তি হইতে পারে না। যাহার বিষয়-কথা ভাল লাগে না, সে কি কখন বিষয়ী হইতে পারে? হরিকথা-শ্রবণে রুচিই ভক্তির প্রথম লক্ষণ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। যাহার হরিকথায় রুচি নাই, তাহার মঙ্গল অসম্ভব। ভাগ্যবান্-গণেরই হরি-কথায় রুচি হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিকথা-শ্রবণেচ্ছু শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রকে বলিয়াছেন—

ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৫।৮-৯)

এখন প্রশ্ন—হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা কি ধনাদি লাভ হইবে? দুঃখাদি কাটিবে? কামনা পূর্ণ হইবে?—হাঁ, সবই হইবে। যে হরিকথা শ্রবণের দ্বারা নিত্যশান্তিপ্রদ পরম-দুর্লভ ভক্তি লাভ হয়, সেই মঙ্গলময় হরিকথা শ্রবণের দ্বারা অর্থাদি তুচ্ছ ফল যে লাভ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি যাহারা দুর্ভাগ্যক্রমে 'ভগবদ্ভজনে সংসারিক উন্নতি হয় না এবং অর্থাভাবাদি উপস্থিত হয়,' মনে করিয়া হরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি পরম-মঙ্গলকর ভগবৎ-ভজন হইতে বিরত থাকে, তাহাদের মঙ্গলার্থ এবং শ্রবণেচ্ছু ও শ্রবণকারিগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ আমরা এ সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিতেছি—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদিষ্টঞ্চ নৃণামিহ।
তৎ সর্ব্বং লভতে বৎস কথাং শ্রুত্বা হরেঃ সদা॥

(স্কন্দপুরাণ)

হরিকথা শ্রবণের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তু লাভ হয়।

শ্রীপ্রদং বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বোপদ্রব-নাশনম্।
সর্ব্বদুঃখোপশমনং দুষ্টগ্রহনিবারণম্॥
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্দ্ধনম্।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা॥
কুটুম্ববৃদ্ধিং বিজয়ং শত্রুনাশং যশোবলং।
করোতি বিষ্ণুচরিতং সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥

হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা ধন লাভ হয়, যাবতীয় উপদ্রব নষ্ট হয়, দুঃখ দূরীভূত হয়, শনি প্রভৃতি দুষ্টগ্রহ নিবারিত হয়, আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়, যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়, যশ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়, পুত্রলাভ, বিজয়, শত্রুনাশ, বললাভ এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা পূর্ত্তি হয়।

যস্য বিষ্ণুকথালাপৈর্নিত্যং প্রমুদিতং মনঃ।
ন তস্য চ্যবতে লক্ষ্মীস্তৎ-পদঞ্চ করেস্থিতম্॥

হরিকথা-শ্রবণকারীর প্রতি লক্ষ্মীদেবী খুব প্রসন্ন থাকেন। এজন্য তাঁহার কখনও অর্থাভাব হয় না। তাঁহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিও অনিবার্য্য।

আমরা শুনিলাম, হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা ভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি এবং ধনাদি সবই লাভ হয়। যাঁহাদের শ্রীহরির চরণে ভক্তি হয়, তাঁহাদের ত্রিজগতের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য থাকে না। হরিকথা-শ্রবণের দ্বারা শ্রীহরি শ্রবণকারি-ভক্তের হৃদয়ে বশীভূত হইয়া থাকেন। ভক্ত ভক্তিরূপ পরম-সম্পদ্ লাভ করিয়া অপরিসীম আনন্দে মগ্ন থাকেন বলিয়া ধর্ম্মার্থকামরূপ ক্ষণিক তুচ্ছ বিষয়-সুখ ও মুক্তির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না। তথাপি মুক্তি স্বয়ং করজোড় পূর্ব্বক ভক্তের সেবা করে। ধর্ম্মার্থ-কাম তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ভক্তিস্তয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥ (কৃষ্ণকর্ণামৃত)

আমরা জানি—ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও অম্বরীষ মহারাজ প্রভৃতি নৃপতিগণ ভক্ত ছিলেন এবং সসাগরা পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধ ত' দূরের কথা, ভক্তির সাধন-অবস্থাতেই সকল ক্লেশ দূর হয় এবং সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। সাধন-ভক্তি ক্লেশঘ্নী ও শুভদা বা সুখদা। সাধনভক্তির সুখদত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন—

'সুখদত্বম্'—সুখং বৈষয়িকং ব্রহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্রিধা। সুখ ত্রিবিধ—বৈষয়িক সুখ, মুক্তি-সুখ ও ঐশ্বর-সুখ অর্থাৎ ভক্তিসুখ। সাধনভক্তি এই ত্রিবিধ সুখই প্রদান করেন। শাস্ত্র বলেন—

সিদ্ধয়ঃ পরমাশ্চর্য্যা ভুক্তিমুক্তিশ্চ শাশ্বতী।
নিত্যঞ্চ পরমানন্দো ভবেদ্গোবিন্দ-ভক্তিতঃ॥

গোবিন্দের পাদপদ্মে যাঁহার ভক্তি হয়, তাঁহার অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি, বিষয়সুখ, মুক্তিসুখ ও ভক্তিসুখ সবই লাভ হয়।

শাস্ত্র আরও বলেন—

ভূয়োঽপি যাচে দেবেশ! ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে।
যা মোক্ষান্ত-চতুর্বর্গ-ফলদা সুখদা লতা॥
(হরিভক্তিসুধোদয়)

হে শ্রীহরি! যে ভক্তির দ্বারা ধর্ম্মার্থ-কামরূপ বৈষয়িক সুখ এবং নিত্য পরমানন্দরূপ ঐশ্বর-সুখ লাভ হয়, আপনার পাদপদ্মে আমার সেই ভক্তি লাভ হউক।

শ্রীহরির মঙ্গলময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথা হরিগত-প্রাণ হইয়া যাঁহারা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা অর্থাৎ সেই আচারবান প্রচারকগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু, তাঁহারাই প্রকৃত পরোপকারী। তাঁহাদের অমূল্য অক্ষয় দানের সহিত অন্য কোন দানের তুলনা হয় না। এইজন্য শাস্ত্র বলেন—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনম্
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

পরম-করুণাময় শ্রীহরি নিজের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-কথারূপ পরম সম্পত্তি জগতে রাখিয়াছেন। তথাপি যাহাদের এই সর্ব্বসুখপ্রদ কর্ণ-মন-সুখকর ভগবৎ-কথা ভাল লাগে না, শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয় না, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগা কি আর কেহ আছে? সেই দুর্ভাগাদের কখনও মঙ্গল হইবে না। মঙ্গলময় শ্রীমদ্ভাগবত মাদৃশ কৃষ্ণকথা-বিমুখ দুর্ভাগা ব্যক্তিগণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র-মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥ (ভাঃ ১০।১।৪)

নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণ দ্বারা কীর্ত্তিত ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ কর্ণ-মন-সুখকর শ্রীহরি-কথা হইতে পশুঘাতী ব্যাধ ভিন্ন কে পরাঙ্মুখ হইতে পারে?

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥
(ভাঃ ১।২।৮)

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াও যদি শ্রীহরিকথা-শ্রবণে রুচি না হয়, তাহা হইলে সবই পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

কো নাম লোকে পুরুষার্থ-সারবিৎ
পুরাকথানাং ভগবৎ-কথাসুধাম্।
আপীয় কর্ণাঞ্জলিভির্ভবাপহা-
মহো বিরজ্যেত বিনা নরেতরম্॥
(ভাঃ ৩।১৩।৫২)

মনুষ্যেতর পশু ব্যতীত এমন কোন্ ব্যক্তি আছে, যে দুঃখ-নাশন হরিকথা-শ্রবণ-রূপ অমৃতপানে বিরত হইয়া থাকে?

বাচ্যমানন্তু যে শাস্ত্রং বৈষ্ণবং পুরুষাধমাঃ।
ন শৃণ্বন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ তেষাং স্বামী সদা যমঃ॥

(স্কন্দপুরাণ)

যে সব দুর্ভাগা হরিকথা শ্রবণ করে না, তাহাদের নরক লাভ হয়।

ন শৃণ্বন্তি ন হৃষ্যন্তি বৈষ্ণবীং প্রাপ্য যে কথাম্।
ধনমায়ুর্যশোধর্ম্মঃ সন্তানশ্চৈব নশ্যতি॥
ন শৃণ্বন্তি হরের্যস্তু কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
অচিরাদেব দেবর্ষে সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

(স্কন্দপুরাণ)

হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়া যাঁহারা হরিকথা শ্রবণ করেন না বা আনন্দিত হন না, তাঁহাদের অর্থ, পরমায়ুঃ, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম ও সন্তান সবই বিনষ্ট হয়। হে নারদ! পাপনাশিনী হরিকথা শ্রবণ না করিলে অচিরে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া॥

(ভাঃ ২।৩।১৭)

সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া মানবগণের হরিকথা-বিহীন আয়ুঃ হরণ করিতেছেন, কেবল উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহারা মুহূর্ত্তকালও যাপন করেন, তাঁহাদের আয়ুঃ তিনি হরণ করেন না। সৎপাত্রে প্রদত্ত বিত্ত পরকালে সুখলাভের কারণ হয় বলিয়া সেই বিত্তকে যেমন অক্ষয় বিত্ত বলা হয়, সেইরূপ ভগবৎ-কথায় নিয়োজিত সময় ইহকালে ও পরকালে ভগবৎ-প্রাপ্তি দ্বারা নিত্য আয়ুঃ লাভের কারণ হয় বলিয়া সেই আয়ুর সার্থকতা হেতু তাহা হৃত হয় না বরং বর্দ্ধিতই হয় বুঝিতে হইবে।

অপ্রাকৃত রসাস্বাদনে অধিকার নির্দ্ধারণ

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশচীজগন্নাথ-মিশ্রালয়ে আবির্ভূত হইয়া ২৪ বৎসর গৃহে অবস্থান-লীলা করেন। এইটি তাঁহার 'আদিলীলা'। চব্বিশ বৎসর শেষে মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করেন। এইটি তাঁহার 'শেষলীলা' নামে অভিহিত। কিন্তু ইহার আবার মধ্য ও অন্ত্য দুই ভেদ আছে। সন্ন্যাসলীলার পর প্রথম ছয় বৎসর নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ (দক্ষিণ দেশীয় তীর্থ) ও বৃন্দাবনাদি তীর্থে গমনাগমন লীলা করিয়াছেন। ইহাকেই মধ্যলীলা বলে, ইহা কেবল নাম প্রচারময়ী। শেষ অষ্টাদশ বৎসরই অন্ত্যলীলা। (চৈঃ চঃ আ ১৩।৩৭) মহাপ্রভু আঠার বৎসর একাদি-ক্রমে নীলাচলে বাস করিলেও ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য-গীতরঙ্গে প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বশেষ দ্বাদশ বৎসর গম্ভীরায় অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহোন্মাদে বিহ্বল হইয়া যাপন করিয়াছেন। এই সময়ে মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীল স্বরূপ-দামোদর তাঁহার অন্তরের ভাবানুরূপ গীতি কীর্ত্তন ও শ্রীরায়-রামানন্দ তাঁহার ভাবানুরূপ শ্লোক কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহাকে সুখ দিয়াছেন। মাথুর-বিরহবিহ্বলা শ্রীমতীর ভাবে বিভোর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদিগের সহিত দিবারাত্র পাঁচখানি রসগ্রন্থ আলোচনা করিতেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে,
গায়, শুনে পরম আনন্দে॥"—চৈঃ চঃ ম ২।৭৭

বিরহিনী রাধার ভাবে মহাপ্রভু যখন—

"হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ-সাগর!
হাহা শ্যামসুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাসবিলাস-নাগর!
কাহাঁ গেলে তোমা পাই, তুমি কহ—তাহাঁ যাই"

(চৈঃ চঃ অ ১৭।৬০-১)

এইরূপ বলিতে বলিতে দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞান শূন্য

হইয়া ধাবিত হইতেন তখনই স্বরূপ-দামোদর তাঁহাকে কোলে করিয়া ধরিয়া আনিয়া নিজস্থানে বসাইতেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইত। তখন মহাপ্রভু স্বরূপের কণ্ঠের মধুর গান শুনিতে চাহিলে স্বরূপ বিদ্যাপতি ও গীতগোবিন্দ গীতি গাহিয়া মহাপ্রভুর সুখোৎপাদন করিতেন। (চৈঃ চঃ অ ১৭।৬০-৬২)। কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভু বিপ্রলম্ভ ভাবাবেশে নিজেই শ্রীজয়দেব, শ্রীভাগবত, শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতাদি গ্রন্থের শ্লোক পাঠ করিয়া আস্বাদন করিতেন। (চৈঃ চঃ অ ২০।৬৭-৬৮)। শ্রীস্বরূপ-রামরায় সঙ্গে বিদ্যাপতি, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের গীত আস্বাদনের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আ ১৩।৪২, ম ১০।১১৫ প্রভৃতি অনেক স্থানেই উল্লিখিত আছে।

এই সকল অপ্রাকৃত আদি বা শৃঙ্গাররসাস্বাদনের গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদন করিলেও ইহা অনর্থযুক্ত সাধক জীবের আলোচ্য নহে। অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলে হিতে বিপরীত ফল লাভ হইবে। শ্রীভগবানের ব্রজবধূগণের সহিত অপ্রাকৃত রাসাদিলীলা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নু অর্থাৎ নিশ্চিতং শৃণুয়াৎ বা অনুদিনং শৃণুয়াৎ, অথ বর্ণয়েৎ কীর্ত্তয়েৎ—এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হইলেও 'শ্রদ্ধান্বিত' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র অবিশ্বাসী নামাপরাধী ব্যক্তিকে প্রেম অঙ্গীকার করেন না। আবার শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদি দ্বারাও গোপীগণের এই রসবর্ত্ম দুর্গম। তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত ইহাতে প্রবেশাধিকার হয় না। সর্ব্বলীলা-চূড়ামণি রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের ফলও হইবে সর্ব্বফল-চূড়ামণি। এজন্য পরাভক্তি বলিতে প্রেমলক্ষণা ভক্তি। এই ভক্তির এমনই প্রভাব যে, ইহার প্রবেশ মাত্র অচিরেই হৃদ্‌রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। 'প্রেমায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চ ইতি ভাবঃ অর্থাৎ প্রেম জ্ঞানযোগের ন্যায় দুর্ব্বল বা পরাধীন নহে। জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক, ভক্তির অপেক্ষা ব্যতীত তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলদানের সামর্থ্য নাই। কিন্তু স্বরূপসিদ্ধা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিময়ী ভক্তি অন্য-নিরপেক্ষা, স্বভাবতঃ প্রবলা, সাধনান্তরাপেক্ষা রহিতা। হৃদ্‌রোগ কাম থাকিতে কি প্রকারে প্রেমের উদয় হইবে, এইরূপ অনাস্তিক্য-লক্ষণাত্মিকা মূর্খতা-রহিত ব্যক্তি ধীর-বিচক্ষণ—পণ্ডিত। তাদৃশ ধীর ব্যক্তিই সদ্‌গুরুমুখনিঃসৃতা ব্রজবধূগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অনুক্ষণ শ্রবণ-কীর্ত্তনরত হইলে অচিরেই শ্রীভগবানে পরাভক্তি লাভ করতঃ হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন। (ভাঃ ১০।৩৩।৩৯) চক্রবর্ত্তী টীকা সহ আলোচ্য।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"

ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্যদেহধারী প্রাণিমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্‌বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যাশক্তির-স্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্।"

অর্থাৎ "ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ সেই প্রকার ক্রীড়া করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য-দেহাশ্রিতজীব তৎপর অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ক শ্রদ্ধাবান্ হন। অন্যক্রীড়া হইতে বৈলক্ষণ্যহেতু মধুররসময়ী এই ক্রীড়ার তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধাদির ন্যায় কোন তর্কাতীত অচিন্ত্য শক্তি আছে বলিয়া জানা যায়। মনুষ্যদেহবিশিষ্ট জীবেরই তদ্ভক্তিতে অধিকারিত্ব মুখ্য—ইহাই অভিপ্রেত।"

সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত, নামাপরাধরহিত, শ্রীরূপপাদোক্ত অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত অনু-কূলকৃষ্ণানুশীলনময়ী শুদ্ধভক্তিসমাশ্রিত শ্রদ্ধান্বিত ধীর ব্যক্তিই সদ্‌গুরু অনুমোদিত রসশাস্ত্র আলোচনায় অধিকারী হন। ভক্তিতে নৃমাত্রেরই অধিকার আছে সত্য, কিন্তু গূঢ় রসাস্বাদনে সকলেই অধিকারী নহেন। নতুবা শ্রীমন্মহাপ্রভু অতি নিভৃতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গে

রসশাস্ত্র আলোচনার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন না। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত নামসংকীর্ত্তন মহামন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণান্তর চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জিত হইয়া লৌল্যরূপ মূল্যদ্বারা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি ক্রয় করিবার সৌভাগ্য উদিত হইলেই অপ্রাকৃত রসতত্ত্বালোচনায় অধিকার লাভ হয়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ ৫লঃ ৭৯)

অর্থাৎ প্রাকৃত ভাবনার পথ অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকারাতিশয়ের আধারস্বরূপ যে স্থায়িভাব শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল হৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্॥
—ভাঃ ১০।৩৩।৩০

অর্থাৎ অনীশ্বর—সামর্থ্যহীন —নিকৃষ্ট— অনধিকারি-ব্যক্তি মনের দ্বারাও কদাচ এরূপ অর্থাৎ রাসাদিলীলার আচরণ করিবে না। 'যদযদাচরতিশ্রেষ্ঠঃ' এই ন্যায়ানুসারে শ্রেষ্ঠব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করিবার চিন্তা এক্ষেত্রে মনের ত্রিসীমানায়ও স্থানদিতে হইবে না। রুদ্র সমুদ্র মন্থনোত্থ বিষ পান করিয়াছিলেন। কিন্তু মূঢ়তা-প্রযুক্ত যদি কোন কামক্রোধাসক্ত বদ্ধজীব বা মুক্তজীবও তাদৃশ ঈশ্বরলীলার অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

রাসাদিক্রীড়ায় একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বাংশী সর্ব্বাবতারাবতারী ব্রজবনবিলাসী অখিল-রসামৃতমূর্ত্তি রসিক-শেখর শ্রীরাধাপ্রাণধন রাসবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ব্যতীত বদ্ধমুক্তজীব ত' দূরের কথা, ব্রহ্মা শিবাদি দেবতাগণের—এমনকি শ্রীকৃষ্ণের অবতারবৃন্দের—স্বয়ং ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ নারায়ণেরও উহাতে অধিকার নাই। স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবী বহুকাল ধরিয়া বিল্ববনে তপস্যা করিয়াও রাসে যোগদান করিতে পারেন নাই। অনেক তপস্যার ফলে শ্রীলক্ষ্মী কেবল স্বর্ণরেখারূপে কৃষ্ণের দক্ষিণ-বক্ষে স্থান পাইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একস্থানে লিখিয়াছেন—

অধিকারিজনগণমঙ্গল চিন্তিয়া
কীর্ত্তন করিনু শেষ হাতে তালি দিয়া

যাঁহারা অধিকার বিচার না করিয়া সহসা রসিক হইবার জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা প্রাকৃত সহজিয়া বা **Pseudo Baisnava** হইয়া বৈষ্ণবতার নামে কলঙ্ক আরোপ করেন। প্রকৃত অধিকারী হইতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়" এই উপায়-বর্য্যের অনুধাবনপূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আনুগত্যে 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' বিচার বরণ করিতে হইবে। শ্রীনামই কৃপা করিয়া রসাস্বাদন-যোগ্যতা প্রদান করিবেন।

'ভক্তিসন্দর্শি জগন্নাথ'

বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে 'দোলোৎসব'-প্রসঙ্গে লিখিত আছে,—

যৎ ফাল্গুনস্য রাকাদাবুত্তরফাল্গুনী যদা।
তথা (তদা ?) দোলোৎসবঃ কার্য্যস্তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমে॥
কিন্ত্বীদৃগ্ ভক্তিসংদর্শিজগন্নাথানুসারতঃ।
দোলা-চন্দন-কীলাল-রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ॥
—হঃ ভঃ বিঃ ১৪শ বিঃ ১০৩-১০৪

[অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের উত্তর-ফ (ফা)ল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা, প্রতিপৎ অথবা দ্বিতীয়ায় শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে দোলোৎসব করণীয়। কিন্তু এইরূপ ভক্তিসন্দর্শী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অনুসারে দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, কীলাল অর্থাৎ জলযাত্রা (স্নানযাত্রা, সলিলবিহারাদি) এবং রথযাত্রাও করিবে।]

শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন—"রাকা পূর্ণিমা। আদিশব্দেন প্রতিপদাদি। কদাচিৎ প্রতিপদি কদাচিদ্দ্বিতীয়ায়ামপি উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযোগাৎ কার্য্য ইতি যৎ তচ্চ শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে ন তু সর্ব্বত্র পুরুষোত্তমখণ্ডাদৌ তত্রৈব তস্য বিধানাৎ॥১০৩॥ তথাপি

তদ্দৃষ্ট্বান্যত্রাপি তথৈব দোলাদ্যুৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখতি কিন্ত্বিতি। ঈদৃশী মূর্ত্তিপূজা যাত্রোৎসবাদি রূপা যা ভক্তিঃ তস্যাঃ সম্যগ্‌দর্শনশীলস্য লোকগ্রাহকস্য শ্রীজগন্নাথদেবস্য অনুসারতঃ যস্মিন্ দিনে যথা তৎক্ষেত্রে ভবেত্তদ্দিনেঽপি তথা দোলযাত্রাং চন্দনযাত্রাং জলযাত্রাং রথযাত্রাঞ্চ কুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ তত্র হেতুত্বেন লিখিতমেব ঈদৃগ্‌ভক্তি-সন্দর্শীতি। মহোৎসব-বাহুল্যঞ্চ গুণাবহমেবেতি দিক্।"

টীকার অর্থঃ—'রাকা' অর্থে পূর্ণিমা। আদিশব্দে প্রতিপদাদি। কখনও প্রতিপদে, কখনও দ্বিতীয়ায়ও—উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রযুক্ত হইলে দোলোৎসব বিধেয়, এইরূপ যে বিধান, তাহা কেবল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রেই পালনীয়, সর্ব্বত্র নহে, যেহেতু পুরুষোত্তম-খণ্ডাদিতে তাহার বিধান আছে। তথাপি তদ্‌বিচারানুসরণে অন্যত্রও তদ্রূপ দোলযাত্রাদি উৎসব কর্ত্তব্য, এইজন্যই লিখিতেছেন—কিন্তু প্রভৃতি। কিন্তু এইরূপ মূর্ত্তিপূজা, যাত্রা অর্থাৎ মহোৎসবাদি-রূপা যে ভক্তি, তাহার সম্যক্‌দর্শনশীল অর্থাৎ আদর্শস্বরূপ, লোকসকলের অনুগ্রহকারী শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের অনুসারে তৎক্ষেত্রে যেদিন যেভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেইদিন সেইভাবে অন্যত্রও দোলযাত্রা, চন্দনযাত্রা, জলযাত্রা ও রথযাত্রাদি করিবে, ইহাই অর্থ। সেই হেতুই 'ঈদৃগ্‌ভক্তিসন্দর্শী' এইরূপ লিখিত হইয়াছে। মহোৎসব বাহুল্য গুণাবহ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

উপরিউক্ত বাক্যানুসারে দোলযাত্রায় উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রপ্রধান্য দৃষ্ট হইলেও আমাদের দেশের পঞ্জিকাদিতে তিথিপ্রাধান্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। ভক্তিসন্দর্শি শ্রীজগন্নাথানুসারে দোলাদি ভক্ত্যুৎসবানুষ্ঠানের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উৎসবের কালাদি নিরূপণ-বিষয়ে ভক্তিসন্দর্শি শ্রীভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশই অনুসরণীয়।

অক্রূরের শ্রীকৃষ্ণস্তব

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

চরাচর এই নিখিললোকের কেবল কারণ তুমি।
সকলের আদি ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার চরণে নমি॥
নাভিদেশে তব কমলেরকোষে ব্রহ্মা জনম নিল।
পুনরায় সেই ব্রহ্মা হইতে জগৎ সৃষ্ট হ'ল॥
ভূতপঞ্চক, দশ ইন্দ্রিয়, মহান্, অহঙ্কার।
প্রকৃতি, পুরুষ, দেবতাসকল, বিষয়সমূহ আর॥
যারা হয় এই জগৎকারণ তোমার অঙ্গ হ'তে।
উদ্ভূত হ'য়ে জগৎ সৃজিল ভুল নাই কোন মতে॥
জড়ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিষয় আত্মতত্ত্ব নহে।
আত্মস্বরূপ আপনাকে তাই তারা অজ্ঞাত রহে॥
ক্ষুদ্র জীবের কথা কি বলিব ব্রহ্মা মায়ার গুণে।
বদ্ধ হইয়া তোমার স্বরূপ ভালমতে নাহি জানে॥
অধ্যাত্মাদিবস্তুচয়ের সাক্ষীস্বরূপ তুমি।
অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর, তোমারেই আমি নমি॥
এই মত তোমা জানি সাধুগণ করে তব উপাসনা।
যদিও তোমার প্রকৃত স্বরূপ নাহিক কাহারো জানা॥
বেদত্রয়ের কর্ম্মকাণ্ডে বিধি-সব অনুসরি।
কর্ম্মাশ্রয়িব্রাহ্মণগণ নানাবিধ রূপধারি॥
দেবতার নামে যজ্ঞ করিয়া করে যেই আরাধনা।
তাহা হয় প্রভু একপ্রকারের তোমারই উপাসনা॥
যাঁহারা আবার বিধি অনুসারে সর্বকর্ম্মত্যজি'।
নির্ব্বেদলাভ করি' জ্ঞান-পথে সমাধি-যোগেতে ভজি'॥
চিন্মাত্র ব্রহ্মের যেই ক'রে থাকে আরাধনা।
তাহা হয় দেব, একপ্রকারের তোমারই উপাসনা॥
কেহ বা আবার শুদ্ধচিত্তে আপনার প্রদর্শিত।
পঞ্চরাত্রবিধি অনুসারে নিবিষ্ট করি' চিত॥
বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তি রূপেতে ক'রে থাকে আরাধনা।
তাহারাও দেব! করিতেছে পুনঃ তোমারই উপাসনা॥
পাশুপত আদি নানাবিধ বিধি আচরণ করি যারা।
শিবরূপী তব অর্চ্চনা করে তোমারেই ভজে তারা॥
অন্যদেবতা ভক্তের যদি তাঁহাদের প্রতি মতি।
সর্বদেবের অন্তর্য্যামি তোমারেই করে নতি॥

অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্ব সবাকার তুমি প্রভু।
তোমারে ছাড়িয়া অন্যেরে কেহ ভজিতে পারে কি কভু?॥
শৈলশিখর হইতে জনম লভিয়া যেমন নদী।
বর্ষার জলে স্ফীত হ'য়ে ক্রমে বহিতেছে নিরবধি॥
বহুস্রোতসহ পুষ্ট হইয়া একই সাগরে মিশে।
সেইমত নানা ভজনের পথে তোমারেই ভজে শেষে॥
সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকৃতির গুণ হয়।
ব্রহ্মা হইতে সমুদয় জীব তাহাতে বদ্ধ রয়॥
অতএব মায়া মোহিত হইয়া তাঁহারাও কোনরূপে।
সাক্ষাৎভাবে ভজিতে পারে না তব নির্গুণ-রূপে॥
তুমি হও সব জীবের আত্মা এই ত দেখিতে পাই।
তোমা বই আর অন্যবস্তু নিখিলবিশ্বে নাই॥
তাই আপনার বুদ্ধি অন্য কোথাও লিপ্ত নহে।
আপনি সবার বুদ্ধি সাক্ষী একথা শাস্ত্রে কহে॥
দেব-মনুষ্য-তির্য্যগ্-আদি শরীরাভিমানী জীবে।
তবমায়াকৃত গুণ সমুদয় প্রবৃত্ত হয় তবে॥
অগ্নি তোমার মুখমণ্ডল, পদযুগ ধরাতল।
সূর্য্য চক্ষু, নাভি মহাকাশ, শ্রবণ দিক্‌সকল॥
দেবলোক হয় তব মস্তক, বাহু হয় দেবগণ।
সাগর কুক্ষি, ওহে ভগবন্, প্রাণ, বল—সমীরণ॥
বৃক্ষ ওষধি—তব রোমরাশি, মেঘমালা কেশপাশ।
পর্বত সব অস্থি ও নখ, জীব তব চির-দাস॥
রজনী নেত্রনিমীলন হয় দিবস উন্মীলন।
প্রজাপতি হয় মেঢ্র, বীর্য্য বারিধারা বরষণ॥
মধুকৈটভবধ-আদি যত প্রাপঞ্চিক লীলা।
সাধনের তরে নিত্যসিদ্ধ যেইরূপ প্রকাশিলা॥
সে-সব রূপের গুণকীর্ত্তন করিয়া সকললোক।
সর্বতোভাবে নাশ ক'রে থাকে মোহ আর সব শোক॥
অতএব তাঁরা অতি সযতনে আপনার গুণগান।
করিয়া জীবন যাপন করেন, পরমানন্দ পান॥
প্রলয়সাগরে বিচরণশীল সর্বকারণ-মৎস্যে।
প্রণিপাত করি ওহে ভগবন্, পুলকিতচিতে, হর্ষে॥
মধুকৈটভবিনাশন, হয়গ্রীব-শরীরে তব।
করি নমস্কার ওহে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি হও ভবধব॥

বৃহদাকৃতি কচ্ছপরূপে মন্দর ধ'রেছিলে।
প্রলয়সলিলে বরাহের বেশে ধরায় উদ্ধারিলে॥
সজ্জন ভয় বিনাশ করিলে নৃসিংহ রূপ ধ'রি।
দুষ্কৃতকারী হিরণ্যকশিপু দৈত্যেরে সংহারি॥
পাদবিন্যাসে বামনের বেশে ত্রিভুবন আক্রমি।
ছলনা করিলে বলি মহারাজে, তব শ্রীচরণে নমি॥
গর্বদৃপ্ত ক্ষত্রিয়গণে পরশু ধারণ করি।
বিনাশ করিলে ভবতাপ নাশে, তোমারে প্রণাম করি॥
রঘুপতিবেশে রাবণে বধিলে সীতা উদ্ধার ছলে।
তোমার শকতি কে হরিতে পারে তাহা তুমি দেখাইলে॥
তুমি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, যাদবের অধিপতি।
প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ, তোমারেই করি নতি॥
বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র রচিলে শুদ্ধ বুদ্ধ তুমি।
ম্লেচ্ছতুল্য ক্ষত্রনাশন কল্কি-শরীরে নমি॥
তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া এই জগতের লোক।
'আমি ও আমার' বুদ্ধি করিয়া পাইছে বিবিধ শোক॥
আত্মতত্ত্ববিষয়ে আমি ত' কিছুই নাহিক জানি।
তাই অনিত্য বিষয়সমূহে নিত্য বলিয়া মানি॥
স্বপ্নতুল্য অস্থির, দেহ পত্নী পুত্র ধনে।
আসক্ত হ'য়ে রহিয়াছি প্রভু তোমারে নাহিক মনে॥
নিত্য বলিয়া মনে হয়, মোর অনিত্য কর্ম্মফলে।
মনে জাগে সদা অনাত্মরূপ শরীরে আত্মা ব'লে॥
দুঃখস্বরূপ গৃহাদি বিষয়ে সুখ ব'লে মনে হয়।
সদা মোহবশে তমোগুণে মোর চিত্ত আবৃত রয়॥
কিন্তু তোমারে ভুলিয়া র'য়েছি পরম-প্রেমাস্পদে।
অবগত নহি তোমার তত্ত্ব, পড়িনু বিষম খেদে॥
অজ্ঞব্যক্তি দেখিতে পায়না জলজাবৃতবারি।
প্রধাবিত হয় মরীচিকা পানে, জল ব'লে মনে করি॥
সেইমত তব স্বরূপ, আমার নিকটে মায়াবৃত।
বলিয়া সদাই প্রতিভাত হয়, তোমারেই বিস্মৃত॥
যেই-হেতু মোর বুদ্ধি সদাই বিষয়-বাসনাযুক্ত।
সেই-হেতু তাহা সদাই র'য়েছে কামে ও কর্ম্মে ক্ষুব্ধ॥
ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখে করে মন আকর্ষণ।
সচেষ্ট হ'য়ে তাদের পারিনা কোনমতে নিবারণ॥

অসাধুগণের প্রাপনীয় নহে তোমার চরণতল।
তাহাও যে আমি আশ্রয় করি তাহা তব কৃপাবল॥
যেকালে জীবের সংসার দশার হ'য়ে যায় অবসান।
সে সময়ে সাধুসঙ্গ লভিয়া আপনাকে করে ধ্যান॥
সকল জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ-দেহ বিজ্ঞানময়।
পরিপূর্ণস্বরূপ হে প্রভু! অনন্ত শক্তিময়॥
দুঃখসুখের প্রাপক কর্ম্মকালের ঈশ্বর তুমি।
ভকতি পূরিত হৃদয়ে তোমার চরণ-পদ্মে নমি॥
সর্বভূতের আশ্রয় তুমি ওহে নাথ, হৃষীকেশ।
প্রপন্নজনে করুন রক্ষা প্রকাশি করুণালেশ॥

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

[বিগত ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসবের বিবরণ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রের ১০ম বর্ষের ১২শ সংখ্যায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। 'ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'সাধ্যসাধনতত্ত্ব', 'শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন', 'পরোপকার' বক্তব্য বিষয়সমূহ যথাক্রমে সভায় আলোচিত হইয়াছে।]

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজয় কুমার বসু সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"সাধারণ-জ্ঞানে আমরা যা' বুঝি; যাহা জন্মায়, মরে ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অধীন সেটাই জীব। জীব অসংখ্য, তন্মধ্যে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য; যেহেতু সে ভগবদ্ভজনের দ্বারা পার্থিব সুখ দুঃখ হ'তে মুক্ত হয়ে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লাভ কর্‌তে পারে। অহৈতুকী ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, যে ভক্তির পরাকাষ্ঠা আমরা দেখ্‌তে পাই গোপীদিগের মধ্যে। সংসারের ক্লেশ অসম্ভব হবে, কিন্তু তাতে অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লে আমরা পরমার্থ পথে এগোতে পার্‌বো না। আত্মনিবেদনের দ্বারা আমাদের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর ও মঙ্গল লাভ হবে। যিনি সর্ব্বজীবের আশ্রয় ও ত্রাতা তিনিই ভগবত্তত্ত্ব। তাঁর শ্রীপাদপদ্মে কায়-মনো-বাক্যে যেদিন আমরা প্রার্থনা জানাতে পার্‌বো—'হে ভগবন্, তোমার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি দাও, তোমাকে যেন না ভুলি, তোমাকে যেন ডাক্‌তে পারি।' সেদিন আমাদের সকল অশান্তি দূর হবে।"

শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি অষ্টাদশ পুরাণ ও ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত রচনা করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য আদি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ তাঁ'দের মতবাদ ব্যক্ত করে গেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতঃ সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত সিদ্ধান্ত তৎপার্ষদ ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করে আমাদিগকে অত্যন্ত সহজ ও সরলভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। "জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্য-দাস। কৃষ্ণের-তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥ সূর্য্যাংশুকিরণ, যেন অগ্নি-জ্বালাচয়। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার শক্তি হয়॥ কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি-পরিণতি। চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥"—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ)। শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তির মধ্যে জীবশক্তি একটি। চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তি এই উভয় শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় উহাকে তটস্থা বলে। সূর্য্যের কিরণ পরমাণুর সহিত

যে প্রকার সূর্য্যের ভেদাভেদ সম্বন্ধ তদ্রূপ তটস্থা-শক্তি অণুচিৎ জীবের শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ। উক্ত সম্বন্ধ প্রাকৃত মন, বুদ্ধির অতীত বলে উহাকে অচিন্ত্য বলা হয়েছে। জীবের বন্ধনদশা ও তন্মুক্তির উপায় সম্বন্ধে বল্‌তে গিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলেছেন—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয়-নাম—'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥

[শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ]

শ্রীকৃষ্ণ পরতমতত্ব, স্বয়ং ভগবান্। শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহা সুনিশ্চিতরূপে প্রতিপাদিত হয়েছে। 'ব্রহ্ম' শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এবং 'পরমাত্মা' তাঁহার অংশবৈভব।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বস্তুতত্ত্ব নির্দ্দেশ কর্‌তে গিয়ে বলেছেন—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

"ঔপনিষদিক্ অদ্বৈত ব্রহ্ম যাঁর অঙ্গদ্যুতি, অন্তর্য্যামী-পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা যাঁর অংশবৈভব, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই আমার প্রভু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তদপেক্ষা পরতরতত্ত্ব আর কিছুই নাই।"

ব্যারিষ্টার শ্রীসলিলকুমার হাজ্‌রা বলেন—" 'তত্ত্ব' কথার অর্থ স্বরূপ, ঠিক অবস্থা। 'ভগবত্তত্ত্ব' বল্‌তে ভগবানের স্বরূপ। ভগবান্ কি, ভগবানের স্বরূপ কি জান্‌বার ইচ্ছা সকলের হয় না। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"—গীতা ৭।১৬। চার প্রকারের সুকৃতিশালী ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন। কেহ দুঃখে ভগবান্‌কে ডাকেন, কেহ অর্থার্থী হ'য়ে, কেহ বা জিজ্ঞাসু হ'য়ে ভগবানের ভজন করেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা-রহিত হ'য়ে নিষ্কামভাবে ভজন করেন। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"—গীতা ৭।১৭। উক্ত চারি প্রকার অধিকারীর মধ্যে 'একভক্তি'-বিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই শ্রেষ্ঠ, আমি এতাদৃশ জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয়। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥"—গীতা ৭।১৯। বহু জন্মের পর জ্ঞানী ব্যক্তি আমাতে প্রপন্ন হন এবং সর্ব্বত্র বাসুদেবময় দর্শন করেন, এই প্রকার মহাত্মা সুদুর্ল্লভ। জ্ঞানী-ভক্তের ভগবানের সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি রয়েছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা অবস্থাতেই ভগবানে প্রপত্তি আসে। "সর্ব্ব-গুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ। ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

—গীতা ১৮।৬৪-৬৬

জীবতত্ত্ব বল্‌তে জীবের স্বরূপকে বুঝায়, উহা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তির অংশ। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত প্রত্যেক বদ্ধ জীবের মধ্যে তিনটী গুণ আছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রকৃতির সত্ত্ব-গুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য, জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গে বদ্ধ করে। রজোগুণে তৃষ্ণা ও অভিলাষের উদয়-হেতু জীবকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে এবং সমস্ত দেহীর মুগ্ধকারী তমো-গুণ জীবকে প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা বদ্ধ করে।

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণ-বৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥"—গীতা ১৪।১৮। সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে, রাজসিকগণ মধ্যে থাকে এবং তামসিকগণ নিম্ন লোকে চলে যায়—এরূপ চৌদ্দ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে বদ্ধজীবগণ ভ্রমণ করে।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
—গীতা ৭।১৪

ভগবানের গুণময়ী মায়া দুরতিক্রমা। যাঁরা ভগবানে প্রপন্ন হন তাঁরাই এই মায়া হ'তে উদ্ধার লাভ কর্‌তে পারেন।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥"
—গীতা ৮।১৬

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হ'তে আরম্ভ করে সমস্ত লোকই অনিত্য। যে-লোকেই যাওয়া হউক না কেন তা হ'তে পুনরাবর্ত্তন আছে, কিন্তু আমাকে পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী ধর্ম্ম-সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—

"ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ। এখানে বহু সাধক, মহাপুরুষগণ জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং বিভিন্ন পথ দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রে অধিকারানুযায়ী শ্রেয়ঃলাভের তিনটী পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুভূতিতে সকল দুঃখ নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানমার্গের কথা বল্‌তে গেলেই মনে পড়ে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা। মাত্র ৩২ বৎসর তিনি প্রকট ছিলেন। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে তিনি ধর্ম্মজগতে এক বিরাট পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিলেন। তাঁকে সংগ্রাম কর্‌তে হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম্মরূপ নাস্তিক্যবাদের এবং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্যাড়ম্বরের বিরুদ্ধে। বৌদ্ধমতবাদ ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে নিরস্ত করে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা প্রচার করে গেছেন। তাঁর সংগঠন শক্তি ছিল অদ্ভুত। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে, জ্ঞানমার্গের বিচারানু-সারে যদি আমি সেই ব্রহ্ম হই, তবে কা'কে ভক্তি কর্‌বো? ভক্তি কর্‌তে গেলেই ভজনীয় বস্তু ও ভজনকারীর অস্তিত্ব আবশ্যক। এজন্য আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্য কর্‌লেন আর এক ভাবে। তাঁরা বল্লেন জীব ব্রহ্মের শক্ত্যংশ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ ও শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। ভগবান্ সেব্য, আমরা সেবক, এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ নিত্য। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বঙ্গদেশে শুদ্ধ-ভক্তির কথা প্রচার কর্‌লেন। ঈশ্বর-অনুভূতির বিষয়ে বুদ্ধি দ্বারা বেশী অগ্রসর হওয়া যায় না। ভগবত্তত্ত্ববোধ-রূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু লৌকিক পাণ্ডিত্যের বেশী দাম নাই। ভক্তেতে তত্ত্বজ্ঞান আপনা হ'তেই স্ফূর্ত্তি পায়। ভক্তি ও বিশ্বাস ছাড়া কখনও ঈশ্বর-তত্ত্ববোধ হয় না।"

অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"সভাপতির নামটী বড় সুন্দর 'অমিয়নিমাই,' ভগবানের স্মৃতি উদ্দীপক। তিনি চলে গেলেন তাঁর প্রয়োজনে, নামটী রেখে গেলেন। প্রাকৃত নাম ও নামীর মধ্যে ভেদ আছে কিন্তু অপ্রাকৃত নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই। 'যেই নাম সেই কৃষ্ণ, ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥' মহাকবি শ্রীজয়দেব গাহিয়াছেন—"নাম সমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।"

পাঁচদিন ধর্ম্মসভার বক্তব্যবিষয়গুলি এত সুন্দর ও সুবিন্যস্তরূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে যে, যার সুষ্ঠু আলোচনায় পরতত্ত্ববিষয়ক সুসিদ্ধান্ত আমরা সহজে অবধারণ কর্‌তে পার্‌বো। এই আলোচনা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারবৈশিষ্ট্যের সর্ব্বোত্তমতা প্রতিপাদিত করে যথার্থরূপে তাঁর মনোঽভীষ্ট সেবায় আনুকূল্য কর্‌বে।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটীকেই যোগ বলা হয়। শাস্ত্রে অধিকারভেদে শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ তিনটী যোগ ব্যবস্থাপিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত শ্রীরায়-রামানন্দের যে কথোপকথন হয় তাতে আস্তিক্যধর্ম্মের ক্রমোন্নতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়েছে। কর্ম্মের মধ্যে তিনটী বিভাগ—কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মকে বাদ দিয়ে বেদবিহিত কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম হ'তে রায়-রামানন্দ প্রভু বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন।

তদপেক্ষা উন্নত স্তর কর্ম্মার্পণ, তৎপর কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যা-শুদ্ধ-বৈধীভক্তি, রাগানুগা প্রেমভক্তি এবং প্রেমভক্তিরও বিভিন্ন স্তর দেখিয়েছেন। শ্রীরায়-রামানন্দ প্রভুর মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধ ভক্তিকেই সর্ব্বোত্তম বল্লেন। মাঠর শ্রুতি-বচনেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে। 'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী'—(মাঠর শ্রুতি)। ভক্তি স্বতন্ত্রা; কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি ভক্তি-পরতন্ত্র। ভক্তিকে বাদ দিয়ে তারা কোন ফল দিতে পারে না। 'ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।' শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্। ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।" এখানে ভগবান্ সুস্পষ্টরূপে বল্লেন, একমাত্র ভক্তি দ্বারাই তিনি গ্রহণযোগ্য হন। ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র একমাত্র ভগবান্। জগতে কোন ভালবাসার পাত্র নাই। জগতে যা কিছু ভালবাসা দেখি, সব ভাওতা। ভালবাসার সম্বন্ধ কা'র সঙ্গে রাখ্‌বো, এ-কথা বলার জন্যই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু জগতে এসেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বল্লেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" এই স্বরূপের পরিচয়টা জেনে ভগবানে ভক্তি কর্‌লে জীবন সার্থক হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে মুখ্য নয় প্রকার ভক্তি-সাধনের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। একজন ভক্তের মুখে তা' মধুরভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে—"ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয়-চরণারবিন্দ রে।······শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন দাস্য রে। পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করে জগতে এসে স্বয়ং আচরণ ক'রে আমাদিগকে ভক্তির আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ—'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।' আমরা যা বলি তা ঠিকমত আচরণ না করায় সবই বৃথা হয়ে যাচ্ছে।

সর্ব্বশেষে বাংলার অধিবাসিগণের প্রতি আমার আবেদন তাঁরা politics কর্‌লেও যেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে কখনও না ভুলেন।"

প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের শ্রীমুখে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনারা অনেক মূল্যবান্ কথা শুন্‌লেন। আমার কতগুলো সংশয় ছিল তা' স্বামীজীর কথা শুনে কিছু দূর হলো। জাগতিক বিষয়ে আমরা এতটা জড়িয়ে আছি যে, এ সব বিষয়ের আলোচনার সময় হয় না। 'সকল কার্য্যে পাইয়ে সময়, তোমার কার্য্যে পাই না।' স্বামীজী বল্লেন, ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে সাধ্য ও সাধন এক। ভগবান্ অসমোর্দ্ধ হওয়ায় তিনি ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির অন্য উপায় হ'তে পারে না। ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ভগবন্নাম বা ভগবদিচ্ছা। ভগবন্নাম ও নামীতে ভেদ না থাকায় এবং ভগবদিচ্ছা ও ভগবানে ভেদ না থাকায় ভগবানের দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হলো। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তনের অপর নাম ভক্তি। এজন্য ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সহজ সরল মার্গ। ভক্তিই সাধন আবার ভক্তিই সাধ্য। সাধ্য-ভক্তিকে প্রেমভক্তি বলে। ভালবাসার দ্বারাই ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, অন্য কোন সাধনের দ্বারা হয় না। এটাই হচ্ছে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের গূঢ় রহস্য।"

প্রধান অতিথি শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—'পদ্মাপূত পূর্ব্ববঙ্গে মহাপ্রভু উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। মহাপ্রভু বল্লেন—'তুমি কে?' ব্রাহ্মণ—'আমি তপন মিশ্র'। মহাপ্রভু—'কেন, কি চাও?' ব্রাহ্মণ—"আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এসেছি, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আমি নানা মতবাদে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি, তাই এসেছি সাধ্য-সাধনতত্ত্ব বুঝ্‌তে।" মহাপ্রভু—আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি, সাধ্য—'কৃষ্ণ', সাধন—তাঁর ভজন 'কৃষ্ণনাম'। 'কলিযুগে নাই তপ যজ্ঞ, যে কৃষ্ণভজে তার সৌভাগ্য।' কি কীর্ত্তন কর্‌বো? ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" সম্বোধন করা হচ্ছে—তাঁকে ডাকা হচ্ছে। কলির অশেষ দোষ, কিন্তু একটী মহৎ গুণ, হরিনাম কীর্ত্তন-দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়। হরিনাম সর্ব্বচিত্তহর ব'লে 'হরি', সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলে 'কৃষ্ণ', সর্ব্বচিত্ত-অভিরাম বলে 'রাম'। "প্রভু কহে,

কহিলাম এই মহামন্ত্র। ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥" এই সাধ্য-সাধনতত্ত্বটী রায়-রামানন্দের সন্নিধানে আরও প্রসারিত হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্ন কর্‌ছেন, রায়-রামানন্দ প্রভু উত্তর দিচ্ছেন। প্রভু কহে,—'কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার?' রায় কহে,—'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥' ঈশ্বরকে ভালবাসার নামই বিদ্যা। বিশুদ্ধ প্রীতিই সাধ্য। এজন্য মহাপ্রভু, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রাভক্তি পর্য্যন্ত সব 'এহো বাহ্য' বলে জ্ঞানশূন্যা-ভক্তিকে 'এহো হয়' বল্লেন। কিন্তু ভগবান্ বড় এই বুদ্ধিতে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যভাবে দূরত্ব এসে যায়, তাতে প্রীতির গাঢ়তা হয় না। ভগবান্ সম বা হীন অর্থাৎ লাল্য-পাল্য এই বুদ্ধিতে প্রীতির গাঢ়তা হয়। এজন্য ঐশ্বর্য্যভাবযুক্ত বৈধীভক্তি অপেক্ষা রাগভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। আবার নিরপেক্ষভাবে বিচার কর্‌লে রাগভক্তির মধ্যেও তারতম্য আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর বা কান্তভাব। শান্তের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, দাস্যের মমতা, সখ্যের বিশ্রম্ভভাব, বাৎসল্যের স্নেহাধিক্য, কান্তভাবেতে এই চারিটী সঙ্কোচশূন্য হ'য়ে অতিশয় মাধুরী লাভ করেছে। কান্তপ্রেমে কিছু চাই না, তবু তোমাকে ভালবাসি। আপন-জন এই বুদ্ধিতে ভগবান্‌কে ভালবাস্‌তে পারাটাই ভক্তি। এই ভালবাসা প্রাপ্তির উপায় 'নাম-সঙ্কীর্ত্তন'। যখনই কীর্ত্তন কর্‌বে, উচ্চ শব্দ ক'রে কর্‌বে। শব্দে গাঢ় হবে অভিনিবেশ। রসে পূর্ণ হবে জিহ্বা। বল্‌তে পারি নীরবেও ত' নাম করা যায়, কিন্তু তাতে শীঘ্র প্রেম জাগে না। নীরবে কি প্রেম সম্বোধন হয়? উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে নিজের ও অপরের সকলেরই কল্যাণ হবে। কৃষ্ণনাম সকলের সকল কামনা পূর্ণ কর্‌তে পারেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে ভালবাসতে চাই তা' হ'লে অহৈতুকী ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইব না।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা তাঁহার ভাষণে বলেন,—

'সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥'—গীতা ১৮।৫৬

সব ভগবান্‌কে অর্পণ করে আমাদের এখানে থাকৃতে হবে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক অর্পণ কর্‌তে হবে। আমরা কায়িক, বাচিক কিছু কিছু করি, কিন্তু মানসিক করি না ব'লে প্রকৃত ফল পাই না। শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ভাগবতধর্ম্মানুশীলন প্রসঙ্গে শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা ও স্বভাবের প্রেরণাবশতঃ আমরা যা' কিছু করি তৎসমুদয় পরমেশ্বর নারায়ণে সম্যক্ অর্পণের জন্য বলেছেন।

'কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥'
—(ভাঃ ১১।২।৩৬)

নারায়ণে অর্পণ না কর্‌লেই দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবেশ হ'তে ভয়ের উৎপত্তি হবে। এই অর্পণ-বিষয়ে মহদানুগত্য অত্যাবশ্যক। শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—'নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ। মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥'—(ভা ৭।৫।৩২)। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের কৃপা ব্যতীত কা'রও মতি কৃষ্ণপাদপদ্মকে স্পর্শ করে না।

'রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্॥'
—(ভাঃ ৫।১২।১২)

মহতের পাদপদ্মের রজে অভিষেক ব্যতীত তপস্যার দ্বারা, ইজ্যার দ্বারা, সন্ন্যাসী হ'য়ে, গৃহে থেকে, শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা, জল, অগ্নি ও সূর্য্যের তপস্যা দ্বারা ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। মহদানুগত্য ছাড়া ভক্তির কোন অঙ্গ সাধনই সুষ্ঠু হবে না। ভগবানের বিশেষ কৃপা হ'লেই—মনুষ্যজন্ম, ভগবানের দিকে যাওয়ার রুচি ও মহৎসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে।"

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভি-ভাষণে বলেন,—

"তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"
—মহাভারত বনপর্ব্ব

'পথ কি?' বকরূপী ধর্ম্মের এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলেছিলেন,—"তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতিশাস্ত্র বিভিন্ন, যাঁহার মত ভিন্ন নয় তিনি 'ঋষি'ই হইতে পারেন না। এইজন্য ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির হৃদয়গুহাতে) নিহিত, সুতরাং মহাজনগণ যে দিকে গিয়েছেন তাহাই পথ।"

'স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥'

—(ভাগবত ৬।৩।২০-২১)

ব্রহ্মা, নারদ, শম্ভু, চতুঃসন, দেবহূতিনন্দন কপিল, মনু, জনক, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসনন্দন শুকদেব, প্রহ্লাদ, যমরাজ এই দ্বাদশ মহাজন যে পথ অবলম্বন করেছেন সেটাই আমাদের পথ। এঁরা সকলেই ভাগবত-ধর্ম্ম বা বিষ্ণুভক্তিকেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ বলে বলেছেন।

দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম যমরাজ ভাগবতধর্ম্মানুশীলনের জন্য প্রেরণা দিলেন—

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৩)

নাম-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবানে যে ভক্তিযোগ তাহাই এই জগতে জীবের পরমধর্ম বলে কথিত। প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে। 'প্র'-শব্দে মোক্ষের অভিসন্ধিও নিরস্ত হয়েছে।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥
তার মধ্যে 'মোক্ষবাঞ্ছা' কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে 'কৃষ্ণভক্তি' হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আদি ১।৯০, ৯২, ৯৪)

ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা ছেড়ে নিরপরাধে হরিনাম কীর্ত্তনে প্রেমোদয় হয়।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪।৭০-৭১)

প্রমাণশিরোমণি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতে পুনঃ পুনঃ নাম-সংকীর্ত্তনের মহিমাই কীর্ত্তিত হয়েছে। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র গৌররূপে এসে নামপ্রেম বিলিয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ পার্ষদদ্বয় স্বরূপদামোদর ও রায়-রামানন্দের সঙ্গে শেষ দ্বাদশ বৎসরকাল শ্রীশিক্ষাষ্টক ও রসগীত-আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ বিভোর থাকাকালে একদিন নাম-সংকীর্ত্তনকেই পরমোপায় বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন।

"হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০।৮, ১১, ১৩, ১৪)

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"অন্যান্য প্রাণী হ'তে মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ যদি বিচার করে না দেখে কোন্ কোন্ বিষয়ে সে পশুকে অতিক্রম করেছে, তা' হ'লে সে নামেমাত্র মানুষ। দৈহিক প্রয়োজনে যে-সমস্ত কাজ করা হয় সে-সবই পশুসুলভ। ঐ সমস্ত কর্ম্মের মধ্যে মনুষ্যত্বের স্পষ্টতা হয় না, পুষ্টিও হয় না। মানুষ যদি পরিপূর্ণ হ'তে চায়, তা' হ'লে দেখ্তে হবে কোন বস্তুর সাহায্যে সে পুষ্ট হ'তে পার্বে। আমাদের শরীর যে-সমস্ত বস্তুর দ্বারা তৈরী সে-সমস্ত বস্তু দরকার তার পুষ্টির জন্য। পঞ্চমহাভূতের দ্বারা তৈরী ব'লে পঞ্চমহাভূত প্রয়োজন, নতুবা ঐগুলির দ্বারা শরীর পুষ্টি হ'তো না। এর দ্বারা বুঝা গেল, যে-কোন বস্তুকে পুষ্ট কর্তে হলে তার স্বজাতীয় বস্তুর সন্ধান নিতে হয়। মানুষ বল্তে

শরীরটাকে বুঝায় না। সে জড়ের অতিরিক্ত একটী চৈতন্য-বস্তু। সেই বস্তুকে শাস্ত্রীয় ভাষায় বলা হয়—আত্মা। আত্মার দ্বারাই আত্মার পুষ্টি সাধন হবে, অনাত্মার দ্বারা হবে না। অসংখ্য অণু-আত্মার কারণ পরমাত্মা। আত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মার উপাসনা বা ভগবদুপাসনা মনুষ্য জন্মেই প্রকাশ পায় বলে মনুষ্য জন্মের শ্রেষ্ঠতা। ভগবানের সৃষ্টি রহস্য অদ্ভুত। তিনি পর পর অনেক প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তৃপ্তি লাভ করতে পারেন নাই। মানুষের শরীর সৃষ্টি করে স্রষ্টা আনন্দিত হয়েছেন। সেই ভগবদ্ভজনের উপযোগী মনুষ্যজন্ম পেয়েও কেহ যদি ভগবদুপাসনার দ্বারা আনন্দ লাভ না করেন তার মত দুর্ভাগা কে আছে। এখন সর্ব্বত্র নাস্তিক্যভাব প্রবল। তথাপি প্রত্যেক সমাজে একজন হউক, দু'জন হউক, দশজন হউক—মানুষ ভগবানের আরাধনা করবেই।

এই জগতে দেখা যায় একজনকে কেউ ভালবাসলে সে চায় অন্য কেউ তা'কে ভাল না বাসুক। ভগবৎ-প্রীতিতে এরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই। তাঁর মাধুর্য্য আস্বাদন হ'লে সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের ইচ্ছা হয় অন্যেও আস্বাদন করুক। যেখানে এই ইচ্ছা নাই অথচ ধর্ম্মের অনুশীলন করছে দেখা যাচ্ছে সেখানে বুঝতে হবে উহা কাম—প্রেম নহে। যাঁরা সত্যি ভগবৎপ্রেমিক তাঁদের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা থাকতে পারে না, তাঁরা সকলের নিকট ভগবৎপ্রেম বিলিয়ে দিবার চেষ্টা করেন।

নাম ও নামী অভিন্ন। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, আমাদের তা' হ'লে নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপলব্ধি হয় না কেন? প্রত্যেক বস্তু উপলব্ধির পৃথক্ পৃথক্ যোগ্যতা দরকার। যোগ্যতা যতক্ষণ সংগৃহীত না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বস্তু সামনে আসলেও বুঝা যাবে না। নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানে অনুরাগ হবেই। যখন মুষলধারে বৃষ্টি হবে তখন যদি কেউ যায় সে ভিজবেই। কিন্তু waterproof Coat গায়ে দিয়ে গেলে ভিজবে না, উহা ছেড়ে দিলেই ভিজবে। প্রতিবন্ধক থাকলে অনুরক্তি লাভ সম্ভব নয়। আমরা তাঁকে পাবার জন্য যদি একটু উৎকণ্ঠিত হই তা' হ'লে তাঁকে পাবই। আর্ত্তির সহিত ভগবান্‌কে যদি আমরা ডাকতে পারি তা' হ'লে আমাদের সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হবে, সব কিছু লাভ হবে।" (ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
Nationality : Indian.
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math.
35, Satish Mukherjee Road, Calcutt-26.

I, Mangalniloy Brahmachari, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary
Signature of Publisher

Dated 29.3.1971

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অশেষ করুণায় তন্নিজজন—শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে এবৎসর নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ষোড়শক্রোশ ব্যাপী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা মহোৎসব, শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব উপলক্ষে সর্ব্বসাধারণ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি মাঙ্গলিক কার্য্য আশাতীতভাবে নির্ব্বিঘ্নে ও সুচারুরূপে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১৯শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীপরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশো-দ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-মদন-মোহন জিউর সন্ধ্যারাত্রিকের পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত আর্ত্তি সহকারে আবেগভরে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গান-মুখে শুভ অধিবাসকৃত্য সম্পাদন করেন। "গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত-পূরণ॥"—রাত্রিতে সুপ্রশস্ত নাট্যমন্দিরে একটি সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব কিছুক্ষণ শ্রীধামমাহাত্ম্য ও পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তাদি বিষয়ে কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য পাঠ করেন। সভার আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হয়।

বিধান-সভা ও লোক-সভার নির্ব্বাচনাদি ব্যাপারে এবার যাত্রিসংখ্যা পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক কম হইলেও প্রথম দিনেই প্রায় ৫০০ যাত্রী হয়। ২০শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার শুভারম্ভ হয়। শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ করতালাদি বাদ্যধ্বনিসহ শত শত নরনারী-কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব উল্লাস পরিবেশের উদ্ভব হয়। শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধামেশ্বর গৌরসুন্দর অর্চ্চাবিগ্রহরূপে তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাসহ ভক্তস্কন্ধ-বাহিত সুসজ্জিত বিমান (পাল্কী)-আরোহণে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমন্দির হইতে শুভযাত্রা করিলে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নর্ত্তনকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দসহ তদনুগমনে প্রথমে শ্রীশ্রীভাগীরথী ও সরস্বতীসঙ্গম-সন্নিকটস্থ বৈষ্ণবরাজ শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে প্রণতিজ্ঞাপন ও তদনুমতি প্রার্থনা পূর্ব্বক বিভিন্ন ভক্তমন্দির বন্দনা করিতে করিতে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনন্দনাচার্য্যভবনে প্রবেশ করিয়া শ্রীল গোস্বামি মহারাজের সমাধিমন্দির এবং মূল শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর-মন্দির বন্দন পূর্ব্বক আত্মনিবেদনাখ্য মুখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থলী—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভাবির্ভাবক্ষেত্র যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শুভবিজয় করেন। তথায় মুখ্যমন্দির বারচতুষ্টয় পরিক্রমণ ও শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীপ্রিয়া, পঞ্চতত্ত্ব শ্রীশ্রীগৌরবিশ্বম্ভর-রাধামাধব চরণে দণ্ডবৎপ্রণতি-বিধানান্তে বৃহৎ নিম্ববৃক্ষতলস্থিত খোকাঠাকুরের শ্রীমন্দির মধ্যস্থ শ্রীশচী মাতার ক্রোড়ে শায়িত শিশুনিমাই ও তৎসমীপে অবস্থিত পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রপুরন্দরকে দর্শন ও বন্দন পূর্ব্বক শ্রীক্ষেত্রপাল শিবমন্দিরে প্রণতি বিধান করিয়া ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভকতবৎসল শ্রীশ্রীনৃসিংহ মন্দিরে গমন করেন। তথায় কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরকে বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণ ও প্রণতিবিধান পূর্ব্বক পুনরায় শ্রীযোগপীঠপ্রাঙ্গণে আসিয়া শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ হইতে অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা বিবরণ স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা-সহ পাঠ করেন। অতঃপর তন্নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ যথাক্রমে কিছুক্ষণ ভাষণ দান করেন। তথা হইতে পরিক্রমা শোভাযাত্রা শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন ও শ্রীগদাধর অঙ্গন হইয়া শ্রীচৈতন্য মঠে উপনীত হন। তথায় ক্রমশঃ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবস্থিতিস্থান শ্রীভক্তিবিজয়ভবন, তাঁহার সমাধিমন্দির, পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের সমাধিমন্দির এবং বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের মন্দির-সমন্বিত ঊনত্রিংশ চূড় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী-জিউর মূলমন্দিরাদি কীর্ত্তনমুখে দর্শন, প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে শ্রীমুরারিগুপ্ত

ভবন দর্শন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সর্ব্বত্রই স্থান-মাহাত্ম্য গ্রন্থপাঠ বা বক্তৃতামুখে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তন্নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যারত্ন মহোদয় আত্মনিবেদনাখ্য ভক্ত্যঙ্গযজনস্থল অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা-তথ্যসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় কীর্ত্তন করেন।

২১শে ফাল্গুন শ্রবণাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীসীমন্তদ্বীপ, ২২শে ফাঃ কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্যভক্ত্যঙ্গযজনস্থল শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ, ২৩শে ফাঃ পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীবাসরে একদিনেই পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন ও দাস্যভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীকোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ —এই দ্বীপচতুষ্টয় এবং ২৪শে ফাঃ সখ্যভক্ত্যঙ্গ যজনস্থল শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করা হয়। প্রতিদ্বীপেরই বিভিন্ন দর্শনীয়স্থানে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুযায়ী শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ নামক গ্রন্থ হইতে সেই সেই স্থান মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শ্রবণ করান। বিল্বপুষ্করিণী বা বেলপুকুর গ্রামে শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ঠাকুরসেবিত শ্রীশ্রী-মদনগোপাল মন্দিরপ্রাঙ্গণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে ভাষণ দান করেন। স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জন গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই দিবস পরিক্রমা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অপরাহ্ণ প্রায় ৪টা বাজিয়া যায়। তবে শোনডাঙ্গা নামক স্থানে কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দেবপল্লীতে শ্রীনৃসিংহ মন্দির পরিক্রমা করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যেও বহুক্ষণ যাবৎ আর্ত্তিভরে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তিবিঘ্নবিনাশন ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেবের স্তবস্তুতি কীর্ত্তনমুখে জয়গান করতঃ তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ইচ্ছানুসারে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া শুনান এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ যথাক্রমে ভাষণ দেন। এখানে কৃশরান্ন ও পরমান্ন ভোগের ব্যবস্থা হয়। পরিক্রমার যাত্রিগণ ব্যতীতও সমাগত বহু নরনারীকে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। শ্রীহরিহর ক্ষেত্র হইয়া পরিক্রমা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পরিক্রমার চতুর্থদিবসও চারিটি দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া ফিরিতে রাত্রি প্রায় ৯টা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যানগরে পরলোকগত ভক্ত গয়ারাম বাবুর গৃহ সান্নিধ্যে বটবৃক্ষতলে অনুকল্পের ব্যবস্থা থাকায় পরিক্রমাকারি ভক্তগণের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই। পঞ্চমদিবসে কেবল রুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা হয়। শ্রীরুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ-প্রাঙ্গণে শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য হইতে পঠিত পরিক্রমার ফল-শ্রুতি শ্রবণে ভক্তবৃন্দের অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার চিন্ময় নেত্রে শ্রীগৌরধামের চিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শন ও চিন্ময় মনে চিদ্ধামের চিন্ময় মাধুর্য্য অনুভব সহকারে তাঁহার সকল হৃদয় দিয়া অতি সরল ভাষায় পয়ারচ্ছন্দে শ্রীধামমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহার 'প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং'—'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—শ্রবণে অত্যন্ত পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়—অপূর্ব্ব বর্ণন-কৌশল তাঁহার। আমরা বেলা প্রায় ১২ টায় ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করি। শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গৌরধাম-কৃপায় এবার পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যারতির পর ভক্ত শ্রীবিশ্বক্সেন গরাণহাটী সুরে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা কীর্ত্তন করেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্য-দেবের ইচ্ছানুসারে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ অচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণু-দাস ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। অদ্য পরিক্রমা সমাপ্তি উপলক্ষে মধ্যাহ্নে ভক্তবর শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সৌজন্যে একটি মহোৎসবের আয়োজন হয়। ভক্তবৃন্দ বিবিধ প্রসাদবৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করেন।

২৫শে ফাল্গুন, ১০ই মার্চ্চ আমরা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেই অবস্থান করি। সন্ধ্যায় শ্রীগৌরাবির্ভাব ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রার অধিবাস কীর্ত্তনোৎসব সম্পাদিত হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর নাট্যমন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ বক্তৃতা দেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১১ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার ফাল্গুনীপূর্ণিমা শ্রীগৌরাবির্ভাব ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের দোলযাত্রা বাসরে উপবাসব্রত পালিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎসহ শ্রীল পুরী মহারাজ প্রমুখ কএকজন ভক্ত অহোরাত্র নিরম্বু থাকেন, অন্য সকলে সন্ধ্যায় শ্রী:গৌরজন্মাভিষেক পূজা-ভোগরাগাদির পর অনুকল্প করেন। মঙ্গলারাত্রিকের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণের ব্যবস্থা হয়। মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ পর্য্যায়ক্রমে পারায়ণ করিতে থাকেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যতি-ধর্ম্মানুসারে ক্ষৌরকর্ম্মাদি সম্পাদন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নানান্তে স্বহস্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহনজিউর ষোড়শোপ-চারে পূজা ভোগরাগাদি সম্পাদন করিয়া মন্ত্রদীক্ষাপ্রার্থী ও প্রার্থিনী বহু ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী নরনারীকে মন্ত্র ও মহামন্ত্র দীক্ষা প্রদান করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা ও শ্রী.গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেবই সভার পৌরোহিত্য করেন। প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের পরিচালক সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহাশয় নূতন পরিচালক সমিতির সভ্যগণের নাম উল্লেখ করিয়া বিদ্যাপীঠের বিগতবর্ষের পরীক্ষার ফলাফল এবং বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষার্থিগণের নাম উল্লেখ করতঃ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব শ্রবণ করান। তৎপর সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পরে ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ অদ্যকার পরম পবিত্র তিথির কিছু প্রশস্তি কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ নিম্নলিখিত স্বধামপ্রাপ্ত ভক্তবৃন্দের জন্য তাঁহাদের মহিমাশংসনমুখে বিরহবেদনা প্রকাশ করেন, যথা— সর্ব্বশ্রী (১) ভক্তিবেদান্ত মুনি মহারাজ, (২) ভক্তিঅর্ণব পরমার্থী মহারাজ (রামানন্দ প্রভু), (৩) সুধাকর চট্টোপাধ্যায়, (৪) গদাধর দাসাধিকারী (সরভোগ, আসাম), (৫) চন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, (৬) রামনিবাস শর্ম্মা (হায়দরাবাদ), (৭) নিতাইগোপাল দত্ত (কলিকাতা, রাজা বসন্ত রায় রোড), (৮) রাজ-কুমারদাস মহাপাত্র (জামিরাপালগড়), (৯) ঘুতু সরকার, (১০) নিস্তারিণী দেবী।

তৎপর শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দের উচ্চ প্রশংসনীয় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-সেবা উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীগৌরা-শীর্ব্বাদসূচক ভক্ত্যুপাধি প্রদান করেন, যথা—

সর্ব্বশ্রী (১) ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মিশ্র এম্-বি (কাঁথি, মেদিনীপুর) —**ভক্তিরত্ন**, (২) মণীন্দ্রনাথ চৌধুরী বি-এল, ঐ—**বিদ্যা-ভূষণ**, (৩) পরেশ চন্দ্র রায় (কলিকাতা)—**ভক্তিভূষণ**, (৪) সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল (সুদর্শন দাসাধিকারী, জলন্ধর)—**ভক্তিসুন্দর**, (৫) ননীগোপাল বনচারী—**ভক্তিরত্ন**, (৬) মদনগোপাল ব্রহ্মচারী—**সেবাপ্রাণ**, (৭) রামেশ্বর দাসাধিকারী (হাউলি, কামরূপ, আসাম) —**ভক্তিবান্ধব**, (৮) শরৎ কুমার নাথ (বলবলা-সুন্দরপুর, গোয়ালপাড়া, আসাম)-**ভক্তবন্ধু**, (৯) সীতারামজী মহীন্দ্রু (Sri Sitaramji Mohindroo—General Manager, Punjab National Bank)—**সজ্জনসুহৃদ্**, (১০) প্রেমদাস অধিকারী (দেরাদুন)—**ভক্তিভূষণ**, (১১) অতীন্দ্রিয়দাস (অমল চট্টোপাধ্যায়, গৌহাটী)—**ভক্তিকমল**।

অনন্তর শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ভক্তবৃন্দকে তাঁহাদের বিভিন্ন প্রশংসনীয় সেবাচেষ্টা উল্লেখপূর্ব্বক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, যথা—

সর্ব্বশ্রী (১) শেঠ হীরালালজী—দিল্লী, (২) প্রহ্লাদ রায় গোয়েল ভক্তিবান্ধব—ঐ, (৩) নরেন্দ্রনাথ কাপুর ভক্তিবিলাস—লুধিয়ানা, (৪) সোহনলাল গান্ধী—ঐ, (৫) কৃষ্ণলাল বাজাজ—ঐ, (৬) সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল ভক্তিসুন্দর—জালন্ধর, (৭) মুরারি দাসাধিকারী ভক্তি-হৃদয় (Asst. Manager, Punjab National Bank,

Amritsar)—অমৃতসর, (৮) শরৎকুমার নাথ ভক্তবন্ধু—গোয়ালপাড়া, (৯) হরিশচন্দ্র দাস—ঐ, (১০) মধুসূদন বৈশ্য—ঐ, (১১) ব্রজেন্দ্র কুমার নাথ—ঐ, (১২) জগদীশ প্রকাশ (Proprietor, Luxmi Motor Co.)—জয়পুর, (১৩) ওঙ্কার সিং (অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী)—আজমীঢ় (রাজস্থান), (১৪) ডাঃ সুনীল আচার্য্য সেবাব্রত (সুব্রত দাসাধিকারী)—তেজপুর (আসাম), (১৫) পুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী—ঐ, (১৬) হরিপদ রায়—ঐ, (১৭) ডাঃ প্রফুল্ল কুমার চৌধুরী Dentist—ঐ, (১৮) ভবেশচন্দ্র নিয়োগী Contractor & Engineer—গৌহাটী, (১৯) মনোমোহন গুহ নিয়োগী Engineer—ঐ, (২০) গোপাল চন্দ্র দে কারুকোবিদ Engineer—ঐ, (২১) প্রণতপাল দাসাধিকারী—বোলপুর।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার মুখ্য সেবানুকূল্য সংগ্রহকারী নিম্নলিখিত সেবকগণকেও প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়ঃ—

সর্ব্বশ্রী (১) বলরামদাস ব্রহ্মচারী, (২) পরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী সেবাকুশল, (৩) বিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিব্রত, (৪) রাইমোহন ব্রহ্মচারী, (৫) মুরহরদাস, (৬) উপদেশক অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন, (৭) অরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী কারুকুশল, (৮) গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, (৯) দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, (১০) অপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিসঙ্কল্প, (১১) মহোপদেশক পণ্ডিত লোকনাথ ব্রহ্মচারী, (১২) বলভদ্র ব্রহ্মচারী।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের গায়ক, বাদক, পূজক, পাচক, মহাপ্রসাদ পরিবেশক এবং অন্যান্য যাবতীয় সেবাকার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রমকারী সেবকগণকেও 'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী-সভা'র পক্ষ হইতে প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীগৌরাবির্ভাবকাল সমাগত হওয়ায় 'শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা' ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত সম্পন্ন করা হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে সভার অন্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমৎ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ঠাকুরঘরে গিয়া শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এবং তৎপর শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনজীর মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি বিধান করেন। নাটমন্দিরটি শঙ্খ-ঘণ্টা-খোলকরতালাদি বাদ্যধ্বনিসহ মহাসংকীর্ত্তনধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া পড়েন। আরাত্রিক সমাপ্ত হইলে শ্রীতুলসী-আরতিকীর্ত্তন-মুখে শ্রীমন্দির ও তৎসহ শ্রীবৃন্দাদেবীকে পরিক্রমা করা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দির সমক্ষে বহুক্ষণ যাবৎ নৃত্য কীর্ত্তন ও জয়গান হয়। তৎপর প্রণামান্তে শ্রীচরণামৃত গ্রহণ করিয়া অনেকেই ফলমূলাদি দ্বারা অনুকল্প করেন।

অদ্য পূর্ব্বাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজের দশ বার মূর্ত্তি আমেরিকা, জাপান, য়ুরোপ ও বঙ্গদেশবাসী শিষ্য আসিয়া খোলকরতাল সংযোগে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনসহ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তন্মধ্যে একটি আমেরিকান মহিলাও ছিলেন। স্বামী শ্রীঅচ্যুতানন্দজী উক্ত বঙ্গদেশবাসী ভক্তসহ সন্ধ্যারতি কীর্ত্তনের পর নাট্যমন্দিরে আলোক-চিত্র সহযোগে তাঁহাদের পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত নাম-সংকীর্ত্তন-প্রচার-প্রচেষ্টা, আমেরিকা প্রভৃতিস্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রভৃতির চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

২৭শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ শুক্রবার সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আনন্দোৎসব সম্পাদিত হয়। ঐ দিবস শ্রীমঠে কএক সহস্র লোক প্রসাদ পান। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

ভ্রম-সংশোধন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ১১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় 'মহাবদান্য মহাপ্রভু' শীর্ষক প্রবন্ধের ১ম স্তম্ভে ৯ম পংক্তিতে 'শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু' স্থলে 'শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু' এইরূপ পাঠ হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, যান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্যঃব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৭৮। ১৯ মধুসূদন, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার ; ২৯ এপ্রিল, ১৯৭১। — ৩য় সংখ্যা

সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একখানি পত্র]

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
ইং ৫।৮।২৬

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, বুঝিলাম। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। **সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; মহাজনগ্রন্থ ও "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তগ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।**

যে-সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই এক-তাৎপর্য্যপর।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-সেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবাবিমুখ-

বুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্যজ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

'চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।'—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং **কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।**

'তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ', এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সর্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

'অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং' শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তনকার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেঽনু-কম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর)

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি॥ ১৪॥

হে ঈশ! তুমি অসংসারী, সুতরাং ক্রীড়া ব্যতীত তোমার অবস্থার কারণ আর কিছুই স্থির করিতে পারি না। অবিদ্যাকৃত জীবের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইয়া থাকে, তাহা হইতে অভয় ও আশ্রয় কেবল তোমাতেই লক্ষ্য হয়, যেহেতু তুমি নিত্যমুক্তস্বরূপ।

কৃষ্ণতত্ত্বকে স্বরূপসত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ পুনরায় উহার আবির্ভাব প্রকাশ করায় উহাকে অবস্থার বশীভূত করা হয়, এই তর্ক দেবতাদের মনে উদয় হইল। স্বরূপ-সত্যে অবস্থা থাকিতে পারে না, অতএব এ-প্রকার অবস্থার ঘটনায় সত্যের স্বরূপতার ব্যাঘাত হয়। ইহার দ্বারা সত্য সম্বন্ধীয় হইয়া পড়ে। ইহার তর্কের দ্বারা কোন মীমাংসা হইতে পারে না। এজন্য দেবতারা স্থির

করিলেন যে, জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সকলবিধির বিধাতা অথচ কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিধি-সকলও তাঁহারই ক্রীড়া। বিধি-সকলের বাধ্য হইয়া আমাদের পক্ষে মীমাংসার যে কিছু কষ্ট বোধ হয়, তাহা ঈশ্বরে সম্ভব হয়, যেহেতু তিনি কোন বিধির বশীভূত নহেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে যাহা অঘটনীয় বোধ হয়, তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসেই ঘটিতে পারে। আবির্ভাব ও তিরোভাব যদিও অবস্থা বটে, এবং অবস্থাহীন পদার্থে ঐ সকল সম্ভবে না, তথাপি ঈশ্বরের লীলাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে, যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যদিও সকল বস্তুই অবস্থার বশীভূত হইলেই সংসারী হয়, এবং বিধিবন্ধনে পতিত হয়, তথাপি জগদীশ্বর ক্রীড়া-বশতঃ সকলই করিয়াও স্বীয় বিধিতে বদ্ধ হন না। স্বতন্ত্রতাই ঈশ্বরের স্বভাব। জীব মায়াকে স্বীকার করিলেই বদ্ধ হয়। বদ্ধ হইলে জন্ম-মরণ-রূপ বিধিবন্ধে পড়িয়া যায়। কিন্তু পুনরায় নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। অতএব অবস্থা অবলম্বনেও ঈশ্বরের বদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

অনেক পণ্ডিতেরা জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আত্মপ্রত্যয় অনুভবকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি স্বীকার করিলে জগদীশ্বর চিন্তনীয় হইয়া পড়েন এবং অবস্থার বশীভূত হন। তাঁহাদের বিচারে স্বরূপসত্য জীব কর্তৃক কখনই প্রাপ্ত হয় না। এই সমস্ত পণ্ডিতা-ভিমানী ব্যক্তিগণ এই সকল কুতর্কের দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বঞ্চনা করেন। জীবের পক্ষে ঈশ্বর স্বভাবতই দুরূহ, কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে জীবের প্রতি আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হন। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। পরমেশ্বর যে অচিন্তনীয় হইয়াছেন সেও তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বিধির বিধাতাই তিনি, অতএব যে-সমস্ত বিধির দ্বারা ঈশ্বরের দুরবগাহ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ঐ সমস্ত বিধির ঈশ্বর ব্যতীত আর কে বিধাতা হইতে পারে। যে শক্তির পরিচালনায় পরমেশ্বর প্রাকৃত দেহ, বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছেন ঐ শক্তির কার্য্যক্রমে তিনি অপ্রাকৃত আত্মার অনুভব বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করিয়াছেন। জগদীশ্বর স্বেচ্ছাক্রমেও যদি আমাদের প্রত্যক্ষ না হইতে পারেন তবে তাঁহার ঈশিতার অভাব হয়। আত্মপ্রত্যয়কে যে-সকল লোক স্বীকার করিতে না পারেন তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। অতএব আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাকে অবস্থাদোষ কহা যাইতে পারে না। জীবের অবস্থা ভেদে পরমেশ্বরের যে ধ্যান ভেদ, তাহাও ঈশ্বরের লীলা মাত্র, অবস্থান্তর নহে। তবে জীবের অবস্থার সমাপ্তিতে যে স্বরূপসত্য-রূপ কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহাতে কি প্রকার অবস্থা হইবার সম্ভাবনা।

স্বরূপসত্য যে কি ইহা লইয়া পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অনেক কুতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সমুদয় কুতর্কের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত বলিয়া প্রকাশ করতঃ জগতকে কলুষিত করেন। ঐ সকল কুতর্কের সমাধা-করণাভিপ্রায়ে এইস্থলে স্বরূপসত্যের লক্ষণ ও ঐ লক্ষণ-সকল দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যান করা গেল। স্বরূপসত্য নিম্নলিখিত সাতটী লক্ষণে লক্ষিত হয়। যথা—

১। দেশকাল ভেদে স্বরূপসত্যের পরিবর্ত্তন হয় না।

২। সকলেই স্বরূপসত্যের অধিকারী।

৩। স্বরূপসত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে।

৪। স্বরূপসত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃপ্রকাশিত ও সুলভ।

৫। স্বরূপসত্য বিচারকালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে।

৬। স্বরূপসত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর।

৭। স্বরূপসত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোনপ্রকার অলঙ্কারে উহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি দূরে থাকুক সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়।

কৃষ্ণতত্ত্বে এই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ তিনি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যে কেহ বৃহদ্‌ব্রহ্মকে ভাবনা করেন অথবা সর্ব্বগ পরমাত্মার চিন্তা করেন অথবা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ

নারায়ণের স্মরণ করেন তিনিই ঐ সমুদয় মূর্ত্তিতে কেবলানুভবানন্দের প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলানুভবানন্দে ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব অথবা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য অনুভব করা যায় না। অতএব সমুদয় ঈশ্বর চিন্তার সারভাগকে কেবলানুভবানন্দ বলি। ইহাই স্বরূপসত্য যেহেতু ইহা খণ্ড হইতে পারে না। ভক্তি কেবলানুভবানন্দের অনুগত, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভক্তির বিষয় নহে। অতএব কৃষ্ণভক্তিই সার। পরমাত্মা বা ব্রহ্মোপাসনা অযুক্ত পরিশ্রম মাত্র।

সকলেই স্বরূপসত্যের অধিকারী। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মায় স্বরূপসত্যের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ। যাঁহারা এই আত্মপ্রত্যয়কেই অস্বীকার করেন তাঁহারা বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকেও অস্বীকার করেন। ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সকলের দ্বারা উপলব্ধ হন না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে ও যোগীরা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই অনুভবানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণের অধিকারী। কৃষ্ণভজনে ব্রাহ্মণত্ব অথবা যোগের প্রয়োজন নাই। যাহারা অধিক পরিশ্রমের দ্বারা যোগ-সাধন করে তাহারাই দুরূহ পরমাত্মার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পায়, কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারে না। সাধারণে পরমাত্মা শব্দ শুনিবামাত্র কোন একটী জড়ীভূত পদার্থ থাকা স্বীকার করে। কিন্তু অধিক পরিশ্রম ব্যতীত ঐ পরমাত্মার উপলব্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঐ প্রকার প্রাপ্তিরও ফল সামান্য, যেহেতু পরমাত্মা স্বরূপ নহে, অনুরূপ মাত্র। যাহারা মানস-বিজ্ঞানের অধিকতর চালনা করে তাহারা বৃহদ্ব্রহ্মকে জানিতে পারে এবং ঐ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ অথবা ব্রাহ্ম হয়। ঐ ব্রহ্মপ্রাপ্তির ফলও সামান্য, যেহেতু তদ্দ্বারা স্বরূপপ্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল স্বরূপের যে ঐশ্বর্য্য তাহাই উপলব্ধ হয়। ব্রাহ্মণ ও যোগী হওয়া যদিও কঠিন, তথাপি কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা ঐ ব্রাহ্মণ ও যোগী অনন্ত-গুণে ন্যূন। যদি এরূপ বিতর্ক হয় যে, কেবলানুভবানন্দ কৃষ্ণ যদি সকলেরই প্রাপ্য তবে জীবের উচ্চতা ও নীচতা কিজন্য হইয়াছে। সকলেই কিজন্য বৈষ্ণব না হয়। তবে তাহার উত্তর এই যে, কৃষ্ণ সকলেরই প্রত্যক্ষ কিন্তু কতকগুলি লোক কুতর্ক-সহকারে অনুভবানন্দ অস্বীকার করতঃ ব্রাহ্মণ অথবা যোগী হয়, কেহ কেহ মূর্খতা বশতঃ ঈশ্বরপ্রেমে বিরত হইয়া জড়বৎ অবিদ্যার সহিত ক্রীড়া করে ও কেহ কেহ কর্ম্মান্ধপ্রায় হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। সূর্য্য যদিও সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ তথাপি দিনান্ধ উলুক বা পেচক এবং চক্ষুকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা ঐ সূর্য্যের প্রকাশকে জানিতে পারে না। উলুক অথবা দৃষ্টি শক্তি অবিশ্বাসকারী পুরুষের দোষে সূর্য্যের দোষ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত যদিও বৈষ্ণবগুণে আপনাকে অতিশয় ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, তথাপি ব্রাহ্মণ বা যোগী অপেক্ষা তিনি অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট, যেহেতু স্বরূপাধিকারী অনুরূপ অথবা বৃহদ্রূপ অধিকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (ক্রমশঃ)

ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চমস্কন্ধে দেখিতে পাই— জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর-সংজ্ঞক এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরা। লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও শুদ্ধজল—এই সপ্তবিধ জলপূর্ণ সপ্ত-সমুদ্র ঐ সপ্তদ্বীপের পরিখাস্বরূপ। শ্রীস্বায়ম্ভুব মনুপুত্র—বর্হিষ্মতী-পতি প্রিয়ব্রতের আজ্ঞানুবর্ত্তী আগ্নীধ্র, ইধ্মজিহ্ব, যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা ঘৃতপৃষ্ঠ, মেধাতিথি ও বীতিহোত্র—এই সপ্তপুত্র উক্ত সপ্তদ্বীপের এক একটির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে জম্বুদ্বীপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার নয়টি বর্ষ বা বিভাগ। মহারাজ আগ্নীধ্র তৎপত্নী পূর্ব্বচিত্তি-নাম্নী অপ্সরা গর্ভজাত নাভি, কিম্পুরুষ, হরি, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামক এই নয়টি পুত্রকে জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষ বিভাগ করিয়া দিলেন, তাঁহাদের নামানুসারেই ঐ নয়টি বর্ষের

নামকরণ হইল। আগ্নীধ্র পুত্র নাভি, নাভির পুত্র শ্রীঋষভ ভগবদবতার। এক সময়ে ইন্দ্র ঋষভদেবের মণ্ডলে বৃষ্টি বন্ধ করিলে মহাযোগেশ্বর ঋষভদেব নিজ-শক্তিপ্রভাবেই তাঁহার 'অজনাভ' মণ্ডলকে বৃষ্টিজল-সিঞ্চিত করিয়াছিলেন। আমাদের ভারতের পূর্ব্বনাম ছিল—অজনাভ-বর্ষ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—অজঃ শ্রীঋষভদেবঃ, নাভিস্তৎ পিতা, তাভ্যাং রক্ষিতত্বাদজনাভ-সংজ্ঞমিত্যর্থঃ" (ভাঃ ৫।৪।৩ টীকা) অর্থাৎ শ্রীঋষভদেব শ্রীবাসুদেবাংশ—ভগবদবতার বলিয়া 'অজ', 'নাভি' তাঁহার পিতা, তাঁহাদের উভয়ের রক্ষিত বলিয়া ঐ বর্ষ 'অজনাভ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। ভগবান্ শ্রীঋষভ ইন্দ্রদত্ত জয়ন্তী নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে আত্মতুল্য গুণ-সম্পন্ন শতপুত্র উৎপাদন করিলেন। তন্মধ্যে শ্রীনারায়ণ-পরায়ণ শ্রীভরতই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার নামানুসারেই এই অজনাভ-বর্ষ 'ভারতবর্ষ' বলিয়া বিখ্যাত হয়। (ভাঃ ৫।৪।৯)। পরমভক্ত শ্রীভরত যুবাকালে—যে সময়ে ইন্দ্রিয়সকল অত্যন্ত ভোগ-লোলুপ থাকে, সেই সময়েই উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবদ্-ভজন-লালসায় রাজ্য-ঐশ্বর্য্য সমস্তই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তপোযোগে শ্রীভগবদারাধনা করতঃ তিন জন্মে (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রাজ-জন্ম, মৃগ-জন্ম ও পরমহংস-জন্ম—এই তিন জন্মে) শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুজগণের মধ্যে নয়জন অজনাভ বা ভারতাদি নয়টি ভূখণ্ডের আধিপত্য করিয়াছিলেন। একাশীতিজন কর্ম্মমার্গ প্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অবশিষ্ট কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস ও করভাজন—এই নয়জন মহাত্মা নবযোগেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা বিদেহরাজ নিমির যজ্ঞস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত হইয়া মহারাজ নিমির "(১) আত্যন্তিক ক্ষেম কি?, (২) ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম, বৈষ্ণবের স্বভাব, আচার, বাক্য ও লক্ষণ কি?, (৩) ভগবদ্‌বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়া কাহাকে বলে?, (৪) ঐ মায়া হইতে কি প্রকারে মুক্তি লাভ ঘটে?, (৫) ব্রহ্মের স্বরূপ কি?, (৬) ফলভোগ-মূলক কর্ম্ম, ভগবদর্পিত কর্ম্ম ও নৈষ্কর্ম্ম্য কাহাকে বলে?, (৭) ভগবদবতারাবলীর লীলাচেষ্টাসমূহ কি কি?, (৮) ভগবদ্‌বিষ্ণুবিমুখ অভক্তগণের নিষ্ঠা বা গতি কি?, (৯) চতুর্যুগের যুগাবতার চতুষ্টয়ের কিরূপ বর্ণ, কিরূপ আকার, কি কি নাম এবং কিরূপ পূজাবিধি?"—এই নয়টি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত ১১শ স্কন্ধে ২য় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। নবম যোগেন্দ্র করভাজনই 'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ' এই বাক্য দ্বারা কলিতে নামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞেরই প্রশস্তি গান করিয়াছেন এবং কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভুও কলিতে ঐ নাম সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বযজ্ঞসার বলিয়া জানাইয়াছেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ ঋষভদেবের আশ্রমাতীত পারমহংস্য-লীলা শ্রবণ করতঃ দক্ষিণ-কর্ণাটের কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক দেশের জৈনরাজা অর্হৎ শ্রীভগবানের দৈবীমায়ায় বিমোহিত হইয়া ঐ সকল বাহ্য আচরণের অনুকরণ-পূর্ব্বক বেদবিরুদ্ধ জৈনাদি অপমার্গের প্রবর্ত্তক হইয়া পড়িলেন। (ভাঃ ৫ম স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৭-১০ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

জম্বুদ্বীপের সকল বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই 'অধিপুণ্য-ক্ষেত্র' (ভাঃ ৫।৬।১৩)—ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতগণ এই বর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্র এবং অন্যান্য অষ্ট বর্ষকে স্বর্গীয় পুণ্যাত্মগণের পুণ্যশেষে উপভোগ-স্থান বলিয়া থাকেন। দিব্য-স্বর্গ, ভৌমস্বর্গ ও বিলস্বর্গ—এই ত্রিবিধ স্বর্গের মধ্যে ভৌমস্বর্গের স্থান—ঐ অষ্ট-বর্ষ। (ভাঃ ৫।১৭।১১)

শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা পরম পবিত্রা পতিতপাবনী গঙ্গা ব্রহ্মসদন হইতে পতিতা হইয়া এই ভারত-মধ্যদিয়া প্রবাহিতা হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে পড়িতেছেন। ইহা ব্যতীত শ্রীযমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি পরম পবিত্র নদ-নদী এই ভারতবক্ষঃ দিয়া প্রবাহিতা। শ্রীগোবর্দ্ধন-গিরিরাজ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বেঙ্কটাদ্রি, মন্দার, মলয়াদি কত পবিত্র পর্ব্বতরাজি এই ভারতে বিরাজিত। অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—এই সপ্তমোক্ষদায়িকা পুরী, শ্রীব্রজ-মণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলস্থ কত অসংখ্য পুণ্য তীর্থ এই ভারতে বিরাজিত। স্বয়ং শ্রীভগবান্, তাঁহার স্বাংশ অবতারগণ ও প্রিয়পার্ষদবৃন্দ এই ভারতে অবতীর্ণ

হইয়া কত-না অত্যদ্ভুত লীলা—চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য প্রকট করিয়াছেন, এই ভারতমাতা তাঁহার বক্ষে শ্রীভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি কত-না অক্ষয়-অব্যয় দিব্য চিন্ময় চরণ-চিহ্ন ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। মহামহা মুনিঋষিগণের উদাত্তানুদাত্তসরিৎস্বরে উচ্চারিত শব্দব্রহ্ম—বেদধ্বনিতে ভারতের আকাশ বাতাস পরিপূরিত হইয়া আছে, কত রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই ভারতের পুণ্যভূমিতে! আহা, এই ভারতে একদিন অত্যন্ত হিংস্র পশ্বাদিও হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক বনশৈলনিবাসী মুনি-ঋষিবালকগণের সহিত কত না আনন্দে ক্রীড়া করিয়াছে! মহারাজ দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-নন্দন ভরত সিংহশিশুর সহিত খেলা করিয়াছেন! উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল ভারতে কত পুণ্যতীর্থ পবিত্র দেবালয় অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া পুণ্যভূমি ভারতমাতার সুপবিত্র যশোরাশি দিগ্‌দিগন্ত বিস্তার করিতেছেন! বেদবেদান্তেতিহাস-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি পুণ্য গ্রন্থরাজি আজও ভারতবক্ষেঃ ভক্তিসহকারে সুশ্রুত, সুকীর্ত্তিত, সুস্মৃত, সুপঠিত, প্রচারিত ও বিচারিত হইতেছে। বিশেষতঃ অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন মায়াপুরচন্দ্র গৌরসুন্দর সপার্ষদে যে ভারতবক্ষ শ্রীহরিনাম-প্রেমবন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন, যে ভারতের আকাশ বাতাস শ্রীকৃষ্ণের মধুরমুরলীর পঞ্চমতানে, সপার্ষদ মহাপ্রভুর প্রেম-মধুমাখা নামগানে মুখরিত হইয়া আছে, সেখানে কি আজ রস-বিশেষ ভাবনাচতুর ভাবুকের কাণে অন্য সুর বেসুরা বাজিবে না? দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্য্যপূর্ণ নাস্তিক্যবাদ জড়-সর্ব্বস্ববাদ, কামক্রোধাদি মহাশন মহাপাপ্মা শত্রুকে মিত্রভ্রান্তিতে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাম্যের নামে বৈষম্য-প্রচার-প্রয়াসে মায়ের বুকে কি শেল বিদ্ধ করা হইবে না? সেব্যের সুখোৎপাদনই ত' সেবা? 'মাতৃদেবো ভব' এই শ্রুতিবাক্য কি পালিত হইবে না? 'বন্দে মাতরম্' মুখে বলিয়া কার্য্যে অন্যপ্রকার বিচারাবলম্বন কি ভারতমাতার প্রকৃত সুখপ্রদ বন্দনা হইতেছে? শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এই ভারতবর্ষেই শ্রীধাম-মায়াপুরে স্বয়ংই 'প্রেমামরতরু' স্বরূপ, স্বয়ংই তাহার মালাকার এবং সেই প্রেমকল্পবৃক্ষের প্রপকফল সমূহের স্বয়ংই ভোক্তা ও দাতা হইয়া—প্রেমবিতরণলীলাদ্বারা বিশ্বের ভরণ-পোষণ বিধান পূর্ব্বক তাঁহার 'বিশ্বম্ভর' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

"প্রভু কহে—আমি 'বিশ্বম্ভর' নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৯।৭

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিতেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপে ভক্তিফলোদ্যান-কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া ভক্তিকল্পতরু রোপণ করতঃ তাহাতে স্বীয় ইচ্ছাজল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী তাহার প্রথম অঙ্কুর। তাঁহারই শ্রীমুখোচ্চারিত—"অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ৪।১৯৭) সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে পঠিত এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষণীয় ব্রজপ্রেমবীজ নিহিত ছিল। শ্রীমাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী-রূপে সেই অঙ্কুর পুষ্ট হইল। তচ্ছিষ্যত্বলীলাভিনয়কারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে স্বয়ং মালী হইয়াও সেই ভক্তি-কল্পবৃক্ষের সকল-শাখার আশ্রয়স্বরূপ মূল স্কন্ধ হইলেন। সর্ব্বশ্রী পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ এবং সুখানন্দ পুরী—ঐ বৃক্ষের মূলস্বরূপে থাকিয়া বৃক্ষটিকে দৃঢ় করিলেন—'এই নবমূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে'। তন্মধ্যে শ্রীপরমানন্দ পুরীই মধ্যমূল, অন্য অষ্টমূল অষ্ট দিকে বৃক্ষটিকে স্থির করিলেন। 'পুরী' সন্ন্যাসিগণ সকলেই শ্রীঈশ্বরপুরী সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ এবং 'ভারতী' সন্ন্যাসিগণ—শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রীকেশব ভারতী সম্বন্ধে আত্মীয়বর্গ। মূল স্কন্ধের উপরে দুই দিকে দুইটি প্রধান স্কন্ধ হইলেন—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু। তাহা হইতে বহু শাখা-উপশাখা-পরম্পরার বিস্তার হইল। মূল স্কন্ধের সেই সমুদয় শাখা ও উপশাখাগণে অগণিত প্রেমফল ফলিত ও সুপক্ক হইয়া অমৃতবিনিন্দিত সুমধুর আস্বাদ হইল। মহাবদান্য শ্রীচৈতন্য-মালী সেই ফল পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে চতুর্দ্দিকে অকাতরে বিতরণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

"একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কতফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব॥
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক্ লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার"॥

—চৈঃ চঃ আ ৯।৩৪-৪১

মহাবদান্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত এই পরমোদার আদেশ শ্রবণে বৃক্ষ-পরিবারগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কেবল যে মহাপ্রভুর প্রকটকালের জন্যই এই প্রেম-বিতরণ-লীলা, তাহা নহে—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥
অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয়-ধূলিতে।
কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে?॥"

প্রেমের ঠাকুর শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর নিত্য সত্য বাস্তব-বস্তু, তাঁহার ধাম নিত্য, তাঁহার প্রেমফল নিত্য এবং সেই প্রেমফল আস্বাদন ও বিতরণ-লীলাও দেশকালাদি পরিচ্ছেদ রহিত হইয়া নিত্য বিদ্যমান্। ভাগ্যবান্ ভারতমাতার সুসন্তানই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐ মনোঽভীষ্ট পালনে যত্নবান্ হইয়া ভারতে নিত্য শান্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার সেই মহান্ আদর্শ অনুসরণ চেষ্টার পরিবর্ত্তে দম্ভ (নিজের অধার্ম্মিকত্ব সত্ত্বেও ধার্ম্মিকত্ব প্রখ্যাপন), দর্প (ধনবিদ্যাদিহেতুক গর্ব্ব), অভিমান (অন্যকৃত সম্মাননাকাঙ্ক্ষা অথবা পুত্রকলত্রাদিতে অত্যাসক্তি), ক্রোধ (কামের অতৃপ্তিজনিত), পারুষ্য (রূক্ষভাবিত্ব বা নিষ্ঠুরতা) এবং অজ্ঞান (আত্মানাত্ম-বিবেকরাহিত্য) প্রভৃতি আসুরী ও রাক্ষসী সম্পদাশ্রয়ে সাত্বতশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম শৌচাশৌচাদি বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে দ্বেষ-হিংসা-মাৎসর্য্যানল—প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়া—নিরীশ্বর নির্নৈতিক নাস্তিক্যবাদ উত্থাপিত করিয়া দেশের দশের কি বাস্তব কল্যাণ সংসাধিত হইতে পারে, তাহা বিচক্ষণ সুধী সমাজই বিচারক্ষম।

বহু বহু জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে ভারতবর্ষে মনুষ্য-জন্মলাভের সৌভাগ্য হইয়া থাকে। তাই স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্তও এই ভারতে ভগবৎসেবোপযোগি মনুষ্য-জন্ম লাভের জন্য আকুল স্পৃহা জ্ঞাপন করিতেছেন। এই ভারতকে তাঁহারা বৈকুণ্ঠের পরম পবিত্র প্রাঙ্গণ-স্বরূপ বলিয়া জানিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—

অহো বতৈষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

—ভাঃ ৫।১৯।২০

[অর্থাৎ "মনুষ্যজন্মই সর্ব্বপুরুষার্থসাধক বলিয়া দেবতা-গণও এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন,—অহো, এই ভারতবর্ষে জাত মানবগণ কি মহাপুণ্যজনক তপস্যাই না করিয়া-ছিলেন, অথবা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন সাধন ব্যতিরেকেই ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন! যেহেতু এই ভারতভূমিতে যে মনুষ্যজন্মলাভের নিমিত্ত আমরা বাসনামাত্রই করিয়া থাকি, ইঁহারা সেই ভারতাজিরে (ভারতাঙ্গনে) মুকুন্দসেবনোপযোগি মানবযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।"]

দেববৃন্দ দুষ্কর যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে বহু সাধনক্লেশ দ্বারা লব্ধ অতিশয় ইন্দ্রিয়তর্পণোৎসবময় স্বর্গসুখকেও শ্রীনারায়ণ-পাদপদ্মস্মৃতি-বিস্মারক বলিয়া অতীব তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন। দ্বিপরার্দ্ধকাল আয়ুষ্মান্ হইয়া ব্রহ্মলোকে (সত্যলোকে) বাস করিলেও তথা হইতে পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা আছে, কিন্তু ভাগ্যবান্ ভারতবাসীর পরমায়ু অল্প হইলেও সেই অল্পকাল মধ্যেই

তাঁহারা তাঁহাদের কৃতকর্ম্মসমূহ ভগবান্ শ্রীহরিতে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার অভয়পদ প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তথা হইতে তাঁহাদিগকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। শ্রুতিপ্রস্থান বলিতেছেন—ন স পুনরাবর্ত্ততে। ন্যায়-প্রস্থান বেদান্তসূত্র বলিতেছেন—অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ। স্মৃতিপ্রস্থান শ্রীগীতাও বলিতেছেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

—গীঃ ৮।১৬

[অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য (পুনরাবৃত্তিশীল), সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জন্ম সম্ভব ; কিন্তু যিনি কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না।"]

এজন্য দেবগণ সর্ব্বোর্দ্ধ্ব সত্যলোকে সুদীর্ঘ পরমায়ু লইয়া বাসাপেক্ষা হরিভজন সুলভ ভারতভূমিতে ক্ষণমাত্র বাসও বহুমানন করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলিতেছেন—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

—ভাঃ ৫।১৯।২৩

[অর্থাৎ "যেস্থানে ভগবৎকথা-রূপ সুধাসরিৎ (অমৃত-নদী) প্রবাহিত নাই, যেস্থানে সেই ভগবৎকথামৃত-নদীতটাশ্রিত ভক্ত-ভাগবতগণের অধিষ্ঠান নাই, যেস্থানে নৃত্যগীতবাদ্যাদি মহোৎসব-সহকারে যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির সংকীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা নাই, ব্রহ্মলোক হইলেও সুমেধোগণ সেইস্থানে কখনও আশ্রয় করিবেন না।"]

আহা, এই ভারতভূমিতে ভগবদ্-ভজনোপযোগী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মানবদেহ লাভ করিয়াও যেসকল প্রাণী ভক্তিযোগাশ্রয়ে যত্নবান্ না হয়, তাহারা অতীব শোচ্য। এই বর্ষবাসী ধ্রুবাদি ভাগ্যবান্ ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের এমনই করুণা যে, তাঁহারা তাঁহার ইতরকামশান্তিকারী পাদপল্লব ইচ্ছা না করিয়া উচ্চস্থানাভিলাষী হইয়া তাঁহার ভজনে প্রবৃত্ত হইলেও তিনি তাঁহাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বকামাচ্ছাদক পাদপদ্ম প্রদান করিয়াছেন। তাই ধ্রুবকে যখন শ্রীভগবান্ বর চাহিতে বলিলেন, তখন ধ্রুব কহিলেন—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

(হরিভক্তিসুধোদয়)

[অর্থাৎ "স্বামিন্, আমি স্থানাভিলাষী হইয়া তোমার তপস্যায় স্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেবমুনীন্দ্রগুহ্য তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম,—সামান্য কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্যরত্ন পাইলাম। আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর যাচ্ঞা করি না।"]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও পরম করুণাময় শ্রীহরির অহৈতুকী করুণার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে,—'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব।
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥
কাম লাগি' কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি' 'দাস' হৈতে হয় অভিলাষে॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৭-৩৯, ৪১

তাই দেববৃন্দ শ্রীহরিপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, তাঁহারা সম্যক্-প্রকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও অন্যান্য সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত যে পুণ্যফলে এই স্বর্গসুখাদি উপভোগ করিতেছেন, সেই পুণ্যের কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট থাকিলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষে তাঁহাদের হরিস্মরণোপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ হউক। কারণ ভগবান্ শ্রীহরি এই অজনাভ-বর্ষে তাঁহার ভজনকারী ভক্তগণের অশেষ কল্যাণ বিস্তার করিয়া থাকেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই ভারতবর্ষের নয়টি বিভাগের কথা বলিয়া তন্মধ্যে নবদ্বীপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ন্তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগর সংভৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।"

'সাগরসংভৃতঃ' ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি শ্রীস্বামি-ব্যাখ্যা। নবমস্যাস্য পৃথঙ্নামাকথনাৎ নাম্নোহপি নবদ্বীপোহয়মিতি গম্যতে। (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা ভাঃ ৫।১৯।১৮ দ্রষ্টব্য)।

[অর্থাৎ এই ভারতবর্ষের নয়টি ভেদ অর্থাৎ বিভাগ শ্রবণ কর। ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাম্রবর্ণ, গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গান্ধর্ব্ব, বারুণ—এই আটটি এবং সমুদ্র প্রান্তবর্ত্তী দক্ষিণোত্তর ক্রমে সহস্র যোজন-ব্যাপী নবম দ্বীপটির পৃথক্ নাম কিছু না বলায় উহার নবদ্বীপ নামই সমীচীন জানিতে হইবে।]

বায়বীয়ে অর্থাৎ বায়ুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে:—

"ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নব ভেদান্নিবোধত।
সাগরান্তরিতা জ্ঞেয়াস্তে ত্বগম্যাঃ পরস্পরম্॥"

—ঐ শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা ৫।১৯।১৮ ধৃত।

শ্রীভাগীরথী ও সরস্বতী (জলঙ্গী বা খড়িয়া) নদী-সঙ্গমস্থ এই শ্রীনবদ্বীপ-ধামান্তর্গত শ্রীমায়াপুর-পল্লীই প্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির আবির্ভাবপীঠ, এখান হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু সমগ্র বিশ্বে প্রেমবিতরণ-লীলা প্রকট করিয়া তাঁহার 'বিশ্বম্ভর' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যা প্লাবিত সেই বঙ্গভূমিতে জন্মলাভের মহাসৌভাগ্য বরণ করিয়া আমরাও যেন সেই—মহাপ্রভুর নাম, ধাম ও লীলাবিলাসের প্রকৃত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিতে পারি। তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষায় দীক্ষিত—অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্যরূপে ভারতের দ্বারে দ্বারে—"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা"—এই ভিক্ষা মাত্র চাহিতে চাহিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টপ্রচারে ব্রতী হইতে পারি।

মহাজনের অবলম্বিত, অনুমোদিত ও প্রদর্শিত পথই আমাদের অনুসরণীয় শ্রেয়ঃ পথ এবং তাঁহাদের নির্দ্ধারিত, উপদিষ্ট ও অনুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদের একমাত্র করণীয়-কর্ত্তব্য বলিয়া বিচারিত হইলেই আমরা তদ্দ্বারা নিজ নিজ জন্ম সার্থক করিয়া অপরেরও হিতসাধনে ব্রতী হইতে পারিব।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিভাষণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ **শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,— সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহোদয়াগণ আজিকার এই ধর্ম্মসভায় আমি সভাপতিরূপে বৃত হওয়াতে নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আমি এই পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তবুও চিরাচরিত প্রথানুসারে আমাকে কিছু বলিতে হইবে।

আমার এই লিখিত ভাষণ আপনাদের ভাল লাগিলে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিব। অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'পরোপকার'। 'পরোপকার' কি, তাহা সম্যগ্ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে অচ্যুতের স্বরূপ আলোচনা প্রয়োজন মনে করি। সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার—যাহাকে পরমোপকার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয়। অচ্যুতের স্বরূপে স্থিতিলাভ, অচ্যুতের সেবা ও পরোপকার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অষ্টোত্তরশত নাম যাঁহার, যিনি ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ, প্রপন্ন সাধক ও ভক্তের অন্তরে চির বিরাজিত; যিনি সর্ব্বশরণ্য, সর্ব্ববরেণ্য সর্ব্বভূতানাং সুহৃৎ; যিনি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান রোধ করিবার জন্য ত্রেতাযুগে—"রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥"

আর দ্বাপরে—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥" এই বাচক-নাম-বাচ্য-রূপে, তাঁহার নিত্যলীলানিকেতন হইতে ত্রিতাপক্লিষ্ট মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই অচ্যুত।

প্রপন্ন সাধক ও ভক্ত একবার তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মাথা নত করিয়া তিনি যদিই-বা কোনও কারণ বশতঃ সেই মাথা তুলিয়া লন, "তাঁহার" শ্রীপাদপদ্মে অবনত সেই প্রপন্ন সাধক ও ভক্তকে, অচ্যুত কখনও ছাড়িয়া চলিয়া যান না, তাহাকে চিরকাল অভয় দেন, ইহাই "তাঁহার" পরমব্রত।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন,ঃ—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥"

তিনি তাঁহার প্রপন্ন সাধক ও ভক্তকে শুধু অভয় দিয়াই নিরস্ত হন না, তাঁহার যাহা কিছু কাম্য তাহাও তাঁহাকে অযাচিতভাবে দান করেন (যোগক্ষেমং বহাম্যহম্) এবং তাঁহাকে ভববন্ধ হইতে মুক্ত করিয়া দেন। প্রপন্ন সাধক তাঁহাকে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলেন, "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে"। "মাং মদীয়ঞ্চ সকলং তুভ্যং সমর্পয়ামি হরির্মে প্রিয়তাম্॥" এই মহামন্ত্রে নমো নমো বলিয়া নিজেকে উজাড় করিয়া ডালি দেন তাঁহার চরণে, তবেই অচ্যুত যিনি, তিনি আর বিচ্যুত হন না প্রপন্ন সাধক তথা ভক্তের অন্তর হইতে।

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হইতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥" (ঐ)

এইরূপ বৈষ্ণবের নিকট—যিনি স্বীয় আত্মা বিসর্জ্জন দেন, তাঁহাকে তিনি (ভগবান্) অচ্যুতরূপে চরণতলে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপন করিয়া লন, সর্ব্ববন্ধন হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করেন, করেন তাঁহার প্রেমে বিমোহিত—মুগ্ধ, পরোপকার সাধনে করেন নিয়োজিত।

অচ্যুতের কৃপায় পাপী-তাপীও সর্ব্বপাপ ও তাপ হইতে পরিত্রাণ লাভ করে। কিন্তু তাঁহার কৃপার পাত্র হইতে গেলে, প্রাণে অনুতাপের অনল জ্বালাইয়া খাঁটি সোনা হওয়া প্রয়োজন। একদিকে সমাজের ঘৃণা অন্যদিকে অনুতাপানল। অনুতাপানলে দগ্ধ হইলে, সমাজের ঘৃণা ও অবজ্ঞা সব চলিয়া যাইবে। জীবন-স্মৃতির ক্লেদের ভারে কুব্জকে 'কুব্জার বন্ধু' (অচ্যুত) বরণ করিয়া লইবেন। কিন্তু এর জন্য চাই আত্মবিসর্জ্জন ও আত্মসমর্পণ এবং মধুসূদনে অনন্য চিত্ত হইয়া অবিরাম ভজন।

যদি সুদুরাচার ব্যক্তিও 'তাঁহাতে' অনন্যচিত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অধ্যবসায় সহকারে 'তাঁহার' ভজনা করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সাধু বলিয়া পরিগণিত হয়। (গীঃ ৯।৩০)

সেই একই বাণী ধ্বনিত হইতেছে শ্রীগীতার নবম অধ্যায়ের ৩২ মন্ত্রে।— স্ত্রীলোক, বৈশ্য অথবা যাহারা পাপযোনিসম্ভূত, অন্ত্যজ জাতি, তাহারাও "তাঁহার" আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। নিয়ত অচ্যুতের নাম-কীর্ত্তনে, নামাভাসেই সর্ব্বপাপের অবসান ঘটে। তাই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
"এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণ-চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥"
চৈঃ চঃ ম ২৫।১৯১-১৯৩

শুধু পাপেরই ক্ষালন হইবে তাহাই নহে, কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিও সুনিশ্চিত। পাপের ক্ষালনে জাগ্রত হইবে পরোপকার-সাধনে রত হইবার আকাঙ্ক্ষা।

এত বড় আশ্বাসবাণী যেখানে, সেখানে আর আমাদের ন্যায় পাপী-তাপীর ভয় কি? পাপে তাপে ক্লিষ্ট ব্যথিত জীবনে অনন্যভক্তি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণ-নামই পরম সান্ত্বনা। নামের আনুষঙ্গিক ফলেই মুক্তি আসিয়া

যায়, সাক্ষাৎ ফল— প্রেম। সুতরাং নিজেরা নামাশ্রিত হইয়া আপামরে নামবিতরণই প্রকৃত পরোপকার।

মহাপ্রভু যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তিনি আরও বলিয়াছেন—

পদস্খলনে পঙ্ককুণ্ডে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অমেধ্য ক্লেদে অবলিপ্ত হইলেও কোনই ভয় নাই। আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে, পশ্চাত্তাপজনিত অশ্রুধারায় সিক্ত হইলে—প্লাবিত হইলে তোমার সব মালিন্য ধৌত হইয়া যাইবে, আমার করুণাবারিতে সিঞ্চিত হইয়া আত্মমঙ্গল-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভূতের কল্যাণসাধনকে জীবনের পরমব্রত জ্ঞান করিবে।

এই সংসারে কাজলের ঘরে প্রবেশ করিলে গায়ে কালি লাগিবেই। কিন্তু অচ্যুত, যিনি করুণার বরুণালয়, যিনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু, তাঁহার কৃপাবারি বর্ষণে সব কালির দাগ প্রপন্ন সাধকের অন্তর হইতে মুছিয়া যায়।

প্রকৃত কথা, হইতে হইবে অচ্যুতের চরণে আশ্রিত ও প্রপন্ন। দেহ মন প্রাণ সব তাঁহাকে নিঃস্বার্থভাবে অর্পণ করিলে, চির আশ্রয়দাতা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করেন।

আমরা যদি নিজস্ব বলিয়া কিছু না রাখিয়া নিঃশেষে সব শ্রীপুরুষোত্তমকে দিতে পারি, তবে এই সংসার অরণ্যে নিশ্চিন্ত মনে বিচরণ করিতে পারিব, সংসারা-রণ্যের হিংস্র জন্তুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, পরমানন্দে নিমগ্ন হইতে পারিব।

যিনি অচ্যুত-রূপে আমাদের হৃদয়কন্দরে চির অধিষ্ঠিত, তিনি মস্ত বড় খেলোয়াড়। তিনি খেলিতে ভালবাসেন। আমরা তাঁহার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি এই সংসার রঙ্গমঞ্চে আমাদিগকে লইয়া কত রঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যদি আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তিনি আমাদের ন্যায় নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ, তবে সংসারের বিঘ্ন সঙ্কুল পথে হোঁচট্ খাইয়া পড়িলেও, তিনি আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন। আবার তাঁহার ভক্তের মধ্যে কেহ যদি অনাহারে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করে, তিনি আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া দেন, পরিত্রাণ করেন তাহাকে আত্মহত্যার গ্লানি হইতে। এইরূপে তিনি কত আর্ত্ত ও দুঃখদৈন্য-ক্লিষ্ট ভক্তকে রক্ষা করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যখন কোনও অনন্যভক্ত ও সাধককে সবাই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তিনি অনাহূত আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দান করেন। তিনি কিছুরই বশীভূত নন, কিন্তু ভক্তের বেদনায় চুপ করিয়া থাকা তাঁহার স্বভাব নয়। তিনি যে অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁহারই কৃপায় তাঁহার ও সর্ব্বভূতের সেবা সম্ভব হয়।

তাঁহাতে নিত্যযুক্ত ভক্ত ও সাধকেরা অন্তিমমুহূর্ত্তেও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। মহাপ্রস্থানের পথের এই-রূপ সর্ব্বভূতোপকারী যাত্রীকে তিনি দেখা দেন এবং কর্ণধাররূপে সংসারার্ণব পার করিয়া তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দেন। ধনী-নির্ধন, অজ্ঞ-বিজ্ঞ, পাপী-তাপী, সকলের সঙ্গেই তাঁহার সমভাব।

তিনি ত' উদাসীন নন, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সাধক ও ভক্তকে সুস্মিতাননে দর্শন দান এবং সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিত সাধনে উদ্বুদ্ধ করাই তাঁহার পরম ব্রত।

এই জগৎ তাঁহার ক্রীড়াভূমি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি খেলোয়াড়, আমরা তাঁহার হাতের ক্রীড়নক মাত্র। তিনি আমাদিগকে এই জগতে আনিয়াছেন তাঁহার ক্রীড়াসঙ্গী হইবার জন্য। দুই জন না হইলে ত' কোন ক্রীড়াই হয় না? তাই দুই লইয়া দুনিয়া—এখানে কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ সুখী কেহ দুঃখী, কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান্। এ জগতে, এ সংসারে কে কোন্ অংশ গ্রহণ করিবে, সূক্ষ্ম বিচারক-রূপে তিনি তাহা নির্দ্ধারণ করেন। তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে পারিলে, যে যে-অংশই গ্রহণ করুক না কেন, জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহার সঙ্গে মিলন অবশ্যম্ভাবী।

বহুজন্মের সাধনার ফলে জ্ঞানী ভক্ত তাঁহার অচ্যুত-স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বত্রই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। (গীঃ ৭।১৯)

আবার অন্যভাবে গীতায় শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে যে, এইরূপ জ্ঞানী ভক্ত ও সাধক তাঁহাকে সর্ব্বত্র দেখেন, আর অচ্যুতরূপে অবস্থিত জ্ঞানী ও ভক্তের হৃদয় হইতে তিনিও অদৃশ্য হন না। (গীঃ ৬।৩০)

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

হে অর্জ্জুন! আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম যিনি স্বরূপতঃ জানেন, তিনি দেহত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করেন না—তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

দেহান্তে ঈশ্বর প্রাপ্তি ও পুনর্ভব হইতে মুক্তি এই আশার সংবাদে সকল-সাধকদেরই অন্তর আনন্দে আপ্লুত হয়। কিন্তু এই সংবাদে পরাভক্তির সাধক বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তেমন খুশী হন না। তাঁহারা বলেন—দেহান্তে তোমাতে বিলীন হইতে চাহি না, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াও তোমারই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের নিত্য সেবায় যেন নিত্যকাল নিমজ্জিত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা। তাঁহারা আরও বলেন,—কবে দেহান্ত হইবে, তাহার পর ভগবৎপ্রাপ্তি, কত অনিশ্চয়তা! ইহা আমাদের অসহনীয়। আমরা চাই এই জন্মেই এই দেহেই ভগবৎ-প্রাপ্তি। দেহান্তে পুনঃ যে কোন জন্মই হউক না কেন, তত্তৎজন্মে যেন ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত না হই। পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ হইয়াও যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেও আমরা স্বীকৃত। কিন্তু তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন মতি থাকে, তোমাকে যেন বিস্মৃত না হই, তোমার দাসানুদাস হইয়া তোমার পাদপদ্ম-সেবা-সৌভাগ্য লাভ করি, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনীয়।

ভক্তিদেবীর কৃপায় পরাভক্তি-সাধকের সচ্চিদানন্দঘন শ্রীবিগ্রহের সেবা ও পরোপকার সাধন ভিন্ন আর কিছু চাওয়া থাকে না। অপুনর্ভবও আদৃত হয় না। জীবে দয়া, নামে রুচি—সর্ব্বধর্ম্ম সার।

অচ্যুত তিনি। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। কিন্তু লীলাময় তিনি, একাকী লীলা হয় না, তাই তিনি জীব-জগৎ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া জীবে অজীবে, অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন আমাদিগকে তাঁহার সান্নিধ্যোপভোগ করিবার জন্য—পরোপকারে ব্রতী হইবার জন্য। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, ভোগ লালসায় মত্ত হইয়া তাঁহার সেই আহ্বানে সাড়া দিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না।

আমরা বুঝিতে পারি না তিনি আমাদিগকে অসীমের পথে লইয়া যাইতেছেন। পথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দিশাহারা হইব তাই তিনি খেলার অবতারণা করেন। তিনি ছুটিয়া যান 'ধরি ধরি' করিয়া ধরিতে না পারিয়া পিছু পিছু ছুটিয়া যাই। কত সুদীর্ঘ পথ এইরূপ অবহেলায় অতিক্রম করিলাম তা'ও বুঝিবার অবকাশ হয় না। কিন্তু যাঁহারা "তাঁহার" শরণাগত, তাঁহারা উপরি উক্ত অবস্থার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। পথশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া যখন পথিপার্শ্বে বসিয়া পড়েন, এমন তিনি মায়ের মত স্নেহস্পর্শে তাঁহাদের সকল ক্লান্তি অবসাদ দূর করিয়া দেন, তাঁহাদিগকে নূতন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করেন। তখন নবজীবন লাভে নব গৃহে প্রবেশ হয়। এই তমসার মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে অমৃতের জ্যোতি দর্শনে ধন্য হন। এবং জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং দর্শনে কৃতকৃতার্থ হন। তখন হৃদয়ের সকল আবিলতা সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া গিয়া হন পরম উদার চিত্ত—বসুধৈবকুটুম্বকম্ বিচারে উদ্ভাসিত—সর্ব্বভূতের হিতসাধনে চিররত।

আমরা যখন তাঁহার দিকে অগ্রসর হই তিনি উদাসীনের ন্যায় মুখ ফিরাইয়া থাকেন। আবার ব্যথিতান্তঃকরণে যখন তাঁহার সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চাহি, তখন তিনি পরমাত্মীয়ের মত পাশে আসিয়া দাঁড়ান, সর্ব্বশোক পাপ-তাপ হরণ করিয়া লন। তাই তিনি শ্রীহরি অচ্যুত।

বিশ্বাস ও ভক্তি চন্দনে পূজার্ঘ্য সাজাইয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে তাঁহাকে—হইতে হইবে তাঁহার চির শরণাগত। দেহ-গেহ মন-প্রাণ সবই অর্পণ করিতে হইবে তাঁহাকে; কিন্তু পারি না। কেন? এই প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নের সমাধান তিনিই করিয়া দিয়াছেন,—

আমাদের জড় অহংকারই আমাদের ও তাঁহার (অচ্যুতের) মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। পুণ্যের অহংকার, পাপের অহংকার, প্রাচুর্য্যের অহংকার, দৈন্যের অহংকার, আরও যে কত অহংকার, যেমন—জাত্যাভিমান, পাণ্ডিত্যাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিমান, রূপের অভিমান ইত্যাদি, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সব অহংকার বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার শরণ লইলে স্বয়ংপ্রকাশ তিনি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি প্রকাশিত হইলে, যে সহস্রবন্ধন আমাদিগকে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না, পিছু টানিয়া রাখে, সে সবই ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় সূর্য্যোদয়ে তিমিরাপসরণের ন্যায়। সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমরা অচ্যুতের চরণপ্রান্তে বসিয়া তুলসীপত্র পুষ্পচন্দন রাতুল চরণে অঞ্জলি দিয়া কৃত-কৃতার্থ হই। আমাদের হৃদয়মন্দির তাঁহার মধুরোজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোকধারায় হইয়া উঠে আলোকিত—সুষম সৌরভে আমোদিত।

অচ্যুত সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—স্বরাট্ পুরুষোত্তম—মহান্ সন্ন্যাসী, আবার মহান্ বিলাসী—বিলাস-বিরাগের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য তাঁহাতে, তিনি শ্রেষ্ঠ পরমহংসগণোপাস্য, এইরূপ পরমহংস-চূড়ামণিকে স্বীয় আয়ত্তে—অধীনে আনিতে হইলে তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার ভালোয় বাস করিতে হইবে, স্থিতি লাভ করিতে হইবে সচ্চিদানন্দ স্বরূপে, হইতে হইবে পরমভক্ত, কারণ—ভক্তিবশ্য ভগবান্—ভক্তিপ্রিয় মাধব।

ভক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি পুরুষোত্তমে আত্মসমর্পণে, পুরুষোত্তমের সেবায়। পুরুষোত্তমের সেবায় নিমজ্জিত হইতে পারিলে তদাশ্রিত জীবেরও প্রকৃত উপকার করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতে হৃদয়ে জাগ্রত হইবে, কারণ তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত, সর্ব্বভূতান্তর্যামী সর্ব্ব-ভূতাত্মভূতাত্মা। অচ্যুতের চরণে প্রপন্ন সাধকের মহান্ জীবনের মহান্ আদর্শ হইবে অচ্যুতচরণাশ্রিত ভক্তসেবা। পীড়িত, নিপীড়িত, দৈন্য, আর্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত দুঃখীদিগের সাধ্যমত কষ্ট লাঘব করা সর্ব্বভূতানুকম্পাপ্রবৃত্তির অন্যতম হইলেও জীবের পারমার্থিক জীবনের উজ্জীবন-সাধনই—প্রকৃত জীবহিত চেষ্টা। বহির্ম্মুখ আত্মবিস্মৃত জীবকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া ভগবদ্ভাবে উদ্বুদ্ধ করা এবং অশান্ত পরিবেশ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায়ের সন্ধান দেওয়া একটি বিশেষ পরোপচিকীর্ষা। নিজেরা ভক্তিপথের পথিক্ হইয়া অন্যকে তৎপথে আনয়নের চেষ্টা, অমানুষকে মানুষ করিয়া তোলা মনুষ্য জীবনের একটি মহৎ কৃত্য।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

অচ্যুতের স্বরূপোলব্ধির পর জীব অনন্যভক্ত হইয়া মানবজীবনের স্তরে স্তরে ছড়াইয়া দেন কল্যাণের ধারা। মানুষের হৃদয় যাহাতে শান্ত স্নিগ্ধ কমনীয় ও সুন্দর হইয়া, দ্বন্দ্ব-দ্বেষ-হিংসা ও মাৎসর্য্যাদিশূন্য হইয়া কাম-ক্রোধাদি ষড়্রিপুর তাড়না হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে, সেদিকে অনন্যভক্তের সজাগ দৃষ্টি সদাই নিবদ্ধ থাকে।

স্বয়ং অচ্যুতের চরণে প্রপন্ন হইয়া স্বস্বরূপ উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জীবস্বরূপ জাগাইবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিলে, আমরা হইব পরস্পরে মৈত্রী ভাবাপন্ন, চলিয়া যাইবে বৈরী ভাব, আজিকার হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী হইবে শান্ত ও সমাহিত।

পরিশেষে বক্তব্য অচ্যুতের সেবাই পরোপকারের নামান্তর। অচ্যুতের সেবাই সর্ব্বভূতের হিতসাধন, সর্ব্ব-ভূতকে কল্যাণাভিমুখী করা।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—আত্মসমর্পণ বলিতে কি দেহ-সমর্পণও হয়?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন—

টীকা—আত্মসমর্পণং দেহসমর্পণং দেহচিন্তা-বর্জ্জনম্।

আত্মসমর্পণ বলিতে দেহ সমর্পণ অর্থাৎ দেহচিন্তা-বর্জন।

যিনি শ্রীগুরু-গোবিন্দে আত্মসমর্পণ বা দেহসমর্পণ করেন, তিনি দেহের খাওয়া, পরা, থাকার জন্য কোন চিন্তা করেন না। তিনি জানেন, ইষ্টদেবই আমার এবং আমার দেহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দেহসমর্পণ জিনিষটী দেহ চিন্তা-বর্জন এবং দেহের দ্বারা নিজের সুখের জন্য বা অপরের সুখের জন্য কিছু না করিয়া দেহের দ্বারা কেবলমাত্র শ্রীগুরু-গোবিন্দের সুখের জন্য যত্নপর থাকা।

প্রশ্ন—সুমেধা কে ?

উত্তর—যিনি কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করেন, তিনিই সুমেধা, তিনিই সুবুদ্ধি, তিনিই ধার্ম্মিক।

শাস্ত্র বলেন —

সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সে-ই ধন্য॥
সে-ই ত' সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥
কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য়)

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয়, কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্‌গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ, কাল, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০শ)

নিরন্তর নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নামসংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
নিরন্তর নাম কর, তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা, কৃষ্ণভগবান্। (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—শ্রীরাধারাণী ত' জগন্মাতা ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণ হ'লেন জগৎপিতা। কৃষ্ণপত্নী শ্রীরাধারাণী হ'লেন জগন্মাতা।

শাস্ত্র বলেন—

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাহাঁ যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ কৃষ্ণ স্ফুরে॥
কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥
অতএব সর্ব্বপূজ্যা, পরম দেবতা।
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্ব জগতের মাতা॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ)

প্রশ্ন—ব্রজগোপীগণ ত' নিষ্কাম ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শুদ্ধভক্তমাত্রেই যখন নিষ্কাম, তখন ভক্তকুলচূড়ামণি নিত্যসিদ্ধ ব্রজগোপীগণ যে নিষ্কাম, তাহা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্র বলেন—

গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ়ভাব' নাম।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম, কভু নহে কাম॥
নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥
আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন, তাঁর এই সম্ভোগকারণ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ)

প্রশ্ন—অনঙ্গ মানে কি ?

উত্তর—অনঙ্গ অর্থে ভগবদ্-বিষয়ক কাম।

অঙ্গ অর্থে কামকলা, অঙ্গী অর্থে প্রেম। সুতরাং নাই অঙ্গ অর্থাৎ কামকলা যাহার, তাহাই অনঙ্গ বা প্রেম। যাহাতে স্বসুখবাঞ্ছারূপ কামের লেশমাত্রও নাই, তাহাই অনঙ্গ অর্থাৎ প্রেম।

(ভাঃ ১০।২৯।৪ সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী টীকা)

প্রশ্ন—ভগবান্ কিভাবে হৃদয়ে প্রবেশ করেন ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কপাট কর্ণদ্বারে অর্থাৎ কপাটশূন্য কর্ণদ্বারে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া ভক্তকে আত্মসাৎ করেন। অন্যমনস্ক হইয়া কৃষ্ণকথা শুনিলে, কৃষ্ণসুখার্থ মনেপ্রাণে প্রীতির সহিত হরিকথা না শুনিলে বা শ্রবণীয় বিষয় নিজ জীবনে পালন না করিলে শ্রবণ সুষ্ঠু হয় না এবং তজ্জন্য কৃষ্ণকৃপাও পাওয়া যায় না।

(ভাঃ ১০।২৯।৪ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—রমা মানে কি ?

উত্তর—যিনি ভগবানের সহিত রমণ করেন, তিনি রমা। অথবা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করাইয়া থাকেন, তাঁহারা রমা।

এই রমা শব্দের মুখ্য অর্থ পরম-রমারূপা কৃষ্ণপ্রেয়সী। কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের মধ্যে শ্রীরাধাই কৃষ্ণের পরমপ্রেয়সী। সুতরাং রমা অর্থে সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা। রমা শব্দে সাধারণ অর্থে লক্ষ্মীকে বুঝায়। (ভাঃ ১০।২৯।৩ বৈষ্ণব-তোষণী)। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী বলিয়া রমা অর্থে রাধা। কিংবা রমন্তে রময়ন্তি ইতি রমা, এই অর্থে গোপীগণ বুঝায়।

(ঐ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—সতে অসতে কি মিল হয় ?

উত্তর—কখনই না। যেমন আলো ও অন্ধকারে মিল হয় না, তদ্রূপ সতে ও অসতে মিল হওয়া অসম্ভব। চোরে ও সাধুতে, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকে, সতী ও অসতীতে, সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীতে, ভক্ত ও অভক্তে কখনও মিল হয় না বা হইতে পারে না। সতে সতে মিল হয় এবং অসতে অসতে মিল হয়, ইহাই সনাতনী রীতি। গুরু ও শিষ্য উভয়ে সৎ হইলে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে কখনও অমিল হয় না। কিন্তু যে কোন একজন অসৎ হইলে পরস্পরের মধ্যে অমিল হইবেই।

গুরু যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে শিষ্যও অসতের আশ্রিত বলিয়া অসৎ বলিয়া গণ্য হয়। চোরের আশ্রিত বা সঙ্গী যেমন চোর তদ্রূপ।

শিষ্য যদি সৎ হয়, আর গুরু যদি অসৎ হয়, তাহা হইলে সৎ-শিষ্য সেই অসৎ গুরুকে ত্যাগ করিয়া অন্য সদ্গুরু আশ্রয় করতঃ হরিভজন করে। নতুবা সেই গুরুত্যাগী নিরাশ্রয় ব্যক্তি নিজে নিজে হরিভজন করিতে পারে না। তৎফলে গুরুত্যাগী সেই গৃহস্থ-শিষ্য বা সন্ন্যাসী-শিষ্যের অধঃপতন বা সংসার অনিবার্য্য। সুতরাং যে শিষ্য গুরুত্যাগ করিয়া অন্য কোন সদ্গুরু স্বীকার না করে, অন্য কোন সতের নিকট প্রণত বা শিষ্য না হয়, অথচ শিষ্য করিতে আরম্ভ করে, সে যে মহা-দাম্ভিক ও মহাঅসৎ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কারণ অসৎ কোনদিনই সতের নিকট মস্তক নত করিয়া বা সদ্গুরুর আনুগত্য করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে আমাদের মঠে অনেক দেখিয়াছি।

যেখানে গুরু অসৎ এবং শিষ্যও অসৎ, সেখানে মিল হইবেই। কিন্তু গুরু সৎ হইলে অসৎ শিষ্য কোনমতেই সদ্গুরুর নিকট থাকিতে পারে না বা পারিবে না, সদ্গুরুও সেই অসৎ শিষ্যকে ত্যাগ না করিয়া পারেন না, ইহা নিখুঁত সত্য।

পক্ষপাতীত্বই আশ্রয়, আনুগত্য বা শ্রদ্ধার লক্ষণ। পক্ষ ছাড়া কেহ থাকিতে পারে না। আমরা ভাগ্যানুসারে হয় সতের পক্ষপাতী, না হয় অসতের পক্ষপাতী হইতে বাধ্য।

শাস্ত্র বলেন—

নিরপেক্ষ-ভাবটী শত্রুপক্ষের বন্ধুপক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে সব সজ্জন সতের পক্ষপাতী বা সতের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, অসতের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা, আদর বা প্রীতি থাকিতে পারে না। আর যাহারা অসতের পক্ষপাতী বা অসতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বা আদরযুক্ত, তাহাদের সতের প্রতি আদৌ শ্রদ্ধা নাই জানিতে হইবে। সঙ্গ দেখিয়া বা পক্ষপাতীত্ব দেখিয়াই কে সৎ, কে অসৎ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইংরাজীতেও একটী কথা আছে,—**A man is known by the company he keeps.**

যাহারা সৎ ও অসৎ উভয় দলে মিশে, তাহারা অন্তরে অসতেরই পক্ষপাতী বা অসতেই শ্রদ্ধাযুক্ত। কিন্তু ইহা বেশীদিন গোপন থাকে না, ভগবদিচ্ছায় তাহা

শীঘ্রই প্রকাশিত হয় ও হইবে। তবে ইহাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক দৃষ্ট হয়—এক প্রকার কপটী, অন্য প্রকার অজ্ঞ ও দুর্ব্বলচিত্ত। এই অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সরল হইলে ভগবৎকৃপায় অসতের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া তাহার কবল হইতে রক্ষা পায় কিন্তু কপটী ব্যক্তি অসতের সঙ্গে অসৎই হইয়া যায় এবং সতের প্রতি অশ্রদ্ধা-প্রযুক্ত সতের বিরোধীই হয়।

'একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রম্'। একপ্রকার ক্রিয়া বা এক-প্রকার চিত্তবৃত্তি হইলেই পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও মিল হয়।

চোর নিজ দলবৃদ্ধি করিবার জন্য ধর্ম্মকথা বলিবারও ভাণ করে। চোরের কাছে সেই কল্পিত ধর্ম্মকথা শুনিতে গেলে চোরের সঙ্গই হয় এবং তৎফলে অবশেষে চোরই হইতে হয়। অসতীর নিকট সতীত্বের কথা শুনিতে গেলে শেষে অসতীর প্রতিই আসক্ত হইয়া বিপন্ন হইতে হয়। অসতের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে আমাদেরও ঐরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। তাই বলি—সাধু সাবধান!

সৎসঙ্গের ফলে যেমন মঙ্গল হয়, অসৎসঙ্গের ফলে তদ্রূপ অমঙ্গল হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিতে বলিয়াছেন। যথা—

তেতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ (ভাঃ)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। তাহা হইলে সাধুগণ কৃপা করিয়া জীবের যাবতীয় অমঙ্গল, অসুবিধা, সংশয়, অশান্তি সবই দূর করিয়া দিবেন।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

অসৎত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

পরস্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তি অসৎ, যে ব্যক্তি গুরুত্যাগী, গুরু-বিরোধী, বৈষ্ণববিরোধী, ভগবদ্‌বিরোধী, সেই ব্যক্তিও অসৎ। এরূপ অসতের সঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। নতুবা সর্ব্বনাশ, অমঙ্গল ও বিপদ্ অনিবার্য্য।

এখন **প্রশ্ন**—গুরুবিরোধী ব্যক্তি কি ভগবদ্‌বিরোধী?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

আমার গুরুবিদ্বেষী জগদীশ্বরের বিদ্বেষী, সমগ্র জগতের বিদ্বেষী, মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী।

শাস্ত্র বলেন—

গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ।

যে গুরুকে ত্যাগ করিয়াছে, সে পূর্ব্বেই ভগবান্‌কে ত্যাগ করিয়াছে। যে গুরুবিদ্বেষী হইয়াছে সে পূর্ব্বেই ভগবদ্ বিদ্বেষী হইয়াছে, জানিতে হইবে।

সাধুর নিকট হরিকথা শুনিলে মঙ্গল হয়, ভগবান্ প্রসন্ন হন; কিন্তু অসতের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে অমঙ্গল, সর্ব্বনাশ ও বিপদ্ হইয়া থাকে এবং ভগবান্ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হন।

এইজন্যই শাস্ত্র বলেন—

প্রকৃত সাধু-ভক্ত ব্যতীত যার তার কাছে হরিকথা শুনিতে নাই। তাহাতে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। 'শাস্ত্রং গুরুবক্ত্রগম্।' গুরুর নিকটেই শাস্ত্রের কথা শুনিতে হইবে। তাহাই মঙ্গলকর ও অমঙ্গলনাশক। আর হরিকথা শুনিতে হইবে গুরুনিষ্ঠ, গুরুসেবাপ্রাণ, গুরুসেবক বৈষ্ণবের নিকট। এতদ্ব্যতীত লঘুর নিকট, গুরুত্যাগী কোন অবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শুনিতে হইবে না। যথা—

অবৈষ্ণবমুখোদ্‌গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

দুগ্ধ ভাল জিনিষ। তাহা সর্পোচ্ছিষ্ট হইলে যেমন প্রাণনাশক হয়, গুরুদ্রোহী, বৈষ্ণবদ্বেষী অবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে তদ্রূপ জীবের সর্ব্বনাশ, অমঙ্গল ও বিপদ্ হয়, এমন কি সেই ব্যক্তি অসতের সঙ্গফলে পরে হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী হইয়া পড়ে। ভগবান্ তাহার প্রতি অপ্রসন্ন হওয়ার জন্যই জীবের এই দুর্গতি হয়।

শাস্ত্র আরও বলেন—

গঙ্গাতটে আম্রবৃক্ষ ও বিষবৃক্ষ উভয়ই থাকে। আম্র-বৃক্ষ গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া সুমিষ্ট ফল দান করিয়া লোকের উপকার করে। কিন্তু বিষবৃক্ষ গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া বিষফল দিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে, লোকের প্রাণনাশ করিয়া থাকে। ইহাতে গঙ্গাজলের কোন দোষ

নাই। দোষ হ'লো গঙ্গাজল গ্রহণকারী পাত্র বা ব্যক্তির। তদ্রূপ শাস্ত্রকথা মঙ্গলকর বস্তু। কিন্তু ইহা অসতের মুখ হইতে প্রকাশিত হইলে তাহা মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই প্রসব করিয়া থাকে। এজন্য সজ্জনগণ গুরুর নিকট এবং গুরুনিষ্ঠ সাধুর নিকটেই হরিকথা শ্রবণ করেন; অন্যাভিলাষী, প্রতিষ্ঠাকামী, অহঙ্কারী অসতের নিকট হরিকথা শুনেন না। অজ্ঞতাবশতঃ কেহ গুরুত্যাগী, বৈষ্ণবদ্বেষী অসতের নিকট শাস্ত্রকথা শুনিতে গেলে বিপন্নই হইবেন। তাই বলি—সাধু সাবধান!

প্রশ্ন – স্ত্রী কি স্বামীর অধীন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা প্রৌঢ়াং পতিঃ পুত্রস্তু বার্দ্ধক্যে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্ত্বেবং ন স্বাতন্ত্র্যং ক্বচিৎ স্ত্রিয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২৯।৮ বৈষ্ণবতোষণী)

কোন সময়েই স্ত্রীর স্বাধীনতা নাই। শৈশবে পিতা, যৌবনে পতি, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র, তদভাবে জ্ঞাতিগণ স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করিবেন।

প্রজা যেমন রাজার অধীন, ভৃত্য যেমন প্রভুর অধীন, শিষ্য যেমন গুরুর অধীন, ভক্ত যেমন ভগবানের অধীন, স্ত্রীও তদ্রূপ স্বামীর অধীন।

প্রশ্ন—ভক্তি কি ভক্তের সকল বিঘ্ন দূর করে?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

ভগবদ্ভক্তিমাত্রস্য সর্ব্ববিঘ্নাপহারিপ্রভাবত্বাৎ।
(ভাঃ ১০।২৯।৮ ঐ টীকা)

ভক্তিমাত্রেরই সমস্ত বিঘ্ন দূরীকরণের প্রভাব রহিয়াছে। অর্থাৎ ভগবানে ভক্তিপ্রভাবে সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি দূর হইয়া যায়।

প্রশ্ন—অসতের সঙ্গ কি ভীষণ মারাত্মক? সাধু ও অসাধু কি করিয়া চিনিব?

উত্তর—সতের সঙ্গ যেমন মঙ্গলকর, অসতের সঙ্গ তদ্রূপ অমঙ্গলজনক, মারাত্মক ও সর্ব্বনাশকর।

বিষকে অমৃত মনে করিয়া বা না জানিয়া খাইলেও যেমন প্রাণনাশ হয়, অসাধুকে সাধু মনে করিয়া বা কিছু না বুঝিয়াও তাহার সঙ্গ করিলে জীবের অমঙ্গলই হয়।

শাস্ত্র বলেন—বরং বিষ খাইয়া মরা ভাল, তথাপি অসতের সঙ্গ করা উচিত নয়। কারণ বিষ এক জন্ম নষ্ট করে, কিন্তু অসতের সঙ্গফলে জীবের বহু জন্ম নষ্ট হয় এবং দেহান্তে নরকও হইয়া থাকে।

না জানিয়াও অজ্ঞাতসারে অমৃত পান করিলে যেমন মঙ্গল হয়, তদ্রূপ না জানিয়া সাধুর সঙ্গ করিলেও লোকের মহামঙ্গল হইয়া থাকে এবং ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

দুধ ও চুণগোলা দেখিতে একরকম মনে হইলেও দুধ পুষ্টিকর, কিন্তু চুণগোলা শরীরের ক্ষতিকারক। দুধ ও খড়িগোলা দেখিতে একপ্রকার হইলেও একটী বলপ্রদ, অপরটী ক্রিমিবর্দ্ধক ও শরীরের হানিকর। তদ্রূপ সাধু ও অসাধু দেখিতে এক মনে হইলেও সাধু জীবের হিতৈষী, বন্ধু, আর স্বার্থপর অসাধু জীবের পরম শত্রু।

সাধুসঙ্গের ফলে যাবতীয় অমঙ্গল দূর হয় ও বিবিধ মঙ্গল হইয়া থাকে, আর অসাধুর সঙ্গে জীবের সর্ব্বনাশ হয় এবং যাবতীয় মঙ্গল নষ্ট হইয়া থাকে।

কেমিক্যাল গোল্ড ও খাঁটী সোনা দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। জাল নোট ও খাঁটী নোট এক নহে। সাধু ও অসাধু সম্বন্ধেও সেই কথা।

উদ্দেশ্য ও সঙ্গ লক্ষ্য করিলেই ভগবৎকৃপায় সাধু ও অসাধু অনায়াসে জানা যাইবে। চোর কয়দিন ঢাকা থাকিবে? তাহার স্বরূপ দুদিন পরেই প্রকাশিত হইবে।

সতী ও অসতী দেখিতে একরকম মনে হইলেও সতী একনিষ্ঠ অর্থাৎ পতিনিষ্ঠ। কিন্তু অসতী বহুনিষ্ঠ, তাই সে বহু অসৎ পুরুষের সঙ্গ না করিয়া থাকিতে পারে না ও পারিবে না। সাধুমাত্রেই হরি-গুরুনিষ্ঠ। সাধুগণ শ্রীগুরু-গোবিন্দের সম্পর্কেই অপরকে আদর ও সম্মান করেন। সাধুগণ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপরায়ণ। কিন্তু অসাধু হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী, অন্যাভিলাষী, দাম্ভিক, অসৎসঙ্গী ও গুরুসেবাবিমুখ। অসাধুর সঙ্গীগণ সকলেই অসৎ, মিথ্যাবাদী, হরি-গুরু-বিমুখ, গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী, অহঙ্কারী, সয়তান, স্বার্থপর ও বিষয়ী।

সঙ্গ দেখিয়াই লোক চিনিতে হয়। চোর চোরেরই সঙ্গ করে আর ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধার্ম্মিকের সঙ্গেই থাকে।

বঙ্গীয় নববর্ষের শুভ অভিনন্দন

বঙ্গীয় নববর্ষ ১৩৭৮ সালের শুভারম্ভে শুভ প্রথম দিবসে আমরা সর্ব্বাগ্রে পতিতপাবন পরমারাধ্যতম জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ ও বন্দন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরু-পরম্পরা, চতুঃসম্প্রদায়ের সপরিকর বৈষ্ণব-আচার্য্যবৃন্দ, শ্রীগৌড়মণ্ডল, শ্রীব্রজমণ্ডল, শ্রীক্ষেত্রমণ্ডল এবং শ্রীবদরীনারায়ণক্ষেত্র-প্রমুখ আসমুদ্র-হিমাচল ভারতাজিরের সর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী যাবতীয় বিষ্ণুক্ষেত্র, তত্রস্থ যাবতীয় শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহ ও তত্তৎক্ষেত্রবাসী নিখিল বৈষ্ণবমণ্ডলী, বৈষ্ণবরাজ শ্রীশ্রীবৃদ্ধশিবক্ষেত্রপাল ও শ্রীযোগমায়া, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী গোদাবরী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবের্য্যাদি যাবতীয় পুণ্যতীর্থ, সপার্ষদ পঞ্চতত্ত্বাত্মক পরম করুণাময় মহাবদান্য শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর, সপরিক 'শ্রীগৌড়ীয়ার প্রাণনাথ' — শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী রাধাপ্রাণবন্ধু বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদনমোহন তথা শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবক্ষেত্র—শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখা মঠ সমূহের অধিষ্ঠাতৃবিগ্রহগণ, সর্ব্বভক্তিবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব এবং ঐ মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, আচার্য্য এবং সেবাধ্যক্ষ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরপাদপদ্মের পরম প্রিয় নিজজন সপরিকর ত্রিদণ্ডিগোস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে সহস্র সহস্র দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন-মুখে 'শ্রীচৈতন্যবাণী'র মঙ্গলাচরণ করিতেছি। শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবৎ-পাদপদ্মস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ প্রভাবেই শ্রীচৈতন্য-বাণী-কীর্ত্তনপথের সকল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর চরণারবিন্দে শুদ্ধভক্তি লাভ-রূপ মনোঽভীষ্ট পূর্ণ হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণের নমস্কার, বস্তুনির্দ্দেশ ও আশীর্ব্বাদসূচক ত্রিবিধ মঙ্গলাচরণের কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমরূপ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বনির্দ্দেশক ত্রিবিধ মঙ্গলানুশাসনানুসরণে শ্রীচৈতন্যবাণীর জয়গানপুরঃসর আমরা অদ্য আমাদের সহৃদয় সহৃদয়া যাবতীয় গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা মহোদয় মহোদয়াগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও আন্তরিক শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। স্বস্তি নো গৌর-বিধুর্দ্দধাতু—কলিযুগপাবনাবতারী প্রেমাবতার গৌরহরি আমাদের সকলেরই বাস্তব মঙ্গল বিধান করুন। বিশ্ববাসী মানবসমাজ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমময়ী বাণীর শিক্ষায় দীক্ষায় শিক্ষিত দীক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পর সৌহার্দ্দ্য বা সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হউন; তৎ-প্রবর্ত্তিত সর্ব্বযজ্ঞসার নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞানলে আত্মাহুতি প্রদান পূর্ব্বক চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ, নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্রণ, পরবিদ্যারূপ কৃষ্ণভক্তি বিদ্যার্জ্জন, নিত্যনবনবায়মানরূপে বর্দ্ধমান আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন, শ্রীনামের প্রতিপদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন এবং সর্ব্বাত্মস্নপন অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপের স্নিগ্ধতা বা শীতলতা সম্পাদনরূপ সপ্তবিধ নিঃশ্রেয়ঃ বা পরম মঙ্গলের অধিকারী হউন; দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্য জিগীষা জিঘাংসা পরপীড়ন পরস্বলুণ্ঠনাপহরণাদি কুৎসিৎ প্রবৃত্তি মানবহৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া তথায় প্রকৃত মানবতা—পরোপচিকীর্ষা জাগিয়া উঠুক; ভগবৎসেবা—ভগবৎপ্রীতি সমগ্র জীবস্বরূপের একমাত্র কাম্য বা মৃগ্য বলিয়া বিচারিত হইয়া জীবগণ তদর্থে অখিলচেষ্ট হউন; স্ব-পর-ভেদবুদ্ধিরূপ সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হইয়া 'বসুধৈব কুটুম্বকম্‌রূপ পরম উদার মনোবৃত্তি লাভ করুন; জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব—জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করতঃ জীব নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউন; 'মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্', 'নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব পরমং সুখম্'—এই সকল শ্রুতিবাক্য অনুধাবন পূর্ব্বক কাম, ক্রোধ ও লোভ-রূপ ত্রিবিধ নরকের পথ পরিত্যাগ করিয়া ব্রজের পথের —গোলোকবৈকুণ্ঠপথের পথিক হউন, সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন সার্থক হউক, তুচ্ছ হেয় অপস্বার্থচেষ্টাকে শতসহস্র ধিক্কার প্রদানপূর্ব্বক পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই একমাত্র চরম প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার মনোবল উদিত হউক—শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীপাদপদ্মে আজ আমাদের ইহাই সকাতর প্রার্থনা। প্রেমের ঠাকুর গৌরহরির শিক্ষা দীক্ষাকে অনাদর করিয়া তাঁহারই প্রেমবন্যা প্লাবিত গৌড়দেশে আজ প্রেমবিপরীত হিংসাদ্বেষজনিত রক্তবন্যা বহিয়া যাইতেছে, ইহা অপেক্ষা নিতান্ত শোচ্য শোচ্যতর শোচ্যতম জঘন্য ব্যাপার আর কী থাকিতে পারে! তাই অদ্যকার শুভদিনে

সুধীসমাজে আমাদের একান্ত বিনম্র নিবেদন—মানব, ক্ষান্ত হও পরহিংসায়—পরপীড়নে, ঐরূপ জগদ্ধ্বংসকারী নীতি অবলম্বনে জগতে কখনই প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে না। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥" (গীঃ ১৮।৬২) ইহাই একমাত্র আশাপ্রদ শ্রীমুখ-বাক্য। তাঁহার সর্ব্বগুহ্যতম চরম-বাক্যও "মন্মনা ভব, মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু", "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" বুদ্ধিমান্ মানব! যদি মঙ্গল চাও, ভগবদ্‌বাক্য অবহেলা করিও না। ক্ষাত্রপ্রবৃত্তি অবলম্বনে করিতে চাও যুদ্ধ, কর ন্যায় যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধ, ধর অস্ত্র অন্যায়ের—অধর্ম্মের—পাপের বিরুদ্ধে, হও প্রস্তুত সম্মুখ সমরে। কিন্তু স্মরণ রাখিও—"মামনুস্মর যুধ্য চ।" অসাক্ষাতে দস্যুতস্করের ন্যায় আগ্নেয়াদি মারণাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক দেশ দশ ধ্বংস করা—স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-অন্ধ-আতুর-গবাদি নিরীহ পশুকে অকারণ হত্যাকরা—পোড়াইয়া মারা কখনই ক্ষাত্রনীতি বা যুদ্ধনীতি সম্মত হইতে পারে না, উহা অতি ঘৃণ্য—পশ্বাধম নীতি—পাপ নীতি—নারকীয় নীতি। হাসপাতাল স্কুল কলেজ দেবস্থান শিক্ষক ছাত্র নিরস্ত্র নগরগ্রামবাসী—চিকিৎসক পুস্তকাগারাদি ধ্বংস করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে যাওয়া যুদ্ধনীতিকুশল ক্ষাত্রবীর সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় হাস্যাস্পদ জঘন্য কাপুরুষতা। তাই বলি, মানব! ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্ষান্ত হও, স্থির হও, ধর্ম্মহীন হইয়া পশ্বাধম হইও না। একই খোদার বান্দা পরিচয়ে ভায়ে ভায়ে হিংসা-হিংসী মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিয়া শিয়াল শকুনেরও অরুচি বাড়াইয়া লাভ কি হইবে? যদি সবই ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইলেও ত' আবার মৃত্যুর পরে কর্ম্মফল ভোগ আছে! "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি॥" ইহাই ত' ব্যাসবাক্য। প্রত্যেক কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া ভোগের জন্য প্রত্যেককেই সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ইহলোকেই, হয় সদ্যঃ সদ্যঃ, না হয় কিছু বিলম্বে নিজ নিজ কৃত কর্ম্মের কতক ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, আবার মৃত্যুর পরও যমালয়ে গিয়া নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ আছে। শাস্ত্রকে অবমাননা করিলে শাস্ত্রের লাভ লোকমান কিছুই হইবে না, কিন্তু অবজ্ঞাকারীর কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই জানিবে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥" সুতরাং 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' বিচারাবলম্বনে ব্যাস শুকাদি মহাজনপ্রদর্শিত পথ অবলম্বনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যরূপ ষড়্‌রিপুকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধেই প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। কিন্তু সে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে একান্তভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য করিতে হইবে। "কিবা সে করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে, যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।"—ইহাই মহাজনবাক্য। গীতায়ও শ্রীভগবদ্‌বাক্য—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

বিশেষতঃ ভগবদ্দত্ত এই জীবনকে ভোগ করিবার বা ত্যাগ করিবার কোন অধিকারই আমার বা আমাদের নাই। ইহা যাঁহার জিনিষ, তাঁহার ভোগে লাগান'ই ইহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার। 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥' (গীঃ ১০।৮), 'অহং বীজপ্রদঃ পিতা, পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ' ইত্যাদি বহু বহু বাক্যে শ্রীভগবান্ তাঁহাকেই আমাদের একমাত্র মালিক বলিয়া জানাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ভজনের জন্যই পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন। তথাপি আমরা যদি নিজেরা মাতব্বর সাজিতে যাই, তাহা হইলে তাঁহার আজ্ঞাচ্ছেদী ও মহাদ্বেষী হইয়া আমাদিগকে স্ব-স্ব বিকর্ম্মকৃত ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তিনি আনন্দময় রসময় বস্তু, তাঁহার অনুগত না হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র আনন্দের অনুসন্ধান করিতে গেলে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া প্রকৃত আনন্দ কোথা হইতে মিলিবে? 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি।' 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।' ইহাই ত' শ্রুতিবাক্য?

সুতরাং হে ভগবন্! তুমি আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া দাও, 'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—অজ্ঞানতমঃ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে তোমার দিব্য জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া দাও, তোমার সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানালোকই আমাদের অজ্ঞানতমঃ দূর করিতে সমর্থ।

ভক্তরাজ প্রহ্লাদ হরিবর্ষে অবস্থানপূর্ব্বক অদ্যাপি শ্রীশ্রীনৃসিংহপাদপদ্মে নিম্নলিখিতভাবে প্রার্থনা জানাইতেছেন। হে ভগবন্! তদানুগত্যে আমাদেরও হৃদয় হইতে সেই প্রার্থনা উদিত করাও, আমাদের অধন্য জীবন সার্থক হউক—ধন্য হউক—

ওঁ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতামধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী॥

ভাঃ ৫।১৮।৯

["নিখিল বিশ্বের মঙ্গল হউক; খল ব্যক্তিগণ অনুকূল হউক (অর্থাৎ তাহারা ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া সুমতি লাভ করুক); প্রাণিসকল (বুদ্ধিযোগে) পরস্পরের মঙ্গল চিন্তা করুক; তাহাদের মন মঙ্গল (উপশমাদি—কামক্রোধাদি হইতে উপরতি) ভজনা করুক এবং আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্কামা (অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছাদি ফলাভিসন্ধানরহিতা) হইয়া অধোক্ষজ শ্রীহরিতে প্রবিষ্ট হউক।]

ভগবদ্ভক্ত শত্রুরও মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কৃষ্ণকার্ষ্ণদ্বেষী অভক্তের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সঙ্গ বাহ্যতঃ উপেক্ষা করিলেও অন্তরে ভগবৎপাদপদ্মে তাহার দুষ্টবুদ্ধি শুদ্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা জানান।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' সর্ব্বোপরি জয়যুক্তা হউন, সমগ্রবিশ্বে তাঁহারই প্রেমময়ী বাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হউক। রক্তবন্যার পরিবর্ত্তে আবার বিশ্ব প্রেমবন্যা-পরিপ্লাবিত হউক। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবাসংরত হইয়া 'সর্ব্বে সুখিনো ভবন্তু'।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজিউ শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌর-সুন্দরের "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"—এই শুভেচ্ছা অনুসারে তদীয় করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ জগদ্গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় নিজজন—শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তাহার ভারতব্যাপী শাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ গতবৎসর পাঞ্জাবের প্রধান সহর চণ্ডীগড়ের ২০বি সেক্টরে (মহল্লায়) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একটি শাখামঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় পাঞ্জাবের ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের আগ্রহাতিশয্যে অধুনা অতি অল্পসময়ের মধ্যে তথায় সপ্তপ্রকোষ্ঠ ও বিশাল নাটমন্দির বা সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডপ-বিশিষ্ট একটি মঠালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। অবশ্য মঠ গৃহ ও নাটমন্দিরের কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। একটি সুরম্য শ্রীমন্দির এবং আরও বহু মঠ গৃহাদি নির্ম্মাণের সুচিন্তিত ও সুবিস্তৃত পরিকল্পনা আছে। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের বিশেষ আকাঙ্ক্ষায় উপরিউক্ত প্রকোষ্ঠ-সপ্তকের একটি প্রকোষ্ঠ শ্রীবিগ্রহগণের মন্দিররূপে গৃহীত হইয়াছে। তথায় গত ১৯শে চৈত্র (১৩৭৭), ইং ২রা এপ্রিল (১৯৭১) শুক্রবার শুক্লা-সপ্তমী শুভবাসরে পূর্ব্বাহ্নে বিপুল সমারোহ সহকারে মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজিউ শ্রীবিগ্রহ নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে ১৭ই চৈত্র, ৩১শে মার্চ্চ বুধবার হইতে ২১শে চৈত্র,

৪ঠা এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত যে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্ম-সম্মেলনের আয়োজন হয়, তন্মধ্যে ১৭ চৈত্র, ৩১ মার্চ্চ বুধবার, ১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ও ২০ চৈত্র, ৩ এপ্রিল শনিবার—এই দিবসত্রয় প্রতিদিন সকাল ৬॥ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা এবং সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বারত্রয় মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। পরন্তু ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল শুক্রবার প্রাতঃকাল হইতে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকার্য্য আরম্ভ ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় কেবলমাত্র সান্ধ্য ধর্ম্মসভা এবং ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল রবিবার শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে নগর-ভ্রমণোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় কেবলমাত্র প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছে। প্রত্যহ সান্ধ্য অধিবেশনই স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জনগণের সভাপতিত্বে বিপুলাকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে **প্রথম দিবসের** বক্তব্য বিষয়—'বিশ্বব্যাপী দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', সভাপতি—মাননীয় বিচারপতি এ, ডি কোশল; **দ্বিতীয় দিবসের** বক্তব্য বিষয়—'ধর্ম্মের আবশ্যকতা', সভাপতি—শ্রীরামধারী গৌড় (ইরিগেশন্ ও পাওয়ার মিনিষ্টার, হরিয়ানা), প্রধান অতিথি—অবসর-প্রাপ্ত প্রিন্সিপাল—ডক্টর বিশ্বনাথ; **তৃতীয় দিবসের** বক্তব্য বিষয়—'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', সভাপতি—চণ্ডীগড়ের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার শ্রী পি, এল বর্ম্মা এবং প্রধান অতিথি—পাঞ্জাব বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীডি, ডি খান্না; **চতুর্থ দিবসের** বক্তব্য বিষয়—'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি', সভাপতি—অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীটেকচাঁদ এবং প্রধান অতিথি—অবসরপ্রাপ্ত আই-এ-এস্ শ্রী এস্, এন্ বাসুদেব এবং **পঞ্চম দিবসের** বক্তব্য বিষয়—**'শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন'**। এই দিবস নির্ব্বাচিত সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রী এইচ, আর সোধি মহাশয়ের বিশেষ কার্য্যবশতঃ অনুপস্থিতিতে প্রধান অতিথি 'শ্রীশম্ভুলাল পুরী বার-য্যাট্-ল মহোদয়ই অদ্যকার সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। চণ্ডীগড়ের চীফ্ কমিশনার শ্রী বি, পি বাগ্‌চী আই-সি-এস্ মহোদয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দিবসপঞ্চকব্যাপী সভায় প্রত্যহ ভাষণ দিয়াছেন—পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ, খড়্গপুর শ্রীচৈতন্য আশ্রমাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ এবং রিষ্‌ড়া শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ। এতদ্ব্যতীত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ ভক্তবৃন্দও বিভিন্ন দিবসে বক্তৃতা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যাদি হিন্দীভাষায়ই বিহিত হইয়াছে। সংকীর্ত্তন করিয়াছেন—শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীপাদ সন্ত মহারাজও বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন সময়ে কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সুখ বিধান করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণাশ্রিত হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী মহিলা ও পুরুষ শিষ্যবৃন্দও শ্রীগৌরবিহিত সঙ্কীর্ত্তনানন্দে মত্ত হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের যথেষ্ট স্নেহ ও প্রীতিভাজন হইয়াছেন। জলন্ধর নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমান্ সুরেন্দ্র কুমার দুইটি টেপ্ রেকর্ড আনিয়া পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য বক্তৃবৃন্দের যাবতীয় ভাষণ এবং কীর্ত্তনাদি সমস্তই রেকর্ড করিয়া লইয়াছেন। শ্রীশ্রীরাম-নবমী শুভবাসরে প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সাধারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক শ্রীরাম-চন্দ্রের আবির্ভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। তদন্তে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমদ্ ভাগবত নবমস্কন্ধে বর্ণিত শ্রীরামলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর শ্রীরামনাম ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীরামচন্দ্রের জন্মাভিষেক-পূজাদি সম্পাদিত হয়।

১৯শে চৈত্র শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা-দিবস মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব বহুক্ষণযাবৎ আর্ত্তিভরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধবজিউ এবং শ্রীভক্তি-বিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান করতঃ শীঘ্র শীঘ্র প্রতিষ্ঠা কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হন। কীর্ত্তনমুখে বেলা প্রায় ৮ ঘটিকায় প্রতিষ্ঠার শুভারম্ভ হয় এবং প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাপ্তিকাল বেলা প্রায় ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমানে মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসর-মৃদঙ্গ-মন্দিরাদির বিপুল বাদ্যধ্বনিসহ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন চলিতে থাকে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বঙ্গ, আসামাদি দেশ হইতে সম্মিলিত শত শত ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন ধ্বনি শ্রীমঠের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়াছিল। এই মহাসঙ্কীর্ত্তন মধ্যেই শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠার যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চা পূজা করিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন, গণ্ডকী ও গোমতী শিলায় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও রাধামাধব জিউর নিত্যপূজা সম্পাদন করেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জিউর প্রতিষ্ঠা-কৃত্যের প্রারম্ভিক কারুশালাকৃত্য সম্পাদন করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেককৃত্য আরম্ভ করেন। পূর্ব্বদিবস ১৮ই চৈত্র সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে পণ্ডিত শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ প্রভৃতির সহায়তায় অভিষেকের ঘটাধিবাসনকার্য্য সম্পাদন করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। অদ্য গঙ্গোদক, যমুনোদক, রাধাকুণ্ডোদকাদি বহু তীর্থোদক এবং অন্যান্য বেদমন্ত্রপূত উদক দ্বারা ১০৮ কলস ও সহস্রধারা কলসে মহাভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ঠাকুরঘরের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দায় অভিষেককৃত্য সম্পাদিত হইতেছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবই তৎসম্পর্কিত যাবতীয় কৃত্য স্বহস্তে সম্পাদন করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীমৎ লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহার কার্য্যের বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করেন। পূর্ণাহুতির পর শ্রীপাদ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহকারে যজ্ঞবেদী পরিক্রমা করেন। যজ্ঞের স্থণ্ডিলের চতুর্দ্দিকে শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়— এই প্রস্থানত্রয় এবং শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, পণ্ডিত শ্রীপাদ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী। অভিষেক সমাপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহগণকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া উত্তম উত্তম বসন-ভূষণাদি দ্বারা তাঁহাদের শৃঙ্গার-সেবা সংবিধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সিংহাসনে উঠান হয় এবং তাঁহাদিগের যথাবিহিত পূজা, ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিকাদি সম্পাদিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবই পরম অনুরাগের সহিত এই সকল সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন। শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধারাণী মণিময়ী (অষ্টধাতুর) এবং শ্রীশ্রীমাধবজিউ শৈলী অর্চ্চারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তিন জনেই মহা-বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি। ইঁহাদিগকে নাড়াচাড়া করিতে ৯ মূর্ত্তি বলিষ্ঠ সেবককেও ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। অবশ্য তাঁহাদের সঞ্চারিত শক্তি প্রভাবেই তাঁহারা উত্তোলিত হইয়া থাকেন। না চলেন কারো বলে। শ্রীল আচার্য্যদেবের শুদ্ধভক্তিপূত বিশুদ্ধসত্ত্ব হৃদয় হইতেই ইঁহারা অর্চ্চাবিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক আজ 'দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার' এই ন্যায়ানুসারে পাঞ্জাবাদি প্রদেশস্থ ভাগ্যবন্ত ভক্তগণকে নিস্তার করিতেছেন। তাঁহারা যখন হা নিতাই হা গৌরাঙ্গ হা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য হা শ্রীগদাধর হা শ্রীশ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হা শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধো রাধানাথ শ্রীমাধব বলিয়া দু'বাহু তুলিয়া প্রেমভরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের সেই প্রাণময় কীর্ত্তন-শ্রবণে মনে হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরসুন্দরই আজ সপার্ষদে তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। ঐ সকল ভক্তের অধিকাংশই পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের চরণাশ্রিত। মঠ গৃহ প্রাঙ্গণাদি আজ সহস্র সহস্র প্রসন্নবদন ভক্ত নরনারীর

কৃষ্ণকোলাহল-মুখরিত হইয়া তথায় এক অপূর্ব্ব পরিবেশের উদ্ভব হইয়াছে—ভূলোকে গোলোকের আবির্ভাব অনুভূত হইতেছে।

ভোগারতির পর বেলা ৩ ঘটিকা হইতে প্রসাদ বিতরণকার্য্য আরম্ভ হয়। ৭॥ মণ আটার পুরী, ৩ মণ মোহনভোগ (হালুয়া), ৩ মণ বুঁদে ও ঐরূপ অন্ন ব্যঞ্জন পরমান্ন দধি দুগ্ধ ফল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ-বৈচিত্র্য—সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী সম্মান সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদিবসব্যাপী শ্রীমঠমন্দির প্রাঙ্গণ নানাবর্ণের চন্দ্রাতপ, পতাকা ও বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। মঠের উভয় পার্শ্বে ১৪।১৫টি বড় বড় তাঁবু পড়িয়াছিল। ৩।৪টি মাইকের ব্যবস্থা ছিল।

পঞ্চমদিবস ২১শে চৈত্র রবিবার বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা-নিয়ামকতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ-গণ সুসজ্জিত রথারোহণে ২০, ২১, ২২, ২৩, ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ নং সেক্টর অর্থাৎ মহল্লা ভ্রমণ পূর্ব্বক ২০বি সেক্টরস্থিত মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মঠবাসী ও গৃহস্থভক্তগণ ৪।৫টি দলে বিভক্ত হইয়া রথাগ্রে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। অনেক মহিলা ভক্তও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছিলেন। বালক-গণের সোল্লাস নৃত্য দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতে হয়। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত উচ্চপদস্থ সজ্জন ও মহিলা নগ্নপদে প্রখর রৌদ্রতাপ ও পথভ্রমণ শ্রান্তি বিস্মৃত হইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার অনুগমন করিয়াছিলেন। নিতাই গৌরাঙ্গ, হরিবোল, রাধে রাধে শ্যাম মিলায় দে, রাধেগোবিন্দ ইত্যাদি সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত কীর্ত্তনধ্বনি চণ্ডীগড়ের গগন পবন মুখরিত করিতেছিল। শ্রীভগবানের রথ ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ২৩ নং সেক্টরস্থ 'সনাতন-ধর্ম্মসভা'র মন্দিরসান্নিধ্যে উপস্থিত হইলে উক্ত মন্দিরের জেনারেল সেক্রেটারী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত, ভাইস প্রেসিডেণ্ট শ্রীরোসনলাল সুড় প্রমুখ বিশিষ্ট সজ্জনগণ পরম উল্লাসভরে রথ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শ্রীবিগ্রহকে প্রণতিজ্ঞাপন পূর্ব্বক পুষ্প, মাল্য, ফল-মিষ্টান্নাদি উপহার ও প্রণামী প্রদান এবং প্রদীপদ্বারা কীর্ত্তনমুখে আরাত্রিক বিধান করেন। ১৯ নং সেক্টরে 'শ্রীসীতারাম মন্দির' এবং ২০ নং সেক্টরে 'শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির' হইতেও ঐরূপ পূজা প্রদত্ত হইয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট সজ্জন ও মহিলা রথরজ্জু আকর্ষণ করিতে করিতে চলিতেছিলেন। পথিমধ্যে বহু নরনারী রথোপরি পূজোপহার প্রদান করিতেছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদিগকে পুষ্প, ফলাদি প্রসাদ নির্ম্মাল্য অর্পণ করিতেছিলেন। একটি পুষ্প নির্ম্মাল্য পাইয়াও তাঁহারা কৃতার্থ হইতে-ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও কিছু পরে শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজকে লইয়া রথোপরি শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উপবেশন করেন। শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও তৎসহায়কারী রূপে শ্রীনিত্যানন্দদাস ব্রহ্মচারী রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহের সেবাকার্য্য করিতেছিলেন। পথের উভয়পার্শ্বে ফুটপাতে ও গৃহালিন্দে বহু নরনারী সাগ্রহে ও সোল্লাসে রথযাত্রা দর্শন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিচিত্রবর্ণের বিভিন্ন পুষ্পবৃক্ষোপরি প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভক্তহৃদয়ে বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগরূক করিতেছিল। এত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর শোভাযাত্রা বাঙ্গলার বাহিরে খুবই আনন্দ-দায়ক ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। প্রেমাবতার শ্রীগৌরহরির প্রেমবন্যা প্লাবিত বাঙ্গলাদেশের বর্ত্তমান দৃশ্য আর এই সুদূর পাঞ্জাবে সহস্র সহস্র কণ্ঠনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন মুখরিত চণ্ডীগড় রাজপথের অপূর্ব্ব নয়নমনোহর দৃশ্য তুলনা করিলে গৌরপদাঙ্কপূত গৌড়দেশবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদানেও আমাদের মুখ সত্যই লজ্জায় অবনত হইয়া পড়ে। রথযাত্রাকালে এবং মঠদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রথারূঢ় শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিহিত হইয়াছিল। ঠিক সন্ধ্যায় রথ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে শ্রীপাদ সন্ত মহারাজ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে রথাগ্রে নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। আরাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীমন্দিরে শুভ-

বিজয় করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলে পুনরায় আরাত্রিক হয়। ইহাই প্রাত্যহিক সন্ধ্যারাত্রিক।

চণ্ডীগড় সহরের অসংখ্য ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ দর্শন, প্রসাদ সম্মান ও সন্ত-সম্মেলনে সন্ত-মুখবিনিঃসৃত গৌর-কৃষ্ণগুণগাথা শ্রবণ করিয়া—বিশেষতঃ সন্তশিরোমণি আচার্য্যপ্রবরের শান্ত সৌম্য সুন্দর মধুর মূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করতঃ আপনাদিগকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

পাঞ্জাব এবং উত্তর ও মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তিন চারিশত ভক্তসমাগম হইয়াছিল। ইঁহাদের অধিকাংশই মঠাশ্রিত। ভক্তবৃন্দ ব্যতীতও প্রত্যহ দুই বেলা বহু লোক প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং ১০ মূর্ত্তি সেবক সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধারাণীর অর্চ্চা-বিগ্রহ সহ গত ২৪শে মার্চ্চ দিল্লী কাল্‌কামেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২৬শে মার্চ্চ চণ্ডীগড় শুভবিজয় করিয়াছেন। ইহার কএকদিন পূর্ব্বে তিনি কএকজন সেবককে দিয়া শ্রীমাধবজিউর শ্রীমূর্ত্তি পাঠাইয়াছিলেন। মূর্ত্তিত্রয় নির্ব্বিঘ্নেই মঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। কতিপয় সেবক ২৮শে মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে এয়ার কণ্ডিশনড্ এক্সপ্রেসে ও রাত্রে দিল্লী কাল্‌কামেলে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া যথাসময়ে চণ্ডীগড় শ্রীমঠে উপনীত হন। এইরূপ আসাম প্রদেশের তেজপুর ও গৌহাটী মঠ হইতে কতিপয় ভক্ত লক্ষ্ণৌ দিয়া এবং বৃন্দাবন, দেরাদুন, দিল্লী, লুধিয়ানা, জলন্ধর, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু ভক্ত চণ্ডীগড়ে শুভাগমন করেন। মঠগৃহ লোকে লোকারণ্য—সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, ও ব্রহ্মচারী সেবক-গণে পরিপূর্ণ। সকলেই প্রাণপণে শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ (শ্রীনারায়ণ কাপুর), শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীঅচিন্ত্য গোবিন্দ, পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ, শ্রীবিষ্ণু-দাস, শ্রীমদনগোপাল, শ্রীরাইমোহন, শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীপরেশানুভব, শ্রীতমালকৃষ্ণ, শ্রীনৃত্যগোপাল, শ্রীগোকুলা-নন্দ, শ্রীরামবিনোদ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীতরুণ-কৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দলোচন, শ্রীললিতকৃষ্ণদাস বনচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ, শ্রীঅমর চাঁদ সৈনী (Saini), শ্রীভাগবতদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দের বিভিন্নমুখিনী সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভক্ত সর্ব্বশ্রী চন্দ্রকান্ত মিঢ্যা, রাধাবল্লভ দাসাধিকারী (রামকৃষ্ণদাস), গোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দের মৃদঙ্গবাদন-সেবা, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সেবকবৃন্দের রন্ধনসেবা, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-শৃঙ্গারাদি সেবা এবং সর্ব্বশ্রী নরেন্দ্র কাপুর, কৃষ্ণলাল বাজাজ, সোহনলাল গান্ধী, সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, মুরারিলাল বাসুদেব (Wasdeb), প্রহ্লাদদাস গোয়েল, ধনঞ্জয় দাস, রামপ্রসাদ, বাবুলাল, রামচন্দ্র গোয়েল, পরমহংস, নারায়ণ দাস, শুকদেব রাজ বক্‌সী, ওম্প্রকাশ বুন্দলেশ, বৈজনাথ কাপুর, দেবদত্ত সলোয়ান (Salwan), মহেন্দ্র কাপুর, তুলসীদাস, প্রেমদাস, দেবকীনন্দনদাস, ত্রৈলোক্যনাথ দাস, রামনাথ দাস প্রমুখ সেবকবৃন্দের বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা শতমুখে প্রশংসনীয়া। শ্রীদেবদত্তজীই শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য সিংহাসন দান করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জিউর বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যচরণদাস অধিকারী, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীপাঁচুগোপাল দাসাধিকারী, পায়রা-ডাঙ্গা হইতে শ্রীবিনয় ভূষণ দত্ত (সস্ত্রীক) এবং রাণাঘাট হইতে শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী প্রমুখ যে-সকল ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী, হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮। — ৪র্থ সংখ্যা
২০ ত্রিবিক্রম, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার ; ৩০ মে, ১৯৭১।

জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একখানি পত্র]

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আম্‌লাযোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষ্যে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে *প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপন পূর্ব্বক * * দাসকে* ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। * * কে ও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সে জন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, * * জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে * * * মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও * * বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে জন্য * * গৃহে থাকিয়া * * গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? **গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরিসেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু।** *যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে,* তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন

পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র' ?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। **জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরিভজন-স্বরূপ-বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে।** এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহার পূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। **পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়।** আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন! শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহ পাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম-বোধে * * * গিয়া কিছুদিন মঠাদির কার্য্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন্।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী পুত্র গৃহ-ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

গর্ভস্তোত্র বা সম্বন্ধতত্ত্ব-চন্দ্রিকা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ৫২ পৃষ্ঠার পর)

স্বরূপ-সত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-সমুদয় দেশ ও কালে আবদ্ধ এবং প্রাকৃত। রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। হরিশ্চন্দ্র বিগত হইয়াছেন ও পূর্ব্বকল্পেও ছিলেন না, অতএব হরিশ্চন্দ্রও নিত্য নহেন। হরিশ্চন্দ্রের জীবাত্মা যদিও পূর্ব্বে ছিল ও এখনও ঈশ্বরেচ্ছায় অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটী বিগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণতত্ত্ব তদ্রূপ নহেন। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা-রূপ জীব ও কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত-রাসলীলা, জীবের সহিত সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব ঐতিহাসিক না হওয়ায় স্বরূপ-সত্য বলিতে হইবে। কল্পনা মনের কার্য্য; অপ্রাকৃত পদার্থে মনের অধিকার নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বে সকল আত্মারই অধিকার। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্ম-তত্ত্ব ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। পরমেশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই ছিলেন, তাঁহার কোন শক্তির তখন চালনা হয় নাই। যখন সৃষ্টি হইল, তখন বৃহদ্ব্রহ্মের প্রকাশ ও শক্তির চালনা হয়। ইহাই বেদের মধ্যে ঐতিহাসিক-রূপে বর্ণিত আছে। সৃষ্টি করতঃ পরমেশ্বর সৃষ্ট-পদার্থে ওতপ্রোতভাবে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মার প্রকাশ করেন। ইহাও ঐতিহাসিক, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিবৃত্তি হইলে পুনরায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অনুভবানন্দ-রূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। অনুসন্ধান, ধারণা, গ্রহণ এ-সমুদয় মনের কার্য্য এবং এই সকল বৃত্তির দ্বারা যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপলব্ধি হয় তাহা কাল্পনিকের ন্যায় অনিত্য।

স্বরূপ-সত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃ প্রকাশিত ও সুলভ। পূর্ব্ববিচারেই কৃষ্ণতত্ত্ব অতুল্য প্রদর্শিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ইহার তুল্য হইতে পারে না। সকলেই যখন কৃষ্ণতত্ত্বে অধিকারী তখন সুতরাং ইহাকে অগোপ্য কহিতে হইবে। কৃষ্ণতত্ত্ব সমুদয়-তত্ত্বের

শ্রেষ্ঠ হইলেও উচ্চরবে পরিকীর্ত্তিত হয়, যেহেতু অসৎ পদার্থই লোকে গোপন করিয়া থাকে। ইহাতেই বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্র-সকল অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। ইহা স্বতঃ প্রকাশিত, যেহেতু দেহেন্দ্রিয়গণ অথবা মন ও বাক্য এই সকলকে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয় না। জীবাত্মা কেবল সুলভ বিশ্বাসের দ্বারাই অনায়াসে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তর্ক ও বিচার করিতে গেলে দুরূহ হইয়া উঠে। অতএব ইহা নিতান্ত সুলভ। কৃষ্ণ-ভক্ত হইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্ব অধিক বিচারের দ্বারা সংগৃহীত হয়; অতএব নিকৃষ্ট হইলেও সুলভ হয় না। জীবের স্বভাব যত সুলভ হয় উহার বিপরীতাচরণ তত সুলভ নহে। কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বভাব, এ-প্রযুক্ত সুলভ।

স্বরূপসত্য বিচারকালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে। স্বরূপসত্য স্বতঃ প্রকাশিত হওয়ায় বিচারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিচার করিলেও সুন্দররূপে স্থাপিত হয়। প্রমাণ চারি প্রকার অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য, ও অনুমান। শ্রুতিসকল যদিও ব্রহ্মের গান করিয়া থাকে তথাপি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন উপাস্য বস্তু নাই ইহা স্পষ্টই প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে উপাদান-কারণ-রূপে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মাতীত কোন এক পরম পুরুষের উল্লেখ করিয়া থাকে। দশম স্কন্ধে বেদস্তুতিতে শ্রুতি-সকল যে গোপী দেহ প্রাপ্তির অর্থ যে যতকাল বিচারাহঙ্কারে শ্রুতিগণ কালযাপন করিয়াছিল ততদিবস তাহারা শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল কিন্তু তর্ক ও জ্ঞানকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন আত্মপ্রত্যয়কে স্বীকার করিল তখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের অধিকারী হইয়া কৃষ্ণসেবা করিল। অতএব নারায়ণ উপনিষৎ ও গোপাল-তাপনী ও সাধারণতঃ সমুদায় উপনিষৎই কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় প্রমাণ। আত্মার যে প্রত্যক্ষতা তাহাই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জীবের উহাই সাক্ষাদ্দর্শন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাহাতেই প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ঐতিহ্য তৃতীয় প্রমাণ। সমস্ত ইতিহাস ও মহাজন প্রসিদ্ধিকে ঐতিহ্য কহা যায়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনুভবানন্দ ব্যতীত মহাজনেরা আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বর-স্বরূপ বলেন নাই। অনুভবানন্দ স্বীকার করতঃ যে-সকল পুরুষেরা ভক্তিপথকে অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারাই দেশ বিদেশে গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণতত্ত্বের উপাসনা করেন। ভাষাভেদে ও নাম-ভেদে পদার্থভেদ হইতে পারে না। অনুমানই চতুর্থ প্রমাণ। দৃষ্ট পদার্থ হইতে গুহ্যসত্যের আবিষ্করণ-শক্তিকে অনুমান কহা যায়। যুক্তিই ফলতঃ আত্মার পক্ষে অনুমান, যেহেতু আত্মার প্রত্যক্ষ যে আত্মপ্রত্যয় তাহা যুক্তির পক্ষে অবশ্যই গুহ্য। ঐ গুহ্যকে যুক্তিও বহুযত্নে স্থাপনা করিয়াছেন। যুক্তি সমস্ত পদার্থ বিচার করতঃ তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে এক আনন্দকেই লক্ষ্য করেন। যদিও যুক্তি আনন্দকে বুঝিতে পারেন না, তথাপি উহাকে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

স্বরূপসত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যেহেতু দেশ, কাল, গুণসমুদয় ও তটস্থ-বিচারে ইহা বিকৃত নহে। কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা দূষিত নহে। সমুদয়-তত্ত্ব ইহার অধীন-তত্ত্ব, সিংহস্বরূপে ইহাই পুরুষ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতার দ্বারা ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হয়। ইহাতে যত প্রকার গুণই থাকুক না কেন, সমুদয় বিপরীত হইলেও অবিরোধী। ইহাতেও ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। সমস্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণ। তাহাতে ঐ সকল গুণ ও ঐশ্বর্য্য স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষরূপে বরণ করিয়াছে। গুণ ও গুণাধার কৃষ্ণে অধীন ও অধীশ্বর সম্বন্ধ। অন্যত্র বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য সম্ভবে না। কিন্তু যথার্থ পুরুষরূপ কৃষ্ণে কোন-প্রকার বিরোধ উৎপত্তি করিতে বিপরীত গুণদিগের ক্ষমতা নাই, যেহেতু জড়গুণ-সমুদয় সচ্চিদানন্দের অবশ্যই বশীভূত। সৌন্দর্য্যই সমস্ত গুণের চরম। সৌন্দর্য্য-প্রযুক্ত কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক। ইহাই স্বরূপ-তত্ত্ব-রূপ কৃষ্ণের প্রধান ক্রিয়া। অতএব সেই পুরুষ যথার্থই বংশীধারী। ঐ বংশীধারী পুরুষই সংসাররূপ অকল্যাণ

হইতে জীবকে উদ্ধার করায় কল্যাণপ্রদ। অতএব ঐ বংশীধারী মহাপুরুষই ত্রিভঙ্গভঙ্গিম হইয়া সংসারী জীবগণকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করেন। স্নিগ্ধতাই তাঁহার পরম কল্যাণ, অতএব ঐ পুরুষের উজ্জ্বল স্নিগ্ধকর শ্যামবর্ণই প্রত্যক্ষ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা, সর্ব্বাকর্ষকতা, কল্যাণ-প্রদতা ও স্নিগ্ধকরতা ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বই স্বরূপ-তত্ত্ব। যেহেতু এই সমুদয় লক্ষণই কেবলানুভবানন্দ ব্যতীত আর কিছুতেই নাই।

স্বরূপ-সত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন-প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়। বৃহত্ত্ব ও অণুত্ব এই দুইটী অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয়। অনুভবানন্দকে বৃহত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে ব্রহ্ম হয় ও অণুত্বে অলঙ্কৃত করিলে পরমাত্মা হয়। অতএব ব্রহ্মে ও পরমাত্মায় স্বরূপ-সৌন্দর্য্য রহিত হইয়া অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীব ঈশ্বরের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের অধিকারী, অতএব অলঙ্কার-সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব-রূপ স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ বৃহত্ত্বকেই স্বরূপ কহিয়া উহাতে জড়িত আনন্দাভাসকে প্রাপ্ত হন। যোগীগণ বৃহত্ত্বের ক্লীবত্ব জানিয়া ঈশ্বরকে অণু হইতেও অণু বিচার করিয়া হৃদয় মধ্যে সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কিন্তু উভয়েই যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হন নাই বলিতে হইবে; যেহেতু বেদ ঈশ্বরকে অণু হইতে অণু ও মহৎ হইতে মহৎ কহিয়াছেন। অণুত্ব ও মহত্ত্ব ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমাত্র; স্বয়ং ঈশ্বর নহে। এই প্রকার ঈশ্বরের একটী একটী অলঙ্কার অবলম্বন করিয়া উপাসনা করতঃ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ শৈব, কেহ যোগী নাম দিয়া একটী একটী সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপসত্য কেবলানু-ভবানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে সম্প্রদায় সম্ভবে না। সাম্প্র-দায়িকেরা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারাচ্ছাদিত ও গুণ-বিকৃত ভাবনিচয়ের উপাসক, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইতে পারেন না। অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগের ভাব দূরে থাকুক শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণও ঈশ্বরের অখিল ঐশ্বর্য্য ও গুণ-সকল দ্বারা অলঙ্কৃত অর্থাৎ স্বরূপাচ্ছাদিত মহারাজ-রাজেশ্বরভাব গ্রহণ করিয়াও সাক্ষাৎ কেবল-অনুভবানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণোপাসনায় বিলম্ব প্রাপ্ত হন।

অতএব দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি স্বরূপসত্য। যেহেতু কৃষ্ণতত্ত্ব তোমার ক্রীড়া বশতঃ সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, অন্যান্য তত্ত্বের ন্যায় বদ্ধভাব-মলযুক্ত নহে। এই কৃষ্ণতত্ত্বই জীবের বৈভবস্বরূপ কোন সম্প্রদায়নির্ণীত গোপ্য বিষয় নহে। ইহাতেই জীবের চূড়ান্ত ভব-নিরোধ সম্ভবে।১৪॥

শ্রৌত পথানুসরণই বাঁচিবার উপায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবৎসন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যায়) বিচার করিয়াছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য-শক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থ-তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবি-রূপেণ। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা— অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদ-বতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগতবর্ণশাবল্যস্থানীয়তদীয়-বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্।"

অর্থাৎ "সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক মানব-জ্ঞানাতীতশক্তিবলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান-রূপে চারি প্রকারে অবস্থিত। সূর্য্য, অন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃসদৃশ মণ্ডল, মণ্ডল-বহির্গত কিরণ ও তাহার প্রতিচ্ছবি (দূরগত প্রতিফলন)—এই চারিরূপ। দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্তনীয়। শক্তিও ত্রিবিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা। অন্তরঙ্গাস্বরূপশক্তিপ্রভাবে পূর্ণ (সচ্চিদানন্দ)-স্বরূপ-বিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি (চিন্ময় ধাম, নাম, সঙ্গী ও সমস্ত ব্যবহার্য্য চিদুপকরণই)

স্বরূপবৈভব, তটস্থাশক্তিপ্রভাবে কিরণস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধজীব-বিগ্রহ (নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্ত অনন্ত জীবগণই অণুচিৎ আশ্রয়) এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্য-[‘শবল’ শব্দার্থ—বিবিধ বর্ণযুক্ত, বহুবর্ণ মিশ্রিত বর্ণের নাম; শবল সম্বন্ধীয়ই শাবল্য।] স্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গবৈভব জড়প্রধানরূপ এই চারি প্রকার। (‘মায়া-প্রধান এবং তৎকৃত সমস্ত জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্মজগৎই ‘প্রধান’-শব্দ বাচ্য।)”—চৈঃ চঃ আ ২।৯৬ অনুভাষ্য। এই সকল তত্ত্ব সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে শুদ্ধ অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তানুসরণে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন না করিতে পারিলে মায়াবাদাদি দোষদুষ্ট হইয়া পড়িতে হইবে।

শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা নিত্য সবিশেষ ও নিত্য নির্ব্বিশেষ। কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার ভগবত্তা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকৃত হয় না। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌কে শ্রুতিতে কোন কোন স্থানে ‘নিরাকার’ ‘নির্ব্বিশেষ’-রূপে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃত আকার ও বিশেষাদি নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্বই স্থাপন করা হইয়াছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ধৃত নিম্নলিখিত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচনটি উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—“যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে ‘নির্ব্বিশেষ’ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেন-না জগতে সবিশেষ-তত্ত্বই অনুভূত হয়, নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব অনুভূত হয় না।” শ্লোকটি এই—

“যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥”

পরতত্ত্বকে কেবল নির্ব্বিশেষ বলিলে তাঁহার অর্দ্ধস্বরূপ মাত্র মানা হয়, তাহাতে পূর্ণতার হানি হইয়া পড়ে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ভৃগুবল্লী ১ অনুবাক্) বর্ণিত হইয়াছে—

“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।”

অর্থাৎ বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। তদুত্তরে বরুণ কহিলেন—যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণী জাত হইয়াছে, জাত হইয়া যদ্দ্বারা সমস্তপ্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাঁহাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা স্পষ্টতঃই পরব্রহ্মের যথাক্রমে অপাদান, করণ ও অধিকরণ—এই ত্রিবিধ কারকত্ব-রূপ নিত্য সবিশেষত্ব সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা সবিশেষ।

তৈত্তিরীয়ে—‘সোহকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি’ (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ) এবং ছান্দোগ্যে “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।” (ছাঃ উঃ ৬প্রঃ ২য় খঃ ৩) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ যখন অনেক হইতে **ইচ্ছা** করিয়া প্রাকৃত শক্তিতে **ঈক্ষণ** অর্থাৎ দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন প্রাকৃত মন ও নয়নের সৃষ্টি হয় নাই, সুতরাং শ্রীভগবানের সঙ্কল্পকারী মন ও ঈক্ষণকারী নয়ন কখনও প্রাকৃত নহে, তাঁহার নিত্য অপ্রাকৃত সবিশেষ স্বরূপগত মনোনয়ন সুতরাং সর্ব্ববেদসম্মত। বেদোক্ত ‘ব্রহ্ম’ শব্দে পূর্ণব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। “বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়। পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥” (চৈঃ চঃ ম ৬।১৪৮)।

নিখিল বেদবেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

“অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥”

—ভাঃ ১০।১৪।৩২

অর্থাৎ “নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, (যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।”

মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব্ব ৫।২২ কথিত হইয়াছে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

অর্থাৎ যাহা প্রকৃতির অতীত—অধোক্ষজ, তাহাই অচিন্ত্যতত্ত্ব, সেই অচিন্ত্যতত্ত্ব-সমূহকে নিশ্চয়ই তর্কের অন্তর্গত করা উচিত নহে। ‘অচিন্ত্য’—লোকাতীত বলিয়া তাহা কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে,

একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের নিকটই তাহা আত্মপ্রকাশ করেন। শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ নামরূপগুণ-লীলাদিরূপ বস্তুই 'ভাব'। জড়াহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তির প্রাকৃত মনোবুদ্ধিকল্পিত অনুমানই 'তর্ক'। শ্রুতিও বলিতেছেন—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কঠ ১।২।৯)—অর্থাৎ "হে নচিকেতঃ, তুমি যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারকারিণী মতি লাভ করিয়াছ, অন্ধ তর্কদ্বারা তাহাকে ভ্রংশ করা উচিত নহে।" 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) সূত্রেও কথিত হইয়াছে—"তর্কদ্বারা কখনও প্রকৃতপ্রস্তাবে অর্থ নির্ণীত হয় না। এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা যে অর্থ স্থাপন করেন, তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যযুক্ত অপর অনুমাতা (অনুমান কর্ত্তা) তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এইজন্য তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

শ্রীভগবান্ অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় ও অবাঙ্মনসোগোচর অনির্ব্বচনীয় বস্তু। এজন্য তাঁহার স্বকীয় বাক্যরূপ অপৌরুষেয় বেদই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ। 'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ' এই শ্রীমুখবাক্যে তাঁহাকে বেদবেদ্য বলা হইয়াছে। 'শাস্ত্র যোনিত্বাৎ' এই সূত্রার্থ-বিচারে শ্রীভাষ্য বলেন—শাস্ত্রং যোনিঃ কারণং প্রমাণং তৎ শাস্ত্রযোনিঃ, তস্য ভাবঃ শাস্ত্রযোনিত্বং—তস্মাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানকারণত্বাচ্ছাস্ত্রস্য তদ্‌যোনিত্বং। শ্রীমধ্বমুনিও বলেন—শাস্ত্রং যোনিঃ প্রমাণমস্যেতি শাস্ত্রযোনিঃ। অর্থাৎ 'ব্রহ্মজ্ঞানকারণত্ব হেতু শাস্ত্রের তদ্‌যোনিত্ব।' শাস্ত্রই ব্রহ্মের যোনি অর্থাৎ প্রমাণ। অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের একমাত্র কারণ শাস্ত্র, সুতরাং শাস্ত্রোক্ত লক্ষণদ্বারা লক্ষিত বস্তুই ব্রহ্ম। 'ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামঃ' এস্থলে 'উপনিষৎ' শব্দে শাস্ত্র। এই শাস্ত্রই যাঁহার জ্ঞানের একমাত্র হেতু। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্কান্দবাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ॥"

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ—ইহাই শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। ইঁহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এতদ্‌ব্যতীত অন্য যে সকল গ্রন্থ আছে, তাহা ত' শাস্ত্র নহেই, পরন্তু তাহাদিগকে 'কুবর্ত্ম' অর্থাৎ কুপথ বলা যাইতে পারে। তাৎপর্য্য এই—সচ্ছাস্ত্র 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি'—শ্রীমুখবাক্যানুসারে ভক্তিবর্ত্ম-নির্দ্দেশক, ভক্তিই জীবকে গোলোক বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মে লইয়া যান, ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করান। শ্রীভগবান্ ভক্তিবশ্য, ভক্তিরই প্রশংসা সর্ব্বশাস্ত্রে গীত হইয়াছে। সেই ভক্তিই যে-শাস্ত্রের মর্ম্ম না হয়, তাহা সুতরাং কুবর্ত্ম।

যদ্যপি "অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে। কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥ ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে। সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥ অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥ (অর্থাৎ হে দেব, আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের কৃপালেশ দ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই আপনার মহিমার তত্ত্ব জানিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া অনুমিতি-পন্থা অবলম্বনে সে তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা জানিতে পারেন না।)" ইত্যাদি বিচারে পরতত্ত্ব অনুমেয় নহেন, ইহা বলা হইয়াছে, তথাপি 'মন্তব্যঃ' শ্রুতিতে আবার অনুমান স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানানুকূল তর্ক অস্বীকৃত হয় নাই। তার্কিক গৌতমাদির শুষ্কতর্কের হেয়ত্ব প্রতিপাদ-নার্থই 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' শ্রুতি প্রযুক্ত হইয়াছে। শুষ্কতর্ক দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লভ্য নহে। এজন্য বলা হইয়াছে বেদান্ত শাস্ত্র হইতে অবগত হইয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয় রহিত শাস্ত্র-বাক্যই নির্দ্দোষ প্রমাণ। 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' সূত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতি বা বেদের শব্দ-মূলত্ব। শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন—

"এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্বাঙ্গিরস-ইতিহাসঃ-পুরাণম্ ইত্যাদি।"—বৃহদারণ্যক ৪।৫।১১

অর্থাৎ ঋগাদি চতুর্ব্বেদ, মহাভারত ইতিহাস ও পুরাণ—শ্রীভগবানের নিঃশ্বাস হইতে উদ্ভূত অর্থাৎ বেদময়ী তনু

শ্রীভগবান্‌ই শব্দব্রহ্ম বেদাদি শাস্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য ইহা অপৌরুষেয়, কোন প্রাকৃত পুরুষরচিত নহেন।

ছান্দোগ্যেও (৩।১৫।৭) ইতিহাস পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে—

ঋগ্‌বেদং ভগবোহধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।৪।২০, ৩।১২।৩৯ প্রভৃতি শ্লোকে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার, তাঁহার সমাধিলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবত সুতরাং অপৌরুষেয়।

শ্রীল শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—

তত্র চ বেদশব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাদ্ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পর বিরোধাদ্ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চেতিহাসপুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ।"

অর্থাৎ সম্প্রতি বেদোক্তশব্দের দুষ্পারত্ব ও তাহার অর্থের দুরধিগম্যত্বহেতু, বিশেষতঃ তদর্থনির্ণায়ক মুনিগণের মধ্যেও পরস্পর বিরোধ দেখা যায় বলিয়া বেদার্থনির্ণায়ক ইতিহাসপুরাণাত্মক শব্দই বিচারণীয়।

মহাভারত আদি-পর্ব্ব ১।২৬৭ ও মনুসংহিতায়ও লিখিত আছে—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"

'সমুপবৃংহয়েৎ' শব্দে বেদার্থং স্পষ্টীকুর্য্যাৎ।

অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণ দ্বারা বেদার্থ স্পষ্ট করিবে। যেহেতু পূরণাৎ পুরাণম্, ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং সম্ভবতি —বেদার্থ পূরণ করেন বলিয়াই পুরাণ বলিয়া অভিহিত। অবেদ অর্থাৎ যাহা বেদ নয়, তাহা দিয়া কখনও বেদার্থ বৃংহণ অর্থাৎ স্পষ্টীকরণ করা সম্ভব হয় না। অপৌরুষেয়ত্ব-হিসাবে বেদ ও পুরাণে কোন ভেদ নাই। কেবল বেদমন্ত্র উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিদ্ ভেদে এবং পদক্রমানুসারে উচ্চারিত হয়, পরন্তু ইতিহাস পুরাণোচ্চারণে তাদৃশ কোন স্বর বা ক্রমবিচার নির্দ্দেশ নাই।

"বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ" অর্থাৎ যিনি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইয়া দেন, তিনিই বেদ। শ্রীভগবদ্‌বাক্য বেদ স্বতঃ প্রমাণশিরোমণি। প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও ভ্রম (বস্তুতে অবস্তু বা অবস্তুতে বস্তু ভ্রম), প্রমাদ (অমনোযোগিতা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ও বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা)—দোষরহিত বচনাত্মক-শব্দই মূল প্রমাণ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানপ্রদ। ন্যায়দর্শন বলেন—আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ, আপ্তস্তু যথার্থ বক্তা অর্থাৎ যথার্থ বক্তা আপ্তোপদেশই শব্দ। আপ্ত অর্থে বিশ্বস্ত। উক্ত দোষচতুষ্টয়-রহিত বক্তাই সুতরাং বিশ্বস্ত—যথার্থ বক্তা। সুতরাং লৌকিক ও বৈদিক দুইপ্রকার বাক্যের মধ্যে ভগবদুক্ত বেদবাক্য স্বতঃই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ-জ্ঞানজনক, লৌকিক আপ্তবাক্য বা উক্ত দোষরহিত যথার্থ বক্তার বাক্য হইলেই তাহা প্রমাণ যোগ্য, নতুবা প্রমাণার্হ নহে।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, "কালেন নষ্টা বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥" এই ভাগবতীয় বাক্যে কথিত হইয়াছে—(শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে উদ্ধব,) যাহাতে মদাত্মক অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাতে রতি হয়, এমন ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে এবং যাহা আমি ব্রাহ্মকল্পের আদিতে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয়কালে কালধর্ম্মে লুপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মা নারদকে, নারদ বেদব্যাসকে, ব্যাস শুকদেবকে, শুক পরীক্ষিৎকে, শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদ আবার সূত গোস্বামী শৌনকাদি মুনিকে, সেই সূত-শৌনকসংবাদ আবার শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে কীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহারা ষড়্‌গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজ-ঠাকুরনরোত্তম-শ্রীবিশ্বনাথ-শ্রীবলদেব-শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পদাঙ্কানুসরণে শ্রৌতপারম্পর্য্যে সেই সত্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা-বলে অদ্যাপি সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী অবধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। নতুবা শ্রৌতপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক "এবং প্রকৃতি বৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাং" বিচারানুসারে মানবসমাজ বেদবিরোধী নানা মতবাদ কলুষিত হইয়া পড়িতেছেন। ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম-মর্ম্ম মহাজনের হৃদয়গুহায় নিহিত থাকে, এজন্য তাঁহাদের

আচরণ অনুসরণ ব্যতীত তর্ক-পন্থা, অশ্রৌতপন্থা বা আরোহপন্থায় কখনও তাহা উপলব্ধি হয় না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে এজন্য "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'— এই বাক্য বলিয়াছিলেন। "যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥ চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'। তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥"— শ্রীবঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির প্রতি শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীরও ইহাই উপদেশ। অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথ শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত অতিক্রম করা বড়ই কঠিন। আবার "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥" ইহাও-মহাজনোপদেশ। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত না বুঝিলে শুদ্ধভজনই বা কি প্রকারে' হইবে? তবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবিশ্রান্ত দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত নাম করিতে পারিলে নামের কৃপায় অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ক্রমশঃ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু শুদ্ধভক্ত-সাধু সঙ্গে নাম গ্রহণ করিতে না পারিলে পদে পদে পদস্খলনের আশঙ্কা। "মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান' না যায়। সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥' আবার **শুদ্ধভক্ত-সাধুসঙ্গ** না হইলে শুদ্ধনাম অর্থাৎ নিরপরাধে নাম হইবার কোন আশা থাকিবে না। মায়াবাদী সাধুরাও নাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা নাম-রূপাদির নিত্যত্ব—ভক্তি-ভক্ত-ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের সঙ্গে কখনই শুদ্ধ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না। বিশেষতঃ "কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে মায়াবাদীর স্তবন।" অতএব সাধু সাবধান!

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা

[গত ১৯ চৈত্র, ২ এপ্রিল শুক্রবার চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রকটবাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের সারমর্ম্ম]

আজ শুভবাসরে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধা-মাধব-জীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হয়েছেন। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য যে শ্রী ভগবানের সেবার সুযোগ পাব। শ্রীমূর্ত্তি কি করে ভগবান্ হয় তৎসম্বন্ধে আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যক্তির মনে সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। এজন্য অদ্যকার সভায় 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' আলোচ্য-বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত হয়েছে। বিষয়টী কঠিন, কিন্তু আলোচনার জন্য সময় কম। দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণের বহু দিক থাকলেও আমি সঙ্ক্ষেপতঃ কএকটী বিষয় আলোচনা করবো, আপনাদের বিশেষ অভিনিবেশ প্রার্থনা করছি। প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের ব্যক্তিত্ব আছে কি না? কারণ ব্যক্তিত্ব (Personality) না থাকলে তার মূর্ত্তি হ'তে পারে না। যে বস্তু চেতন—জ্ঞান, তার মধ্যে তিনটি লক্ষণ পাওয়া যাবে —ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি। অচেতনে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি নাই। যাতে ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি আছে উহাকে ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করতে হ'বে, তাহা অণু হউক, কিংবা বিভু হউক। আমি অচেতন হ'লে আমাতে অনুভব থাকতো না, সুতরাং আমি চেতন—জ্ঞান। আমি জ্ঞান হ'লেও, পূর্ণ জ্ঞান নহি, কারণ পূর্ণ জ্ঞান হ'লে তাতে সর্ব্বজ্ঞতা, ব্যাপকতা সব সময়ের জন্য থাকতো। পূর্ণ জ্ঞান এক—দুইটি, তিনটি হয় না—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। পূর্ণের বাইরে কিছু থাকতে পারে না, একটা পরমাণুও থাকতে পারে না। পূর্ণের বাইরে একটা পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করলে পূর্ণের পূর্ণত্বে হানি করা হবে। পূর্ণের অপর নাম অসীম। অসীমের বাইরে কিছু আছে স্বীকার করলে অসীমকে সসীমে পরিণত করা হবে। সুতরাং অসীম এক, আর যাবতীয় বস্তু তদন্তর্গত, তৎক্রোড়ীভূত বা তদধীন। আমি যদি অসীম হ'তাম, আমার মধ্যে সমস্ত বস্তু থাকতো এবং সমস্ত বস্তুর নিয়ন্তা (controller) আমি হতাম। আমি সর্ব্বশক্তিমান্ নহি, সর্ব্বব্যাপক ভূমা চেতন নহি, কিন্তু আমি চেতন। পাশ্চাত্য

দার্শনিকগণ 'Absolute' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন 'Absolute is for Itself and by Itseslf.' অর্থাৎ 'পূর্ণ নিজের জন্য নিজে এবং সমস্ত বস্তু তাঁ'র জন্য।' কিন্তু আমার চিৎসত্তা সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র চিৎসত্তা নহে, আমার চিৎসত্তা আপেক্ষিক। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পূর্ণ-চিৎসত্তার চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয় আপেক্ষিক চেতন আমি। অণুচেতন আমি, আমার কারণ পূর্ণ চেতন।চেতনের কারণ কখনও জড় বা অচেতন হ'তে পারে না। দু'টী জড়ের সংমিশ্রণে চেতনের উৎপত্তি স্বীকৃত হ'তে পারে না, কারণ যাতে যে বস্তু নাই তা' হ'তে সে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নহে। কাষ্ঠে অগ্নি নাই, ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হলো, সুতরাং নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হলো, এরূপ যুক্তি নিরর্থক। কারণ কাষ্ঠে অগ্নি আছে বলেই উহা অভিব্যক্ত হলো—অব্যক্ত ব্যক্ত হলো, কিন্তু নাস্তিত্ব অস্তিত্বের হেতু হলো না—অস্তিত্বই অস্তিত্বের হেতু। তদ্রূপ জ্ঞানই জ্ঞানের হেতু, অজ্ঞান নহে। আমার চিৎসত্তায় তিনটী ভাব বিদ্যমান—বোধভাব, সত্তাভাব, আনন্দভাব। নিত্য-বোধ আনন্দময় সত্তা 'আত্মা' শব্দ দ্বারা সংজ্ঞিত। আমি আত্মা, আমার কারণ যিনি—তিনি শ্রেষ্ঠ আত্মা বা পরমাত্মা। ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতিযুক্ত ব্যক্তিত্বের কারণ ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি-যুক্ত ব্যক্তিত্ব ছাড়া তদ্বিপরীত ইচ্ছা, ক্রিয়া, অনুভূতি-রহিত সত্তা হ'তে পারে না। কারণ ইচ্ছা, ক্রিয়া ও অনুভূতিযুক্ত পূর্ণ ব্যক্তিত্বই ভগবান্। 'ব্যক্তি' বল্লেই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা তিন মানের মধ্যে এসে গেল—সসীম হয়ে গেল, এরূপ ধারণা অজ্ঞতা-প্রসূত। মায়িক ব্যক্তিত্বে হেয়তা দেখে কারণ-ব্যক্তিত্বে তা' আরোপ করতে যাওয়া মূর্খতা। ভগবান্ ব্যক্তি, কিন্তু অসীম ব্যক্তি। তিনি ভক্তগণের প্রেমাস্পদ মধ্যমাকার-বিশিষ্ট হয়েও বিভু হ'তে বিভু আবার অণু হতেও অণু,—অবিচিন্ত্য-মহাশক্তি-বিশিষ্ট, ইহাই ভগবানের ভগবত্তা। তিনি প্রাকৃত-বিশেষ-রহিত বলে নির্ব্বিশেষ, আবার অপ্রাকৃত বিশেষযুক্ত বলে সবিশেষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'ব্রহ্ম' অপাদান (পঞ্চমী বিভক্তি), করণ (তৃতীয়া বিভক্তি) ও অধিকরণ (সপ্তমী বিভক্তি)—তিনটী কারকযুক্ত সবিশেষরূপে নিরূপিত হয়েছেন। যথা— "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।" "যা' হ'তে সমস্ত জীবের উৎপত্তি, যদ্দ্বারা সমস্ত জাতজীবের সংরক্ষণ, যা'তে সমস্ত জীবের গতি, তাঁ'কে বিশেষরূপে জান তিনি কেবল ব্রহ্ম।" পরব্রহ্ম সবিশেষ (Person)। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যা-ব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥' —গীতা ১৪।২৭। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয় বা কারণ আমি। 'প্রতিষ্ঠা'—'প্রাচুর্য্য' অর্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে আনন্দের প্রাচুর্য্য রয়েছে। ব্রহ্ম তরল আনন্দ, শ্রীকৃষ্ণ ঘনীভূত আনন্দ-স্বরূপ। গীতাশাস্ত্রে জীবকে শ্রীকৃষ্ণ একস্থানে তাঁ'র অংশ (মমৈবাংশো জীব-লোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ) এবং অন্যত্র তাঁর পরাপ্রকৃতি সম্ভূত (ইতস্ত অন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ) বলেছেন। সুতরাং গীতার সিদ্ধান্তানুযায়ী জীব শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি সম্ভূত অংশ। পূর্ব্বে বলা হয়েছে আমি জ্ঞান, আমাতে তিনটি ভাব আছে—সত্তাভাব, বোধভাব ও ক্রিয়াভাব (আনন্দ-ভাব)। আমার কারণ বৃহৎ চেতনে—বৃহৎ সত্তা, বৃহৎ জ্ঞান ও বৃহৎ আনন্দ রয়েছে। উভয়ই সচ্চিদানন্দময় হ'লেও জীবে প্রকৃতিগত অণুসচ্চিদানন্দময়তা আর ভগবানে বস্তুগত বিভু-সচ্চিদানন্দময়তা। জীবসত্তার ব্যক্তিত্ব মানি, কিন্তু ভগবানের ব্যক্তিত্ব মানি না—এর যুক্তি নাই।

বৈদিক সংস্কৃতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই—পার্থিব প্রত্যেক বস্তুর পশ্চাতে চেতনের বা ব্যক্তিত্বের অধিষ্ঠান বেদে স্বীকৃত হয়েছে, যা' পৃথিবীর কুত্রাপি কোন ধর্ম্মমতে দৃষ্ট হয় না। জড়বিজ্ঞানের কৃতিত্বের মহিমায় দৃপ্ত আধুনিক যুক্তিবাদী ব্যক্তিগণ এই বৈদিক সূক্ষ্ম বিচারের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে না পেরে বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে পারেন। বুদ্ধির জাড্য হেতু তাঁ'দের সূক্ষ্মানুভূতির যোগ্যতা ক্রমশঃ লুপ্ত হ'তে থাকায় এরূপ বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য তাঁ'রা মনে করে থাকেন তাঁ'দের মত বিজ্ঞ কেহ নাই। গীতাশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, পরাপ্রকৃতি বা চিচ্ছক্তি জগৎকে ধারণ করে রেখেছে। অপরা বা জড়া প্রকৃতির নিজেকে ধারণ করে রাখ্বার

কোন নির্জ্জস্ব ক্ষমতা নাই। জগতের যাবতীয় বস্তু চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই রক্ষিত হচ্ছে নতুবা রক্ষিত হয় না। স্থূল দর্শনে সূর্য্যকে জড় ব'লে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই সূর্য্যের অস্তিত্ব; উক্ত অধিষ্ঠিত চেতনকে সূর্য্যদেবতা বলে। তদ্রূপ বরুণের বাহ্যরূপ জল, কিন্তু তাঁ'র স্বরূপ বরুণদেব, পবনের বাহ্যরূপ প্রবাহিত বায়ু, কিন্তু তাঁ'র স্বরূপ পবনদেব, গঙ্গার বাহ্যরূপ প্রবাহিত জল, কিন্তু তাঁ'র স্বরূপ গঙ্গাদেবী। সমুদ্রের বাহ্যরূপ বিশাল জলরাশি কিন্তু তৎপশ্চাতে সমুদ্রের চিৎস্বরূপ ব্যক্তিত্ব রয়েছে, যে-জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে লক্ষ্য করে বাণ উত্তোলন করলে সমুদ্র রূপ ধারণ করে ভীত সন্ত্রস্ত হ'য়ে পূজোপহার হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করেছিলেন। প্রামাণিক শাস্ত্র শ্রীরামায়ণে এই প্রকার বর্ণন আমরা পাই। বাল্মীকি ঋষি অর্বাচীনের মত বর্ণন করেন নাই। গঙ্গাজলের পশ্চাতে আছেন গঙ্গাদেবী, এজন্য গঙ্গার পূজা হয়। পূজা-গ্রহণকারী না থাকলে পূজা নিরর্থক। বিশ্ব ভগবানের রূপ, কিন্তু স্বরূপ নহে। বিশ্ব ভগবানের শক্তির অভিব্যক্তি এই বিচারে ভগবানের রূপ। এ সবকে hallucination মনে করা ভুল হবে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। বর্ষাকালে মায়েরা সব রামায়ণ শুন্‌বার জন্য আমাকে বাংলা রামায়ণ (কৃত্তিবাসী) পাঠ করতে বল্লে আমি ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে রথে চড়ে যুদ্ধের প্রসঙ্গ পাঠ করছিলাম। এমন সময় উক্ত বাড়ীর কলিকাতা হ'তে সদ্য আগত বি-এ পাশ একটী যুবক ছেলে দর্পণের সম্মুখে কেশ বিন্যাস করতে করতে রামায়ণের উক্ত প্রসঙ্গ শুনে অট্টহাস্য করে বল্লেন,—'আরে—সব গাঁজায় দম দিয়ে লেখা। রথ ত' মাটীতে চলে, রথ কি কখনও আকাশে চলে? যেম্‌নি শ্রোতা, তেম্‌নি বক্তা, তেম্‌নি লেখক।' কিন্তু পরবর্ত্তিকালে যখন প্রথম বিমান আবিষ্কৃত হলো, তখন এঁদেরকেই সগৌরবে বলতে শোনা গিয়েছে—'হাঁ, আমাদেরও এই সংস্কৃতি ছিল—বিজ্ঞান ছিল।' 'ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ'। মূর্খ যারা, তারা হ'য়ে গেলে পরে বুঝে। রামায়ণ, মহাভারতাদি আমাদের বহু শাস্ত্রে বিমানের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। কালচক্রে কখনও কোন বিজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়, আবার কখনও লুপ্ত হ'য়ে যায়। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ এই ভাবেই আবাহমানকাল চল্‌ছে। অন্যের কথা আর কি বল্‌বো, এক সময় আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডাঃ সি, ভি রমণের সহিত আলাপ ক'রে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। বহু দিন পূর্ব্বের কথা বল্‌ছি, আমি তখন ব্রহ্মচারী ছিলাম। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর নামে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যেও প্রচুর পক্ষপাতদুষ্ট সঙ্কীর্ণতা দেখা যায়। ডাঃ রমণকে যখন আমি মঠের পক্ষ হ'তে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালাম, তখন তিনি বল্লেন—"যাকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না, তাকে আমি মানি না। আমার experience এর মধ্যে না আসা পর্য্যন্ত আমি কোন কিছুর জন্য বৃথা সময় দিতে ইচ্ছুক নহি। ভগবান্‌কে চাক্ষুষ দেখাতে পারো ত' সময় দিব, নতুবা নহে।" তদুত্তরে আমি বল্লাম—"সব কিছু কি আমার experience-এ আসে? দেয়ালের বাইরে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না বলে যদি আমি বলি দেয়ালের বাইরে কিছু নেই, তা' হ'লে কি আমার এই বিবৃতি সত্য হবে? আপনি যে-বৈজ্ঞানিক-সত্য উপলব্ধি করেছেন তা' আমাদের বোধের মধ্যে আস্‌ছে না বলে যদি আমরা বলি, 'মানি না', তা' হ'লে কি ঠিক হবে?" তখন তিনি বল্লেন—"আমি যন্ত্রের সাহায্যে বাইরের বস্তু দেখ্‌বো ও দেখিয়ে দেবো। আমি যে-বৈজ্ঞানিক-সত্য উপলব্ধি করেছি তা' আমি চাক্ষুষ দেখিয়ে দেবো। তবে যে-process-এ (প্রণালীতে) আমি উহা উপলব্ধি করেছি সেই process-এ তোমাদিগকেও আস্‌তে হবে।" তখন আমি বল্লাম—"যন্ত্রেরও ত' একটা সীমা আছে। যন্ত্রের সাহায্যে যা' experience এর মধ্যে এলো না, তা' কি মান্‌বো না? না মান্‌লে কি ঠিক হবে? আপনি বল্লেন আপনার process-এ এলে আপনি আপনার উপলব্ধি সত্য বুঝিয়ে দেবেন। এ কথা কি অপরপক্ষ ঋষিগণ বল্‌তে পারেন না, তাঁ'দের process-এ এলে—সাধন-প্রণালী গ্রহণ করলে, তাঁরাও পরমাত্মা দর্শন করিয়ে দিবেন!". আগে উপলব্ধি করিয়ে দাও, পরে তদ্বিষয়ে যত্ন করবো, সাধন করবো, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

বিশেষরূপে গ্রহণ করেছে যে-রূপ তাঁকে বিগ্রহ বলে। লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, পুরুষাবতার, গুণাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার এই মুখ্য ছয় প্রকার অবতার ছাড়াও ভগবান্ জগজ্জীবকে নিজ সেবা প্রদানের জন্য কৃপাপূর্ব্বক অর্চ্চ্যা শ্রীবিগ্রহরূপেও আবির্ভূত হন। এই প্রকার কৃপাময় অবতার অর্চ্চ্যা শ্রীমূর্ত্তিতে যে-ব্যক্তি শিলাবুদ্ধি করে, সে নারকী ('অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ··· নারকী সঃ'—পদ্মপুরাণ)। অন্ধকারে সূর্য্যের উদয় হ'লে সূর্য্যকে অন্ধকার বলা যাবে না। সূর্য্য অন্ধকারের কোন অংশ নহেন। তদ্রূপ অজ্ঞানে জ্ঞানের আবির্ভাব হ'তে পারে, কিন্তু তজ্জন্য অজ্ঞানের কোন অংশ জ্ঞান নহে। প্রাকৃত বুদ্ধি, প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাকৃত বস্তুর দ্বারা তৈরী বস্তু পুতুল ছাড়া কিছুই নহে। সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণ lump of matter (পুতুল) পূজা করেন না। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিগণকে পৌত্তলিক ব'লে নিন্দা ক'রে থাকেন।

'ভগ' শব্দের অর্থ শক্তি, 'বান্' শব্দে যুক্ত; শক্তিযুক্ত তত্ত্বকে ভগবান্ বলে। কোন্ শক্তিযুক্ত? যতপ্রকার শক্তি হ'তে পারে ততপ্রকার শক্তিযুক্ত অর্থাৎ 'ভগবান্' শব্দের অর্থ 'সর্ব্বশক্তিমান্'। আমরা অনেক সময় ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ মুখে বলি, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের খেয়াল অনুসারে প্রদত্ত শক্তিযুক্ত তাঁ'কে মনে করি। আমরা যেই যেই শক্তি দিব, ভগবান্ কি সেই সেই শক্তিযুক্ত, অথবা আমাদের চিন্ত্য ও অচিন্ত্য সমস্ত শক্তি তাঁ'তে রয়েছে? যখনই ভগবান্‌কে 'সর্ব্বশক্তিমান্' বল্লাম, তখনই তিনি এটা করতে পারেন, এটা করতে পারেন না, এ কথা বল্‌বার অধিকার কি আর আমাদের থাকে? 'কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং যঃ সমর্থঃ স ঈশ্বরঃ।' সর্ব্বশক্তিমান্ যে কোন স্থানে, যে কোন মূর্ত্তিতে সর্ব্বশক্তি নিয়ে আস্‌তে পারেন। যদি বলি, পারেন না, তা' হ'লে তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তা বা অসীমত্বকে অস্বীকার করা হয়। অবশ্য আমি কোন বস্তুকে ভগবান্ বলে মনে করলেই উহা ভগবান্ হবে না, কারণ ভগবান্ আমার তাঁবেদার নহেন। কিন্তু ভগবান্ ইচ্ছা কর্‌লে ভক্তকে কৃপা কর্‌বার জন্য যে-কোন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হ'তে পারেন।

কেহ মনে কর্‌তে পারেন, পৃথিবীতে ভগবান্ যখন আসেন, তখন মায়ার ত্রিগুণকে স্বীকার ক'রেই তাঁ'কে আস্‌তে হয়, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। ভগবান্ স্বীয় অপ্রাকৃত স্বরূপেই জগতে আসেন, মায়িক পোষাক পরিধান ক'রে তাঁ'কে আস্‌তে হয় না, কারণ তিনি মায়াধীশ। কর্ম্মফলে বাধ্য জীবের জন্য যে কানুন, তা' ভগবান্ বা ভগবৎ-পার্ষদে প্রযোজ্য নহে। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড বহির্ম্মুখ জীবগণের কারাগারস্বরূপ। কারাগারের মালিক যেমন নিজ পোষাকেই আসেন, কয়েদীর পোষাক (জাঙ্গীয়া) পরিধান ক'রে তাঁ'কে আস্‌তে হয় না, তদ্রূপ মায়াধীশ ভগবান্ নিজ স্বরূপেই জগতে আসেন। নির্গুণ স্বরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হ'লেও ত্রিগুণবদ্ধ জীব ত্রিগুণাত্মক রঙ্গীন চশমার মাধ্যমে দর্শন করার ফলে নির্গুণস্বরূপকেও ত্রিগুণময় দেখে। দর্শনের মাধ্যম রঙ্গরহিত হ'লে বস্তুর যথাযথরূপের প্রতীতি হ'তে পারে। ভক্তগণ নির্গুণ অপ্রাকৃত প্রেমনেত্রেই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করে থাকেন।

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈবহৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।"

শ্রীভগবান্ ব'লছেন—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

—গীতা ৪।৭-৮

অর্থাৎ যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন ভগবান্ সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্টবিনাশাদির জন্য ভগবানের আবির্ভাবের অত্যাবশ্যকতা নাই, কারণ যোগ্য শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষের দ্বারাও উহা সম্পাদিত হ'তে পারে। ভগবানের আবির্ভাবের মুখ্য কারণ ভক্ত। যেমন প্রবাসগত পতির বিচ্ছেদে বিরহকাতরা পত্নীর দুঃখ পতি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিনিধি, দ্রব বা উপায়ের দ্বারা

দূরীভূত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ভক্তের বিরহ দুঃখ দূর হয় না। সাধুগণের পরিত্রাণ অর্থাৎ দর্শন দানের দ্বারা তাঁ'দের বিরহ দুঃখ দূর করার জন্যই ভগবান্ জগতে আসেন।

ভগবানের অদর্শনে প্রেমিক ভক্ত যখন অত্যন্ত বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, তখন ভক্তার্ত্তিহর ভগবান্ তাঁ'র হৃদয়ে আবির্ভূত হন। ভক্ত ভগবৎ-স্বরূপ দর্শন ক'রে পরম সুখ লাভ করেন। পুনঃ ভগবান্ অন্তর্হিত হ'লে ভক্ত বিরহে ক্রন্দন করতে থাকেন এবং প্রেমাস্পদের দর্শন উৎকণ্ঠায় অন্তর্দৃষ্ট ভগবৎ-স্বরূপকে বাইরে প্রকট করেন। উক্ত বাহ্য প্রকটিত রূপকে প্রতিমা বলে। উক্ত প্রতিমা বা শ্রীমূর্ত্তি অবরোহপন্থায় এসে প্রকটিত হলেন, এজন্য উহা শ্রীবিগ্রহ। নিম্নাধিকারী ব্যক্তি উক্ত শ্রীমূর্ত্তিকে প্রথমতঃ জড়ময়, মধ্যমাধিকারী মনোময় ও উত্তমাধিকারী চিন্ময়স্বরূপে দর্শন করে থাকেন। প্রেমিক-ভক্তের প্রেম-নেত্রে—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন" এইরূপ প্রতীত হয়।

কেহ বল্‌তে পারেন—দেখ্‌লাম ভাস্কর মৃত্তিকাদির দ্বারা মূর্ত্তি তৈরী কর্‌লো, উহা কি করে ভগবান্ হয়? একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার না করলে আমরা বিষয়টা ধর্‌তে পার্‌বো না। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা বুঝাবার চেষ্টা কর্‌ছি। মনে করুন—এক ব্যক্তি যাচ্ছে পাল্কীতে চড়ে এক স্থান হ'তে অন্য স্থানে। এর দু'প্রকার দর্শন হ'তে পারে। বাহকগণ কর্ত্তা হয়ে বাহিত ব্যক্তিকে বাক্সে ভর্ত্তি করে নিয়ে যাচ্ছে অথবা বাহিতব্যক্তি কর্ত্তা হ'য়ে বাহকগণের স্কন্ধে আরোহণ করে যাচ্ছে। বাহকগণ কর্ত্তা হ'লে বাহিত হবে বাহকগণের কর্ম্ম, বাহকগণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাহিত যদি কর্ত্তা হন, মালিক হন, মালিকের হুকুমে কতিপয় সেবক পাল্কী বহন করছে এবং নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করছে, এইরূপ বিচার হবে। এখানে বাহকগণ বাহিতের কর্ম্ম, বাহিতের অধীন, বাহিত অপেক্ষা নিকৃষ্ট। বাহ্য দর্শনে দুইটি এক রকম দেখা গেলেও দুইটি কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন জগতের লোক কর্ত্তা হয়ে কিছু তৈরী করে তখন তা' হয় তদপেক্ষা নিকৃষ্ট মাটিয়া বস্তু, পুতুল। আর যখন ভগবান্ কর্ত্তা হয়ে গুরু, পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও ভাস্করাদি-রূপ বাহকগণের স্কন্ধে আরোহণ করে তাঁ'দিগকে সেবার সৌভাগ্য প্রদান করতঃ জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্—পুতুল নহেন।

শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়েই ভগবান্ নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে থাকেন।

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥'

(কঠ ১।২।২৩)

পরমাত্মবস্তু বহু তর্ক, মেধা বা পাণ্ডিত্যের দ্বারা লভ্য হন না। যিনি শরণাগত হন, তাঁ'র নিকট পরমাত্মা স্বয়ং-প্রকাশ-তনু প্রকট ক'রে থাকেন। আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ (empiricist) আরোহপন্থায় অন্বেষণ করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ নিরাকার বল্‌তে বাধ্য হন, কারণ কোন প্রকার challenging mood (আরোহপন্থা) নিয়ে আমরা তাঁ'কে স্পর্শ করতে পারি না। ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অলৌকিকরূপে স্তম্ভ হ'তে প্রকটিত হ'লেও হিরণ্যকশিপু তাঁ'কে ভগবান্ বলে বুঝ্‌তে পারেন নাই, তাঁ'কে অদ্ভুত প্রাণী মনে ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লেন। কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ ভক্তির দ্বারা ভগবদ্রূপ দর্শন ক'রে তাঁ'র স্তব কর্‌লেন।

হিরণ্যকশিপু অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় অধিপতি হ'বার বাসনায় সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার স্তব ক'রে তাঁ'র নিকট হ'তে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট কোন প্রাণী হ'তে যেন তাঁ'র মৃত্যু না হয় সে-প্রকার বর লাভ ক'রেছিলেন। কিন্তু ভগবান্ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বরের সত্যতা বজায় রেখেও তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাদ্বারা শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে তাঁ'কে বধ কর্‌লেন। পক্ষান্তরে হিরণ্যকশিপু তৎপুত্র বিষ্ণুভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদকে হত্যা কর্‌বার অসংখ্য উপায় অবলম্বন ক'রেও তাঁ'র প্রাণনাশে কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নাই। শ্রীভগবান্ তাঁ'র অচিন্ত্য-শক্তিবলে তা'কে রক্ষা ক'রেছিলেন।

———

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ জিনিষটী কি সাক্ষাৎ ভক্তি?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ ব্যাপারটী ৬৪ ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম সাক্ষাৎ ভক্তি। এজন্য সরল ভক্তগণ নিজ সুখের জন্য কিছু না করিয়া সবই কৃষ্ণের সুখের জন্য করেন।

কেহ কেহ বলেন—গুরুকৃপা ব্যতীত ত' স্বসুখবাঞ্ছা ছাড়া যায় না। সুতরাং আমরা আর কি করিব? গুরুকৃপা ব্যতীত ত' কি হরিনাম, কি ভগবৎসেবা কিছুই করা যায় না। তাহা হইলে আমরা নামকীর্ত্তনাদি করিবার জন্য যত্ন করি না কি? আমার যদি মৎস্য-মাংস খাইতে ইচ্ছা হয়, আমি কি তাহা খাইব? আমার যদি পরস্ত্রী সঙ্গ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন কি আমি বলিব যে, গুরুদেব কৃপা না করিলে আমি কি করিয়া এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করিব? আমরা ত' দুর্ব্বল। কিন্তু ইহার নাম কপটতা, ইহা দুর্ব্বলতা নহে।

গুরুগোবিন্দের কৃপালাভের জন্যই সাধন। স্বতন্ত্র আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, ইহা ভক্তের বিচার নহে। স্বসুখবাঞ্ছা না ছাড়িলে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা জাগে না। আহার-বিহারেই স্বসুখবাঞ্ছার প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ভগবানের সুখের জন্য এই দুইটী বিষয়ে নিজে সাবধান অবশ্যই হইতে হইবে এবং তজ্জন্য গুরুগোবিন্দের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। তবে ত' কৃপা হইবে? যেখানে গর্হণ বা বিতৃষ্ণা নাই, সেখানে অসৎসঙ্গ কি করিয়া ত্যাগ হইবে?

ভোগের বস্তু কৃষ্ণকে দিয়া দিলেই গুরুগোবিন্দের কৃপায় তাহাতে আর ভোগবুদ্ধি আসিবে না, বরং তাহাতে পূজ্যবুদ্ধি হইবে। তখন স্বসুখবাঞ্ছা আপনা হইতেই অপসারিত হইবে। ভোগে যে সুখ পায়, সে কি ভোগ ছাড়িতে পারে? ভোগে যাঁহার বিতৃষ্ণা ও তজ্জন্য অনুতাপ হয়, তিনি নিষ্কপটে গুরুগোবিন্দের কৃপাভিখারী হন এবং তখনই তিনি কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগে বল পাইয়া আনন্দিত হন।

কাম, কামনা বা স্বসুখবাঞ্ছা জিনিষটী অজ্ঞানতা, কপটতা, আত্মবঞ্চনা, ভগবদ্‌বঞ্চনা ও দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। সুতরাং বৈষ্ণবমাত্রেরই এই অসৎসঙ্গ দৃঢ়ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলেন—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তা'রে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥
অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছা আদি সব॥
ভুক্তি-মুক্তি-আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

(চৈঃ চঃ)

খট্টাভঙ্গে ভূমি-শয্যা-গ্রহণের নাম বৈরাগ্য বা কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ নহে। পরন্তু খট্টা আছে, অথচ ভগবৎ-সুখার্থ ভূমিতে শয়ন করে, ইহারই নাম বৈরাগ্য বা কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগরূপ ভক্তি।

অর্থ আছে কিন্তু তাহাতে আসক্তি বা লোভ নাই, স্ত্রী আছে অথচ স্ত্রীতে ভোগবুদ্ধি নাই; উপরন্তু নিজ স্ত্রীতে গুরুবুদ্ধি, বৈষ্ণববুদ্ধি, পূজ্যবুদ্ধি, কৃষ্ণভোগ্যা বুদ্ধি, কৃষ্ণ-সেবোপকরণবুদ্ধি, ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য বা কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ।

ভোগ দুঃখকর জানিয়া নির্ব্বিশেষজ্ঞানী মুক্তিকামী ত্যাগিগণ নিজ সুখার্থ ভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু ভক্তের ভোগ-ত্যাগ কৃষ্ণসুখার্থ। এজন্য ভক্ত ত্যাগী নন। আবার ভক্ত নিষ্কাম বলিয়া—স্বসুখবাঞ্ছাশূন্য ও কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাযুক্ত বলিয়া ভোগীও নন।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই কামী। এজন্য দুঃখী ও অশান্ত। কিন্তু ভক্ত নিষ্কাম বলিয়া শান্ত বা সুখী। শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

যতদিন সাধকের স্বসুখবাঞ্ছা বা ভোগবাঞ্ছা থাকে, ততদিন সে ভক্তিসুখ বা সেবাসুখ লাভ করিতে পারে না। ভক্তি না হইলে ভক্তিসুখ কি করিয়া অনুভব হইবে? নির্ধন ব্যক্তি কি ধনলাভের সুখ অনুভব করিতে পারে? কখনই না। তাই বলি, সবই নিজ নিজ ভাগ্য!

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম নহে তব ধাম
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী দিবস-যামিনী
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু জড়মায়া-মরু
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কর নিষ্ঠা
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

প্রশ্ন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ অধ্যায়)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নাম সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণনামাভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য। যুগলিত শ্রীকৃষ্ণ বা যুগলকিশোর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই উপাস্য পরাকাষ্ঠা।

শাস্ত্র বলেন—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ উপাসনা অপেক্ষা শ্রীসীতারামের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীসীতারামের উপাসনা অপেক্ষা শ্রীরুক্মিণী-কৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ। শ্রীরুক্মিণী-কৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে বলিয়াছেন—নিখিল ভগবৎপ্রকাশ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্বাপেক্ষা সান্দ্রানন্দ-চমৎকারকর শ্রীকৃষ্ণ-প্রকাশের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত যুগলিত শ্রীকৃষ্ণের যে পরমাদ্ভুত প্রকাশ তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোত্তম। আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমিই পরমরূপ—ইহা অন্য কেহ জানে না, কেবল রাধিকা জানেন।

শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ-তত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়-তত্ত্ব এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। সম্বন্ধতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ প্রকাশ। তন্মধ্যে শ্রীরাধামাধবরূপে যে প্রাদুর্ভাব, তাহাতেই পরমোৎকর্ষ বিদ্যমান। এইজন্য শ্রুতি বলেন—

'রাধয়া মাধবো দেব। মাধবেনৈব রাধিকা।'

সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে যুগলিত শ্রীরাধামাধবই যে পরম-স্বরূপ বা সর্ব্বপরতত্ত্বরূপে নিশ্চিত ও নির্ণীত, তাহা বলাই বাহুল্য।

নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব প্রভু ভাঃ ১০।২৯।৯ শ্লোকের স্বকৃত সংক্ষেপ বৈষ্ণবতোষণী টীকায় জানাইয়াছেন—অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে 'গোপীজনবল্লভ' এই পদে শ্রীরাধাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা অনাদি-কাল হইতেই বিধান আছে। গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের আরাধনা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে এবং অনাদিকাল হইতে প্রচলিত আছে। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে—শ্রীগোবিন্দ চিন্তা-মণিচয়ে নির্ম্মিত গৃহরাজি-পরিশোভিত লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষে পরিবৃত গোলোকে কোটী কোটী ধেনু চারণ করেন এবং সহস্র সহস্র লক্ষ্মী কর্ত্তৃক সম্ভ্রমসহকারে পরিসেবিত হন। শ্রীগোবিন্দ আনন্দচিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত নিজ কলা

(নিজ রূপতাহেতু তদীয় স্বাভাবিক শক্তির ঘনীভূত মূর্ত্তি) গোপীগণের সহিত গোলোকে বাস করেন। সেই গোলোকে পরমপুরুষ গোবিন্দ কান্ত এবং লক্ষ্মীগণ তাঁহার কান্তা। এইরূপ সর্ব্বত্রই নিত্যসিদ্ধা গোপীগণকে লক্ষ্মীরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার এইসকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন—রাধার সহিত মাধব এবং মাধবের সহিত রাধাই শোভিত হন। শ্লোকস্থ 'এব' কার 'রাধয়া' এই পদের সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে।

মৎস্যপুরাণও বলেন—

'রুক্মিণী দ্বারাবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে।' অর্থাৎ শ্রীরুক্মিণী যেমন দ্বারাবতীতে, শ্রীরাধিকা তেমন শ্রীবৃন্দাবনে।

প্রশ্ন—প্রারব্ধনাশ কখন হয় ?

উত্তর—ভাঃ ১০।২৯।১০ শ্রীবিশ্বনাথ টীকা—প্রারব্ধনাশস্তু ভজনদশায়াং অনর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানাম্।

ভজনদশাতেই অনর্থনিবৃত্তিভূমিকায় আরূঢ় বৈষ্ণবগণের প্রারব্ধ নাশ হয়।

প্রশ্ন—আমরা যাহা কিছু করি, তাহা সবই কি ভগবান্ দেখেন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। আমরা যাহা কিছু করিতেছি, ভগবান্ হৃদয়ে থাকিয়া এবং সদা সর্ব্বত্র থাকিয়া স্বচক্ষে সবই দর্শন করিতেছেন। এই শাস্ত্র-বাক্যে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারাই অন্যায় কার্য্য করিয়া বা নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত হইয়া দুঃখ পায়।

শাস্ত্র বলে—

সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৬।১২৫)

বিশ্বে যত জীব, তা'র ত্রিকালিক কর্ম্ম।
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান সব মর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আঃ ২।৪৪)

প্রশ্ন—যাহার কামনা বা স্বসুখবাঞ্ছা আছে, সে কি ভগবদনুভূতি লাভ করিতে পারে ?

উত্তর—কখনই না। কাম ও কামদেব এক হৃদয়ে যুগপৎ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না। যতদিন কামনা আছে, ততদিন ত' সে শুদ্ধভক্তই হয় নাই। শুদ্ধভক্তমাত্রেই নিষ্কাম। শুদ্ধভক্তি না হইলে ভগবদনুভূতি অসম্ভব।

যাহার স্বসুখবাঞ্ছা আছে, কামনার প্রতি যার গর্হণ নাই, এবং তজ্জন্য যে অনুতপ্ত বা দুঃখিত হয় না এবং কাতরভাবে ইষ্টদেবের নিকট শক্তি প্রার্থনা বা কৃপা ভিক্ষা করে না, তাহার কৃপালাভ ও কামনা-নিবৃত্তি কি করিয়া হইবে ?

ভোগে যে সুখ পায় ও সুখ চায়, ভক্তিতে সে সুখ পাইতে পারে না। যে নিজের সুখ চায় এবং তজ্জন্য যত্ন করে, তাহার কৃষ্ণসুখের জন্য তৎপরতা ত' সম্ভব নয়।

নিজ-সুখ চাওয়া মানে এ-জগতে থাকিতে চাওয়া, আর শ্রীগুরুগোবিন্দের সুখ চাওয়া মানে কৃষ্ণোন্মুখতা বা বৈকুণ্ঠে যাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা।

প্রশ্ন—কে স্বতন্ত্র ?

উত্তর—যাহার কামনা আছে, সেই ব্যক্তিই স্বতন্ত্র। নিষ্কাম ভক্ত স্বতন্ত্র নহেন, তিনি শ্রীগুরুগোবিন্দের সম্পূর্ণ অনুগত—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগত।

সকামই স্বতন্ত্র; নিষ্কামই অনুগত, স্বতন্ত্রতা রহিত। শ্রীল সনাতন প্রভু বলিয়াছেন—সকামত্বেন তথা বিবিধ-ইচ্ছয়া স্বাতন্ত্র্যেণ চ ভগবৎ-পরত্ব-হানেঃ

কামনার দ্বারা স্বতন্ত্রতা প্রকাশ পায় এবং আনুগত্যের অভাব হওয়ায় শরণাগতি বা ভক্তির হানি হয় বলিয়া ভক্ত কামনাকে বিশেষভাবে গর্হণ বা ত্যাগ করতঃ নিষ্কাম হইয়া ভজন করেন।

যেখানে কামনা সেখানেই স্বতন্ত্রতা। শ্রীগুরুগোবিন্দের নিত্যদাস বা ক্রীতদাস জীবের ইষ্টদেবের সুখবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাসনাই স্বতন্ত্রতা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা যেখানে, সেখানে স্বসুখবাঞ্ছাময়ী কামনা বা স্বতন্ত্রতা থাকিতে পারে না।

স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিষ্কাম নহে, নিষ্কাম ভক্ত স্বতন্ত্র বা কামী নহেন। তিনি পূর্ণ শরণাগত বা পূর্ণ-অনুগত।

প্রশ্ন—কিভাবে ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, কিভাবে হরিনাম করিতে হইবে ?

উত্তর—কৃষ্ণের সুখের জন্য, কৃষ্ণের সেবার জন্যই কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে, নতু অন্য উদ্দেশ্যে।

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সতত কৃষ্ণনাম করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণকে ডাকিতে হইবে। ভক্তগণ কেহ পতিভাবে, কেহ পুত্রভাবে, কেহ বন্ধুভাবে, কেহ দাসভাবে কৃষ্ণকে ডাকেন। ভগবান্ কৃষ্ণও ভক্তের ভাবানুসারে সেইভাবে ভক্তের নিকট আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (গীতা)

আমাকে ত' যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তা'রে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—কামনা জিনিষটী কি বহির্ম্মুখতা?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কামনাই সংসার, কামনাই বহির্ম্মুখতা, কামনাই কপটতা, কামনাই আত্মবঞ্চনা, কামনাই ভগবদ্-বঞ্চনা, কামনাই অভক্তি, কামনাই অশান্তি, কামনাই অজ্ঞানতা, কামনাই অনর্থ।

'কৃষ্ণদাস্যং বিনা অন্যৎ সর্ব্বং কাপট্যম্।' (চক্রবর্ত্তী টীকা)

কামনাই দুঃসঙ্গ, কামনাই বিঘ্ন, কামনাই বাধা, কামনাই কাপট্য। শাস্ত্র বলেন—

দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥ (চৈঃ চঃ)

'আশা হি পরমং দুঃখং, নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।'
(ভাগবত)

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব॥ (চৈঃ চঃ)

পাপ ও পুণ্য উভয়ই অনর্থ, উভয়ই ভক্তিবাধক। স্বসুখবাঞ্ছাই কাম, স্বসুখস্পৃহাই ভোগোন্মুখতা, স্বসুখাকাঙ্ক্ষাই সংসার, স্বসুখকামনাই পতনোন্মুখতা। এজন্য ভগবৎসেবাকামনা ব্যতীত অন্য কামনা গর্হণীয়া। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীত-ইচ্ছা বা শ্রীগুরুগোবিন্দসুখবিধানেচ্ছা সাদরে বরণীয়া। কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা জিনিষটী কৃষ্ণোন্মুখতা, সেবোন্মুখতা ইষ্টদেবের সুখার্থ তৎপরতা বা ভক্তিপরতা। ইহা দ্বারা ক্রমশঃ শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হয়।

শাস্ত্র বলেন—

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—পূর্ণামৃত কি?

উত্তর—স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত অপূর্ণ-অমৃত। প্রেমামৃতই হ'লো পূর্ণামৃত।

প্রশ্ন—ভগবান্ সর্ব্বত্র আছেন, ইহা মনে রাখা কি বিশেষ প্রয়োজন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ইহা মনে থাকিলে ভয়, চিন্তা ও দুঃখ থাকে না। নতুবা ভয় ও দুঃখ থাকিবেই।

শাস্ত্র বলেন—

সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, ত'ার সর্ব্বনাশ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে বিশ্বাস যার, তার দুঃখনাশ॥

ভগবান্ হৃদয়েই আছেন, সদা সর্ব্বত্র আছেন—এই কথা ভুলিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। আর ভাগ্যক্রমে সাধু-গুরুসঙ্গপ্রভাবে ইহা মনে রাখিতে পারিলে মঙ্গল ও সুখের সীমা থাকে না।

হৃদয়েই ভগবান্ শ্রীগুরুগোবিন্দ সতত অবস্থান করিতেছেন, এই স্মৃতি থাকিলে জীবের হৃদয়ে খুব বল, ভরসা ও সাহস থাকে। শাস্ত্র বলেন—

'জীব-হৃদি সদা বৈসে সেই নারায়ণ।'
'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।'

প্রশ্ন—এত হরিকথা শুনেও লোকের চেতনতা জাগ্‌ছে না কেন?

উত্তর—লোকের হৃদয় পাষাণ হ'য়ে গেছে। মিষ্টি কথায় তাদের জ্ঞান আস্‌বে না, চেতনতা জাগ্‌বে না। নিখুঁত সত্যকথা নির্ভীকভাবে বলে লোকগুলোকে Pig-stricken কর্‌তে হ'বে, তবে যদি তা'দের চেতনতা জাগে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমাদের কিরূপ হ'তে হ'বে?

উত্তর—সাধুভক্তগণ বাহিরে বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং অন্তরে কুসুমের ন্যায় কোমল হন। নারিকেলের ন্যায় Hard shell outside, mellow juice within—এইরূপ হওয়া দরকার। নতুবা লোকের মঙ্গল করা যাবে না। (প্রভুপাদ)

"বসিপাঠানাঁ অখিল ভারতীয় হরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহাসম্মেলনে"
সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

'পাঞ্জাব শ্রীবিশ্বপ্রচার-হরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহামণ্ডলের' অধ্যক্ষতায় পাঞ্জাব প্রদেশস্থ পাতিয়ালা জেলান্তর্গত বসিপাঠানাঁ (Bassi Pathanan) মহকুমা সহরে গত ৮ই এপ্রিল (১৯৭১) হইতে ১১ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দিবস-চতুষ্টয়-ব্যাপী 'অখিল ভারতীয় হরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহাসম্মেলন' নামক মহাসভার তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সভার মুখ্য আয়োজক স্বামী শ্রীস্বরূপানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য বিশিষ্ট সজ্জনের সাদর আহ্বানে চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ হইতে পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ আচার্য্য ১০৮শ্রী ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার সতীর্থ ও শিষ্য ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ২৫।২৬ মূর্ত্তি ভক্ত সমভিব্যাহারে ৫ খানি মোটর যোগে বেলা প্রায় ১ টায় বসিপাঠানাঁ যাত্রা করেন। ২৮ মাইল রাস্তা, বেলা ২॥ টার মধ্যেই তথায় পৌছিয়া যান। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যবৃন্দ তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া স্থানীয় ইণ্ডিয়ান টেক্‌নিক্যাল্ ইন্‌ষ্টিটিউটের হোষ্টেলে বাসস্থান প্রদান করেন। স্থানটি বড় মনোরম, উহার পূর্ব্বপার্শ্ববর্ত্তী ক্ষেত্রে ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে বহু ময়ূর বিচরণ করে, মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকারব বৃন্দাবনের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দেয়। হোষ্টেলের ছাত্ররা ছুটীতেছিলেন। এস্থান হইতে সভাস্থল ৫।৭ মিনিটের রাস্তা হইবে। তথায় যাতায়াতের জন্য সর্ব্বদাই মোটরের ব্যবস্থা ছিল। "হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কাশী, বৃন্দাবন, দিল্লী, জম্মু, কপূরথলা প্রভৃতি স্থান হইতে আরও শতাধিক মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর সাধু আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। মহাসম্মেলন-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা থাকিলেও পূজ্যপাদ শ্রীলআচার্য্যদেব অধিকারী মঠ-সেবকহস্ত পাচিত রোটিকা পুরী অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীভগবান্‌কে নিজেরা নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইবার কথা বলায় সমিতির সভ্যগণ তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেন। দধি দুগ্ধ ঘৃত শর্করা ও জলযোগাদিরও প্রয়োজনানুরূপ ব্যবস্থা অতি সুন্দর হইয়াছে। সন্তসেবার তত্ত্বাবধায়কগণের বিভিন্ন অফিস করিয়া তত্তৎসেবাবিষয়ক তত্ত্বাবধান-জনিত অক্লান্ত পরিশ্রম সবিশেষ ধন্যবাদার্হ। প্রায় দশসহস্র ব্যক্তির উপবেশনোপযোগী সুবিশাল সভামণ্ডপটি বিচিত্র চন্দ্রাতপ বিমণ্ডিত ও আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, প্রায় ১৫০।২০০ সাধুর উপবেশনের উচ্চমঞ্চ বস্ত্র, গালিচা, কার্পেট ও তাকিয়াদির দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, ঐ মঞ্চোপরি চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃহৎ আলেখ্য এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিও সংরক্ষিত হইয়াছিলেন। কয়েকটি উপযুক্ত মাইকের ব্যবস্থা থাকায় সভার সকলস্থান হইতেই কীর্ত্তন বক্তৃতা শ্রবণের সুবিধা হইয়াছে। মহিলা ও পুরুষের বসিবার স্থান পৃথক্। দূরস্থান হইতে আগত শ্রোতৃবৃন্দের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থাও প্রশংসার্হ। শ্রমবিভাগ, সন্ত-সেবানিষ্ঠা এবং সাধু-মুখে ভগবৎকথা—ভগবন্নাম শ্রবণে জীবের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, এবিষয়ে সভার আয়োজক-গণের দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় এত বড় মহাসভায়ও কোন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় নাই। বিশেষতঃ কাহারও কোন অসুবিধা হইলেও সৎসঙ্গকেই সকলের মুল লক্ষ্যীভূত বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাহা সহ্য করিয়া লইবার মত সহিষ্ণুতাগুণের অভাব হয় নাই, তজ্জন্যই সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। সকাল হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত এবং শেষদিন দিবারাত্র বিভিন্ন সাধুমুখে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদির প্রোগ্রাম ছিল। সন্ধ্যা হইতেই শ্রোতৃসমাগম ক্রমবর্দ্ধমান হইতে দেখা গিয়াছে। পাঞ্জাবপ্রদেশ, পাঞ্জাবী ভাষায়ই ভাষণ প্রয়োজনীয় হইলেও সর্ব্বসাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ প্রায়শঃ হিন্দী-ভাষাতেই কীর্ত্তন বক্তৃতাদি বিহিত হইয়াছে। ক্বচিৎ কোন সময়ে পাঞ্জাবীভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

সভামণ্ডপে প্রবেশদ্বারের শীর্ষদেশে বৃহৎ উজ্জল অক্ষরে "**শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগর**" লিখিত আছে দেখিয়া পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তাঁহার সঙ্গী বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করতঃ মুহুর্মুহুঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গান করিতে থাকেন ও এই সভার উদ্যোক্তৃগণকে শতশত ধন্যবাদ প্রদানসহকারে সভার সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগর' সাইন-বোর্ড স্থাপন আমাদের কাহারও কোন পরামর্শানুসারে হয় নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐরূপ প্রেরণা দিয়াছেন।

যদিও এই সভায় সমবেত অধিকাংশ সাধুই কেবলা-দ্বৈতী মায়াবাদী নির্ব্বিশেষবাদী, যাঁহারা শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলার নিত্যত্ব—ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, "ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা ও জীবব্রহ্মৈক্যবাদ" যাঁহাদের চরম সিদ্ধান্ত, যাঁহারা ভক্তিকে উপায় বলিয়া জানিয়া জ্ঞানকে বা মোক্ষকেই উপেয় বলিয়া বিচার করেন, তাঁহাদের মুখে ভক্তি বা নাম-মাহাত্ম্য যদিও শোভনীয় হয় না, কেন-না—"কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে মায়াবাদীর স্তবন", "প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী। ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্য কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণস্বরূপ—দুই ত' সমান॥ নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ॥" (চৈঃ চঃ ম ১৭।১২৯-১৩১ ইত্যাদি), তথাপি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নগরে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিজজনমুখে কৃষ্ণনাম-বিগ্রহস্বরূপ-মহিমা — বিশুদ্ধ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব-মাহাত্ম্য শ্রবণে কাশীতে অতি ভয়ঙ্কর মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" (পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৩ ধৃত) [অর্থাৎ "কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণি-বিশেষ (চিন্তামণিবৎ সকলসেবাভীষ্টপ্রদাতা), তাহা কৃষ্ণ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই), চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ (অর্থাৎ চিন্ময় রসমূর্ত্তি, মায়াতীতত্ব হেতু,—মায়ামিশ্রণযোগ্যতাভাবত্বহেতু তিনি অচিৎ জড় বৈরস্যাশ্রয় নহেন), তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়; তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নয়, তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না; যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।]—এই শ্লোকের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের হৃদয়ে শুদ্ধ নাম স্ফূর্ত্তি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে মুখেও প্রকৃত নাম-মহিমা উচ্চারিত ও বর্ণিত হইতে পারিবে এবং তচ্ছ্রবণে স্বয়ং নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত—সকলেই সুখ পাইবেন, জগজ্জীবেরও তাহাতে বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ বা বিগ্রহ, গুণ ও লীলাবিলাস —সকলই অপ্রাকৃত চিন্ময় প্রকাশ বস্তু। তাহা অধোক্ষজতত্ত্ব, অক্ষজজ্ঞানগম্য বা প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ব্যাপার নহে, একমাত্র শুদ্ধ ভক্তি দ্বারাই তাহা গ্রাহ্য, তাই শাস্ত্র বলেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(পদ্মপুরাণ, চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৬ ধৃত)

["অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত (জড়াপ্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত, অপ্রাকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত) জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করেন।]

অবশ্য সভার উদ্যোক্তা বা আহ্বায়ক স্থানীয় সজ্জন-বৃন্দের সাধুমুখে নামমাহাত্ম্যশ্রবণাগ্রহ—বিশেষতঃ কলিযুগে নাম-ভজনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার বিশেষভাবে সমাদরণীয় হইলেও নিম্নলিখিত পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীব্যাসগুরু-বাক্যপ্রতিও আশা করি তাঁহারা অবশ্যই ধ্যান দিবেন—

"অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"

[অর্থাৎ দুগ্ধ অমৃতস্বরূপ, তুষ্টি-পুষ্টিপ্রদ ও ক্ষুন্নিবর্ত্তক হইলেও সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ যেমন অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষক্রিয়া করিয়া প্রাণনাশক হয়, তাহা কখনও পান করা কর্ত্তব্য নহে, তদ্রূপ অভক্ত মুখনিঃসৃত হরিকথা বাহ্যতঃ পরমমধুর অমৃততুল্য—শ্রবণসুখপ্রদ জ্ঞান হইলেও তাহা নামাপরাধ মাত্র, তাহা কখনই শ্রোতব্য নহে, তাহাতে মঙ্গল লাভের

পরিবর্ত্তে সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় চরমে জীবের অমঙ্গলই লভ্য হইয়া থাকে।]

যেখানে আরাধ্য নিত্যসত্য বাস্তববস্তু সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণ, তাঁহার আরাধক জীবাত্মা ও আরাধনা ভক্তি বা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণ-প্রেমের আদৌ নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় না, যেখানে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-স্পৃহাই প্রবলা, সেখানে শুদ্ধসচ্চিদানন্দানুশীলনরূপ সাধুত্ব কোথায় ?

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দপ্রভু তাঁহার প্রেমবিবর্ত্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই, 'কৃষ্ণ নাম' নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, তবু 'নাম' কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এ-সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

কৃষ্ণেতর বিষয়াভিলাষ-শূন্য জ্ঞানকর্ম্ম-যোগাদ্যনাবৃত অর্থাৎ মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা-রহিত আনুকূল্যে অর্থাৎ কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত—প্রতিকূলভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক অনুকূলভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি। এইরূপ ভক্তিমান্ নামাশ্রিত সাধুই প্রকৃত সাধু। তাদৃশ সাধুমুখেই নাম-মহিমা শ্রোতব্য। মহাজনবাক্যেও ঐরূপ সাধুরই সাহচর্য্য প্রার্থিত হইয়াছে,—"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

যাহা হউক সভারম্ভের প্রথম দিবস এক বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সভাস্থল—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনগর' হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বাহির হইয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া প্রধান প্রধান স্থান ও বাজারাদি পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সভাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিজ্ঞাপনপত্রে সাধুদের নামের শীর্ষদেশে প্রথম নম্বরেই **"প্রধান আচার্য্য পরিব্রাজক ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বঙ্গাল"** এইরূপে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নাম প্রদত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সকলেই পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। একটি সুসজ্জিত ট্রাকের উপর "বেদশাস্ত্রের সিংহাসন সংরক্ষিত হইয়াছিল, কএকজন সাধু তদুপরি ছত্রধারণ ও চামর ব্যজন পূর্ব্বক সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু নারায়ণ-স্বরূপ বেদ-শাস্ত্রপ্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেছিলেন। তৎপশ্চাৎ একটি সুসজ্জিত ট্রাকে সোফার উপর শ্রীল আচার্য্যদেব উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে জনৈক স্থানীয় সজ্জন ছত্র ধারণ পূর্ব্বক সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সদাচার্য্যোচিত যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের দক্ষিণপার্শ্বে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও বামপার্শ্বে শ্রীপাদ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ বিরাজিত ছিলেন। আরও কএকখানি ট্রাকে অন্যান্য সাধুও যাইতেছিলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ বেদ-যান ও আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডলীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শোভাযাত্রার অনুবর্ত্তন করিতেছিলেন। সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী বিচিত্র পতাকাহস্তে শোভাযাত্রার শোভা সম্বর্দ্ধন করতঃ সংকীর্ত্তনের দোহার করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। স্বয়ং সংকীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরসুন্দরেরই অনুপ্রেরণাক্রমে কএকজন স্থানীয় সজ্জন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুষ্পমাল্য শোভিত বৃহৎ আলেখ্য সংকীর্ত্তনমণ্ডলী মধ্যে বহন করিয়া চলিতে-ছিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ংই আজ কীর্ত্তনের মাঝে নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছেন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর মৃদঙ্গ মন্দিরার সুমধুর ঐকতান বাদ্যধ্বনি-সহ ভক্তবৃন্দের সুকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংকীর্ত্তনধ্বনি আজ কর্ম্মব্যস্ত বসিপাঠানা সহরের সকল কোলাহলকে স্তব্ধীভূত করিয়া গগন পবন মুখরিত করিতেছিলেন। রাজপথের উভয়পার্শ্বে, দ্বিতল ত্রিতলাদি গৃহের অলিন্দে ছাদে দ্বারদেশে গবাক্ষে অগণিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সন্তসন্দর্শন ও উদ্দণ্ডনর্ত্তন-কীর্ত্তনরত শুদ্ধভক্তসাধুমুখনিঃসৃত কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণার্থ দণ্ডায়মান হইয়া অজস্র কুসুম ও সুগন্ধি কুঙ্কুমাদি বিকীরণ করিতেছিলেন। পথি মধ্যে শত শত সজ্জন স্বয়ং অথবা শিশুপুত্রাদিসহ পূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজের ট্রাকে উঠিয়া তাঁহাকে ও তৎসঙ্গী মহারাজ-দ্বয়কে পুষ্পমাল্য, ফলমূল-মিষ্টান্নাদি উপহার ও মুদ্রাদি নিবেদন পূর্ব্বক প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছিলেন। ইহা এক

অপূর্ব্ব নয়ন-মনোহর দৃশ্য, ভাষা-দ্বারা বর্ণনাযোগ্য। 'নিতাই গৌরাঙ্গ', 'নিতাই গৌরহরিবোল,' 'পঞ্চতত্ত্ব', 'মহামন্ত্র', 'হরিবোল হরিবোল', 'রাধে রাধে শ্যামমিলায় দে', 'রাধে গোবিন্দ', 'জয়গোবিন্দ জয়গোপাল কেশব মাধব দীন দয়াল', 'ময়ূর-মুকুট-পীতাম্বরধারী মুরলীধর গোবর্দ্ধন-ধারী' প্রভৃতি পদ বিচিত্র সুরে কীর্ত্তিত হইতেছিল। ভক্তগণ নর্ত্তন-কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়াছিলেন। বসিপাঠানঁা সহর বেশী বড় না হইলেও সহস্র সহস্র নরনারীর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের কীর্ত্তনমণ্ডলীর সুমধুর কীর্ত্তন-শ্রবণাগ্রহে শোভাযাত্রা স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতে করিতে খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। সাক্ষাৎ সঙ্কীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরকরুণাশক্তি স্বয়ং শ্রীগুরুপাদ-পদ্মই তচ্চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে উদ্দণ্ড নর্ত্তন ও উচ্চ-কীর্ত্তনের অমিত শক্তি ও অদম্য উৎসাহ সঞ্চার করিয়া থাকেন, তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহারা উদ্দণ্ড-নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াও ক্লান্ত হইয়া পড়েন না। অবশ্য "কীর্ত্তনের পরিশ্রম জানে গোরা রায়।"

নর্ত্তন, কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ঐ শ্রীমদ্ ভক্তি প্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন-বিনোদ, শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী (বি,এস্-সি), শ্রীমদ্ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী শ্রীতরুণকৃষ্ণদাস, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস, শ্রীতমালকৃষ্ণ দাস, শ্রীমদনগোপালদাস, শ্রীগোকুলানন্দদাস, শ্রীরামবিনোদ দাস, শ্রীরাধাবিনোদ দাস এবং অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণদাস, শ্রীদেবকীনন্দনদাস, শ্রীধনঞ্জয়দাস, শ্রীপরমহংসদাস, শ্রীতুলসীদাস, শ্রীপ্রেমদাস, শ্রীরঘুনাথদাস শালদী, শ্রীযোগিরাজ সেখরী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনিসহ উচ্চ সংকীর্ত্তনধ্বনি আজ সমগ্র বসিপাঠানঁা। সহরের সকল কোলাহলকে স্তব্ধীভূত করিয়া তথায় নাম-সংকীর্ত্তনের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল।

শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ মহারাজ ভক্তবৃন্দসহ স্বস্ব বিশ্রামস্থানে গমন পূর্ব্বক কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে সন্ধ্যাহ্নিকাদি কৃত্য সমাপন করত সভাস্থলে শুভাগমন করেন। সভার মুখ্য আয়োজক ও তত্ত্বাবধায়ক স্বামী শ্রীস্বরূপানন্দজী পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে প্রধান আচার্য্যোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন পূর্ব্বক বক্তৃতা-মঞ্চের পুরোভাগে তাঁহার আসন প্রদান করিয়া শ্রীল আচার্য্য-দেবের সতীর্থ স্বামীজীদ্বয়কে তাঁহার উভয় পার্শ্বে এবং তচ্ছিষ্য সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দকে তৎপশ্চাদ্ভাগে যথাযোগ্য আসন প্রদান করেন। অতঃপর স্বামীজী পূজ্যপাদ মহারাজকে কিছু আশীর্ব্বাদ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহারাজ তাঁহার ভাষণ প্রদানকালে সর্ব্ব-প্রথমে আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হইবার দৈন্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক সভার প্রবেশদ্বারের শিরোভাগে বড় বড় অক্ষরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নগর' লিপিবদ্ধ করিবার এবং এই সভার নাম সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক সেই মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত 'হরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহা-সম্মেলন' বলিয়া ঘোষণা করিবার বিশেষ প্রশংসা করিয়া সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রচুর জয়গান করেন এবং "যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ", "হরের্নাম··· গতিরন্যথা", "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ", "কলের্দোষনিধে রাজন্", "নাম সংকীর্ত্তনং যস্য", "এতাবানেব লোকেহস্মিন্", "চেতোদর্পণমার্জ্জনং", "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি শ্লোক কীর্ত্তনমুখে নাম-সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন।

দ্বিতীয় দিবস ৯ই এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণে আমাদের মঠের কীর্ত্তনমণ্ডলীর কীর্ত্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের বহুক্ষণ যাবৎ বক্তৃতা হয়। সন্ধ্যার পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত স্বরূপ ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনামুখে নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব এবং শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনপ্রধান ভক্তিরই সাধন ও সাধ্যত্ব কীর্ত্তন করেন।

তৃতীয় দিবস ১০ই এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের অন্যতম গৃহস্থশিষ্য লুধিয়ানা নিবাসী শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ কাপুর ভক্তিবিলাস মহোদয় উক্ত লুধিয়ানা মডেল টাউনে তাঁহার একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপনার্থ পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে মোটরযোগে লুধিয়ানা সহরে

লইয়া যান। শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদপুরী ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজদ্বয় এবং শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ, গোকুলানন্দ ও মদনগোপাল ব্রহ্মচারিত্রয় তৎসহ গমন করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব যথাশাস্ত্র কীর্ত্তনমুখে ভিত্তিসংস্থাপন পূর্ব্বক গৃহস্থ গৃহাদিতে ভগবৎ-সম্বন্ধ যোজনা করিয়া কিভাবে অনাচার শূণ্য হইয়া 'কৃষ্ণের সংসার' নির্ব্বাহ করিবেন, তদ্বিষয়ে বহু সারগর্ভ উপদেশ করেন। অতঃপর নরেন্দ্র বাবু সপার্ষদ গুরুদেবকে তাঁহাদের সহর মধ্যস্থ পুরাতন গৃহে লইয়া গিয়া সগোষ্ঠী শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি শান্ত সৌম্য মধুরমূর্ত্তি স্নিগ্ধ ভক্ত, চণ্ডীগড় মঠের অনেক সেবা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রায় ৬॥ ঘটিকায় বসিপাঠান্ঁ। পৌঁছান এবং সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় সভায় যোগদান করেন। প্রথমে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীমূর্ত্তি সমক্ষে আমাদের মঠের নৃত্য কীর্ত্তন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার স্বভাব সুলভ মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

চতুর্থ দিবস ১১ই এপ্রিল সকাল সকাল প্রস্তুত হইয়া ভোর ঘ ৫-৪৫ টার মধ্যেই আমরা সভাস্থলে উপস্থিত হই। সকাল ৬ টায় 'প্রভাত ফেরী' অর্থাৎ প্রভাতকালীন নগর-সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা বাহির হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার বাসস্থানে অবস্থান করেন। অদ্যও প্রথম দিবসের ন্যায় বহু সজ্জন কীর্ত্তনে যোগদান করেন। স্থানীয় এক প্রাচীন সজ্জন আমাদিগকে সহরের অনেক ছোট ছোট গলিও ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিপ্রায়—সহরের সর্ব্বত্র ভক্তপদধূলিপূত ও ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত কীর্ত্তন-মুখরিত হউক, তাহা হইলেই সকলের বাস্তব মঙ্গল সাধিত হইবে। সম্মুখরিতা ভগবদ্-বার্ত্তাকে পারমার্থিক মঙ্গলপ্রদা বলিয়া বিশ্বাসই বস্তুতঃ প্রশংসার্হ। কিন্তু উহা দ্বারা জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করাইবার বুদ্ধিকে শুদ্ধভক্তগণ কখনই বহুমানন করেন না। শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, কীর্ত্তনবিনোদ শ্রীপাদ ঠাকুরদাস প্রভু, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ' তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অনেকেই কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দুইঘণ্টার অধিক সময় লাগিয়াছিল। কীর্ত্তন সমাপ্তির পর শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর আমরা বিশ্রাম স্থলে ফিরিয়া আসি। অদ্য দিবারাত্র কীর্ত্তন বক্তৃতাদি চলিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর আমরা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সভাস্থলে গমন করি। এই সময়ে এক মায়াবাদী সাধু বক্তা গীতামাহাত্ম্য প্রচারের ছলে কতকগুলি জীবব্রহ্মৈক্য-বাদরূপ গীতার প্রকৃত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মায়াবাদ-হলাহল উদ্গীরণ করেন এবং দম্ভ করিয়া বলেন—ভক্তি উপায়, জ্ঞান উপেয়, অদ্বৈতবাদই গীতার চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, আচার্য্য শঙ্কর স্থাপিত এই অদ্বৈতবাদকে অদ্যাবধি কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই ইত্যাদি। ইঁহার বক্তৃতার পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব সদৈন্যবচনে সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত কীর্ত্তনমুখে সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনতত্ত্ব-বিচারমূলে গীতার কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদির ভক্তিমুখনিরীক্ষকত্ব—ভক্ত্যুদ্দেশকত্ব, সম্বন্ধবিচারে কৃষ্ণের এবং অভিধেয় বিচারে ভক্তিরই পরতমত্ব, কৃষ্ণপ্রীতি বা প্রেমই চরম প্রয়োজন, 'বদন্তিতৎ' ইত্যাদি ভাগবতীয় বিচারানুসারে এক অদ্বয়জ্ঞানেরই ব্রহ্ম, পরমাত্ম ও ভগবৎ প্রতীতি, প্রথম দুইটি অসম্যক্ প্রতীতি, ভগবৎ প্রতীতিই সম্যক্; 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং', 'অথবা বহুনৈতেন···একাংশেন স্থিতো জগৎ', 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ', 'অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ', 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা,' 'অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ', 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণো', 'বহূনাং জন্মনামন্তে', 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী···যুক্ততমো মতঃ', 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' ইত্যাদি শ্লোক বিচার দ্বারা গীতার মহদনুভূত প্রকৃত ভক্তিতাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের বক্তৃতায় কোন আক্রমণসূচক মনোভাব নাই, অথচ তাহা বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত এবং অকাট্য শাস্ত্রযুক্তিযুক্ত হওয়ায় শ্রোতৃবৃন্দ তচ্ছ্রবণে

বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহারাজ অন্ত তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে পুনরায় সভার আহ্বয়ক ও উদ্যোক্তৃবর্গের নির্বিবঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে এই মহতী সভার পরিচালন-যোগ্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের অজস্র অর্থব্যয় ও অমানুষিক পরিশ্রম যাহাতে ভবিষ্যতে শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গে শুদ্ধনাম-মহিমা-শ্রবণাগ্রহ-উৎপাদনমূলে প্রকৃত সার্থকতা-মণ্ডিত হয়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গপদারবিন্দে হার্দ্দী প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রোতৃবৃন্দেরও শ্রবণধৈর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যাহাতে তাঁহারাও সর্ব্বশাস্ত্রসার বিশুদ্ধ ভক্তিসার গ্রহণযোগ্যতা অর্জ্জন পূর্ব্বক ভারবাহী হইবার পরিবর্ত্তে প্রকৃত সারগ্রাহী হইতে পারেন, তজ্জন্য শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানান। অভ্যর্থনা সমিতিকেও প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ১২ই এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণে চণ্ডীগড় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রত্যহ বহু সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণেচ্ছায় শ্রীমঠে সমবেত হইতেছেন।

বসিপাঠানায় অবস্থানকালে তত্রত্য সভায় আমন্ত্রিত স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী মহারাজ, ভারত সাধুসমাজের জেনারেল সেক্রেটারী স্বামী শ্রীআনন্দজী মহারাজ, কপূরথলার শ্রীতিলকরাজ প্রমুখ কতিপয় সাধু এবং স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ**

যশড়া, পোঃ চাকদহ, নদীয়া
১১ ত্রিবিক্রম ; ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ
৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৮ ; ২১ মে, ১৯৭১

বিপুল-সম্মান পূর্ব্বিকেয়ম্,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা-মঠসমূহের অধ্যক্ষ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ** বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে আগামী ৩০শে ত্রিবিক্রম, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ৯ই জুন বুধবার অত্র শ্রীপাটের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা** মহোৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উক্ত শ্রীপাটে নিম্নলিখিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং সন্ধ্যায় বিশেস ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ ভাষণ প্রদান করিবেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে আনন্দের বিষয় হইবে। নিবেদনমিতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
সম্পাদক

উৎসব-পঞ্জী

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ৮ জুন মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা অধিবাস সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ধর্ম্মসভার অধিবেশন

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন বুধবার—ভোর ৪-৩০ মিঃ মঙ্গলারাত্রিক। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা গতে মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে—**শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা**, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ ধর্ম্মসভার অধিবেশন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অপার করুণায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত—ভক্তরাজ শ্রীগুণরাজ খাঁন বা শ্রীমালাধর বসু মহোদয়-প্রণীত বঙ্গভাষার আদি বৈষ্ণব-কাব্য 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থরাজ প্রথম প্রকাশের ৮৪ বৎসর পরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যপ্রবর ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সম্পাদকতায় পুনরায় নবকলেবরে প্রথম সংস্করণরূপে সম্পাদকলিখিত 'নিবেদন' ও পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-লিখিত 'উপক্রমণিকা'-নামক ভূমিকাদ্বয় ও বিস্তৃত বিষয়-সূচী সম্বলিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের কলিকাতা ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীটস্থ 'শ্রীচৈতন্যবাণী' প্রেস হইতে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের সহকারী সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন বি-এস্‌সি কর্তৃক ক্রাউন ¼ সাইজে মুদ্রিত এবং উক্ত শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারীজীর ভিক্ষালব্ধ অর্থানুকূল্যে গত ২৪ বিষ্ণু (৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ), ২১ চৈত্র (১৩৭৭), ৪ এপ্রিল (১৯৭১) রবিবার শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬। গ্রন্থরাজের পত্র সংখ্যা হইয়াছে—মূল ২১২ পৃষ্ঠা এবং ভূমিকা ও সূচী প্রভৃতি ১২ পৃষ্ঠা, মোট ২২৪ পৃষ্ঠা। বর্ত্তমানে বাজারে কাগজের দুর্মূল্যতাদি সত্বেও গ্রন্থখানির বহুল প্রচারোদ্দেশ্যে উহার ভিক্ষা কেবল মুদ্রণ ব্যয় বাবত সামান্য মাত্র ৫৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—"বঙ্গভাষার আদি কবি গুনরাজখাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই (১৩৯৫) শকাব্দায় এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুই (১৪০২) শকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। মূলগ্রন্থের শেষভাগে ২১১ পৃষ্ঠায়ও ইহা বর্ণিত আছে,—"তেরশ পঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।

চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন॥"

শ্রীল ঠাকুর যে হস্তলিপি অবলম্বন পূর্ব্বক ৪০১ গৌরাব্দে এই গ্রন্থ সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পাওয়া যায় যে, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪০৫ শকাব্দায় শ্রীদেবানন্দ বসু কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয়।" ইহাতে মনে হয়, শ্রীদেবানন্দ বসু ১৪০২ শকাব্দায় সমাপ্ত গ্রন্থখানি পুনরায় লিপিবদ্ধ করেন।

বঙ্গীয় সম্রাট্ আদিশূর বৌদ্ধধর্ম্মদূষিত বঙ্গদেশে লুপ্ত বৈদিক সদাচার পুনঃ প্রবর্ত্তনার্থ কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন সৎকায়স্থ লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই পঞ্চকায়স্থ মধ্যে সুসভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয়ের ত্রয়োদশ পর্য্যায়ে শ্রীগুণরাজ খাঁন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রকৃত নাম মালাধর বসু, গৌড়ীয় সম্রাট্ প্রদত্ত উপাধি গুণরাজ খাঁন। ইঁহার চৌদ্দটি পুত্র মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র—শ্রীসত্যরাজ খাঁন। তৎপুত্র শ্রীরামানন্দ বসু পঞ্চদশ পর্য্যায়ে। ইঁহারা সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়তম। ইঁহাদের আবির্ভাব-স্থান বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কুলীনগ্রাম। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বয়ং এই কুলীনগ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। মেমারী বা বৈঁচী ষ্টেসন হইতে কুলীনগ্রামে যাইবার পথ আছে। উভয় পথই তিনক্রোশ অর্থাৎ ছয় মাইলের কম নয়। বর্ত্তমানে হাওড়া—বর্দ্ধমান নিউকর্ড লাইনে জৌগ্রাম ষ্টেসন হইতে মাত্র দুইমাইলের মধ্যে এই কুলীনগ্রাম। এই কুলীনগ্রামে নামাচার্য্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাসের ভজন-স্থান আছে। নামাচার্য্য ঠাকুর একসময়ে তথায় চাতুর্ম্মাস্যকাল অবস্থান পূর্ব্বক প্রত্যহ অপতিত ভাবে তিন লক্ষ নাম গ্রহণরূপ ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া কুলীনগ্রামের বসুবংশীয়গণকে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন। (চৈঃ চঃ আঃ ১০।৪৮)

শ্রীগুণরাজ তাঁহার গ্রন্থে ২য় পৃষ্ঠায় মাতাপিতার পরিচয় দান-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বাপ ভগীরথ মোর, মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হৈল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥"

গ্রন্থকার গ্রন্থের শেষভাগে (২১১ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং শ্রীবেদব্যাস কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—

"কায়স্থকুলেতে জন্ম, কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়া 'হরি' বল সর্ব্বজন॥"

গ্রন্থকার ঐ ২১১ পৃষ্ঠায় তাঁহার পরমপ্রিয়তম ভক্ত পুত্র শ্রীসত্যরাজ খাঁনের জন্য সাধুজনগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"সত্যরাজ খাঁন হয় হৃদয়-নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥"

কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ, যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ বসু প্রভৃতি বসু-বংশীয়গণ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্র। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ১৪শ ও ১৫শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু কুলীনগ্রামীকে বহু সম্মান করিয়া প্রত্যব্দ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে পট্টডোরী আনিবার যজমান নিযুক্ত করেন। ঐ চৈঃ চঃ আদি ১০ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—কুলীনগ্রামের মানুষ ত' দূরের কথা কুক্কুরটি পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। কুলীনগ্রামীর ভাগ্যের সীমা নাই তথায় শূকরচারণকারী ডোম পর্য্যন্ত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করে। ঐ চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবর গুণরাজ খাঁন-কৃত শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের লিখিত 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' এই একটি মাত্র প্রেমময় বাক্যেই তাঁহাদের বংশের হস্তে আত্মবিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ দূরের কথা তাঁহাদের গ্রামের কুক্কুরটি পর্য্যন্ত তাঁহার প্রিয়। শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দের গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নামসংকীর্ত্তনের কথা উপদেশ করিলে তাঁহারা যখন বৈষ্ণব চিনিবার উপায় ও বৈষ্ণবের সাধারণ লক্ষণ জানিতে চাহিলেন, তখন মহাপ্রভু পরপর বর্ষত্রয়ে যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণবের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

শ্রীগুণরাজ খাঁনের গ্রন্থে বাস্তবতঃ অলঙ্কার অনুপ্রাসাদি সম্বলিত তাদৃশ কাব্যরস মাধুর্য্য দৃষ্ট না হইলেও

"তদ্‌বাগ্‌বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥" —ভাঃ ১।৫।১১

—এই ভাগবতীয় বিচারানুসারে প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌর-সুন্দরের আদৃত এই গ্রন্থরাজ ভক্তগণের নিকট পরম আদরণীয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—**"বিলাতী লোকেরা যেরূপ চসার্‌কে মান্য করেন, আমরা কাব্য সম্বন্ধে ইঁহাকে তদ্রূপ মান্য করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না।"**

সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা, মাথুর-লীলা ও দ্বারকালীলার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনাই বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত গ্রন্থকার মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত পদাবলীও তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা আশা করি প্রত্যেক বঙ্গদেশবাসী—বিশেষতঃ প্রত্যেক গৌরানুগ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গৌড়ীয়-গৌরব-স্বরূপ এই গ্রন্থরাজের যথোচিত মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন।

গ্রন্থের মূল পাইকা টাইপে, অধ্যায় সমূহের প্রধান শিরোনাম গ্রেট্ টাইপে এবং তদন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়-নির্দ্দেশক সাব্‌হেডিং বা 'অনুশীর্ষ'সমূহ বোল্ড' টাইপে মুদ্রিত থাকায় বৃদ্ধ ব্যক্তিগণেরও পাঠের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। টাইপ নূতন থাকায় মুদ্রণ সৌষ্ঠবও সবিশেষ প্রশংসার্হ।

চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে টেলিফোন

চতুর্দ্দিকে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও শ্রীমঠের বিভিন্ন সেবা-কার্য্যোপলক্ষে সংবাদ আদান-প্রদানাদির আনুকূল্য বিধান-কল্পে অদ্য (৭ই বৈশাখ, ১৩৭৮ ; ইং ২১।৪।৭১) হইতে চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একটি **টেলিফোন**-যন্ত্রের ব্যবস্থা হইল। আমাদের এই ফোন নম্বর— ২৩৭৮৮।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভূপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৭৮। | ৫ম সংখ্যা
২১ বামন, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বুধবার ; ৩০ জুন, ১৯৭১।

বৈষ্ণব-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য

[শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের একখানি পত্র]

শ্রীধাম-মায়াপুর
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩১

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীযুক্ত * * * নামীয় আপনার লিখিত পত্রে জানিতে পারিলাম যে, কোন দীক্ষিত বৈষ্ণব তাঁহার প্রাগ্‌বর্ণের অগ্রজের মৃত্যু-উপলক্ষে অশৌচাদি গ্রহণ বিচার করিয়া অক্ষৌর-বিধান অবলম্বন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজ-বিধি অতিক্রান্ত হওয়ায় আপনি ন্যূনাধিক ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন।

যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যদি তিনি **স্বেচ্ছাপূর্ব্বক** অশৌচবিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উঁহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য **জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক**।

প্রকৃতপ্রস্তাবে **বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না**। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূল ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে।

দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন ; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধিপালনপর ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাঁহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রদানাদি কাজে তাঁহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি **তাঁহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না,** অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয় ; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণবস্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রী সিদ্ধান্তসরস্বতী

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই আর্য্য-ধর্ম্মের গৌরব

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত সমালোচনা-প্রবন্ধ]

(সজ্জনতোষণী ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯৩, শ্রাবণ প্রকাশিত)

বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত মহাশয় সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা লিখিয়া একটী প্রবন্ধ সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে 'দৈনিক' নামক পত্রে ঐ প্রবন্ধটী সম্পাদকের লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা বুঝিতে পারি না শরৎ বাবুই কি দৈনিকের সম্পাদক, না তিনি অবৈধরূপে দৈনিকের প্রবন্ধটী নিজ নামে প্রকাশ করিতে বসিয়াছেন। যাহা হউক সে কথা দৈনিকের সম্পাদক মহাশয়ই বুঝিয়া লইবেন। এরূপ প্রবন্ধ আমরা সজ্জনতোষণীতে প্রকাশ করিতে পারি-না।

প্রবন্ধটী পাঠ করিলে দুইটী কথা প্রতীত হয়। লেখক মহাশয় আর্য্য-শাস্ত্রের বিরুদ্ধবাদী। তিনি বিলাতীয় একেশ্বর-বাদীদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের নিন্দাটী শিক্ষা করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ বিশ্ববৈষ্ণবসভার প্রতি তাঁহার জাতক্রোধ আছে। সেই ক্রোধের পরবশ হইয়া তিনি বৈষ্ণবনিন্দা ও পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের অবমাননা করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই।

সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিলেই আর্য্যশাস্ত্রের নিন্দা করা হয়। আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বজীবের মঙ্গলপ্রদ। অন্যান্য অসম্পূর্ণ ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় সঙ্কীর্ণ মত প্রচারক ন'ন। জীবমাত্রেই যে একাধিকার প্রাপ্ত, এরূপ বলিলে, না বিজ্ঞান, না ইতিহাস সন্তোষ লাভ করে। সকল জীবই ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত। তন্মধ্যে যে কতকগুলি জীব মূল বিষয়ে অধিকারের ঐক্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একটী সম্প্রদায়। তাঁহাদের জন্য শাস্ত্র যে উপদেশ প্রদান করেন, সে উপদেশ অন্যাধিকার-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের স্বীকরণীয় নয়। এই অধিকার-বিচারক্রমেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়। ভক্তদিগের মধ্যে অধিকারভেদেও পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায়-ব্যবস্থায়ী আর্য্যশাস্ত্রও আর্য্যাচার্য্যদিগের প্রধান গৌরব। একটী বিদ্যালয়ে যেরূপ দশটী বা বারটী শ্রেণী থাকে, আর্য্যদিগের পরমার্থ-বিদ্যালয়ে তদ্রূপ কতকগুলি সম্প্রদায়। সম্প্রদায়গুলি পৃথক্ পৃথক্ থাকাতে যে আর্য্য-মহাবিদ্যালয়ের ঐক্য বিনষ্ট হয়, এরূপ নয়। ইংরাজী ভাষায় যে sectarian শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ অন্য প্রকার। 'সেক্টেরিয়ান' ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বলে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্মকে এক বিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বলিয়া জানেন। সাম্প্রদায়িক শব্দের অর্থ বিকৃত করিয়া যিনি সম্প্রদায় ব্যবস্থার নিন্দা করেন, তিনি নিতান্ত শাস্ত্রান্ধ। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ে গমনের অধিকার লাভ করিলেই, সেই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারেন। এইরূপে সম্প্রদায় হইতে সম্প্রদায়ে গমন করিতে করিতে জীবগণ বহু জন্মে সর্ব্বোচ্চ সম্প্রদায় প্রাপ্ত হইয়া চরিতার্থ হন। "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিমি"তি ভগবদ্বাক্য অতিশয় স্পষ্ট। অধিকার লাভ করিলে তদুচিত সম্প্রদায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকার বিচার না করিয়া যদি কোন সম্প্রদায় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অধোগতি হয়। যে অধিকারে যে উপদেশ, সেই উপদেশই সেই অধিকারের মত এবং সেই মতই সেই অধিকার-নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মত। যদি কেহ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত একই অধিকারে সন্নিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার মিশ্র মত হয়, বিশুদ্ধ মত হয় না।

গুরু-পরম্পরা-প্রাপ্ত অধিকারসিদ্ধ উপদেশকে সাম্প্রদায়িক মত বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। অসাম্প্রদায়িক মতই অনার্য্য মত। "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ" ইত্যাদি ঋষিবাক্য দ্বারা আমরা জানিতেছি যে, সম্প্রদায়-নিন্দুক ব্যক্তিগণ নিতান্ত অনার্য্য ও শিষ্টাচার শূন্য। উপাসনা-কাণ্ডে যে শৈব,

শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে সেই সমুদায়ই দেবদেব মহাদেববাক্য অথবা পূজ্যপাদ ঋষিবাক্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অধিকার-প্রাপ্ত জীবগণের মঙ্গল-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উপাস্য-বস্তু মূলে এক, তাহাতে ভেদ নাই। কেবল উপাসকদিগের অধিকার-ভেদে উপাস্য-বস্তুর পার্থক্য সিদ্ধ হইয়াছে। নিজ নিজ উপাস্য-বস্তুতে নিষ্ঠা-প্রয়োগই প্রশস্ত। সেই উপাস্য-বস্তু ক্রমশঃ কৃপা করিয়া উচ্চাধিকার দান করিয়া তদধিকারস্থ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন। এই জন্যই ঋষিগণ সর্ব্বত্র অধিকার-নিষ্ঠাকে প্রবল রাখিবার জন্য তত্তদধিকারের মতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গিয়াছেন। শাক্তগণ যখন বিশুদ্ধ হ'ন তখন বামাচারের নির্ম্মাল্যাদি সেবন করিতে পারেন না। তখন তাঁহারা জপ-যজ্ঞাদি দ্বারা শ্যামা-পূজা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ যাঁহারা বৈষ্ণবাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদের ভগবন্নির্ম্মাল্য ব্যতীত অন্য নির্ম্মাল্য পাইবার অধিকার থাকিবে না। এই পত্রিকায় 'কুতর্ক' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপদ বাবু লিখিয়াছেন যে, সাত্ত্বিকভাবে পূজা হইলে বৈষ্ণবগণ অন্যদেব-নির্ম্মাল্য পাইতে পারেন। এই বাক্য নির্দ্দোষ নয়। বৈষ্ণবগণের উপাসনা নির্গুণ। তাঁহারা সাত্ত্বিক পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী ন'ন, নির্গুণ পূজার নির্ম্মাল্য গ্রহণের অধিকারী। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভগবৎপ্রসাদ শ্রীবিমলা-দেবীকে অর্পিত হয়। সেই প্রসাদ সমস্ত বৈষ্ণবের গ্রাহ্য। "বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরমি"তি ঋষিবাক্য দ্বারা বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুনৈবেদ্য দ্বারা অন্য দেবতা ও পিতৃলোকের পূজার বিধান হইয়াছে। তাহাই অন্য দেবের নির্গুণ নির্ম্মাল্য। এ সমস্ত কথা সাধারণে বিচার্য্য নয়। অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ স্বীয় স্বীয় গুরু-দেবের নিকট ইহার বিধি ও তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

হরিসভাগুলির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই। বরং নাম শুনিলেই শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। হরিসভাগুলি নষ্ট হইয়া যাউক এরূপ বাসনা আমরা করি না, বরং ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে, ঐ সকল সভা সত্বরই বিশুদ্ধ হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। অনার্য্য-সভার অনুকরণ পূর্ব্বক অধিকারতত্ত্বের বিরুদ্ধ মিশ্রমত প্রচার না করেন। "হরিভক্তিদায়িনী", "হরিভক্তি-প্রচারিণী" প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধ হরিভক্তির আনুকূল্য করাই প্রয়োজন। অন্যান্যাধিকারের মতসিদ্ধ কার্য্য তাহাতে না করেন, আমাদের এই প্রার্থনা। অন্যান্যাধিকারের আর্য্য-সন্তানগণ হৃষ্টচিত্তে সমবেত হইয়া আর্য্যধর্ম্মরক্ষণী, শিবসভা, কালীসভা, গণপতিসভা ও কর্ম্মাধিকার অনুসারে যাজ্ঞিকসভা এবং জ্ঞানাধিকার অনুসারে আধ্যাত্মিকসভা—ব্রহ্মসভাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা সমৃদ্ধি করুন। তাহাতে আমরা বিপুলানন্দ লাভ করিব। হরিসভার সভ্যগণ অমিশ্রিত হরিভক্তি আস্বাদন ও প্রচার করুন। এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে গেলে কেবল মনের উদ্বেগ ও লেখা বাহুল্য হইবে। আমাদের পরামর্শ এই যে, হরিসভার সভ্যগণ উপযুক্ত বৈষ্ণব-গুরুগণের নিকট বিশুদ্ধ হরিভক্তি শিক্ষা করিয়া তাহাই আস্বাদন করুন। প্রথমে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা দেওয়া বিধি নয়। যদি বিশুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার করা তাঁহাদের অভিপ্রেত না হয়, তবে সভার নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক আর্য্যসভা বলিয়া নাম গ্রহণ করুন। নতুবা মাছের দোকানে শাক, শাকের দোকানে মাছ বিক্রয় করিলে যে ব্যবহার-সাঙ্কর্য্য হয়, তদ্রূপই হইতে থাকিবে। শাকের দোকানে মৎস্য দেখিলে ব্রহ্মচারী যতিগণ যেরূপ কষ্টবোধ করেন, তদ্রূপ বিশুদ্ধ হরিভক্তগণ হরিসভায় গিয়া মনুসংহিতা পাঠ, হোম, যাগ, অধ্যাত্ম রামায়ণ-ব্যাখ্যা, বাউল-গান, হারমণিয়াম বাদ্য ও উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি রসগ্রন্থ সাধারণের নিকট পাঠাদিরূপ অধিকার-সাঙ্কর্য্য দেখিয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়েন। যে হরিসভায় এবম্বিধ সাঙ্কর্য্য নাই, তথায় মিশ্র মত নাই। তাহার কোন নিন্দাও নাই। সে সভা আমাদেরই সভা। তাহার নাম বৈষ্ণব-সভা বলিলেই হয়। যে সভার অধিকার-বিচারশূন্য মিশ্রমত আছে, সে সভা যে হাস্যাস্পদ হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ?

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের কএকটি কথা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ একবার শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির-সমক্ষে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতেছিলেন, চোখে চশ্‌মা ছিল না, শ্রীমন্দিরের দরজাও বিশেষ প্রশস্ত নহে। তাঁহার পার্শ্বেই তাঁহার একজন বিশেষ স্নেহপাত্র শিষ্য দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন, প্রভুপাদ বোধ হয় সঙ্কীর্ণ দরজার মধ্য দিয়া ভাল করিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে পারিতেছেন না, তাই বলিয়া উঠিলেন—প্রভু, মন্দিরের দরজাটা বড় সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, এজন্য বাহির হইতে শ্রীবিগ্রহ ভাল করিয়া দর্শন হয় না। তাঁহার এই মন্তব্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্যভরে আমাদিগের সকলেরই শিক্ষার্থ প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন —শ্রীভগবান্‌কে আমাদের আধ্যক্ষিক দর্শনান্তর্গত দৃশ্য-বিশেষ বিচার না করিয়া আমি কি প্রকার যোগ্যতা-বিশিষ্ট হইলে তাঁহার দৃশ্য হইতে পারিব, তিনি আমাকে দেখিতে চাহিবেন, আমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন —এ প্রকার বিচার-ধারা অবলম্বন করাই ভাল। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" অর্থাৎ অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি অপ্রাকৃত—চিন্ময় বস্তু, তাহা প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুবিশেষ নহে, সেবোন্মুখ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশ তিনি, স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। "বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ। কবে আসি' মাধব আমা করিবে সেবন॥ তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার। দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার॥"—এই ভাবে ভক্ত-প্রেমবশ্য ভগবান্ ভক্তের প্রতীক্ষায় থাকেন। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি' না চায়॥" এজন্য সেবোন্মুখতা লাভ করিতে হইবে। "ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী॥" অর্থাৎ ভক্তিই তাঁহার নিকট লইয়া যায়, ভক্তিই তাঁহাকে দেখায়, সেই পুরুষটি ভক্তিবশ, ভক্তির প্রশংসাই সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই ভক্তিটি অনুরাগময়ী হইলেই শীঘ্র দর্শনযোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরং অচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

একদিন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অনুব্রজ্যা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীযোগপীঠে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে প্রভুপাদের ঐ স্নেহদুলাল রাস্তার দুইপার্শ্বে ময়লার গন্ধ পাইয়া নাকে কাপড় দিয়া অস্বস্তি প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া প্রভুপাদ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—চিন্ময় ধামের চিন্ময় গন্ধ তোমার নাসিকায় না গিয়া অচিজ্জগতের অচিৎ পূতিগন্ধ প্রবেশ করিতেছে! অপ্রাকৃত শ্রীধামে প্রাকৃত বুদ্ধি করিতে নাই। শ্রীধাম শ্রীভগবানের স্বরূপ-বৈভব—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে।"

অর্থাৎ সেই এক পরমতত্ত্ব তাঁহার স্বাভাবিকী অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধানরূপে চতুর্দ্ধা অবস্থিত।

শ্রীধাম মায়াপুরে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রভুপাদ (৩রা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত) শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ-প্রদর্শনী নামক একটি অভূতপূর্ব্ব ভাগবত-প্রদর্শনী উন্মোচন করেন। এই প্রদর্শনীক্ষেত্রে বহু করোগেটেড্ টিনের অস্থায়ী চালাঘর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। স্যার পি, সি রায় শ্রীধাম মায়াপুরে শুভাগমন পূর্ব্বক এই প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও তন্নিজজন শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় প্রদর্শনীকালে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। প্রদর্শনী

অন্তে একদিন প্রবল ঝড়ে ঐ সকল টিন উড়িয়া বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। একখানি টিন উড়িয়া শ্রীচৈতন্য মঠের শ্রীমন্দির সংলগ্ন শ্রীরামানুজাচার্য্যের মন্দিরের চূড়ার মোটা লোহার রড্ সহিত চূড়ার সিমেণ্ট কংক্রীট ছেদন করিয়া ঐ টিনখানি অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত তৎকালীন টিউবওয়েলের নিকট পড়িয়াছিল। ঝড় থামিলে সপার্ষদে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজের মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—শ্রীরামানুজাচার্য্য অর্চ্চনমার্গের গুরু 'আচারিয়া' সম্প্রদায়ের আচার্য্য, তাঁহার চূড়ায় আঘাত, ইহাতে নিশ্চিতই মনে হইতেছে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন-কার্য্যে কোন ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। সত্যই পরে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তৎকালীন পূজারী সেবকের একটি গুরুতর ত্রুটীর কথা জানা গেল। তাঁহাকে পূজা হইতে অপসারিত করিয়া উক্ত শ্রীমন্দিরের চূড়া মেরামত করা হইল। শ্রীমন্দিরে চৌর্য্যাদি সংঘটিত হইলে বা শ্রীল প্রভুপাদেরই শ্রীঅঙ্গের কোন অসুস্থাভিনয় অথবা তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষ অসুখবিসুখ জন্য অশান্তি উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীবিগ্রহের সেবাপরাধ হইতে সেবকগণকে বিশেষ সাবধান করিতেন। নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও ধামাপরাধ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সেবকগণকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়াছেন।

১৯৩৬ সালে ২৩শে অক্টোবর তারিখে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শিষ্যপ্রবর 'গৌড়ীয় সঙ্ঘপতি' শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে 'বিলাতে ও মার্কিণদেশে' অর্থাৎ য়ুরোপ ও আমেরিকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ভার প্রদান করিয়া লণ্ডনে প্রেরণের প্রাক্কালে তথায় শ্রীগোমতী, গণ্ডকী ও গোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চা অর্চ্চনের উপদেশ প্রদান করেন। ঐ দিবস কলিকাতা—বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের 'সারস্বত-শ্রবণ-সদনা'খ্য নাট্যমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণে শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ প্রভুকে লণ্ডনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার-প্রসার-বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান ও প্রচুর আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-নিজজন—শ্রীগৌরকরুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা-দীক্ষা জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেই জৈব জগতের অবশ্যই নিত্য কল্যাণ লাভ হইবে, এই সুদৃঢ় বিশ্বাসমূলে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্র উহার আচার-প্রচারাদর্শ স্থাপনে অদম্য উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্তও শ্রীল প্রভুপাদ তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ-দ্বারা লণ্ডন ও জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে সভাসমিতি করাইয়া প্রতি এয়ার-মেলে প্রবন্ধ ও প্রচার্য্য-বিষয়ের উপদেশ প্রেরণ করিয়া বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুমোদন-ক্রমে লণ্ডনে 'লণ্ডন গৌড়ীয় মিশন সোসাইটী' নামক একটি সমিতি ও লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎকালে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বাহাদুর উক্ত সমিতির সভাপতিরূপে প্রতি সপ্তাহে শ্রীল প্রভুপাদ প্রেরিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রচারক পাঠাইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করাইয়াছেন। ১৯৩৬ সালে রেঙ্গুণে 'রেঙ্গুণ গৌড়ীয় মঠালয়' স্থাপন পূর্ব্বক তথায় শ্রীবিগ্রহসেবাও প্রকাশ করাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগা ব্রহ্মদেশবাসী রাজনীতির কূটচক্রে পড়িয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম আদর করিতে পারে নাই। ভারতের আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ও বিশিষ্ট জনপদসমূহে শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া বা উপযুক্ত প্রচারক প্রেরণ-দ্বারা এবং স্থানে স্থানে মঠমন্দিরাদি স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালেই ৬৪টি মঠ সাপ্তাহিক পত্র 'গৌড়ীয়ে' তালিকাভুক্ত আছে। বর্ত্তমানে অবশ্য তাঁহার কৃতী শিষ্যগণ আরও অনেকগুলি মঠমন্দির বৃদ্ধি করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত তীর্থস্থান সমূহে তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য—অষ্টোত্তরশত বা ততোঽধিক শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপনের সঙ্কল্প শ্রীল প্রভুপাদের

ছিল। কিন্তু তিনি মন্দার, কানাইনাটশালা, যাজপুর, কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল, কভূর, মঙ্গলগিরি ও ছত্রভোগ (বাংলা—২৪ পরগণা)—এই অষ্ট পাদপীঠ মাত্র সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তিসময়ে মালদহ, পুরী—আঠারনালা প্রভৃতি স্থানে আরও কএকটি পদপীঠ স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা স্বয়ং করিয়া গিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলেরও প্রায় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিক্রমা করিয়াছেন। ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম ত' প্রত্যব্দই পরিক্রমা করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও তাঁহার শিষ্যগণ 'তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ' উপদেশানুসারে সেই সেবার অনুবর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—শ্রীধাম পরিক্রমণে পঞ্চ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গ (সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস বা ধামবাস এবং শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন) যুগপৎ যাজিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। এজন্য অদ্যাপি এই 'পরিক্রমা' সেবাটি বিশেষ যত্নসহকারে পালন করা হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যশিক্ষা যাহাতে জীব-হৃদয়ে বিশেষভাবে রেখাপাত করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ কএকস্থানে পারমার্থিক প্রদর্শনী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যথাঃ—

'কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয় প্রদর্শনী (ইং ৪।১১।২৮ ও ইং ২১।৮।৩৩ তারিখে উদ্ঘাটিত), কুরুক্ষেত্র সৎশিক্ষা প্রদর্শনী (ইং ১৯।৬। ৩৬), শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ প্রদর্শনী (ইং ৯।২।৩০), কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক প্রদর্শনী (ইং ৫।১১। ৩০), কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে সৎশিক্ষা প্রদর্শনী (ইং ৬।৯।৩১), ঢাকা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী (ইং৬।১।৩৩', পাটনা-পারমার্থিক প্রদর্শনী (ইং ১৪।১১।৩৩), কাশী পারমার্থিক প্রদর্শনী (ইং ২৪।১২।৩৩) ও প্রয়াগ সৎশিক্ষা প্রদর্শনী (ইং ৭।১।৩৬)।

শ্রীমদ্ ভাগবত দশমস্কন্ধ ৮২ অধ্যায়ে এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ১ম ও ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে মাথুর বিরহকাতরা ব্রজগোপীগণের কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে গমন করিয়া কৃষ্ণসন্দর্শনে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছিল, শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরেরও নীলাচলে শ্রীজগন্নাথদর্শনে সেই ভাবেরই পুনরভিব্যক্তি হইয়াছে। শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত মহাপ্রভু তাঁহার বৃন্দাবনভাবময় মনোরথে কৃষ্ণকে উঠাইয়া 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এভাব অন্তরে' পোষণ করতঃ "সেই ত' পরাণনাথ পাইনু। যাঁহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু॥"—এই ধূয়া গান করিতে করিতে নীলাচলরূপী কুরুক্ষেত্র হইতে রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে লইয়া সুন্দরাচল-রূপ বৃন্দাবনে যাইতেছেন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর রথযাত্রা দর্শনলীলা। কৃষ্ণের রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, লোকজনাদি ঐশ্বর্য্য শ্রীমতীর আদৌ ভাল লাগিতেছে না। তাই তিনি কহিতেছেন—

"আনের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি।
তাহাঁ তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

"জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধূয়া গাওয়াইল॥
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন।
সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হয় বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ॥
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি।
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ।
তাহাঁ গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন।
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে॥"

চৈঃ চঃ মধ্য ১৩শ

বিপ্রলম্ভভাবাবিষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর হৃদয়ের ভাববিভাবিত হইয়াই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কুরুক্ষেত্রে শ্রীব্যাস-গৌড়ীয় মঠ স্থাপন, রথযাত্রা প্রকটন ও ভাগবত প্রদর্শনী উন্মোচন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতীর বিপ্রলম্ভ-ভাবাবেশে কৃষ্ণ দর্শনই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলে জগন্নাথদর্শনলীলা। "কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তরে" এই ভাব লইয়াই শ্রীগৌরা-

নুগত গৌড়ীয়গণেরও শ্রীপুরীধামে রথযাত্রা দর্শন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃষ্ণকে 'মথুরানাথ' বলিয়া সম্বোধন করিতে — অন্তরে তাহা ভাবিতে যেমন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে, পরমারাধ্য শ্রীবার্ষভানবীদয়িত-দাসাভিমানী প্রভুপাদও তদ্রূপ কুরুক্ষেত্রে শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী উদ্ঘাটনকালে শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলন-প্রসঙ্গ বর্ণন-সময়ে এবং ঐ প্রসঙ্গ যখন যখনই উত্থাপিত হইয়াছে তখন তখনই অত্যন্ত বিরহ-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে, বাষ্পগদ্‌গদ—রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া গিয়াছেন। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনকালেও প্রভুপাদ ঐ ভাবে বিভাবিত হইয়া পড়িতেন এবং শ্রীরূপপাদকৃত এই শ্লোকটি আস্বাদন করিতেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

[অর্থাৎ হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দপ্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।]

ভক্তিপ্রতিকূলভাব গর্হণকালে তিনি যেমন ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর, আবার ভক্তিঅনুকূলভাব অঙ্গীকার-কালে তিনি হইতেন—কুসুম অপেক্ষাও কোমল হৃদয়। শ্রীরাধারাণীর মাথুরবিরহকথা বলিতে বলিতে অত্যন্ত বিরহ-বিহ্বলহেতু অশ্রু-প্লাবিত হইয়া পড়িতেন। হরিকথায় প্রভুর ছিল অপূর্ব্ব অনুরাগ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত, খাদ্যাদি প্রস্তুত হইবার ইঙ্গিত জানাইলেও প্রভু বিরক্ত হইতেন। কহিতেন—জগতে হরিকথামৃতান্নেরই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে শিষ্যগণ তাঁহাকে হরিকথা বলিতে দেন না, তাই তিনি 'কেমন আছেন?' জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—আমি ভালই আছি, তবে ইহারা আমাকে হরিকথা বলিতে দিতেছে না, ইহাই আমার অসুখ।

প্রভু কীর্ত্তন বড় ভালবাসিতেন, কিন্তু অনধিকারীর মুখে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট কীর্ত্তন শুনিতে পারিতেন না। তাই তাঁহার স্বরচিত গীতিতে গাহিয়াছেন—

প্রাণ আছে তার,　　সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশা হীন কৃষ্ণগাথা সব॥
শ্রীদয়িতদাস,　　কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।

প্রতিষ্ঠাশাহীন শরণাগতিই ভক্তের 'প্রাণ'। সেই শরণাগতিবিহীন অভক্তের মুখনিঃসৃত কৃষ্ণগাথা জড়—অচেতন শবতুল্য। তাহা শ্রোতব্য নহে।

অনধিকার চর্চ্চাও প্রভুপাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিই সত্ত্বশুদ্ধিকারক ও শ্রীভগবানে ভক্তি উৎপাদক। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।" অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনাম গ্রহণের কোন চেষ্টা নাই, ভাবশুদ্ধি নাই, অথচ কৃত্রিম ভাবমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহেচ্ছায় যাহাদের চিত্ত ভরপুর, তাহাদের ঐ সকল কপটতা শ্রীল প্রভুপাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। কহিতেন—

"মাধবেন্দ্রপুরী,　　ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব।"

"যদি ভজিবে গোরা সরল কর নিজ মন।
কুটিনাটি ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ॥
গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ফলে॥"
ইত্যাদি।

'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি' এই মহাজন-বাক্যের অপব্যবহার করিয়া উপযুক্ত রাগমার্গীয় সদ্‌গুরুর নিকট লৌল্যমাত্র মূল্য দ্বারা কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা-মতি ক্রয় করিবার পূর্ব্বেই রাগাত্মিক ব্রজবাসীর কৃত্রিম আনুগত্য প্রদর্শনমূলে রাগানুগাভিমানী ভক্ত সাজিয়া রাগভজনের অভিনয় দ্বারা অনধিকারচর্চ্চা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ইহাতে অকালপক্বতা আসিয়া যায়। প্রভু ইহাদিগকে প্রাকৃত সহজিয়া বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, তাহা হইলে রাগানুগা ভক্তি লাভের

উপায় কি ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাঁহার পরম অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বলিয়াছেন—"নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়" (চৈঃ চঃ অ ২০শ পঃ) এবং "ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সভার" (চৈঃ ভাঃ) তখন সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নামেরই আশ্রয় বিশেষ করিয়া লইতে হইবে। নামই 'সর্ব্বসিদ্ধি' সংঘটন করাইয়া দিবেন—

(নাম) ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ।
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় নিজ স্বরূপ-বিলাস॥

বাচ্য ও বাচক এই দুই স্বরূপের মধ্যে বাচক স্বরূপ নামের করুণাই যখন অধিক, তখন কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করিতে গিয়া ভক্তিপথভ্রষ্ট না হওয়াই সমীচীন পরামর্শ। অবশ্য যে ভাগ্যবান্ সাধকের ভাগ্যে উপযুক্ত রাগবর্ত্ম-প্রদর্শক সদ্‌গুরু মিলিয়া যায়, তাঁহার সম্বন্ধে ত' কথাই নাই।

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"
(ভাঃ ১০।৩৩।৩৯)

—এই ভাগবতীয় শ্লোকের শ্রদ্ধান্বিত-শব্দে এখানে রাগভক্তিবীজ-স্বরূপিণী শ্রদ্ধাই লক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন 'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা'—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ', নাম যখন চিন্তামণি, চিদ্‌রসবিগ্রহ, নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, নাম-নামী অভিন্ন—সাক্ষাৎ কৃষ্ণবস্তু, নাম যখন বাঞ্ছাকল্পতরু, তখন 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' এই ন্যায়ানুসারে নাম-প্রভুর চরণে একান্তভাবে রাগভজনাধিকার প্রার্থনা জানাইতে জানাইতে নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে থাকিলে নাম নিশ্চয়ই কৃপা-পরবশ হইয়া ইষ্টে স্বারসিকী পরমাবেশময়ী রতিবিশিষ্ট—কোন শুদ্ধরাগাত্মিক ব্রজবাসী ভক্তের সাহচর্য্য ঘটাইয়া দিবেন। অঘটন-ঘটনপটীয়সী তাঁহার কৃপা। কিছুই অসম্ভব হইতে পারে না। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর টীকায় লিখিতেছেন—

"অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ। * * * * * অয়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপিনাপ যম্। শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদ্যৈরপি দুর্গম-মীক্ষ্যতে। গোপীনাং রসবর্ত্মেদং তাসামনুগতীর্বিনা॥"

অর্থাৎ অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইত্যাদি অর্থে শাস্ত্র-অবিশ্বাসী নামাপরাধীকে প্রেমা অঙ্গীকার করেন না, ইহাই ভাবার্থ। * * এই রাস স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও দুষ্প্রাপ্য। শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদিরও দুর্গম বলিয়া বিচারিত হয়। গোপীগণের এই রসপথ তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কাহারও পক্ষে ইহা সুগম বা সুখসাধ্য হইতে পারে না।

সুতরাং এইজন্যই কেশ-শেষ্যাত্মগম্য এই পথে পরমারাধ্য প্রভুপাদ অনধিকার-চর্চ্চা আদৌ বহুমানন করেন নাই, শ্রীনামভজনের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও গাহিয়াছেন—

"বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণে প্রেমাবেশ॥"

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদোপদিষ্ট উপদেশামৃতের ৭ম শ্লোকের 'অনুবৃত্তি' নামক ব্যাখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণনাম-চরিতাদি—মিশ্রির সহ উপমা, অবিদ্যা—পিত্তের সহিত উপমা। যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রূপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমে অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের কৃষ্ণনামচরিতাদি-রূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল লাগে না। কিন্তু যদি আদরের সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-রূপ মিশ্রি সেবন করা হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি-রূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-বাসনারূপ জড় ভোগব্যাধি বিদূরিত হয়।"

শ্রীল শ্রীরূপপাদ অষ্টম শ্লোকে যে 'উপদেশ-সার' জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহার 'অনুবৃত্তি' নামক বিবৃতিতে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"অজাতরুচি সাধক অন্য রুচিপর রসনা ও অন্যাভিলাষী মনকে ক্রমপন্থানুসারে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন ও স্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া জাতরুচিক্রমে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন। ইহাই অখিল **উপদেশসার**।

সাধক জীবনে আদৌ **শ্রবণ-দশা**। তৎকালে কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা শুনিতে শুনিতে **বরণ-দশায়** উপস্থিত হইলে শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। নিজ ভাবের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে **স্মরণাবস্থা**। স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, অনুস্মৃতি (ধ্রুবানুস্মৃতি) ও সমাধি-ভেদে স্মরণ পাঁচ প্রকার। বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপা ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সর্ব্বকাল ধ্যানই অনুস্মৃতি, ব্যবধানরহিত সম্পূর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণদশার পরেই—**আপন-দশা**। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন (অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি প্রাপ্ত হন)। পরে **সম্পত্তিদশায়** বস্তুসিদ্ধি।

বৈধ ভক্তগণ "কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।" —(শ্রীচরিতামৃত)। তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে "বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।" রাগাত্মিকা-ভক্তি—'মুখ্যা' ব্রজবাসী-জনে। তার অনুগত ভক্তির 'রাগানুগা'-নামে॥" ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥"—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

"রাগময়ীভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা'-নাম।
তাহা শুনি' লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"
"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"
নিজভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥"

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥" "দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীরগণ।"—চরিতামৃত। শান্তরসে—গো বেত্র বিষাণ বেণু কদম্বাদি, দাস্যরসে—চিত্রক পত্রক রক্তকাদি, সখ্যরসে—বলদেব শ্রীদাম সুদামাদি, বাৎসল্য-রসে—নন্দযশোদাদি, মধুর রসে—রাধিকা ললিতাদি ব্রজবাসী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই **উপদেশসার**।"

সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তদুপদিষ্ট ভজন-প্রণালী অনুসরণ ব্যতীত এই সকল নিগূঢ় ভজন-রহস্যে প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। প্রকৃত ভজনবিজ্ঞ সাধুগুরুর আনুগত্য ব্যতীত অকাল পক্বতা-মূলে রাগাধিকারী হইতে গেলে জড়রাগই প্রবল হইয়া উঠিয়া সাধকের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। প্রাকৃত ভাবনাবর্ত্ম অতিক্রম করিতে না পারিলে অপ্রাকৃত-রাগবর্ত্ম অনুসরণের যোগ্যতা উপস্থিত হয় না। এজন্য ভজনোন্নতিলাভেচ্ছু সাধক মহাশয় "নিরপরাধে নাম লৈলে প্রায় প্রেমধন" এই শ্রীমুখবাক্যানুসরণে নামভজনেই বিশেষভাবে যত্নশীল হউন, পরমকরুণ নামই কৃপা করিয়া তাঁহাকে রূপগুণলীলানুশীলনে যোগ্যতা প্রদান করিবেন।

জড়রসরসিক প্রাকৃত কাম-ক্রোধাসক্ত অরসিক ব্যক্তিগণ রসিক সাজিয়া রসগান-নৈপুণ্য দেখাইতে গিয়া অপ্রাকৃত রসাভিজ্ঞ রসিকপ্রবর পদকর্ত্তা মহাজন চরণে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করে, পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাদৃশ অনধিকার চর্চ্চা আদৌ সহ্য করিতে পারেন নাই। প্রাকৃত সুরতালের কসরত প্রদর্শনকারী কীর্ত্তনীয়া অরসিকগণের রসপরিবেশন কার্য্যে রসাভাসাদি দোষ অনিবার্য্য। "অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে প্রাকৃত কর্ণেন্দ্রিয় মনস্তর্পণবাঞ্ছামূলে ঐ সকল রসগান শ্রবণে কখনই কাহারও প্রকৃত কল্যাণ বিহিত হয় না। পরন্তু বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই অনর্থ-সাগরে নিমজ্জিত হয়। ইহাতে রসগানপ্রথা যদি জগৎ হইতে উঠিয়াও যায়, তাহাও মঙ্গল। বিশেষতঃ "গীত নৃত্যবাদ্যানি কুর্ব্বীত দ্বিজদেবাদি তুষ্টয়ে। ন জীবনায় যুঞ্জীত বিপ্র পাপভিয়া ক্বচিৎ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে কথিত

হইয়াছে—গীত, নৃত্য ও বাদ্যাদি জীবিকার্জ্জন-কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহা তৌর্য্যত্রিক ব্যসনমধ্যে পরিগণিত হয়। 'ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত' (ভাঃ ৭।১৩।৮) অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভাগবতাদি পরম পূজ্য বস্তুকে তুচ্ছ জীবিকার্জ্জন যন্ত্র বা পণ্যদ্রব্যরূপে ব্যবহার করিবার বিচারকে শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষভাবে গর্হণ করিতেন। শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়া, দীক্ষামন্ত্র দান করিয়া বা প্রসাদ-চরণামৃতাদির বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টাকেও তিনি অতীব তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিতেন। এই সকল কারণে শ্রীল প্রভুপাদ কতকগুলি তথাকথিত ভাক্তমণ্ডলীর খুবই বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বা শিবসংস্কৃত করিয়া 'বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ' বিচারানুসারে তাহাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করতঃ পঞ্চম যাগ-সংস্কার-("তাপঃ পুণ্ড্রস্তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। অমী হি পঞ্চসংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ॥") দ্বারা শ্রীশালগ্রামার্চ্চনাধিকার দেওয়ায় কাহারও কাহারও আপত্তির কারণ হইলেও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বৈষ্ণবের শ্রীশালগ্রাম-শিলাপূজা অনুমোদন করিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও 'যাগ' বলিতে তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলী গ্রন্থে 'পূজা' বলিয়াই জানাইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদগণের মধ্যে কায়স্থ, করণ ও বৈদ্যকুলোদ্ভূত অনেকেরই উপনয়ন সংস্কার ও ব্রাহ্মণশিষ্য থাকিবার কথা শুনা যায়। "দীক্ষা বিধানেন দ্বিজত্বং (বিপ্রতা) জায়তে নৃণাম্" (সর্ব্বেষামেব) ইহাই শ্রীশাস্ত্রবাক্য। শ্রীল প্রভুপাদ ইহাকেই দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিয়াছেন। ইহাতে মনুষ্য-মাত্রেরই ভক্তিতে অধিকার ('ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতাঃ') থাকায়—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" ইত্যাদি বাক্যানুসারে ভক্তিরই প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি, সেই বৃত্তি যাহাতেই লক্ষিত হউক না কেন, তাঁহাকেই বিপ্রতুল্য পূজ্য জানিতে হইবে। এজন্য ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও কহিয়াছেন—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি 'জাতি-কুলাদি-বিচার'॥

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত অদৈব বা অবৈষ্ণব বর্ণাশ্রম-বিচারে জাতিকুলাদি-ভেদ নিরূপিত হইয়া থাকে, কিন্তু "বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নরকী সঃ।" ইহাই শ্রীব্যাসবাক্য।

মেদিনীপুর জেলান্তর্গত বালিঘাই নামক স্থানে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য নির্ণয় সম্বন্ধে একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তখন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রকট ছিলেন, কিন্তু অসুস্থাভিনয় বশতঃ শয্যাশায়ী থাকায় তদভিন্নকলেবর শ্রীল প্রভুপাদকেই তিনি সর্ব্ব-শক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থ ঐ সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীমন্ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও গোপীবল্লভপুরের শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয় ঐ সভার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সভায় 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত' সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে ঐ বক্তৃতাটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও পূজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু মর্য্যাদা-লঙ্ঘন সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বোপরি স্থাপিত হওয়ায় সজ্জনমাত্রই আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। সদ্ ব্রাহ্মণও অবশ্যই পূজ্য, তাঁহাকেও যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—'আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়' ইহাই ভগবদুক্তি। ব্রাহ্মণ ভগবদ্‌ভক্ত হইলে তিনিও ভক্ত-সম্মান অবশ্যই পাইবেন। (ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—নিজেকে কৃষ্ণসেবক বলিয়া না জানা কি পাপ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

কেহ মানে, কেহ না মানে সবে কৃষ্ণদাস।
যে না মানে, তা'র হয় সেই পাপে নাশ॥ (চৈঃ চঃ)

নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া জানাই ধর্ম্ম ও সুখ এবং ইহা না জানাই অধর্ম্ম বা দুঃখ। যে নিজেকে ভগবৎ-সেবক বলিয়া জানে, সেই ব্যক্তিই সুখে থাকে। যে দুর্ভাগা এই শাস্ত্রবাক্য মানে না, তাহার জন্ম-জন্ম দুঃখ অনিবার্য্য।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটী ব্রহ্মানন্দ নহে তা'র এক বিন্দু॥

মহাজনও গাহিয়াছেন—

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
(যায়) সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন শ্রীনাম গাই॥

প্রশ্ন—চুপ করিয়া থাকা কি ভাল?

উত্তর—নিশ্চয়ই। আমার এক বন্ধু বলিতেন—'বোবার শত্রু নাই।' কথাটা খুবই সত্য। তবে সহ্যগুণ না থাকিলে চুপ করিয়া থাকা কঠিন। এজন্য ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সকল বিষয়েই সহ্যগুণ বিশেষ দরকার। নতুবা নানা বিঘ্ন আসিয়া বাধা জন্মায়।

কথায় বলে—Silence is the best punishment. 'যে সয় সেই রয়'।

কেহ কিছু বলিলে বা কোন অন্যায় করিলে যদি তাহাকে কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনেক সময় লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া নিজের দোষ বুঝিয়া মর্ম্মাহত ও সংশোধিত হয়। কিন্তু সহ্যগুণ হারাইয়া সঙ্গে সঙ্গে লোকের দোষ বা ত্রুটী দেখাইয়া দিলে লোক অন্তরে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়। তৎফলে কলহ, কথা কাটাকাটি, উদ্বেগ ও অশান্তি হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র ভগবানের কর্তৃত্ব দেখিতে পারিলে সহ্যগুণ আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। ভগবৎসম্পর্ক-দর্শন যত প্রবল হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে নিজ কর্তৃত্বাভিমান যত কম হয় ততই লোক ধীরস্থির হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবসঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন?

উত্তর—নিশ্চয়ই। গুরুর সঙ্গ এবং গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ বিশেষ মঙ্গলপ্রদ। বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিলে কনিষ্ঠ ভক্ত আমরা সদাচার, গুরুসেবা প্রভৃতি শিখিব কি করিয়া? সম্মুখে আদর্শ সব সময় দরকার। গুরুনিষ্ঠ, নামনিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ না করিলে আমাদের গুরুনিষ্ঠা, গুরুতে আপনজ্ঞান, গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি, গুরুকৃষ্ণসেবা করার প্রবৃত্তি হইবে না। কিভাবে গুরুসেবা করিতে হয়, কিভাবে গুরুর সহিত ব্যবহার করিতে হয়—এ সব কথা যদি নিষ্কপট গুরুনিষ্ঠ বৈষ্ণব আমাদিগকে না জানাইয়া দেন, তাহা হইলে সদ্গুরু পাইয়াও প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ফেলিতে হয়, গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আত্মসমর্পণ না করিলে কি হরিভজন-ক্রিয়াও হয় না?

উত্তর—নিশ্চয়ই না। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭ পঃ ২৫৭ অনুভাষ্যে) বলিয়াছেন—সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ, তৎপরে হরিভজনক্রিয়া—ইহাই শাস্ত্রবিধি। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও শ্রীমদ্ভাগবতের 'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং' শ্লোকে এই কথাই বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের শ্রীধরটীকা—আদৌ অর্পিতা সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাৎ অর্প্যেত।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই-কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥ (চৈঃ চঃ)

আদৌ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়, তৎপরে ভজনক্রিয়া আরম্ভ। সদ্‌গুরু-আশ্রয় মানে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা, নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দিয়া গুরুর অধীন থাকিয়া তন্নির্দ্দেশে যথাযথ ভজন করা।

প্রশ্ন—ভোগবুদ্ধি কি করিয়া যাইবে?

উত্তর—জগতের যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি সবই জগদীশ্বরের ভোগ্য বা সেবার উপকরণ। কোন বস্তুই জীব-ভোগ্য নহে। কৃষ্ণভোগ্য জগতের প্রতি সেব্যবুদ্ধি বা গুরুবুদ্ধি হইলেই ভোগবুদ্ধি কাটিয়া যাইবে।

ভোক্তা-অভিমান ছাড়িয়া ভোগ্য বস্তুটী ভগবান্‌কে দিয়া দিলে জীবের আর তাহাতে ভোগবুদ্ধি থাকে না।

ভোক্তা-অভিমানী ব্যক্তি কোনদিন একমাত্র ভোক্তা কৃষ্ণের দর্শন পায় না। গুরুকৃপায় নিজেকে কৃষ্ণভোগ্য বা ভগবৎসেবক-বুদ্ধি হইলেই ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে সেবাবুদ্ধি জাগে।

ভোক্তা-অভিমানী ভোক্তা-ভগবানের সঙ্গ ও সেবা পায় না। ভোগ্য বা সেবকই ভোক্তা বা সেব্যের সঙ্গ, দর্শন ও সেবা পায়।

প্রশ্ন—সেবা ও ভোগের মধ্যে কি তফাৎ?

উত্তর—সেবা ও ভোগ পরস্পর বিপরীত জিনিষ। সেবা জিনিষটী ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণ, আর ভোগ হ'লো নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ। সেবা—কৃষ্ণমুখী, ভোগ—মায়ামুখী।

ভক্ত হ'লো সেবোন্মুখ, আর অভক্ত হ'লো ভোগোন্মুখ। সেবোন্মুখ ভোগোন্মুখ নহে, ভোগোন্মুখ সেবোন্মুখ নহে।

সেবাবিমুখতাই ভোগোন্মুখতা। সেবাবিমুখই ভোগোন্মুখ। সেবা-বৈমুখ্যই ভোগ বা কাম। কিন্তু সেবোন্মুখ ভক্ত নিষ্কাম।

বহির্ম্মুখতাই ভোগ, অন্তর্ম্মুখতাই ভক্তি বা সেবা। সেবনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং। কিন্তু ভোগে নিজসুখে তাৎপর্য্য। 'কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল, কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য ভক্তিতে প্রবল।'

প্রশ্ন—কেশব শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ভাঃ ১০।২৯।৪৮ শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—

'কেশবঃ কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তৌ অপি বয়তে প্রশাস্তি।'

যিনি ব্রহ্মাও শিবকে শাসন করেন অর্থাৎ ব্রহ্মা-শিব যাঁহার অধীন, তিনি কেশব অর্থাৎ কৃষ্ণ।

'কেশান্ বয়তে সংস্করোতি।'

অর্থাৎ যিনি শ্রীরাধার কেশ সংস্কারাদি করেন, তিনি কেশব অর্থাৎ রাধানাথ কৃষ্ণ।

কেশবঃ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বশয়তি ইতি কেশবঃ। যিনি ক অর্থে ব্রহ্মা এবং ঈশ অর্থে শিব—এই দুইজনকে বশীভূত করিয়া থাকেন, তিনি কেশব।

(ঐ শ্রীধর টীকা ভাঃ ঐ)

মহাভারতে ভগবদ্বাক্য—

অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসঙ্গিতাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্ম্মুনিসত্তম॥

ভগবান্ বলিয়াছেন—

আমার যে অংশুসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার নাম 'কেশ'। এইজন্য সর্ব্বজ্ঞগণ আমাকে কেশব বলিয়া থাকেন।

কেশব শব্দের অর্থ—পরমদীপ্তিমান্।

(লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা ভাঃ ১০।২৯।৪৮)

প্রশ্ন—কৃষ্ণের বসতিস্থল কি?

উত্তর—নন্দগৃহই কৃষ্ণের বসতিস্থল। নন্দগৃহই ব্রজধাম। নন্দের হৃদয়ও কৃষ্ণের বাসগৃহ। গুরুগৃহই সেই নন্দগৃহ।

গুরুর হৃদয়ও কৃষ্ণের বসতিস্থল বা লীলাস্থলী। ভক্ত-হৃদয়েই কৃষ্ণের বাস এবং কৃষ্ণহৃদয়েই ভক্তের বসতি।

প্রত্যেক জীবের হৃদয়ও ভগবানের বসতিস্থল। তবে ভক্তহৃদয়ে ও ভক্তগৃহে কৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে প্রকাশিত ও প্রীতি-পূর্ব্বক সেব্যমান্।

শাস্ত্র বলেন—

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

ভক্তচিত্তে, ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সে-ই যায় নাশ॥ (চৈঃ চঃ)

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

শ্রুতিও বলেন—

'হৃদি ভজধ্বং হৃদীশ্বরম্।'

শাস্ত্র আরও বলেন—

'জীব-হৃদি, জলে বৈসে সেই নারায়ণ।' (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—সাধক-জীবনে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় কি কি?

উত্তর—১। কি মঠবাসী কি গৃহস্থ সাধকগণ কায়, মন, বাক্য, প্রাণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও উত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা প্রীতির সহিত যথাসাধ্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবেন।

২। প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিলে গুরুকৃপায় অনায়াসে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, ইহা দৃঢ়ভাবে জানিবেন।

৩। প্রত্যহ সাদরে শ্রীনামকীর্ত্তন, গুরুবৈষ্ণবসেবা ও হরিকথা আলোচনা করিবেন।

৪। সাধকজীবনে দৈন্য, আর্ত্তি, দৃঢ়তা, কৃপাভিক্ষা, সেবাপ্রবৃত্তি, গুরুনিষ্ঠা ও নামনিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন।

৫। নামসংকীর্ত্তন দ্বারা কৃষ্ণসেবা ও গুরুবৈষ্ণবসেবা হয়। গুরুবৈষ্ণবসেবা দ্বারা নামকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলে নামসংকীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবসেবা হয়, ইহা সাধকমাত্রেরই জানা দরকার।

৬। গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ আনুগত্য বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা হরিভজন সম্ভব নয়।

৭। প্রত্যহ যথাসাধ্য শ্রবণ, কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহাজন গ্রন্থ, শ্রীচৈতন্যবাণী, শরণাগতি, গৌড়ীয় প্রভৃতি আলোচনা করিতে হইবে।

৮। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তনেও উহাই লভ্য হয়। আদরের সহিত অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

৯। গুরুকৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমাদের তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

১০। ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং ন তু স্বসুখে—এই শাস্ত্রবাক্যটী সতত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১১। প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা, ইহা জানিতে হইবে। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ্ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।

১২। অসৎসঙ্গ, অন্যাভিলাষ, স্বতন্ত্রতা, স্বসুখস্পৃহা, প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য।

১৩। সৎসঙ্গ, তুলসীসেবা, গুরুকৃষ্ণে ঈশ্বরবুদ্ধি ও আপন জ্ঞান, নিজেকে হীনবুদ্ধি, দম্ভত্যাগ বিশেষ দরকার।

১৪। গুরুকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ দৃঢ়তা, নিশ্চয়তা ও আশা প্রত্যেক সাধকেরই থাকা বিশেষ প্রয়োজনে।

১৫। প্রত্যেক সাধকের সেবোৎসাহ, সেবনিষ্ঠা, সেবাগ্রহ, সেবার জন্য তৎপরতা ও যত্ন থাকা আবশ্যক। কারণ সেবক সেবাতেই সিদ্ধি লাভ করে ও করিবে। প্রচুর সেবাপ্রবৃত্তি না থাকিলে মঙ্গলের আশা কম।

প্রশ্ন—ভগবানের সকল ব্যবস্থাই কি সানন্দে শিরোধার্য্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মঙ্গলময়ের সকল ব্যবস্থাই মঙ্গলময়ী। মঙ্গলময়ের ব্যবস্থায় কোন অমঙ্গল নাই বা থাকিতে পারে না। দয়াময়ের সবই দয়া। It is all for the best. ভগবান্ যাহা করেন, তাহা সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। এখন ভগবানের দয়া দেখিতে শিখিলেই মঙ্গল।

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভগবান্ যাঁহাকে যখন যেখানে রাখেন বা যে-ভাবে রাখেন, তিনি তখন অম্লানবদনে সেখানে থাকিয়া ভগবানের পুরস্কার বা তিরস্কার গ্রহণ করিবেন। ভগবানের যাবতীয় পুরস্কার বা তিরস্কার মঙ্গলের জন্যই বিহিত হয়। ভগবানের মায়াশক্তির পুরস্কারকে আমরা আদর করি, আর তাঁহার তিরস্কারগুলি আমাদিগকে যন্ত্রণা দেয়। মায়ার এই দণ্ড ভগবানের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিহিত

হয় বলিয়া তাহাও ভক্তগণ অনাদর করেন না, তাহা অম্লানবদনে সহিষ্ণুতার সহিত ভগবৎকৃপা বলিয়া গ্রহণ করেন। যাঁহারা সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা পুনরায় জগতের উন্নতি সুখ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে গিয়া পরিশেষে নিষ্ফলতা লাভ করেন।"

"সাংসারিক উন্নতি, সুবিধা, অসুবিধা দিবার ভগবান্ই একমাত্র মালিক। আমরা তাঁহার প্রতিপাল্য ও শরণাগত। আমাদের প্রতি তাঁহার যে ব্যবস্থা, তাহা অবনতশিরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

"সমস্তই ভগবদিচ্ছা। সুতরাং অসুবিধা উপস্থিত হইলে সহ্যগুন-সম্পন্ন হইয়া ভগবৎ-করুণার প্রতীক্ষা ব্যতীত আর উপায়ন্তর নাই। শ্রীনৃসিংহদেব সর্ব্বক্ষণই ভক্তগণকে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইতে রক্ষা করেন। সুতরাং আমাদের ভক্তিতে অবস্থান হইলেই নিজের পোষণ-রক্ষণ-চিন্তা থাকে না। ভগবৎপ্রপত্তিক্রমে মায়িক জগতের অমঙ্গলসমূহ নিঃশেষিত হয়।"

"প্রাক্তন-কর্ম্মফলে আমরা কখন সুস্থ, কখন অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমরা তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। এইজন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন ভক্তগণ 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করেন।"

"কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমাদের তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী হন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়। 'কৃষ্ণের সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ।'—এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের, তাহা অনুসরণ করার জন্য যত্ন করার প্রয়োজন।"

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটী নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥"

—ভীষণ বজ্রপাতই হোক্ কিংবা বৃষ্টিই হোক্, মেঘাশ্রিত চাতক কেবলমাত্র মেঘেরই কৃপা প্রার্থনা করিয়া থাকে। তৃষ্ণায় মরিয়া গেলেও সে অন্যত্র জল খায় না বা অপরকে জল চায় না। হে ভগবন্, দীনবন্ধু আপনি আমাকে কৃপাই করুন বা দণ্ডই দেন, আপনি ব্যতীত আমার আর কোন গতি বা আশ্রয় নাই।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

—কৃষ্ণ আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আত্মসাৎ করুন অথবা দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুন, সেই কৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রাণনাথ; এতদ্ব্যতীত আমার আর কেহই নাই।

কৃষ্ণভক্তশিরোমণি শ্রীরাধাদেবী বলিয়াছেন—

"আমি কৃষ্ণপদ—দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, জারেন মোর তনু মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে! শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
না গনি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥" (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—যিনি গুরুকে প্রীতি করেন, তিনি কি মহাভাগ্যবান্?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব জগদ্গুরু শ্রীরায়রামানন্দ প্রভুকে বলিয়াছেন—

প্রভু কহে—তুমি কৃষ্ণভক্তপ্রধান।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সে-ই ভাগ্যবান্॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার।
এইগুণে কৃষ্ণ তারে করিবে অঙ্গীকার॥ (চৈঃ চঃ)

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণী-বন্যা

পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল আচার্য্যদেব বসিপাঠানঁ। সহর শ্রীচৈতন্যবাণ্যামৃতবন্যায় প্লাবিত করিয়া গত ২৯ চৈত্র (১২ এপ্রিল) তথা হইতে চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার শুভাগমন সংবাদ শ্রবণে প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে বহু ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন চণ্ডীগড় শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ভগবৎকথা শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হন। এতদ্দেশে ৩১শে চৈত্র সংক্রান্তিদিবস হইতেই শুভ ১লা বৈশাখ বা বৎসরের প্রথম দিবস গণিত হইয়া থাকে। ৩০শে চৈত্র অপরাহ্নে কাল বৈশাখী দেখা দেয়, ঝড়-শিলাবৃষ্টি অনেকক্ষণ যাবৎ হইয়াছিল। উক্ত সংক্রান্তি দিবস অনেক গৃহস্থ ভক্ত দুগ্ধ, চাউল, আটা ও মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া যান, আমাদের দেশের ন্যায় এদেশেও এই দিনে অনেকে অনেক প্রকার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব-জিউর সন্ধ্যারাত্রিক দর্শনার্থ ঐ দিবস শ্রীমঠে স্থানীয় বহু ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর সমাগম হয়। কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে আমরা ভগবদ্-ভজন-দ্বারা এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের গণাদিন গুলির কে কতটুকু সার্থকতা- সম্পাদন করিতে পারিয়াছি, তাহা স্থিরচিত্তে চিন্তা করিবার স্মারক দিবস আজ। ব্যবসায়ীরা যেমন হালখাতা করেন, আমাদেরও তেমন সম্মুখবর্ত্তী বর্ষে উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান উৎসাহের সহিত সেবা সঙ্কল্প হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ পূর্ব্বক জীবনের নূতন খাতা প্রস্তুত করিতে হইবে। সেবার খতিয়ান প্রস্তুত করিবার কথা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিতেন। পারমার্থিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান থাকা আবশ্যক।

"উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

[কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবাবিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অন্যসঙ্গ পরিবর্জ্জন এবং কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ—এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।]

আহারবিহার শয়ন ইন্দ্রিয়তর্পণ দ্বারা বৃথা সময় কর্ত্তন করিবার জন্য এই মহামূল্য মানব জীবনটি নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই সুমহান্ দায়িত্বপূর্ণ জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তসমূহের হিসাব লইয়া পরবর্ত্তি মুহূর্ত্তসমূহকে নিঃশ্রেয়স চিন্তা-দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে হইবে। আবার নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে পরোপচিকীর্ষাও হৃদয়ে প্রবলভাবে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। "ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার। জন্মসার্থক করি' কর পর-উপকার॥" ইহাই মহাবদান্য শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ। "হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা কখনও পরপীড়ক হইতে পারেন না। নিজে লাভবান্ হইয়া অন্যকেও লাভবান্ করিয়া তুলিবার চেষ্টাই বস্তুতঃ মানবের মানবত্ব। কৃষ্ণদাস্যই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম-হীন মানব পশুর সমান কেন, পশু হইতেও অধম হইয়া থাকেন। ইহা চিন্তা করিয়া গোলোক-বৈকুণ্ঠের পথে—ব্রজের পথে আমাদের জীবন যাত্রা সুরু করিয়া দিতে হইবে, তদ্বিপরীত নরক-পথের যাত্রী হইতে হইবে না। কাম ক্রোধ লোভ—এই তিনটিই আত্মবিনাশী নরকের পথ, গোগর্দ্দভতুল্য ভারবাহী অসারগ্রাহী হইবার পরিবর্ত্তে পুষ্পসমূহ হইত তৎসারাংশমধু আহরণকারী ষট্‌পদতুল্য সারগ্রাহী হইতে হইবে। কাম-ক্রোধাদি কল্যানুচর 'মহাশনঃ মহাপাপ্‌মা'(গীতা ৩।৭)মহাভয়ঙ্কর শত্রুকে দমন করিয়া স্বরাষ্ট্র—নিজভজন-রাষ্ট্র সমৃদ্ধ করিতে হইবে, কিন্তু স্বীয় ভগবদ্-ভজনবল সংবর্দ্ধন-দ্বারাই—'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' ন্যায়ানুসারে ঐ সকল প্রবল শত্রু দমন সহজসাধ্য হইয়া থাকে। আত্মানাত্মবিবেকবিশিষ্ট প্রত্যেক সারগ্রাহী হৃদয়বান্ মনীষীই ঐরূপ বিচার পোষণ করিয়া থাকেন।

ইত্যাকার বহু সারগর্ভ কথামৃত পরিবেশন পূর্ব্বক

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-উপদেশানুসরণে কলিহত জীবপক্ষে নাম-সংকীর্ত্তনেরই সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব কীর্ত্তন করিয়া ভাষণের উপসংহার করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের ইঙ্গিতানুসারে ভক্তগণ মহাসংকীর্ত্তনে শ্রীমঠের আকাশ বাতাস দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলেন। শ্রোতৃবৃন্দ অদ্যকার শুভদিনে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে সর্ব্বানর্থ বিনাশক ও সর্ব্বশুভ-প্রদায়ক নামভজন মাহাত্ম্য এবং তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দ-মুখে নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। নববর্ষের শুভারম্ভে সম্মুখরিত ভগবদ্‌বার্ত্তা-শ্রবণ-সৌভাগ্য যে সর্ব্বশুভ সূচক, তাহা সকলেই স্থিরচিত্তে অনুভব করিতে থাকেন।

১৩৭৮ বঙ্গাব্দে প্রথম দিবস ১লা বৈশাখেও শ্রীমঠে ভগবদ্দর্শনেচ্ছু ও সাধু-গুরুমুখে হরিকথা শ্রবণেচ্ছু বহু সজ্জন ও মহিলার সমাগম হয়। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর পূজ্যপাদ আচর্য্যেদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ ও তৎপরে শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা বলেন। সৃষ্টা পুরাণি, লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকাবলম্বনে মনুষ্য-জীবনের দুর্ল্লভত্ব, পরমার্থপ্রদত্ব, কিন্তু নশ্বরত্ব বিধায় ক্ষণ-মাত্র কালও বিলম্ব না করিয়া হরিভজন-দ্বারা তাহার সার্থকতা সম্পাদনচেষ্টাই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়; "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥" সমগ্র জীবজগতের উদ্ভবস্থল এক অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণপাদপদ্মই সর্ব্বসেব্য—সর্ব্বারাধ্য—নিখিল জৈবজগতের চরমপরম স্বার্থগতি, তিনিই একমাত্র প্রীতির বিষয়—ইহা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য উদিত হইলে পরস্পরে হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য পরপীড়ন চেষ্টা থামিয়া যাইবে, জগতে প্রকৃত সাম্য মৈত্রী সংস্থাপিত হইয়া প্রকৃত স্থায়ী শান্তি বিরাজ করিবে। ইত্যাদি বহু সারগর্ভ কথার পর নামসংকীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল শ্রীসীতারামজী নামক জনৈক চণ্ডীগড় বাসী সজ্জন-প্রদত্ত মোটরকারে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও সহঃসম্পাদক শ্রীমন্ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারীজী চণ্ডীগড় সহরের বিশেষ বিশেষ স্থান দর্শন করেন। লেকের (হ্রদের) দৃশ্যটি বড় সুন্দর, তাহার তীরে বেশ বেড়াইবার পথ আছে। তথা হইতে অল্প কিছু দূরে ছোট পাহাড়ের উপর দুইটি মনসা দেবীর মন্দির দর্শন করেন। তন্মধ্যে একটী প্রাচীন বলিয়া কথিত, আর একটি অল্প কিছু কাল পূর্ব্বে পাতিয়ালার মহারাজ কর্ত্তৃক নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উভয়মন্দির মধ্যে শ্রীমনসা দেবীর মুর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। পাতিয়ালার মন্দিরটি বড়। তথা হইতে তাঁহারা শ্রীচণ্ডী মাতার মন্দির দর্শনে গমন করেন। এই চণ্ডীমাতার নামানুসারেই চণ্ডীগড় নাম। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, গভর্ণর শ্রীকাটজু প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উহা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। চণ্ডীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চত্বর বাঁধাইয়া দিয়াছেন—হরিয়ানার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীবংশীলাল। চণ্ডীমন্দিরটি ছোট, মন্দির মধ্যে মহিষমর্দ্দিনী চণ্ডীদেবীর কৃষ্ণ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। এখানকার বর্ত্তমান পূজারী শ্রীসুরত গির মোহান্ত, তাঁহার গুরু শ্রীরাম গির, তাঁহার গুরু দুর্গা গির ইত্যাদি। গিরিকেই বোধ হয় ইহারা 'গির' বলিয়া উচ্চারণ করেন। শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী কহিলেন—গিরি হইতে গির্ গিয়া অর্থাৎ বান্তাশী হইবার জন্যই উঁহারা 'গির' বলিয়া অভিহিত হন। উক্ত মোহান্তজী কহিলেন—এখান হইতে চারি মাইল দূরে পাঞ্জোর বলিয়া একটি স্থান আছে, এখানে নাকি পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাস করিয়াছেন। তথায় তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত শ্রীকালী মাতার মন্দির আছে, তজ্জন্য তথাকার ষ্টেসনের নাম শ্রীকালিকা দেবীর নামানুসারে কাল্‌কা। চণ্ডীগড়ের এই চণ্ডীদেবীও নাকি পাণ্ডবগণ-প্রতিষ্ঠিত। এই চণ্ডী-মন্দিরে আসিবার সময় রাস্তার দুইপার্শ্বে বহুদূর ব্যাপিয়া সৈন্যদের ছাউনী (তাঁবু প্রভৃতি) দৃষ্ট হইল। অতঃপর মহারাজেরা সেক্রেটারীয়েট্, হাইকোর্ট, বিশাল বিচিত্র বর্ণের গোলাপ বাগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চণ্ডীগড়ের প্রতি সেক্টর অর্থাৎ মহল্লায় বাড়ী ঘর দুয়ার প্রায় সব এক প্রকারের, বাড়ীর সম্মুখে ও পশ্চাতে ফাঁকা জায়গা, তাহাতে বিচিত্র বর্ণের ফুল ও নানা ফলের বৃক্ষ সুসজ্জিত ভাবে বিদ্যমান, রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা বর্ণের পুষ্পবৃক্ষ। ইউক্লিপটাস্ বৃক্ষও শ্রেণীবদ্ধভাবে

অনেক রাস্তার দুই পার্শ্বে বিদ্যমান। আমবৃক্ষও অনেক স্থলে দেখা যায়। প্রত্যেক সেক্টরে বাজার, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি রহিয়াছে। বাসগৃহ, হাটবাজারাদি ঘন ঘন থাকিয়া সহরবাসীদের যাহাতে স্বাস্থ্য হানি না করে, এরূপ ভাবে প্ল্যান করিয়া সন্নিবেশ করা হইয়াছে ও হইতেছে। রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল, কোর্ট প্রভৃতিও প্রয়োজনানুসারে যথাস্থানে বিদ্যমান। বাস, সাইকেল-রিক্শা, স্কুটার বা টেম্পু, ট্যাক্সি প্রভৃতি যান যাতায়াতের জন্য সকল স্থানেই পাওয়া যায়। জল, বিজলী, ফোন প্রভৃতির ব্যবস্থাও ভাল। নির্ম্মীয়মাণ নূতন সহরটি সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য পাঞ্জাব সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আছে।

উক্ত ৩রা বৈশাখ বৈকালে খুব শিলাবৃষ্টি হইবার জন্য শীতকালের ন্যায় ঠাণ্ডা বোধ হয়। পূজ্যপাদ মহারাজের পাঠ শ্রবণের জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যায় বহু শ্রোতৃসমাবেশ হইতেছে। ঠাকুর ঘরের সম্মুখে নাটমন্দির-স্বরূপে একটি অস্থায়ী করোগেটেড্ শেড্ নির্ম্মিত হইয়াছে, অদ্য হইতে শ্রোতৃবৃন্দ তথায় উপবিষ্ট হইয়া স্বচ্ছন্দে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন।

৬ই বৈশাখ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীল গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-পূজা-বাসরে পূর্ব্বাহ্নে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব স্থানীয় এক সজ্জনের গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া হরিকথা বলেন। তাঁহার ভাষণের আদিতে ও অন্তে শ্রীমঠের কীর্ত্তনও হইয়াছিল।

৭ই বৈশাখ, ২১শে এপ্রিল, শ্রীহরিবাসর—অদ্য বেলা ২ ঘটিকায় শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় (১৫।১৬ মূর্ত্তি) মঠসেবক সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় হইতে মোটর যোগে জলন্ধর সিটী যাত্রা করেন। তাঁহার মোটরে ছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীজী। অন্যান্য ভক্ত অন্যান্য মোটর যোগে বরাবর জলন্ধর যাত্রা করেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ সপার্ষদ আচার্য্যদেবের শুভাগমন-সংবাদ জ্ঞাপনার্থ সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বাহ্নেই জলন্ধর যাত্রা করেন। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব পথিমধ্যে **লুধিয়ানা সহরে** তত্রত্য ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র কাপুরজীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাদের 'য়্যাক্মি সাইকেল ইন্ডাস্ট্রীজ' (Acme Cycle Industries, Gill Road, Milergunj, Ludhiana) নামক কার্য্যালয়ে কিছুক্ষণের জন্য তৎসঙ্গিগণসহ অবস্থান করেন। ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র বাবু ঐ কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার, অন্যতম প্রোপ্রাইটার শ্রীমদন বাবু চিকিৎসাধীনে থাকায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন-সংবাদ শ্রবণে অতিঅল্পসময়ের মধ্যেই ২০।২৫ মূর্ত্তি বিশিষ্ট সজ্জন সুগন্ধি পুষ্প মাল্য ও ফলাদি উপঢৌকন হস্তে তথায় আসিয়া সপার্ষদ আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করেন। তিনি তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া ভগবৎকথা দ্বারা তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে সর্ব্বশ্রী কৃষ্ণলাল বাজাজ, সোহনলাল গাঁধি, মহেন্দ্র কাপুর, সোহনলাল আহুজা, তিলকরাজ গোঁদি, ওম্প্রকাশ ভাল্লা, পূরণচন্দ্র সাইগল, ভকত দীননাথ, চিমনলাল গোঁদি, রামনাথ কাপুর, সুভাষচন্দ্র সালন, রামস্বরূপজী, বলদেব রাজ, উক্ত বাজাজের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। সকলেই পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব যাহাতে কিছুদিনের জন্য লুধিয়ানায় অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য প্রদান করেন, তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন ও হরিকথা শ্রবণাগ্রহদর্শনে আমরা বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম ও গৌরবান্বিত হইলাম। শ্রীনরেন্দ্র কাপুর মহাশয় চণ্ডীগড় মঠনির্ম্মাণ ও শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবাদিতে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যাদি-দ্বারা পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য—অনন্ত-গুণবারিধি শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব অবশ্যই তাঁহার নিষ্কপট সেবা অঙ্গীকার পূর্ব্বক তৎপ্রতি প্রসন্ন হইবেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ গিরি মহারাজকে দিয়া তাঁহাদেরই প্রদত্ত ফলের মধ্য হইতে এক একটি কমলা লেবু প্রসাদ-স্বরূপে উপস্থিত সজ্জনগণের প্রত্যেকের হস্তে প্রদান করান।

(ক্রমশঃ)

আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবকদ্বয়—শ্রীবলরাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী গত ইং ৪।২।৭১ বৃহস্পতিবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া আন্দামানস্ জাহাজে আন্দামান যাত্রা করেন। জাহাজে ৬।২।৭১ শনিবার ভৈমী একাদশী ও বরাহ দ্বাদশীর উপবাস পালিত হয়। ৭।২।৭১ রবিবারে আন্দামান্‌স্ জাহাজের ক্যাপটেন্ শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, নেভির অফিসার শ্রীপূর্ণচন্দ্র রাজখোয়া, পোর্ট-ব্লেয়ারের মেডিক্যাল কম্পাউণ্ডার শ্রীঅরুণ চন্দ্র বর্মণ এবং জাহাজের অন্যান্য অফিসারের সৌজন্যে জাহাজের উপরে কীর্ত্তন ও বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল। জাহাজের ষ্টাফ্ ও প্যাসেঞ্জার সকলেই উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন ও বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করেন। তাঁহারা ৮।২।৭১ সোমবার পোর্ট-ব্লেয়ারে পৌঁছিয়া সাউথ-পয়েণ্ট সুভাষ নগরে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হন এবং তথায় আহার ও বিশ্রামাদির পর শহরের বিভিন্ন স্থান দর্শন করেন। ৯।২।৭১ মঙ্গলবার স্থানীয় শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে কীর্ত্তন এবং সুভাষ নগরে শ্রীসতীশচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাড়ীতে কীর্ত্তন ও হরিকথা হয়। ১০।২।৭১ বুধবার সাধিপুরে জনৈক ভক্তের গৃহে পাঠকীর্ত্তন শ্রবণে স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দলাভ করেন। ১২।২।৭১ শুক্রবার সাধিপুরে শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। ১৩।২।৭১ শনিবার শ্রীযুক্ত লাল মোহন ঘোষ মহাশয়ের গৃহে ভজন কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধোক্ত নবযোগেন্দ্র সংবাদ পাঠ-শ্রবণে বহু সজ্জনের চিত্ত দ্রবীভূত হয়। ১৪।২।৭১ রবিবারে শ্রীরামকৃষ্ণ সেণ্টারের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী শ্রীঅধীর চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহাদের আশ্রমে ভজন গান এবং ভগবদ্বহির্মুখ জগজ্জীবের ত্রিতাপজ্বালা ও তৎপ্রতীকারোপায় সম্বন্ধে ভাষণ হয়। পোর্ট-ব্লেয়ারের পোষ্টমাষ্টার শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সেন, চাটামের পোষ্টমাষ্টার শ্রীদেবব্রত মিত্র, গভর্ণমেণ্ট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীসুজিৎ কুমার দাম প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট সজ্জন সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া রঙ্গদ মায়াবন্দর, দিঘলিপুর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জেও এই সকল ভগবৎকথা প্রচারের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১৫।২।৭১ সোমবারে জঙ্গলীঘাট প্রেমনগরে শ্রীকালীমন্দিরে পাঠ কীর্ত্তন হয়, তথায়ও বিভিন্ন স্থানের বহু শ্রোতৃ-সমাগম হইয়াছিল। ১৬।২।৭১ মঙ্গলবার প্রেমনগরে শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ হয়। ১৭।২।৭১ বুধবার হের্ডতে শ্রীযুক্ত নীলরতন কর্মকার মহাশয়ের বাড়ীতে, ২০।২।৭১ শনিবার মানপুরে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গৃহে, ২১।২।৭১ হইতে দিবসত্রয় টেম্পল মেঁও শ্রীযুক্তগোপাল চন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ীতে, ২৪।২।৭১ টুনুমুনু স্কুলে, ২৫।২।৭১ শ্রীপ্রভাত চৌকিদারের গৃহে, ২৬।২।৭১ শ্রীসুরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে এবং ২৭।২।৭১ পুনঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বিশ্বাসের গৃহে পাঠ কীর্ত্তন হয়। ২৮।২।৭১ পুনঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেণ্টারে আহূত হইয়া ব্রহ্মচারিদ্বয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকাশ-বিষয়ক আলোচনা করেন। তচ্ছ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হন। ১।৩।৭১ এবার্ডিন্ বাজারে মার্চেণ্ট শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পত্নী রেণুকা দত্ত মহোদয়ার আহ্বানে তদীয় বাসভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বটকৃষ্ণের কথা পাঠ হয়। ২।৩।৭১ মঙ্গলবার সুভাষনগরে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিস্ত্রীর গৃহে শ্রীহরিনামের মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ হয়। ৪।৩।৭১ বৃহস্পতিবার ওয়্যার্‌লেসের কর্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দাসের বাড়ীতে পাঠকীর্ত্তনে ওয়্যার্‌লেসের ষ্টাফ্ এবং ট্রান্‌স্‌মিটার্ অফিসের ষ্টাফ্ ও অন্যান্য বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আন্দামানের সুপ্রসিদ্ধ সেলুলার জেল দর্শন করেন। বর্ত্তমান জেলার শ্রীযুক্ত গোবিন্দ হর্ষে, ডি,সি, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, আন্দামানের চীপ্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বি, আর, বসু প্রভৃতি মহাশয়গণের সহিতও তাঁহাদের

ভগবৎ প্রসঙ্গ হইয়াছে। তাঁহারা চাটামে নামকরা গভর্ণমেণ্ট 'শ' মিল দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। 'শ' মিলের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত ভগবৎকথা আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা একদিন কার্‌বিনিতে সমুদ্র স্নান করিয়াছিলেন। স্থানটি বেশ মনোরম, সমুদ্রস্নান নিরাপদ। প্রত্যেক রবিবারে বিভিন্ন ছাত্র ও অফিসারগণের সমাবেশ হইয়া থাকে।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

[শ্রীজ্যোতির্ম্ময় পণ্ডা বি-কম]

শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবগণের জন্য যে শুদ্ধ বৈবষ্ণধর্ম দান করিলেন, তাহার স্বরূপ অন্তর্হিত হইলে প্রাকৃত সহজিয়াগণ যখন বিরূপকে স্বরূপধর্ম বলিয়া প্রচারপূর্ব্বক জনসাধারণের অহিত সাধন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ পরমার্থের পূর্ব্বাকাশ আলোকিত করিয়া আচার্য-ভাস্কররূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি জগতে আবার শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিলেন। অপসিদ্ধান্তে বিপথগামী জনগণ প্রথমতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রচারকে সম্মান ও আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিতে পারেন নাই। তখন শ্রীল প্রভুপাদকে বিস্তর উপহাস ও নিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতির অধিকারী সজ্জনগণ জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন। এ হেন মহাপুরুষ যে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ত্যরণের শক্তি ধারণ করেন, ইহা জনসাধারণের জানা না থাকিলেও যথা সময়ে সত্য স্বপ্রকাশিত হয়।

তখনকার দিনে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এবং ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব-ধর্মকে ছোটলোকের ধর্ম এবং বৈষ্ণবগণকে বর্বর ধারণা করিতেন; বৈষ্ণবধর্ম যে জীবের নিত্যধর্ম—একথা তাঁহারা স্বপ্নেও ধারণা করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হইত, তাঁহারা আবার প্রাকৃত সহজিয়াদের কবলে কবলিত হইতেন। যেখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি এত অবহেলা, সেখানে মানব-জীবনের শুষ্কতা, শূন্যতা ও দীনতা কেহই দূর করিতে পারে না।

ধর্মজগতের এমনই দুর্দিনে শ্রীগৌরকরুনাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। তখনকার কালে তিনি যে কি অসামান্য কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারি না। যিনি শ্রীচৈতন্যের গৌরবমণ্ডিত যুগ ফিরাইয়া আনিলেন, তিনি বিশ্ববাসীর যে কি মহান্ চিরস্থায়ী উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া তখনকার বিদ্বজ্জনের অবজ্ঞাত বিষয়—শ্রীবৈষ্ণব-ধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিলেন। ইহা অপেক্ষা বীত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে? তিনিই প্রথম পাশ্চাত্যে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। বর্ত্তমানে যাঁহারা বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারক, তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট নিশ্চয়ই চির ঋণী। শ্রীচৈতন্যের যুগ এবং চৈতন্যোত্তর বৈজ্ঞানিক যুগের সন্ধিক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব। যুগসন্ধিক্ষণে জাতির ভীষণ অনিষ্টের আশঙ্কা। এই ভীষণ দুঃসময়ে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি এক অতিমানবীয় কার্য্য সাধন করিয়াছেন। এই সন্ধিক্ষণে একটি প্রধান দুর্লক্ষণ দেখা দেয়, তাহা হইল প্রাচীনের প্রতি অনাস্থা। সেই অনাস্থা প্রবল হইয়া উঠিলে জাতির মৃত্যু ঘটে। মিসর, গ্রীস্, রোম, ব্যাবিলন্ প্রভৃতিদেশের সভ্যজাতি-সমূহের মৃত্যুর সময় অনুরূপ কারণ ঘটিয়াছিল। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য বহন করিয়া আনে।

শ্রীল প্রভুপাদ কালে নষ্ট বৈষ্ণবধর্মকে পুনঃ উদ্ধার পূর্ব্বক নূতন যুগের গ্রহণোপযোগী করিয়া নবীনের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। সেই হেতুই নূতন প্রাচীন হইতে বিচ্যুত হয় নাই ও বাঁচিয়া গিয়াছে। অতীত ও বর্ত্তমান সংযোগ রাখাই বাঁচা।

ধনীর ধন ও যান্ত্রিক যুগের যন্ত্রসমূহ ভগবৎসেবায় লাগাইয়া, শিক্ষাকে ভগবদুন্মুখী করিয়া, নানা ভাষায়

পত্রিকাদির সাহায্যে ভগবৎ-কথা প্রচার করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের কথা জানাইয়া, অধস্তনগণের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করতঃ শ্রীল প্রভুপাদ অতীতের সহিত নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাসদেবেরই অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ।

আজ মানুষ রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, এমন কি, ধর্মনৈতিক ব্যাপারেও বহির্ম্মুখীন কার্য্য করিতেছেন। তাহাতে জগতের বাস্তব কল্যাণ কি হইয়াছে? যিনি আমাদের নিত্যধর্ম—সনাতনধর্ম্মকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া দান করিয়াছেন, তিনি এই হতভাগ্য দরিদ্র দেশকে একটি অমূল্য চিরস্থায়ী সম্পদ দান করিয়াছেন। মানবত্বের চরম বিকাশ নিত্যধর্ম বা বৈষ্ণব-ধর্মানুশীলনেই। শ্রীল প্রভুপাদ জগৎকে শাশ্বতী শান্তির ও প্রেমানন্দের বাণী শুনাইয়াছেন। তাঁহার বাণী জগৎকে নিত্যধর্মের আলোক প্রদান করিয়াছে। যখন বৈজ্ঞানিকের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ভীষণ মারণাস্ত্র আবিষ্কারে সমর্থ হইয়া গৌরব বোধ করে, যখন রক্ষক রাজশক্তি কুটিলতা আশ্রয়পূর্ব্বক গর্বে স্ফীত হয়, যখন শিল্প-জ্ঞানের প্রতিযোগিতার বিদ্বেষে জগৎ আচ্ছন্ন হয়, তখন জন-সাধারণের মধ্যে স্বভাবতঃই এক ভীষণ আতঙ্কের উদয় হয়। শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সেই আতঙ্কের মধ্যে অমৃতের সন্ধান দিয়া, মৃত্যুবিভীষিকাপূর্ণ জড় ভূমিকা হইতে আমাদিগকে চিন্ময় প্রেমপূর্ণ সেবা-ভূমিকায় উন্নীত করেন।

নৌকাবিলাস

[শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী]

অনন্তলীলাময় শ্রীভগবানের লীলাবিলাসে নৌকা-বিলাসের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সে কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত, অপূর্ব্বতত্ত্ব-সমন্বিত ও হৃদয়গ্রাহী।

একদিন গোপীরা চলিয়াছেন মথুরায় তাঁহাদের ক্ষীর ননীর পসরা লইয়া। যমুনার পুলিনে উপনীত হইলেন তাঁহারা, যেখানে কত লীলাই করিয়াছেন তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তম লীলাময় গোপীবল্লভের সাথে। আজ নন্দপুরচন্দ্র-বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। চলিয়াগিয়াছেন রাখালবালক, বৃন্দাবনবিহারী গোপীবল্লভ মথুরায়, হইয়াছেন মথুরাধিপতি। ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার লীলাসহচরী গোপীদের।

যমুনার তীরে উপনীত হইয়া গোপীরা দেখিলেন স্থিরা ধীরা যমুনা আজ খরস্রোতা, পারাপারের একখানি নৌকাও সেখানে নাই। পসরা লইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বসিয়া পড়িলেন যমুনার তীরে। সব আজ ব্যর্থ হইবার উপক্রম। তাঁহাদের আশা মথুরায় তাঁহাদের পণ্য বিক্রয় হইলে, তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তমের প্রাসাদে উহার কিছু অংশ পৌঁছাইবে এবং তিনি নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবেন, তখন বৃন্দাবনের লীলাসঙ্গিনীদের মনে পড়িবে। এইরূপে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণপ্রিয়তমের সঙ্গে যুক্ত হইবেন। ইহা ছাড়া এখন আর শান্তি কোথায়!

তাঁহাদের চিত্ত মথিত, ব্যথিত, আলোড়িত। দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে বসিয়া রহিলেন কালিন্দীর কূলে। অন্তর্য্যামী মথুরাধিপতির অন্তরও আলোড়িত হইল। ভক্তের বেদনায় ভগবান্ বেদনাতুর। তিনি ত' প্রাণহীন নন! ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সদাই তৎপর। ভক্তের কোনও প্রার্থনাই ব্যর্থ হয় না।

কিয়ৎক্ষণ পর গোপীরা দেখিতে পাইলেন একখানি নৌকা আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। মাঝি হাঁক দিলেন— "কে যাবে ওপারে মথুরায় এস ত্বরা করি।" গোপীরা কালবিলম্ব না করিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহাদের পসরা লইয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন। দাঁড়ী সুধাইলেন পারের কড়ি কত দিবে? কেহ বলিলেন দশ, কেহ পনের, কেহ একশত। দাঁড়ী বলিলেন, এত অল্প মূল্যে খরস্রোতা তটিনী পার করা সম্ভব নয়, যদি তাঁহারা **একমন একলক্ষ** (লক্ষ্য) দিতে পারেন তবেই পার

করা সম্ভব। গোপীরা স্বীকৃত হইলেন। মাঝি তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিলেন। গোপীরা পসরা নামাইয়া পারের প্রতিশ্রুত কড়ি দিতে আসিয়া দেখিলেন নৌকা ও মাঝি অদৃশ্য। কোথায়ও নৌকার ও মাঝির পাত্তা পাওয়া গেল না।

এই ঘটনায় তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অবিলম্বেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদের প্রিয়তমই মাঝির বেশে আসিয়া তাঁহাদিগকে আজিকার এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ করিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন। একমন এক লক্ষ্য না হইলে, মথুরাধিপতি—যিনি স্বয়ং নারায়ণ তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করা যায় না।

দাঁড়ী রূপী ভগবান্ শুধু যে গোপীদের ওপারে পৌঁছাইয়া দিলেন তাহাই নহে, দাঁড় টানিতে টানিতে তাঁহাদের সঙ্গে নৌকাবিলাসে মগ্ন হইলেন।

এখন এই নৌকাবিলাসের সুধাময় লহরীতে অবগাহন করিব, আর যে অপূর্ব্বতত্ত্ব নৌকাবিলাসে নিহিত আছে, সেই অপূর্ব্ব তত্ত্বের অনুলিখনে অনুচিন্তনে ও অনুস্মরণে ব্রতী হইয়া, এই প্রবন্ধে সেই মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব-তত্ত্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিব। যদি সুধী সমাজের এই লেখনী ভাল লাগে, তবেই আমার আস্বাদন সার্থক হইবে।

মরজগতের মানবসমাজ যাঁহাদের তৎকালে উপরিউক্ত লীলা দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং গোপীরা যাঁহারা ঐ লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সত্য সত্যই ধন্য—তাঁহাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল "ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে"। অদ্যাপিও সেই অপূর্ব্ব লীলা যাঁহারা স্মরণ করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া, পরস্পর আলোচনা করিয়া আনন্দ পান, তাঁহারাও ধন্য, তাঁহাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়—"ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে"। তাঁহারা শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যযুক্ত হইয়া তাঁহার লীলানুধ্যান করেন, তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করেন; সর্ব্বদাই দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হইয়া তাঁহার লীলাকীর্ত্তনে অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হন।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥
(গীঃ ৯।১৪)

আমরা দীন, ক্ষুদ্র, অতিনগণ্য, সংসার-তাপক্লিষ্ট; জানি না নৌকাবিলাসের পরমভাবে ভাবিত হইয়া ভগবদ্দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হইবে কি না। কিন্তু লীলাস্বাদনের মাধ্যমে আমাদের যদি ভগবদ্দর্শনের জন্য অত্যুগ্র লালসা ও অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং এই ইচ্ছার দীপশিখাটি তাঁহারই কৃপায় আমাদের মধ্যে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি ও গোপীদের ন্যায় ব্যথিত-মথিত-চিত্তে নারায়ণের রাজ্যে প্রবেশের জন্য লালায়িত হইয়া ভক্তি-বিনম্র-চিত্তে সেই দীপদ্বারা দেবতার আরতি করিতে পারি, তবে সময় ও সুযোগ হইলে, ভক্তের বেদনায় ব্যথাহারী মধুসূদন সব ব্যথা অপনোদন করিবেন, করিবেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, দর্শন দিবেন। তিনি যে বাঞ্ছাকল্পতরু।

ভক্তের ভগবান্ ভক্তের বেদনায় স্বতঃই বেদনাতুর। তিনি ত' চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তের ব্যথা অপসৃত করিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির পথ তিনি সুগম করিয়া দেন। ভক্তকে একাত্ম করিয়া লন তাঁহার সঙ্গে।

তাঁহাকে প্রাপ্তির কি উপায় তাহা তাঁহার শ্রীকণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে গোপীদের সঙ্গে নৌকাবিলাস লীলায়। কি সেই উপায়? এক লক্ষ্য, এক মন—শুধু উপায় নয়, প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। তবেই এ পারের অমাবস্যান্ধকার বিদূরিত হইয়া ওপারের পূর্ণিমার আলোকে উদ্ভাসিত হইবে। তিনি দেখা দিবেন এবং ভবসাগরের কাণ্ডারীরূপে ত্রিতাপে তাপিত জীবনিবহকে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইবার পন্থা বাত্লাইয়া দিবেন।

চাই এক লক্ষ্য, এক মন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য—অন্য-বস্তুতে নহে, তাঁহাতেই চিত্তসমর্পণ—অন্য বস্তুতে নহে। কারণ অন্য বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলে, অন্য বস্তুতে চিত্ত সমর্পিত হইলে, বিষয়বাসনার হিল্লোলে মন প্রাণ তরঙ্গায়িত হইবে, আসিবে ক্ষুব্ধতা, হইব কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের আঘাতে জর্জ্জরিত। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া ধাবিত হইব মহতী বিনষ্টির পথে।

তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন—

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥

—ভাঃ ১১।১৪।২৭

মন ভাঙ্গিলে অর্থাৎ মনের একাগ্রতা নষ্ট হইলেই বিপদ, আর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে মহাবিপদ। অর্জ্জুন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মহাবিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন পরমভক্ত। লক্ষ্যভ্রষ্ট ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া সত্ত্বেও, ভক্তের ভগবান্ তাঁহাকে পরিচালিত করিয়া তদ্গত করিয়াছিলেন, ভক্তকে পরম লক্ষ্যে উপনীত করাইয়া দিয়াছিলেন। ভক্তও তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া হইয়াছিলেন একমন ও এক লক্ষ্য।

ভগবৎ-প্রাপ্তিই পরম লক্ষ্য, মানবজীবনের সাধ্য সম্পদ্ ও পরম সার্থকতা। অনন্যাভক্তিসহকারে তাঁহার চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে, তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট ভক্তকে পরমলক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য অকৃপণ হস্তে সাহায্য করেন।

অতএব যাহাতে আমাদের এক লক্ষ্য ও একমন হয়, যাহাতে ভগবৎপ্রাপ্তি ও তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ জীবনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য এই পরমাদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জীবনকে চালিত করিতে পারি, সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন; নচেৎ জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারিব না, পাইব না ভবকাণ্ডারীর সাক্ষাৎ। হইতে পারি আমরা ভক্ত, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই মহাবিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, ইহা যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে। তজ্জন্য গোপীরা ভক্তিমতী হওয়াসত্ত্বেও, ভগবান্ তাঁহাদের নিকট হইতে একলক্ষ্য ও একমন হইতে হইবে, এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া, তরঙ্গসঙ্কুল খরস্রোতা যমুনা পার করিয়া দিয়াছিলেন এবং দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তাঁহার হৃদয় রাজ্যে প্রবেশাধিকার। আমাদেরও উপরিউক্ত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, **একলক্ষ্য একমন** হইতে হইবে, তবেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইয়া উপনীত হইতে পারিব তাঁহার রাজ্যে।

আর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে নৌকাবিলাসের লীলা ভক্ত ও ভগবানের নিত্য-লীলা। ভক্তের অধীর আগ্রহে ভগবানের আনন্দ বরিষণ। এই সংসার-সমুদ্রে ভগবান্ যাঁহাদের লইয়া নৌকাবিলাস করেন তাঁহারাই তাঁহার লীলাপরিকর ব্রজকামিনী, ব্রজগোপীর কৈঙ্কর্য্য-ভিখারী। আর যে তরণী বাহিয়া তিনি আসেন সংসার সমুদ্র পার করিয়া দিবার জন্য, সেই তরীটি প্রেমের তরী। নিত্য এই তরীর গোপন আনাগোনা, গোপন গুঞ্জন। নিত্য চলিতেছে এই সর্ব্বভূত মনোহর গুঞ্জন, নিত্য বাজিতেছে এই প্রাণমাতান সঙ্গীত। এই সঙ্গীতই তাঁহার আহ্বান। ডাকেন আর ডাকিয়া ডাকিয়া পার করেন এক লক্ষ্য একমন ভক্তবৃন্দকে এই সঙ্গীতের তরণীতে। যাঁহারা কান পাতিয়া থাকেন তাঁহাদের হৃদয় ঝঙ্কৃত হয় এই সর্ব্বভূত-মনোহারী সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়, আকুল করে তাঁহাদের সমগ্র মনপ্রাণ।

কিন্তু তিনি সহজে কাহাকেও জানিতে দেন না যে তিনি দুঃখহারী নারায়ণ, ভক্তের বেদনায় ব্যথাতুর শ্রীমধুসূদন। যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করিয়া রাখেন। ব্রজকামিনীদের ন্যায় "তন্মনস্কা, তৎপ্রাণা, তদর্থে ত্যক্তদৈহিকা" হইতে পারিলে, তিনি তাঁহাদের নিকট "তাঁহার" স্বরূপোপলব্ধির দ্বার উন্মোচন করেন, যেমন করিয়াছিলেন গোপীদের সমক্ষে।

নৌকাবিলাস শুধু বিলাস নয়। সংসারদুঃখ সমুদ্রে ভাসমান জীবকে ভালবাসার তরণীতে তুলিয়া লওয়া। "তিনি" সংসারতাপে জর্জ্জরিত জীবের সর্ব্ববিধ পাপ তাপ হরণ করেন, বিতরণ করেন আনন্দামৃত। জীবন হয় লীলাময়ের আনন্দ সুধায় ভরপুর।

তাই ত' কবি গাহিয়াছেন—

"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে, তাই এসেছি এ-ভবে।"
"তোমার আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল, ধন্য হল এ মানব জীবন॥"

আবার যখন এক লক্ষ্য এক মন হইয়া লীলাময়ের সঙ্গ লাভ করিলেন, তখন তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

"এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর হে সুন্দর।
ধন্য হলো চিত্ত মম,
পূর্ণ হলো অন্তর॥"

যশড়া শ্রীপাটে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশে নদীয়া জেলার চাকদহ (চক্রদহ) মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিগত ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ৯ জুন বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব-দিবস সমস্ত দিন পূর্ণিমা থাকিলেও সূর্য্যোদয়ের পর কিছু সময়ের জন্য চতুর্দ্দশী থাকায় চতুর্দ্দশী বিদ্ধত্বহেতু উক্ত দিবস শ্রীস্নানযাত্রা উৎসব বিহিত হয় নাই। শ্রীপুরুষোত্তম-ধামেও ২৫ জ্যৈষ্ঠ বুধবার স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অবশ্য এই বৎসর দুই দিনই মেলাময়দানে স্নানযাত্রা মেলা বসে এবং প্রত্যহ প্রচুর লোকসংঘট্ট হয়।

২৫ জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীমন্দিরে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম, শ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীগৌরগোপাল শ্রীবিগ্রহগণের পূজায় ব্যাপৃত হইলে শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেব-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমুরহরদাস, গুহবাবু (দাদু) প্রভৃতি মঠসেবকগণ সংকীর্ত্তন সহযোগে গঙ্গাঘাটে গমন করেন এবং তথায় স্নানকৃত্য সমাপনান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেকার্থ গঙ্গাজল সংকীর্ত্তন সহযোগে বহন করতঃ লইয়া আসেন। তৎপর ভক্তগণের উচ্চসংকীর্ত্তনে শ্রীমন্দির মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে শুভ মুহূর্ত্তে শ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে লইয়া যইবার জন্য জয়ধ্বনি মধ্যে সংকীনর্ত্তমুখে পহাণ্ডি আরম্ভ হয়। শ্রীজগন্নাথদেব কৃপাপূর্ব্বক শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভু মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় এবং মঠসেবকগণের সেবা স্বীকার করতঃ শ্রীমন্দির হইতে স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক বেদীর উপর শ্রীজগন্নাথ পাদপদ্মে পুনরায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ ও যথাবিধি পূজা বিধান দ্বারা অষ্টোত্তর শত ঘট জলে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সুসম্পন্ন হয়। শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর মহাশয়), শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীবীরেন এবং পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ পূজনীয় শ্রীমদ্ পুরী মহারাজকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। মহাভিষেককালে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীদেব-প্রসাদ ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য ও কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় রৌদ্রতাপে ভক্তগণের কীর্ত্তনে অধিক শ্রম বোধ হয় নাই। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীতও শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠ, কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরস্থ শাখা মঠ হইতে বহু মঠসেবক এবং শ্রীসঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী, শ্রী বি, বি, দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা হইতে শুভাগমন করেন। প্রথম দিবস রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং দ্বিতীয় দিন ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানবেদীটী গত বৎসর স্নানযাত্রা উৎসবের পর প্রবল বারিপাতে ভূপতিত হইয়া যাওয়ায় কলিকাতানিবাসী স্নিগ্ধ ভক্তবর শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় মহোদয় স্নানবেদীর পুনঃ নির্ম্মাণে বিশেষ অর্থানুকূল্য করতঃ সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচু ঠাকুর), ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদা-নন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র বরাল, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়, গুহ বাবু (দাদু) প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা। চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥"—ভবিষ্য-পুরাণ। 'যে ব্যক্তি নিয়ম বা ব্রত অথবা জপ ব্যতীত চাতুর্ম্মাস্য যাপন করে, সেই মূর্খকে মৃততুল্য জানিবে।'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার নিজজনগণ চাতুর্ম্মাস্যকালে পবিত্র তীর্থস্থানে অবস্থান করতঃ ঐকান্তিকতার সহিত শ্রীহরিভজনের আদর্শ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুরে ব্রজপত্তনে অবস্থান কালে অতি কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। পরম পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজও স্বীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদর্শানুসরণে প্রতিবৎসর উক্ত ব্রত আচরণমুখে পালন করতঃ তাঁহার অনুগত ভক্তগণকে শিক্ষা দিতেছেন। এই বৎসর আগামী ১৯ আষাঢ়, ৪ জুলাই রবিবার শয়নৈকাদশী তিথি হইতে ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর শনিবার উত্থানৈকাদশী তিথি পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শাখামঠসমূহে উক্ত ব্রত পালিত হইবে। ব্রতপালন কারিগণ পটোল, সিম বেগুন, লাউ, পুঁইশাক ও মাষকলাই চারিমাসেই, তদ্ভিন্ন শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ ও কার্ত্তিকে আমিষ গ্রহণ বর্জ্জন করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ব্রতের নিয়ম পালন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আমিষ ভক্ষণ অর্থাৎ মষকলাইডাল, তাম্বূল, বরবটী, সিম, পর্য্যুষিত খাদ্য নিষেধ। **শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়।** সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্য বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা।"

ব্রজরজঃ প্রাপ্তি

শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী—আমাদের মঠের শ্রীধাম বৃন্দাবনের পাণ্ডা শ্রীকৃষ্ণগোপাল ব্রজবাসী মহাশয় বিগত ৯ই জানুয়ারী, ১৯৭১ শনিবার পৌষী শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় প্রায় ৭৪ বৎসর বয়সে শ্রীধামবৃন্দাবন কিশোরপুরা মহল্লান্তর্গত তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জ' নামক নিজবাসভবনে সজ্ঞানে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার দেহ বিমানযোগে যমুনাতীরে লইয়া যাইবার সময় প্রায় দেড়হাজার নরনারী শবানুগমন এবং পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শব সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তিনি বহু সদ্‌গুণসম্পন্ন সুন্দরদর্শন মধুরভাষী জনপ্রিয় সজ্জন ছিলেন। কিছুদিন তিনি শ্রীধামবৃন্দাবন মিউনিসিপাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন, মিউনিসিপাল কমিশনারও ছিলেন প্রায় পঁচিশ বৎসর। তিনি সাহিত্যসেবীও ছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিতা লিখিতেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ২০ খানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন ও মথুরার আকাশবাণীতে সময়ে সময়ে তাঁহার প্রোগ্রাম থাকিত। যুবাবয়সে তিনি একজন ভাল wrestler (মল্লযোদ্ধা) ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদেরও যথেষ্ট স্নেহ-ভাজন হইবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অপুত্রক থাকিলেও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকেই নিজ পুত্রবৎ লালন পালন করিতেন। তাঁহার শ্রীরমাশঙ্কর, শ্রীউমাশঙ্কর, শ্রীগৌরীশঙ্কর (নীলমণি) ব্রজবাসী—এই তিন ভ্রাতুষ্পুত্র ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রী। সকলেই উপযুক্ত।

আমরা তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্যমঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীবলরাম পাণ্ডা—গত ১৯শে চৈত্র, ১৩৭৭; ইং ২রা এপ্রিল, ১৯৭১ শুক্রবার শুক্লা অষ্টমী (সপ্তমী দি ১।৫৬) তিথিতে আমাদের শ্রীগোবর্দ্ধনের পাণ্ডা শ্রীবলরাম পাণ্ডাজী তাঁহার শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন দশভিসা মহল্লাস্থিত নিজ বাসভবনে রাত্রি ২ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ব্রজরজঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র শ্রীবলরাম গিরিধারী ও এক কন্যা শ্রীকান্তি দেবী। তিনি কন্যাটির বিবাহ দিয়া গিয়াছেন আনোর গ্রামে। পুত্রটির এখনও বিবাহ হয় নাই, বিধবা জননী পুত্রটির বিবাহ দিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুলা হইয়া সকল যজমানের সাহায্য প্রার্থিনী হইতেছেন। স্বধামগত বলরামজী পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই বলরামজী স্বপ্ন দেখিতে পান—'বলরাম! তুমি গোবর্দ্ধনে আমার জন্য একটি স্থান কর।' বলরামজী এই স্বপ্ন দেখিতে পাইবামাত্র শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ছুটিয়া আসিয়া শুনিলেন শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন। তখন তিনি শিরে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অত্যন্ত কাতরভাবে বিলাপ করিয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবও বলরামজীকে খুব ভালবাসিতেন। তিনি খুব সরল শান্ত স্নিগ্ধপ্রকৃতি ব্রজবাসী ছিলেন। প্রত্যেক মঠবাসী ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তকে তিনি আপনার জন জ্ঞান করিতেন। আমরা তাঁহার সরলতা-গুণমুগ্ধ। শ্রীশ্রীগিরিধারী-জিউর পাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার নিত্য আশ্রয় প্রার্থনা করি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্য-বাণী

শ্রাবণ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৭৮। ২৪ শ্রীধর, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার ; ১ আগষ্ট, ১৯৭১। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বৈষ্ণবের বিষয়

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

এই পৃথিবীতে যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানবগণের মধ্যে আর্য্যজাতি শ্রেষ্ঠ। আর্য্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। সহস্র দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বেদান্ত পারক বিপ্রের শ্রেষ্ঠতা। কোটীবেদান্ত-পারক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা। সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা ঐকান্তিক বৈষ্ণবের পরমোচ্চতমতা, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা গরুড়পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঐ প্রসঙ্গ শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভ নামক প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়াছেন। ঐকান্তিক বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর নিম্নস্তরে প্রাণী-সমূহ জগতে বিচরণ করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ভোগ করিলে প্রাণী বিষয়ী শব্দবাচ্য হন। বিষয়ের আকার প্রভৃতি কর্ত্তৃসত্তা এক হইলেও বিষয় গ্রহণের প্রকারভেদ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে মানবগণ বিষ্ঠা ত্যাগ করিলেও কুক্কুট কুক্কুরাদির ঐ বিষয় গ্রহণের আবশ্যক হয়। তদ্রূপ মানবগণ বিষয়ভোগ করিলেও বৈষ্ণবগণ তাহা ত্যাগ করেন। অনেকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মানবের সহিত সমান মনে করেন। কিন্তু তাহাতে তাদৃশদৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবের বিষয়ের সহিত অবৈষ্ণবের বিষয়, কর্ত্তৃসত্তায় এক হইলেও বিষয় অনুভবের পার্থক্য অবশ্যই স্বীকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥

অবৈষ্ণব প্রাকৃত বিষয় গ্রহণ করেন, বৈষ্ণব অপ্রাকৃত-বিষয় জানিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করেন। তজ্জন্য বিষয়-ভোগী মানব বৈষ্ণব হইতে পারেন না। বাউল সহজিয়াদলে প্রাকৃত-বিষয় ভোগের আদর আছে। শুদ্ধ বৈষ্ণবে কৃষ্ণভোগ্য বিষয়ের আদর আছে। প্রাকৃত বাউল সহজিয়াগণ সাধনভক্তির নানাপ্রকার অঙ্গ গ্রহণ করিয়াও শুদ্ধভক্তের তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের সহিত তুল্য মনে করিতে পারেন না; যেহেতু প্রাকৃত সহজিয়াগণের কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ নিজ ইন্দ্রিয়ভোগপর এবং বৈষ্ণবের কীর্ত্তনাখ্য ভক্তি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। তাহা কেবল কৃষ্ণসেবায় উন্মুখিনী চেষ্টা হইতে স্বয়ং উচ্চারিত। নিজ ভোগপর প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ যে নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন তাহা কর্ম্মফলের অঙ্গবিশেষ, কখনও ভক্ত্যঙ্গ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গকে ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া অনেকেই ভ্রম করেন। তাহা তাঁহাদের

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মাত্র। ফলভোগরূপ কর্ম্ম, ফলত্যাগরূপ জ্ঞান কখনই ভক্তির অঙ্গরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অবৈষ্ণবগণ যতই কেন না সাধারণ মূর্খ লোকদিগকে বঞ্চনা করুন, ভক্তির সত্যতা কখনই লোপ পাইবে না। বৈষ্ণবগণকে অন্য মানবের সহিত সমজ্ঞান করিয়া শিষ্য শ্রেণীস্থ মনে করিলে তাদৃশ মননকর্ত্তার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। অনেক অর্ব্বাচীন লোক বিষয়ের আকার বা সত্তাসাম্যে শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বিষয়গুলিকেও নিজ ভোগের বিষয় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভুর "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বুঝিতে পারেন না। আপনাকে উন্নত গুরু জানিয়া শুদ্ধভক্তকে শোধন করিবার প্রয়াসে যত্ন করিতে গিয়া নিজের কণামাত্র হরিভক্তি হারাইয়া ফেলেন। আর এক শ্রেণীর মিছা কপটী ভক্ত মহতের আচরণগুলিকে নিজ নিন্দিত বিষয়ের তুল্য করিয়া লইয়া স্বয়ং অধঃপতিত হয়। বৈষ্ণবের বিষয়ে কেবলমাত্র অপ্রাকৃতের অধিষ্ঠান আছে। যেহেতু বৈষ্ণব প্রাকৃত-বিষয় আদৌ ভোগ করেন না; অপরের দৃষ্টিতে উহা প্রাকৃত বলিয়া ধারণা হইলেও বৈষ্ণব প্রাকৃত-বিষয়ভোগ হইতে শতক্রোশ দূরে সর্ব্বদা বাস করেন। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রামানন্দ রায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম এবং অন্যান্য ভাগবত পরমহংসগণ যে-সকল বিষয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা আকার ও কর্তৃসত্তায় আমাদের ন্যায় বরাক-বিষয়ীর বিষয়সহ তুল্য হইলেও উভয়ের বিষয়দ্বয়ে ভেদ আছে। ভেদটী এই যে, বৈষ্ণবের বিষয় অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রাকৃত ভোগফল-রহিত কৃষ্ণসেবাময় আর আমাদের সেই বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

ভারতবর্ষীয় চাতুর্ব্বর্ণ্যাস্থিত আর্য্যগণ চারিটী আশ্রমে অবস্থিত। এই আশ্রমবিভাগ বর্ণবিভাগের সহিত উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের যে কোন একটীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বর্ণধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়। যাঁহাদের বর্ণ আছে, পরিচয় তাছে, তাঁহাদেরই আশ্রমের প্রয়োজন। বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম সামাজিক বিধানের অন্তর্গত। যাঁহারা সামাজিক বর্ণের ও আশ্রমের নিকট কিছু প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আশা করেন তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন নিবদ্ধ বিধিনিষেধ পালন-বর্জ্জন দ্বারা সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

সামাজিক মানবের দুইটী বৃত্তি উভয়ই সমাজের কল্যাণার্থ প্রযুক্তা হয়। সমাজে যাহাতে কোনপ্রকার অপ্রীতির উদয় না হয় এরূপ উদ্দেশে সামাজিক আর্য্যগণ বিধি, নিষেধ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে সকল ব্যবস্থা ও আচার প্রতিপালিত হয়, তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গাদিলাভ ও পুণ্য-সঞ্চয়াদি গৌণ উদ্দেশ্যও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। মানবের কর্ম্মাত্মিকা-বৃত্তির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম, পিত্রাদি-তর্পণ, সংস্কারাদি আচার, ব্রত, পুণ্যতীর্থবাস, পবিত্র সলিলে স্নান প্রভৃতি বিধি ও জ্ঞানাত্মিকা-বৃত্তির জন্য দেব-বিপ্রাদির পূজা, গুরুজনের সম্মান, আচারবানের জ্ঞানপ্রাপ্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহে নিবদ্ধ আছে। যাঁহারা এই বৃত্তিদ্বয়ের চরিতার্থতার বাসনায় আত্মসুখ, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি নিবৃত্ত অভাব-সকলের প্রাপ্তি-লোভে ক্রিয়া করেন তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সমাজের অন্তরালে থাকিয়া শুষ্কজ্ঞানী সম্প্রদায় বিপ্রান্ন ভোজন করত সমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়তা করেন। যোগী সম্প্রদায় স্ব-স্ব অভাব সঙ্কোচ করিয়া সুখলাভ সম্ভবপর জানাইয়া সাংসারিক জীবগণের ত্যাগজনিত সুখভোগের আসক্তি বৃদ্ধি করেন। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দার্শনিকগণ স্ব-স্ব প্রক্রিয়ার দ্বারা সুখ-প্রয়াসীকে আহ্বান করেন এবং ক্রিয়াজনিত ফলে সুখী করিয়া সমাজের কল্যাণ করেন।

বর্ণধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শ্রীবৈষ্ণবের ব্যবহারের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহারা সমাজকে পোষণ করা বা তাহার কল্যাণের জন্য সহায়তা করা উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ক্রিয়া দ্বারা সমাজ পুষ্ট হউক বা সমাজের সর্ব্বনাশ হউক এ-চিন্তা হৃদয়াকাশকে পূর্ণ করে না। শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রম চতুষ্টয়ের নিকট নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম নিষেধ মানিল না এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কোচিত নহেন; যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়াসমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হউন একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরক লাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন একই কথা। ভগবৎ-প্রাপ্তিতেও তাঁহার যে প্রেম ভগবদ্বিরহেও সে প্রেমের খর্ব্বতা নাই। শ্রীবৈষ্ণব কিছুই আশা করেন না। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। ব্রহ্মকামীর অভাব-বশেই তিনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের ঔৎকর্ষে মুগ্ধ। প্রাপ্তি হইলেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত ব্রহ্মরূপ চমৎকারিতা হেয়ত্ব লাভ করে। ব্রহ্মকামী মায়িক নিগড়ে নিতান্ত অস্থির। শ্রীবৈষ্ণবের তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি নাই। শ্রীবৈষ্ণবের আবির্ভাব, ক্রিয়া-কলাপ সমস্তই মায়িক কামফলপ্রস্থ ক্রিয়াকারিগণের মত হইলেও বস্তুতঃ অত্যন্ত পৃথক্।

শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন ও সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। এ-চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত, সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ। পতিতপাবন জগতের একমাত্র পরমগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের চিন্ময় আবির্ভাবলীলা দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়। পরবিদ্যাশাস্ত্র বেদে লিখিত আছে "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ভগবচ্চরিত্র দর্শন করিলে আমাদের সর্ব্বসংশয়ের ছেদন হয়। কর্ম্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি-ভেদ হইয়া সত্যের উপলব্ধি হয়। সদাচার পরায়ণ দশসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও পরাবর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চিন্ময় চরিত্র অবলোকন করিবার পূর্ব্বে সংশয়হীন হইতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যচরিত্র পরাবর যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই জানেন যে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নহেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন। তিনি ঐগুলি হইতে পৃথক্—গোপীজনবল্লভের দাসানুদাস। তাঁহার আর স্বতন্ত্র পরিচয় নাই। আমি ব্রহ্ম বা অণু ইত্যাদি অনিত্য মায়িক বিচার তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ঘটাকাশ, মহাকাশ, রজ্জুসর্প, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি অনিত্য যুক্তিগুলির স্বরূপ প্রাপ্তির পর আর কোন প্রয়োজন থাকে না। আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি শ্রীবৈষ্ণব শব্দকে এরূপ ঘৃণ্য ও বিপরীত অর্থ-সংযোগ দ্বারা সামাজিক করিবার চেষ্টা করিয়া কিরূপ অবৈষ্ণবতাচরণ করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিতেও কষ্ট বোধ হয়। তাহারা মায়িক অনিত্য পরিচয়ে শ্রীবৈষ্ণববপু কলুষিত করিয়া সামাজিক প্রতিপন্ন হইবার প্রয়াস করিয়াছে মাত্র।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের চিন্ময় লীলার অপ্রকটের কিছুকাল পরেই বাউল, সহজিয়া, কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়, স্মার্ত্তকর্ম্মী ব্রাহ্মণগণ, জ্ঞানী হেতুবাদিগণ শ্রীবৈষ্ণবকে যতদূর কলঙ্কিত করিতে পারেন সহায়তা করিবার ছলে তদপেক্ষা কলুষিত করিয়াছেন। এখনও ঐরূপ শ্রেণীর বংশধরগণের অভাব নাই। ক্রমে ক্রমে এইরূপ শ্রেণীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ব্রাহ্মণ করিবার চেষ্টা, শ্রীঈশ্বরপুরীকে শূদ্র বা ব্রাহ্মণ বর্ণাভিধানে ভূষিত করিবার প্রয়াস, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর বর্ণের শ্রীবৈষ্ণবশিক্ষা-প্রদানের অক্ষমতা বা ক্ষমতা প্রভৃতি স্থাপনের নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত সামাজিক উদ্দেশ্য বিশেষ। এই সকল উদ্দেশ্য ভক্তিবৃদ্ধির সহায়তা করে নাই। অতএব ভক্ত বৈষ্ণবের এ সকল ক্রিয়া আদরণীয় নহে। শ্রীবৈষ্ণবের সর্ব্বদা এইটী স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে তিনি শ্রীগোপীবল্লভ দাসানুদাস পরতন্ত্র, স্বাধীন নহেন।

স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্ব-রূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্ম বিক্রয় দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাস্য লাভ করিয়াছেন। একথা যদি বৈষ্ণবাখ্য জীবের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বিতর্কসকল হৃদয়ে স্থান পায় তাহা হইলে তাহার কেবল কৃত্রিম স্বাতন্ত্র্যধর্ম্ম কপটতা-বশতঃ কৃষ্ণের নিকট বিক্রীত হইয়াছে, বস্তুতঃ তদীয়ত্বধর্ম্ম মায়ার নিকট বিক্রয় করিয়া মায়াদাস হইয়া সে-ব্যক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। কৃত্রিম কৃষ্ণদাস, শ্রীবৈষ্ণব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। তিনি প্রেমভক্তির সাধনের পরিবর্ত্তে কামের সাধনে অনিত্য দুঃখ নিবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। এই শ্রেণীর ব্যক্তির জন্যই সামাজিক-গণ বিধিনিষেধ-সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের কএকটি কথা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল প্রভুপাদ মুদ্রাযন্ত্রকে তাঁহার প্রচার-প্রসারের একটি প্রধান অঙ্গ বা উপকরণ বলিয়া মনে করিতেন। তিনি উহাকে বলিতেন বৃহৎমৃদঙ্গ। উহার শব্দ বহুদূরে যায় এবং বহুকাল স্থায়ী হয়। প্রভুপাদ প্রেসের সকল কার্য্যই শিখিয়া লইয়াছিলেন। কারণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাদি প্রণয়ন কার্য্যে প্রুফরিডিং প্রভৃতি দ্বারা বহু সহায়তা করিতে হইত। পরে তিনি নিজেই সানগরে ও তৎপর শ্রীধাম মায়াপুরে, কৃষ্ণনগরে, উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে ও বাগবাজারে মুদ্রাযন্ত্রস্থাপন করিয়া তাহাতে মাসিক Harmonist Or 'সজ্জনতোষণী' ও সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র, টীকা ব্যাখ্যা বিবৃতিসহ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, জৈবধর্ম্ম, চৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, শিক্ষাষ্টক, উপদেশামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাবলী, গীতমালা, সৎক্রিয়াসারদীপিকা, শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য প্রভৃতি বহুগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধামসেবাদর্শ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে, শ্রীবাস-অঙ্গনে তিনি অনেক দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়াছেন। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী (গঙ্গায় এই ত্রিধারা সর্ব্বদাই প্রবহমানা, বিশেষতঃ খড়িয়া বা জলঙ্গীনদীকে তিনি সাক্ষাৎ সরস্বতী নদী রূপে দর্শন করিতেন। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরও ঐরূপ দর্শন ছিল। তাঁহার 'কবে গৌরবনে সুরধনীতটে' এই গীতিমধ্যে 'শ্বপচ গৃহেতে মাগিয়া খাইব পিব সরস্বতী জল' ইত্যাদি উক্তি দ্রষ্টব্য।) —এই ত্রিবেণীসঙ্গমস্থিত মহাতীর্থ ছিল তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। শ্রীযোগপীঠে 'অদ্ভুত মন্দির এক হইবে প্রকাশ' এই শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী সার্থক করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য (শ্রীমৎ সখীচরণ ভক্তিবিজয়—অধুনা ব্রজরজঃ প্রাপ্ত)-দ্বারা এক অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরের ভিত্তিখনন কালে (১৯৩৪ খৃঃ ১৩ই জুন, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বেলা ১০ ঘটিকায়) একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি মৃত্তিকামধ্য হইতে প্রকাশিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ সিদ্ধার্থ-সংহিতোক্ত অস্ত্রভেদানুসারে এই মূর্ত্তিকে শ্রী-ভূ-নীলাশক্তি-সমন্বিত 'অধোক্ষজ' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ কএকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বহু প্রাচীন মুদ্রা বলিয়া জানাইয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—ইনি ছিলেন শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পূজিত গৃহদেবতা। এই মূর্ত্তিটি এখনও শ্রীযোগপীঠে পূজিত হইতেছেন। অতি সুন্দর মূর্ত্তি। শ্রীযোগপীঠে যেখানে ঐ উচ্চচূড়মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে একটি বৃহৎ কাঁঠাল গাছ ছিল, এই কাঁঠাল খুব সুস্বাদু রসযুক্ত ছিল। আমরা তাহা আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। এই কাঁঠাল তলায় প্রায়ই আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল

গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ আসিয়া বসিয়া ভজন করিতেন। সে সময়ে প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠের সেবকখণ্ডে অবস্থান করিতেন। (সম্প্রতি অবশ্য তাহা নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে।) এক সময়ে অধিক রাত্রে প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজকে ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে—তিনি এতরাত্রে কি করিয়া ওপার (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপের পারে রাণীর চড়ায় গঙ্গাতটে বাবাজী মহারাজ একখানি ছইএর মধ্যে থাকিয়া ভজন করিতেন) হইতে আসিলেন? খেয়া ত' রাত্রি ১০ টায় বন্ধ হইয়া যায়, আর তখন বাবাজী মহারাজ বাহ্য-দৃষ্টি-শক্তিহীনতারও অভিনয় করিতেছেন, তৎকালীন পথও ছিল অত্যন্ত দুর্গম, কে তাঁহাকে এতরাত্রে এখানে পৌঁছাইয়া দিল? প্রভুপাদ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া এই সকল জিজ্ঞাসা করিলে বাবাজী মহারাজ পার করিয়া দিল 'একজন', হাত ধরিয়া এখানে আনিয়া দিল 'একজন' —সেই 'একজন' যে সাধারণ জন নহেন, তাহা আর বুঝিতে প্রভুপাদের বিলম্ব হইল না। বাবাজী মহাশয় এই শ্রীমায়াপুরে প্রায়ই আসিয়া শ্রীযোগপীঠে ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে ধামের রজে গড়াগড়ি দিতেন, কত আর্ত্তিভরে হা গৌর, হা নিত্যানন্দ, হা সীতানাথ, হা গদাধর, হা শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেন, উচ্চস্বরে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুরে উৎপন্ন কোন দ্রব্য তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি উহা পরম আদরে লইয়া মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিতেন এবং যথাসময়ে শ্রীভগবান্‌কে (শ্রীগৌর নিত্যানন্দকে) নিবেদন করিয়া প্রসাদ পাইতেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীযোগপীঠে ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তথায় মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা যে মন্দিরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার সম্মুখে একটি খড়ের আটচালা ঘরই ছিল নাট্যমন্দির। সেখানে শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী-সভার বার্ষিক অধিবেশন হইত। কুলিয়া বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ ও বিল্বপুষ্করিণী প্রভৃতি স্থান হইতে বহু পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত সজ্জন সেই সভায় সমবেত হইতেন। স্বাধীন ত্রিপুরাধীশকে সেই সভার স্থায়ী সভাপতি করা হইয়াছিল। অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদই কার্য্যাধ্যক্ষ। প্রত্যব্দ সেই সভায় উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী ও সজ্জনগণ সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরধামের মহিমাশংসন ও জয় ঘোষণা করিতেন। এই সভাটি অদ্যাপি শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে শ্রীযোগপীঠে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীধাম মায়াপুরের সেবৌজ্জ্বল্য সম্পাদনার্থ প্রভুপাদ সপরিকর স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর, বঙ্গের গভর্ণর (সার জন এণ্ডারসন্) প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শ্রীধামে লইয়া আসিয়াছেন। প্রত্যব্দ মহাসমারোহে ষোলক্রোশ নবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পাদন করাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীযোগপীঠ হইতে উত্তরে শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ও দক্ষিণে হুলোর ঘাট বা ত্রিবেণীসঙ্গম পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডকেই বৃহত্তর মায়াপুর বলিয়া বিচার করিতেন। ঐ সকল স্থানে বৈষ্ণবপল্লী হইবে, বহু মঠমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা বাদ্য-সহকারে তুমুল হরিধ্বনি উত্থিত হইবে, এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার শ্রীমুখে শুনা যাইত। প্রভুপাদ বলিতেন—সপার্ষদ শ্রীমায়াপুরচন্দ্র গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-লীলা নিত্য—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥" আজও শ্রীভগবান্ গৌরহরি তাঁহার লীলা-পরিকরগণ সঙ্গে নৃত্যকীর্ত্তনরঙ্গে সর্ব্ব নদীয়ায় বিহার করিতেছেন। এখনও শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীযোগপীঠে অকস্মাৎ মৃদঙ্গমন্দিরার বাদ্যধ্বনি সহ বহু কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি অনেক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রবণ-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ নিজেও কএকবার তাহার অনুভব পাইয়াছেন। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি অতি সাধারণ কুতর্ককর্কশহৃদয় শিক্ষিতাভিমানী আধুনিক জড়বাদীও শ্রীধাম মায়াপুরে—বিশেষতঃ যোগ-পীঠে আসিয়া কেমন যেন আনমনা হইয়া পড়িয়াছেন—স্থান মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই—তর্ক থামিয়া গিয়াছে, উন্নতশীর্ষ স্বতঃই নত হইয়া পড়িয়াছে। অত্যন্ত ধামাপরাধী নামাপরাধী, অপরাধফলে বজ্রতুল্য কঠিন-হৃদয় মৎসরপ্রকৃতি ব্যক্তিই ভক্তিরসে বঞ্চিত হইয়া শ্রীধাম-

মাহাত্ম্যে বীতশ্রদ্ধ হয়—'মণিময় মন্দির মধ্যে পশ্যতি পিপীলিকা ছিদ্রম্' ন্যায়ানুসারে নানা ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাই লিখিয়াছেন—মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় সকলেই প্লাবিত হইল, কেবল মায়াবাদী, কুতার্কিক পষণ্ডীই পলাইয়া গেল—

উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী-বৃদ্ধ বালক যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

*　　*　　*

মায়াবাদী, কর্ম্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল।
সেই বন্যা তা' সবারে ছুঁইতে নারিল॥

চৈঃ চঃ আঃ ৭।২৫-২৬, ২৯-৩০

শ্রীল প্রভুপাদ নবদ্বীপধামের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য—বিশেষতঃ পরবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী অপ্রাকৃত সরস্বতীপতি শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে সুখ দিবার জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে ১৯২৭ খৃঃ ১৮ই মার্চ্চ পরবিদ্যাপীঠ সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীহরি-নামামৃত-ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গসমূহ, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়প্রস্থান-সহ বেদান্ত এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সমূহ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগারও ঐরূপ পরমার্থানুশীল-নোদ্দেশ্য-মূলে স্থাপন করেন। আবার পারমার্থিক শিক্ষার অনুকূলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রদানার্থ ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ বলিয়া একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ও সংস্থাপন করিয়াছেন। এইটি বর্ত্তমানে হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়রূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবনে ১৯১৮ সালে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ স্থাপন করেন। তথায় ঊনত্রিশ চূড়ার শ্রীমন্দিরে আচার্য্যপাদপীঠ এবং শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-বিনোদ-প্রাণ বা গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউ এবং চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয় তাঁহাদের উপাস্যবিগ্রহ-সহ নিত্য সেবিত হন।

শ্রীচৈতন্য মঠের প্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ। এই মঠ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে স্থাপিত হয়, পরে ১৯৩০ খৃঃ বাগবাজার নবনির্ম্মিত মঠমন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্নস্থানে মঠাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্থায়ীভাবে বিশ্বের সর্ব্বত্র সকল ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থ ও পত্রিকাদি দ্বারা প্রচার করিবার জন্য প্রভুপাদ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার প্রকটকালে কৃষ্ণনগর, কলিকাতা, শ্রীধাম-মায়াপুর ও কটক—এই চারিটি স্থানে প্রভুপাদ চারিটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া এবং ইহা ব্যতীত আমাদের গুরু-ভ্রাতাদের প্রেস ও অন্যান্য প্রেসেরও সহায়তা লইয়া শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ এবং ইংরাজী, বাংলা, উৎকল ও অসমিয়া ভাষায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক ছয়খানি সাময়িক পত্র মুদ্রিত করাইয়া এবং পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদি দ্বারা ভারত ও ভারতের বহির্ভূত দেশ-বিদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী বহুলভাবে অভাবনীয় পরিশ্রম-সহকারে প্রচার করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-দেব ও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মনোঽভীষ্ট প্রচারই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার জীবন-ভাগবতের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আবার অপতিতভাবে লক্ষনাম গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকেও তদ্রূপ লক্ষপতি হইবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। নামভজনে কোন শৈথিল্য না আসে, তৎপ্রতিও আমাদিগকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। ইহারই মধ্যে আবার গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লেখা এবং কৃষ্ণকথা বলিবারও সময় বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। 'দেখো ভাই, নাম বিনা দিন নাহি যায়।' যিনি যে বিভাগের সেবক, তিনি আসিলে প্রভুপাদ তাঁহার সহিত সেই ভাবের কথা বলিয়া তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত ও উৎসাহান্বিত করিয়াছেন। শুদ্ধ-ভক্তিকে আক্রমণসূচক কোন প্রবন্ধ দেখিলে বা কথা শুনিলে শ্রীল প্রভুপাদ তখনই শ্রুতিলিখনে নিপুণ কোন সেবককে ডাকাইয়া পাষণ্ডদলন প্রবন্ধ লেখাইতেন। কুরাদ্ধান্তধ্বান্ত নিরসনে প্রভুপাদ ছিলেন অতি প্রখর

তেজোময় ভাস্করস্বরূপ। প্রতিবাদীর জিহ্বা স্তম্ভণে ছিল তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা। ভক্তিপ্রতিকূলভাবের সহিত অনুকূলভাবের সংমিশ্রণ বা Compromise অর্থাৎ মিটমাট করিয়া লইয়া তুম্‌ভি চুপ হাম্‌ভি চুপ নীতিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। "নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ"—ইহা শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শে সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান ছিল। সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাস দোষদুষ্ট কোন 'হজবরল' বিচারের সহিত শুদ্ধভক্তিবিচারের রফা দফা করিয়া লওয়ার তিনি আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।" "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান" ইহাই ছিল তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা। সেই আচার্য্যভাস্করের অভাবে আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎ বড়ই বিপন্ন—নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহ-বিক্রমে লেখনীধারণ বা সিংহহুঙ্কারে ভাষণ গর্জ্জন আর কে করিবে? শ্রীবলদেবাভিন্নপ্রকাশ প্রভুপাদ আমাদিগকে রক্ষা করুন, চিদ্‌বলে বলীয়ান করুন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

সম্প্রদায়-রহস্য সম্বন্ধে প্রভুপাদ অলৌকিক জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি নামক একখানি বৈষ্ণব পরিভাষা ও অন্যান্য অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ অভিধান সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৯২২ সাল হইতে ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত চারিটি সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। ৫ম খণ্ড আংশিক মুদ্রিত হইয়া বন্ধ আছে। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি তাঁহার। যখনই হরিকথা বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখনই কত যে নিত্য নূতন নূতন কথার অবতারণা করিতেন, তাহা যাঁহারা শুনিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারাই চমৎকৃত হইয়াছেন। আমরা খুব ক্ষিপ্রহস্তে প্রভুপাদের সেই সকল হরিকথার নোট লইতাম, কিন্তু কত কথা বাদ পড়িয়া যাইত। তথাপি পরে তাহা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া আনিলে প্রভুপাদ তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রভুপাদের বহু হরিকথা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রভুপাদের মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে লিখিত 'বঙ্গে সামাজিকতা' নামক যে একখানি সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সমালোচনা-গ্রন্থ ১৯০০ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীল প্রভুপাদ ৫ অধ্যায়ে বাংলাপদ্যে প্রহ্লাদচরিত্র রচনা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রভুপাদ ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বৃহস্পতি ও জ্যোতির্ব্বিদ্‌ নামক দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক-গুলি গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিসময়ে পরমার্থানুশীলনে উহার তাদৃশ প্রয়োজনীয়তা অনুভূত না হওয়ায় উহার আলোচনা স্থগিত রাখিয়া প্রভুপাদ পারমার্থিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখনাদিবিষয়েই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রবর্ত্তিত সজ্জনতোষণী পত্রিকায় প্রভুপাদ বহু গবেষণাপূর্ণ ভক্তি-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ চতুঃসম্প্রদায়ের (শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়ের) যাবতীয় প্রয়োজনীয় গ্রন্থ—বিশেষ করিয়া শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীভাষ্য, প্রপন্নামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে অনুশীলন করেন। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বহু তথ্য প্রভুপাদ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের তাৎকালিক প্রধান প্রধান শাস্ত্রজ্ঞ ত্রিদণ্ডি-যতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ ১৮৯৯ সাল হইতে সজ্জনতোষণী মাসিক পত্রে শ্রীমন্নাথ মুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, দিব্য সূরি বা আল্‌বর, গোদাদেবী, পাঞ্চরাত্রিক অধিকার, ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত প্রভৃতি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের প্রধান পীঠ উড়ুপী হইতে মাধ্ব বৈদান্তিক পণ্ডিত বেদান্তবিদ্বান্‌ পণ্ডিত শ্রীঅদমার বিঠ্‌ঠলাচার্য্য মহাশয়কে আনাইয়া প্রভুপাদ আমাদিগকে তৎসমীপে ব্রহ্মসূত্র, ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদ্‌, শ্রীমধ্ববিজয় (ত্রিবিক্রমাচার্য্যকৃত), ন্যায়সুধা, দ্বাদশস্তোত্রাদি গ্রন্থ অনুশীলনের সুযোগ প্রদান করিয়া-ছিলেন। উক্ত পণ্ডিত দ্বারা একাদশখানি প্রধান উপনিষদের (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর) বৈষ্ণবভাষ্য রচনা করাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ঐগুলি যে কোথায় আত্মগোপন

করিয়া আছেন, তাহা জানা যায় নাই। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অনুভাষ্য, শ্রীচৈতন্যভাগবতের ও শ্রীমদ্ ভাগবতের বিবৃতিতে প্রভুপাদ সাম্প্রদায়িক বহু গূঢ় রহস্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

স্বলিখিত বিবৃতিসহ গোবিন্দভাষ্য, ঐ বিবৃতিসহ দশম স্কন্ধ, বিবৃতি-সহ ষট্সন্দর্ভ ও সর্ব্বসম্বাদিনী প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ ইচ্ছা প্রভুপাদের ছিল, কিন্তু নানা সেবাকার্য্যের জন্য সময়াভাবে তাহা পারিয়া উঠেন নাই।

মায়াবাদ ভক্তিশাস্ত্রবিরোধী মতবাদ। উহার নাম-গন্ধ প্রভুপাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুরও উক্তি—"মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" (চৈঃ চঃ ম ৬।১৬৯), বৈষ্ণব হঞা যেবা 'শারীরক-ভাষ্য' শুনে। সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি' আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥ মহাভাগবত—কৃষ্ণ প্রাণধন যার। মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥" (চৈঃ চঃ অ ২।৯৫-৯৬), প্রভু কহে—'মায়াবাদী' কৃষ্ণে অপরাধী। 'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥ অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। 'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুই ত' সমান॥" (চৈঃ চঃ ম ১৭।১২৯-১৩০) "অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে। মায়াবাদিগণ, যাতে মহাবহির্ম্মুখে॥" (ঐ ম ১৭।১৪৩)।

অনেকে বলেন মায়াবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামে খ্যাত হন, তিনিই শ্রীরাধারসসুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। এইরূপ ভ্রান্ত ধারণাকে প্রভুপাদ সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের (মধ্য ১৭।১১৫) অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

" * * * শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব ও পূর্ব্বাশ্রমের খুল্লতাত শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীরামানুজীয় জীয়ারস্বামী শ্রীশ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী এবং ইনি (অর্থাৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী) কখনও 'এক' ব্যক্তি নহেন। প্রকাশানন্দ—শ্রীমহাপ্রভুর সমকালে কাশীবাসী একদণ্ডী শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিবিশেষ। * * *।"

শ্রীপ্রকাশানন্দ-কথা (মহাপ্রভুর কৃপা-লাভের পূর্ব্বাবস্থা —) চৈঃ চঃ আ ৭।৩২, ৬৫ ও ম ১৭।১০৪—১৪৩ এবং (কৃপালাভের পরবর্ত্তি অবস্থা—) ম ২৫।৫—১৬০ দ্রষ্টব্য। শ্রীচৈতন্যভাগবতও মধ্য ৩য় ও ২০ শ অঃ আলোচ্য।

শ্রীরাধারসসুধানিধি গ্রন্থখানি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-রচিত—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ইহা এক মহামূল্য নিধিস্বরূপ। কিন্তু অধুনা আবার অন্য কোন সম্প্রদায় বিশেষ উহাকে তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলিয়া দাবী করিতেছেন! আজ পরমারাধ্য প্রভুপাদ প্রকট থাকিলে ইহার মীমাংসা হইত।

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিত্যলীলা প্রবেশের কিছু পূর্ব্বে প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে শ্রীরূপানুগবর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপ্রবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের "শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ" এই গীতিটি এবং শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুকে 'নাম্নামকারি' ইত্যাদি শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত 'তুঁহু দয়াসাগর তারয়িতে প্রাণী' এই অনুবাদ গীতিটি কীর্ত্তন করিতে বলেন। প্রথম গীতিটি কীর্ত্তন করিতে বলিয়া শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কথিত উপদেশটি আরও বিশদরূপে বিশ্লেষণ করাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম শ্রীরূপ ও সেই শ্রীরূপানুগ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যই যে আমাদের একমাত্র ভজনসম্পদ্—সাক্ষাৎ জীবাতু-স্বরূপ, এই গীতি শ্রবণাদর্শ প্রদর্শন দ্বারা নিজভজন-রহস্য উদ্ঘাটনমুখে আমাদেরও ভজন-সাধনের গূঢ় রহস্য ইঙ্গিতে প্রকট করিলেন। আমাদের সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিচয়ও উহা দ্বারা ইঙ্গিতে জানাইয়া গেলেন। আবার শিক্ষাষ্টক-গীতির "তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥ নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর॥"—এই সকল পদ শ্রবণকালে প্রভুপাদ ললাটে হস্ত স্থাপন করিয়া দৈন্যভরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীনামে অনুরাগাভাবই যে আমাদের প্রকৃত ভাগ্যহীনতার পরিচয়—যাবতীয় অনর্থোদয়ের মূল কারণ, বাচ্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ তদীয় বাচকস্বরূপ নামেই যে তাঁহার সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়া

দিয়াছেন, গ্রহণেও কোন কালাকাল শৌচাশৌচাদি বিচার রাখেন নাই, এই নামভজনই—নামানুরাগই যে আমাদের শুদ্ধ রাগানুগা ভজনসম্পত্তি লাভের একমাত্র উপায়—এই সকল ইঙ্গিতও আমাদের নিকট স্পষ্টরূপেই ব্যক্ত করিলেন। শিষ্যবৎসল প্রভুপাদ তাঁহার ২৩শে ডিসেম্বর তারিখের শেষবাণীটি পুনরায় তাঁহার শেষ সময়েও পুনরাবৃত্তি করিলেন—**"রূপরঘুনাথের বিচার ঠাকুর নরোত্তম নিয়াছিলেন, সেই বিচারানুসারে চলা ভাল।"**

শ্রীল প্রভুপাদের যে-সকল শিষ্য সেবাকার্য্য বশতঃ দূরে আছেন এবং যাঁহারা তাঁহার নিকটে উপস্থিত, সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া প্রভুপাদ স্নেহভরে তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইতে লাগিলেন—

"আপনারা যাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত আছেন এবং যাঁহারা না আছেন, সকলেই আমার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। স্মরণ রাখিবেন,—ভাগবত ও ভগবানের সেবা-প্রচারই আমাদের একমাত্র কৃত্য ও ধর্ম্ম।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই অযাচিত স্নেহাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্তি-সৌভাগ্য কেবল যে তাঁহার মুষ্টিমেয় শিষ্যগণেরই হইয়াছে তাহা নহে, 'হইয়াছেন হইবেন যত প্রভুর নিজদাস'— তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণকারী শিষ্য প্রশিষ্য পারম্পর্য্যে—সকলেই তাঁহার ঐ আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন, এখনও হইতেছেন ও পরেও হইবেন। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না—ইহা জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদেরই শ্রীমুখবাণী। ভয় নাই, কেহ নিরুৎসাহ হইবেন না—প্রভুপাদ অপ্রকট লীলায়ও নিত্য প্রকট আছেন জানিবেন। তিনি আমাদের একজন্মের প্রভু নহেন, জন্মজন্মের প্রভু। প্রভুপাদের সাক্ষাৎ আশীর্ব্বাদ আমাদের বড় ভরসার কথা। ইহাই আমাদের অক্ষয় অব্যয় বল। প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারিশিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় যে যেখানে আছেন, সকলেই আসুন আমরা আজ পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া এক আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীরাধানিত্যজন শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে মিলিয়া মিশিয়া শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট সংস্থাপক শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট সংস্থাপনে যত্নবান্ হই। শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইলেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীরূপপাদও বলিয়াছেন—

"আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ, তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণং, বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা।"

'সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।' 'আর কালি কেনে?' 'তূর্ণং যতেত'—এই শ্রীভক্ত-ভাগবত ও গ্রন্থ-ভাগবতের বিচার বরণ পূর্ব্বক মান অভিমান ক্রোধ হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য সকল আবিলতা দূরে 'উদপাস্য' হে ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন আমরা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বাত্মস্নপন বিধান করতঃ এই ত্রিতাপ তাপিত বিশ্বে শ্রীনামসংকীর্ত্তনের সর্ব্বোপরি বিজয় ঘোষণা করি—শ্রীনামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করি। তাহা হইলেই ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে—শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা প্রকাশিত হইবে—বিশ্বে প্রকৃত শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

"জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদকী জয়"

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌর-করুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

[পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন-ভাগবতের বহু স্মরণযোগ্য উপাদেয় উপাদান স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ সেই সকল পাণ্ডুলিপি অধুনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। প্রবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইতে থাকায় আমরা ভবিষ্যতে প্রবন্ধান্তরে অন্যান্য বিষয় আলোচনার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি।]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—কৃষ্ণকথায় রুচি কি মহাভাগ্যের কথা ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মহাভাগ্যফলেই কৃষ্ণ কথায় রুচি হয়। কৃষ্ণকথায় রুচি হইলে আর বাজে কথা বা জাগতিক কথা ভাল লাগে না। ভগবৎকথা যাহার ভাল লাগে, তাহার প্রজল্পে বা গ্রাম্যকথায় রুচি হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

[illegible] রুচি তোমার, মহাভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সে-ই ভাগ্যবান্॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—একাদশীতে কি উপবাস করাই উচিত ?

উত্তর—একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করাই শাস্ত্রবিধি। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

একাদশী তিথিতে ভক্তগণ মহাপ্রসাদ বা মহা-মহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। মহাপ্রসাদ-ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন। তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।

প্রশ্ন—অপবিত্র বস্তু ভগবান্‌কে দেওয়া যায় কি ?

উত্তর—অপবিত্র শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই কেহ ভগবান্‌কে নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র বস্তু অভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলে তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ কি বিশেষ প্রয়োজন ?

উত্তর—সৎসঙ্গই মানবজীবনে হরিভজনের প্রধান সহায়। অবৈষ্ণবসঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানবজীবনে সৎসঙ্গই সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। সৎসঙ্গ ব্যতীত হরিভজনে উন্নতি হয় না, দৃঢ়তা আসে না, অজ্ঞানতা কাটে না, তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

প্রশ্ন—ভক্ত-বিদ্বেষী ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ কি ভক্তি ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই কৃষ্ণসেবা। ভক্তগণকে ভগবৎসেবায় বাধা দিতে গেলে সেই বাধাদাতাকে ভক্তদ্বেষী বলা হয়। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর প্রতি যে ক্রোধ, তাহা ভজনের প্রকারভেদ মাত্র। তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমান মনে করে, তাহারা নারকী। ভোগপর নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি ভক্তের আছে। ভক্ত নিজ ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণসেবায় বাধা-দাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন তৎপর।' জগদ্‌গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে, ক্রোধ ভক্তদ্বেষীজনে,
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে, মদ কৃষ্ণ-গুণ গানে,
নিযুক্ত করিব যথা-তথা॥

যে ভগবৎসেবায় বাধা দেয়, সে ভক্তিবিদ্বেষী, ভগবদ্-বিদ্বেষী ও ভক্তবিদ্বেষী। যে ভগবদ্বিদ্বেষী, সে নিশ্চয়ই

ভক্তিদ্বেষী ও ভক্তদ্বেষী। যে ভক্তবিদ্বেষী, সে অবশ্যই ভগবদ্‌বিদ্বেষী ও ভক্তিবিদ্বেষী। যে ভক্তিবিদ্বেষী, সে যে ভক্তবিদ্বেষী ও ভগবদ্‌বিদ্বেষী তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—বৈষ্ণবের কি অশৌচ আছে ?

উত্তর—না। বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন বা ত্যক্তগৃহই হউন, তাঁহার কোন অশৌচ বা শোক নাই। হরি-সেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। এজন্য ভক্তগণকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ ভক্তগণ হরিনাম গ্রহণে নিত্য শুচি হইয়া একাদশাহে বা যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন — ইহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কৃষ্ণকথামৃত কি স্বর্গীয় অমৃত এবং মোক্ষামৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(১০।৩১।৯)

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

কৃষ্ণকথামৃত সংসারতপ্তজনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মা-নারদাদি কবিগণ কর্তৃক স্তুত, প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপনাশকারী, শ্রবণমাত্রেই মঙ্গলপ্রদ ও শান্তিদায়ক। যাঁহারা এই কথামৃত জগতে প্রচার করেন, তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকা—(শ্রীজীব প্রভু)

কৃষ্ণকথাই অমৃত। কৃষ্ণকথামৃত সংসারতপ্ত ও কৃষ্ণ-বিরহে বিষণ্ণ ভক্তগণেরও জীবন রক্ষা করে। কথামৃত সংসারের হেতু পাপপুণ্য ত' নাশ করেই উপরন্তু ভক্তিবাধক অপরাধ পর্য্যন্ত নাশ করিয়া কথাশ্রবণে রুচি উদয় করায়। কৃষ্ণকথা-শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়। সুতরাং কৃষ্ণকথা মঙ্গলস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বার্থপ্রদ। অর্থবিচার ত' দূরের কথা, শ্রবণমাত্রেই সর্ব্বার্থসাধক হয়।

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—

কৃষ্ণের কথাই অমৃত। কৃষ্ণকথামৃত মহারোগাদি-সন্তপ্ত বা সংসারসন্তপ্ত জনের জীবনপ্রদ এবং কৃষ্ণের বিরহসন্তপ্ত ভক্তের জীবন রক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং স্বর্গীয় অমৃত এবং মোক্ষামৃত অপেক্ষা তাহার অধিক মাধুর্য্য। কৃষ্ণকথামৃত স্বর্গীয় অমৃত ও মোক্ষামৃত অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু ও শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি কবিগণ নিরন্তর কৃষ্ণের কথামৃত আস্বাদন করেন এবং তাহা যে স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহা বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন। শ্রীধ্রুব মহারাজ বলিয়াছেন—

"হে নাথ, তোমার কথা-শ্রবণে যে পরমানন্দ লাভ হয়, সে আনন্দ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও নাই, সুতরাং ধ্বংসশীল স্বর্গের কথা আর কি বলিব ? যেহেতু কৃষ্ণ-কথামৃত জীবের যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট করিয়া পরম আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে ;" কিন্তু স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত সেইরূপ ফলপ্রদ নহে। কেবলমাত্র কর্ণগত হইলেই স্বর্গামৃত বা মোক্ষামৃত কাহারও কোন মঙ্গল উৎপাদন করে না। মোক্ষামৃত অপ্রারব্ধ পাপাদি পর্য্যন্ত নাশ করিলেও প্রারব্ধ পাপ নাশ করিতে পারে না। স্বর্গামৃত কামাদির বর্দ্ধক বলিয়া অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ পাপ কিছুই নষ্ট করিতে পারে না বরং সেই পাপাদি উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষ্ণকথামৃতের এমনই প্রভাব যে, তাহা কর্ণে প্রবেশ করিলেই প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ নষ্ট করিয়া মঙ্গল করিয়া থাকে অর্থাৎ শ্রবণমাত্রেই আস্বাদ্য হয়—অভীষ্ট সাধ্য হয়—প্রেম পর্য্যন্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে। আর কৃষ্ণের কথামৃত সর্ব্বদা বক্তাগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত সেরূপ নহে। অতএব যাঁহারা কৃষ্ণকথামৃত পৃথিবীতে প্রচার করেন, তাঁহারাই মহা-দাতা। ইহার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহা পরিশোধ করিতে পারা যায় না।'

শাস্ত্র আরও বলেন—

'দেহাদি-হৃৎপুষ্টিদং গোবিন্দ-কথামৃতম্।' অর্থাৎ কৃষ্ণ-কথামৃতপানে দেহ পুষ্ট হয়, ইন্দ্রিয় সবল হয় এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়া থাকে।

শ্রীধরস্বামী-টীকা—

কৃষ্ণকথাই অমৃত। কারণ তাহা তাপদগ্ধ জনের জীবনপ্রদ। স্বর্গাদি অমৃত অপেক্ষা কৃষ্ণকথামৃত সর্ব্বপ্রকারেই উৎকর্ষযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞগণ কর্তৃক সংস্তুত।

তাঁহারা দেবভোগ্য অমৃতকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। কৃষ্ণ-কথামৃত কল্মষাপহ অর্থাৎ কাম ও কাম্যকর্ম্ম উভয়কে বিনষ্ট করে; কিন্তু স্বর্গামৃত এরূপ গুণযুক্ত নহে। পরন্তু ইহা কর্ম্মবাসনা বৃদ্ধি করে। আবার কৃষ্ণ-কথামৃত শ্রবণ-মঙ্গল অর্থাৎ কৃষ্ণের কথা শ্রবণমাত্রেই মঙ্গল হয়, তত্তৎ অনুষ্ঠানাদির অপেক্ষা নাই; কিন্তু স্বর্গীয় অমৃতের অনুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে।

প্রশ্ন—আত্মার সুখটা কি ?

উত্তর—আমি—আত্মা আমি দেহ বা মন নহি। আমি দেহী। আমি বা আত্মা পরমাত্মার সেবক, কৃষ্ণের দাস। আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার।

আমি ত' আত্মা—কৃষ্ণসেবক। আমার কে? আমার হ'লো কৃষ্ণ। সুতরাং আমার যখন কৃষ্ণ, তখন আমার সুখ বলিতে কৃষ্ণের সুখ বুঝাইতেছে।

কৃষ্ণের সুখই আমার সুখ। কৃষ্ণের সুখেই আমার সুখ—আত্মার সুখ হয় ও হইবে। এজন্য কৃষ্ণভক্তগণ সতত কৃষ্ণসুখের জন্য—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা সেই সুখময় কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত—কৃষ্ণসুখবিধানে উদাসীন, তাই আমাদের এত দুঃখ। জীব বা আত্মা বর্ত্তমানে দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহের সুখ ও মনের সুখবিধানে ব্যস্ত। আত্মা যতদিন দেহ-মনের সুখের জন্য যত্নপর থাকিবে, ততদিন সে দুঃখ পাইবেই। কিন্তু পরমাত্মার অংশ বা সেবক আত্মা যখন পরমাত্মার সুখানুসন্ধানে রত হইবে তখনই সে সুখ পাইবে। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত সুখলাভের অন্য কোন উপায় নাই।

বদ্ধজীব দেহ-মনের ক্ষণিক সুখকেই আমার সুখ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতেছে। শ্রীগুরুগোবিন্দের কৃপায় এই ভ্রান্তি না ঘুচিলে জীব কোনদিনই সুখ পাইবে না। স্বতন্ত্রতাবশতঃ গুরু কৃষ্ণের কথা না শুনিলে তাঁহারা আর কি করিবেন? সবই নিজ নিজ ভাগ্য।

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীবন্যা

[শ্রীচৈতন্যবাণী—১১শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১১৩ পৃষ্ঠার পর]

জালন্ধরে—

২১।৪।৭১—শ্রীল আচার্য্যদেব লুধিয়ানায় শ্রীনরেন্দ্র কাপুর মহাশয়দিগের সাইকেল কারখানা অফিসে ঘণ্টাধিককাল উপস্থিত সজ্জনগণকে ভগবৎপ্রসঙ্গদ্বারা আপ্যায়িত করিয়া তথা হইতে জালন্ধর সিটী যাত্রা করেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আদর্শ নগরে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসুরেন্দ্রকুমার আগরওয়াল, শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়াল প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনসহযোগে পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা পূজনীয় আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহারা মোটর হইতে নামিবার অব্যবহিত পরেই মহোপদেশক শ্রীমঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী, বৃদ্ধ পাঞ্জাবী ভক্ত শ্রীনারায়ণ দাসজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হন এবং পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় শ্রীহিন্দ্‌পাল আগর-ওয়ালা মহাশয়ের বাসভবনে। ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল তৎসহ অবস্থান করেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের স্থান হয় তন্নিকটবর্ত্তী বেদভবনে। এই বেদভবনের সম্মুখস্থিত বিশাল মার্কেটগ্রাউণ্ডেই স্থানীয় ভক্তবৃন্দের সেবোৎসাহে তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভা'র পক্ষ হইতে "শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মিলন" নামক একটি মহতী সভার আয়োজন করা হইয়াছে। সভামণ্ডপটি বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও আলোক মালা দ্বারা সুসজ্জিত এবং উচ্চ কানাত দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উত্তরাংশে রঞ্জিত বসনাদি মণ্ডিত মঞ্চোপরি মধ্যস্থলে নিত্যপূজ্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জিউর সিংহাসন, তৎসম্মুখে

শ্রীবৃন্দাদেবী এবং তদুভয়পার্শ্বে শ্রীল আচার্য্যদেব ও অন্যান্য কীর্ত্তনকারিভক্তবৃন্দের বসিবার আসন স্থাপন করা হয়। সুতরাং সভাগৃহটি সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্মন্দির স্বরূপই হইয়াছে। উক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৭১ সালের) কার্য্যকারক সভ্য - সর্ব্বশ্রী **Shri Surender Kumr Aggarwal, Dhanwant Rai Aggarwal, Ram Bhajan Pandey, Ramji Das, Attam Prakash, Rajkumar, Jwaharlal, Shamlal Aggarwal, Vipankumar Aggarwal, Omprakash Aggarwal & Kirpa Ram Sabharwal** এবং পৃষ্ঠপোষক **Shri Hind Pal Aggarwal (Jullundur District Brick Kiln owner), Shri Satprakash Kalia (of Kalia Bros.), Shri Bhagwant Singh Retd. Principal, Prof. Premchand Sharma** প্রমুখ বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দ এই সভার আহ্বায়ক ও আয়োজক।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষ করিয়া সপার্ষদ তাঁহার আচরিত ও প্রচারিত মহতী শিক্ষা আলোচনার্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সেবকবৃন্দ কতিপয় বিশিষ্ট সজ্জনের সহায়তায় এই শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মিলন নামক মহাসভার আয়োজন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে পাওয়া যায় না, এজন্য প্রতিবর্ষে যে সময়ে তাঁহার জালন্ধরে শুভাগমনের শুভ অবসর মিলে, সেই সময়েই এই সভার আয়োজন হয়। বর্ত্তমানে এই সভার ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হইতেছে। উক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার সভ্যবৃন্দের অধিকাংশই পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত। সভাস্থলে পূজিত শ্রীবিগ্রহ তাঁহারই দীক্ষিত শিষ্য শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বা শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর সেবা। তাঁহারই সতীর্থ শ্রীরামভজন পাণ্ডে তাঁহার ঐ শ্রীবিগ্রহ সেবার সহায়তা করিয়া থাকেন।

'বেদভবন' আর্য্য সমাজ-প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের ঐ বেদভবনের বহির্ভাগে শীর্ষদেশের দক্ষিণপার্শ্বে লিখিত আছে—ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র এবং বামপার্শ্বে লিখিত আছে—"ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদভদ্রং তন্ন আসুব।" এই বেদ মন্ত্র। বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রী পরমগোপ্য, সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ্য নহে। সদ্গুরুচরণে লব্ধদীক্ষ শিষ্যই উহা জপের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে আর অধিকার অনধিকার বিচার সংরক্ষিত হয় নাই। আর্য্য-সমাজীরা শ্রীভগবানের বিগ্রহ স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহার ভগবত্তা বা সর্ব্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে হইলে শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ-স্বীকারে কোন আপত্তির কারণ উত্থিত হইতে পারে না, কেননা অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন মায়াধীশ ভগবান্ তাঁহার শ্রীবিগ্রহের অপ্রাকৃতত্ব সুতরাং নিত্যত্ব অবশ্যই সংরক্ষণ করিতে পারেন।

যাহা হউক আমরা চণ্ডীগড় হইতে লুধিয়ানা সহরের মধ্য দিয়া বরাবর জালন্ধর আসিবার পথে দুই দিকে অগণিত সুবর্ণবর্ণ গমের ক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শিল্পসংস্থা দর্শন করিয়া খুবই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল পাঞ্জাবের প্রায় সকলস্থানেই শ্রীশ্রীরমাদেবীর কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-সমৃদ্ধ দেশ, একটি ভিখারীও চোখে পড়িল না। এদিকে অনেক আমগাছে এই সময়ে মুকুল দেখিলাম। ইউক্লিপ্টাসের গাছ রাস্তার দুই পার্শ্বে এবং আলাদা বাগিচারূপেও প্রচুর পরিমাণে দেখা গেল। আবহাওয়াও এসময়ে নাতিশীতোষ্ণ। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—আবালবৃদ্ধবনিতাগণের নিজ-নিজ ধর্ম্মানুরাগ এবং সাধুদের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন। বিভিন্ন মতাবলম্বী থাকিলেও প্রায় সকলেরই নিজ নিজ মতানুসারে ভগবদারাধনার দিকে লক্ষ্য—অন্ততঃ তৎপ্রতি সহানুভূতিও আছে, বিতৃষ্ণা নাই। বাংলাদেশের মত রাজনৈতিক কোন উৎপাত দেখিলাম না।

শ্রীহিন্দ্পাল মহাশয় পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে জানাইলেন—এখানকার (জালন্ধরের) প্রায় ৩০০ ঘর ব্যক্তি শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধারমণ ঘেরার শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের শিষ্য বা অনুগত। কিন্তু দুঃখের বিষয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়া-

শ্রিত বলিয়া পরিচয় দিলেও কাহারও গলদেশে তুলসীমাল্য নাই। পূজ্যপাদ মহারাজ উপস্থিত নরনারী সকলকেই বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াশ্রিত বৈষ্ণব মাত্রেরই তুলসীমাল্য ও তিলকাদি ধারণের নিত্যতা ও অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ২।৫৫ ধৃত পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত—"যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ। যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি॥" (পদ্মপুরাণ) ও "হরিনামাক্ষরযুতং ভালে গোপী-মৃদঙ্কিতম্। তুলসীমালিকোরস্কং স্পৃশেয়ুর্ন যমোদ্ভটাঃ॥" (স্কন্দপুরাণ) প্রভৃতি বাক্য এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত "তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে। সেই কপাল শ্মশান-সদৃশ লোকে বলে॥" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধার করতঃ হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যাসহ শিক্ষা দিলেন। আরও কহিতে লাগিলেন—গলদেশে সোনার হার, আধুনিক 'নেকটাই' প্রভৃতি কত কি পরা যাইতে পারে, অথচ তুলসীমাল্য ধারণ করিতেই যত লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহা খুবই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। সুপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীবৃন্দা-দেবীকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

ত্বং কীর্ত্ত্যসে সাত্বততন্ত্রবিদ্ভি-
লীলাভিধানা কিল কৃষ্ণশক্তিঃ।
তবৈব মূর্ত্তিস্তুলসী নৃলোকে
বৃন্দে নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ হে বৃন্দে, আমি তোমার চরণারবিন্দে প্রণতি বিধান করিতেছি। কেননা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তাভিজ্ঞ মনীষিগণ তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন এবং নৃলোকে বৃক্ষরূপধারিণী তুলসী দেবী তোমারই মূর্ত্তিস্বরূপিণী।

ভক্ত্যা বিহীনা অপরাধলক্ষৈঃ
ক্ষিপ্তাশ্চ কামাদিতরঙ্গমধ্যে।
কৃপাময়ি ত্বাং শরণং প্রপন্না
বৃন্দে নুমস্তে চরণারবিন্দম্॥

অর্থাৎ হে দেবী বৃন্দে, আমরা শ্রীহরিভক্তিবিহীন হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রকার অপরাধ-হেতু কামাদি দুস্তর সমুদ্রতরঙ্গমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। হে কৃপাময়ি, এমতাবস্থায় আমরা আজ আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রণতি বিধান করিতেছি। আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।

বিশেষতঃ তুলসী, গঙ্গা, মথুরা অর্থাৎ শ্রীধাম এবং ভাগবত (ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত)—ইঁহারা তদীয় বস্তু বলিয়া কথিত। ইঁহাদের আরাধনা বা আনুগত্য ব্যতীত তদ্বস্তু গোবিন্দ কখনই প্রীত হন না। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ যিনি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তদীয়ের অর্চ্চনা করেন না, তিনি ভক্তভাগবত বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরিবর্ত্তে কেবল দাম্ভিক বলিয়াই পরিগণিত হন।

শ্রীগোবিন্দ তুলসীসংযোগ ব্যতীত একটি দ্রব্যও গ্রহণ করেন না। শ্রীবিদ্যাপতি তিল-তুলসী দিয়া শ্রীমাধবচরণোপান্তে দেহ সমর্পণ করিতে চাহিতেছেন। শ্রীগোবিন্দের নাম মন্ত্র জপ, তাঁহার নামরূপগুণলীলা কীর্ত্তন-স্মরণাদি তাঁহারই প্রিয়তমা তদীয়বস্তু শ্রীতুলসী কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক তদানুগত্যে করিলেই শ্রীগোবিন্দ প্রসন্ন হইবেন। সুতরাং তুলসী ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সকলেরই আছে। সকলকেই শ্রীতুলসীধারণ পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে নিবেদিতাত্ম হইতে হইবে—শ্রীতুলসী-দেবীর আনুগত্যে স্ব স্ব জীবনকে বিষ্ণু-নৈবেদ্যরূপে বিষ্ণু-পাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে।"

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই বিশেষ প্রীত হন।

২২-৪-৭১ বৃহস্পতিবার— অদ্য হইতে ২৫-৪-৭১ রবিবার পর্য্যন্ত জালন্ধর নগরান্তর্গত 'আদর্শনগর'-মার্কেট গ্রাউণ্ডস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তনসভা-মণ্ডপে ১২শ বার্ষিক শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্মেলনের দিবস-চতুষ্টয়ব্যাপী অধিবেশন বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রথম অর্থাৎ ২২।৪ ও শেষ অর্থাৎ ২৫।৪ তারিখে সকালে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হয়। ইহাকে এদেশে প্রভাতফেরী বলে। অদ্যকার সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন—

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর খোল করতালাদির বাদ্যধ্বনির সহিত একটি পিতলের বৃহৎ রামশিঙ্গাও মধ্যে মধ্যে বাদিত হইয়া কীর্ত্তনের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। শোভাযাত্রায় অগ্রে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের অনুগমনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী এবং উক্ত সভার বিভিন্ন সভ্য কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীযুত হিন্দ্‌পাল-ভবনে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শোভাযাত্রা সহরের বিভিন্ন রাজপথ ভ্রমণ পূর্ব্বক বেলা প্রায় ১১ টায় পুনরায় সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অদ্য পূর্ব্বাহ্নে নগর-সংকীর্ত্তনের জন্য আর সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকা হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর সন্ধ্যারাত্রিক এবং ভোগরাগাদি হইয়া গেলে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ এবং শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারীজী উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পূজনীয় সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ, স্বস্তি নো গোবিন্দঃ ইত্যাদি স্বস্তিবাচন পাঠ, যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য, তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে, তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ, শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা, ধর্ম্মস্তু সাক্ষাৎ⋯অমৃতমশ্নুতে, বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ, মন্মনাভব, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য কীর্ত্তনমুখে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ধর্ম্মাচরণের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বর্ণন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে অনুষ্ঠিত সভার সাফল্য কীর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমান বর্ষে সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন সর্ব্বত্র প্রচার সম্ভব না হওয়ায় শ্রোতৃসমাবেশ আশাপ্রদ না হইলেও সভার উদ্যোক্তৃবর্গের শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারপ্রসারার্থ অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমকে ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনন্তর "নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্। প্রণামো দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্॥" শ্রীমদ্ভাগবতের এই সর্ব্বশেষ শ্লোকটি ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেন—সত্যে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে অর্চ্চন সম্ভব হইলেও কলিতে নামসংকীর্ত্তনই পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ নানা শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা এই নামভজনের পরতমতা প্রদর্শন করেন। বক্তৃতাটি খুবই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সভায় স্কুল কলেজের শিক্ষক, প্রফেসর, ডাক্তার, উকীল প্রভৃতি অনেক উচ্চ শিক্ষিত শ্রোতা ছিলেন। সকলেই মহারাজের সারগর্ভ বাক্যের উচ্চপ্রশংসা করেন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

২৩-৪-৭১ শুক্রবার—শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়াল মহোদয় তাঁহার নিজ মোটরে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব এবং তদীয় সতীর্থ শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে লইয়া সভাস্থলে গমন করেন। সভার প্রাতঃকালীন অধিবেশন হয় সকাল ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত। সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে উদ্বোধন সঙ্গীতের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীমঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারীজী যথাক্রমে তবকথামৃতং তপ্তজীবনং ও আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা-মুখে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা এবং নামভজনেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বিবিধ শাস্ত্র-যুক্তিমূলে বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দেন। কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। বলা বাহুল্য বক্তৃতা ও আলাপ আলোচনাদি সমস্তই হিন্দীভাষায় এবং প্রয়োজন হইলে ইংরাজীভাষাতেও হইয়া থাকে। সভার শেষে জনৈক Physics-এর প্রফেসর একটু ভগবৎপ্রসাদ চাহিয়া লন এবং 'আপনারা শিক্ষিত সম্প্রদায়, আপনাদের নিকট আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় আছে' ইত্যাদি বলিয়া উপরি উক্ত উভয় বক্তারই বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের অনেকস্থলেই দেখা যায় দম্ভ বেশী, মহাপ্রসাদ, ভগবান্, তাঁহার নাম ও ভক্তকে তাঁহারা আদর করেন না; কিন্তু এদিকে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যক্তিই উঁহাদিগকে—বিশেষতঃ সাধুকে বিশেষভাবে সমাদর করিয়া থাকেন। তাই মা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই কৃপাদৃষ্টি এদেশের

উপর প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এদিকের লোক বসিয়া থাকেন না, সকলেই স্ব-স্ব জীবিকা অর্জ্জনের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। কৃষিশিল্প-বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের উন্নতির দিকে সকলেরই লক্ষ্য আছে। আর্য্যভূমির বৈশিষ্ট্যও লক্ষিত হয়—অত্যন্ত পদমর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তিও বিনয়ী, নম্র, হরিকথা শ্রবণে রুচিবিশিষ্ট। এখানকার Irrigation Department-এর বা সেচ বিভাগের কার্য্য অতীব প্রশংসনীয়, এজন্য সর্ব্বত্রই গম রূপ সোনা ফলিয়া আছে। গমের বাজারকে এদেশের লোক বলেন—'কনক মণ্ডী'। খাদ্যাভাব দেখা যায় না। আমাদের দেশের নেতারা যেমন পরস্পরে মতবিরোধ বশতঃ মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতেছেন, তাহাতে প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় অধিবাসীকে পর্য্যন্ত ভয়সন্ত্রস্তভাবে অশান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে হইতেছে, রাস্তাঘাটে বাজারে চলাফেরা করিতে হইতেছে সর্ব্বদা সশঙ্ক অবস্থায়, গঠনমূলক (constructive) কার্য্যের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ ধ্বংসমূলক (destructive) কার্য্যই ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিতেছে, বেকার সমস্যা অতীব প্রবল হইয়া চুরি ডাকাতী খুন জখম প্রভৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, শিক্ষাবিভাগেও নানা সমস্যা দেখা দিয়াছে, শিল্প বাণিজ্যাদি ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়িতেছে, মানুষ মনুষ্যত্বের অনেক নিম্নস্তরে নামিয়া পড়িয়া পিশাচতুল্য কদর্য্যস্বভাব হইয়া পড়িতেছে, এদিকে তেমন কোন অশান্তি দেখিলাম না। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমবন্যা প্লাবিত বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করিলে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। আমাদের মনে হয়—শ্রীভগবৎপ্রণীত শাস্ত্র ও ধর্ম্মে অনাদরহেতুই মানবসমাজে এই প্রকার ব্যাপক অবনতি আসিয়া গিয়াছে। মঙ্গলময় শ্রীহরির কৃপাদৃষ্টি ব্যতীত আমাদের আর কোন প্রকারেই রক্ষা নাই।

যাহা হউক রাত্রিতে পুনরায় ৭॥ টা হইতে আবার ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। শ্রীহিন্দ্‌পাল জী পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব ও তৎসতীর্থ শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে সভাস্থলে লইয়া যান। উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর সভাপতি পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজকে কিছু বলিতে বলেন। তীর্থ মহারাজ 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ', জড়ভরতকথাপ্রসঙ্গে রহূগণ এতত্তপসা ন যাতি······বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্, প্রহ্লাদোক্ত মতির্ন কৃষ্ণে, ন তে বিদুঃ, নৈষাং মতিস্তাবদ্······মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং···যাবৎ ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকাবলম্বনে সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌ভজনের কথা নানা দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাইয়া বলেন। তৎপর সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে হরিনাম করিব কেন, ভগবানের মূর্ত্তি মানিব কেন? এই সকল পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া ইহার শাস্ত্রযুক্তি সম্মত অপূর্ব্ব সমাধান প্রদান করেন। তিনি বলেন—এক সময়ে কোন এক সভাস্থলে ভাষণ দান-কালে এক মৌলবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'ভগবান্‌কে দেখাইয়া দিতে পারেন? যদি না পারেন, তাহা হইলে জানিব আপনারা কেবল ধোকা দেনেওয়ালা।' অপূর্ব্ব উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন মহারাজ, তখনই মৌলবীর হাতে একখানি উর্দ্দু কেতাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানি কোন্ কেতাব? মৌলবী তাহার নাম করিলে মহারাজ বলিলেন—আপনারা আমাকে নিশ্চয়ই ধোকা দিতেছেন। মৌলবী সাহেব তাঁহার বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিতে গেলে মহারাজ বুঝাইয়া দিলেন, আমি উর্দ্দু ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ায় উহা যেমন আমার নিকট কতকগুলি ঘিচিমিচি কালির আঁচড় বা কালির উপর একটা পাখী ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয়, আবার উর্দ্দু ভাষা জানা থাকিলে আপনার বাক্যের সত্যতা সহজেই প্রতীত হইত, তদ্রূপ ভগবত্তত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্ববিৎ শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরু পাদাশ্রয়ে শাস্ত্রানুশীলন করিতে হইবে, সাধু গুরু-শাস্ত্রোপদিষ্ট শ্রৌতপথাবলম্বনে ভজন সাধন করিতে হইবে, তদ্‌ব্যতীত ভগবান্‌কে কিপ্রকারে জানা যাইবে? আরোহপথ ছাড়িয়া অবরোহ পথাবলম্বী হইয়া তাঁহার কৃপার ভিখারী হইতে হইবে, তিনি তাঁহাকে দেখিবার চক্ষু দিলে, যোগ্যতা অর্পণ করিলে তাঁহার কৃপায় তাঁহার দর্শন অবশ্যই পাওয়া যায়। তিনি একটি কাল্পনিক অবাস্তব বস্তু নহেন, সম্পূর্ণ সত্য বাস্তব বস্তু।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

"ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাঁহারে। সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥" "অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ-লেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥" তাঁহার কৃপা ব্যতীত তিনি আমার চোখের সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইলেও আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে না। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥ অন্ধীভূত চক্ষু যা'র বিষয় ধূলিতে। কিরূপে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে" তবে অনেক লোকে তাঁহাকে না দেখিয়াও বা না জানিয়াও বলে—দেখিয়াছি—জানিয়াছি ইত্যাদি, তাহাতে ব্রহ্মা বলিতেছেন—

"জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥"

যিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌, তিনি তাঁহার নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপের চিন্ময়ত্ব—অপ্রাকৃতত্ব অবশ্যই সংরক্ষণ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। 'অপাণিপাদঃ' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য তাঁহার অপ্রাকৃত সবিশেষত্ব বেশ স্পষ্ট রূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন করিতে যাওয়া অত্যন্ত ভাগ্যহীনতার পরিচয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? তবে তিনি অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" বিচারানুসারে নির্ব্বিশেষ-বাদী জ্ঞানীর নিকট আবার নিরাকার জ্যোতীরূপেও প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। জ্ঞানী যোগী তাঁহাদের কেবল চিদ্ বা সৎচিদ্ বৃত্তি অনুসারে তাঁহার ব্রহ্ম বা পরমাত্মরূপ অসম্যক্ প্রতীতি লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তই ভক্তিপথে সচ্চিদানন্দবৃত্তি অনুসারে তাঁহার ভগবৎ-স্বরূপের সম্যক্ প্রতীতি লাভ করেন। অবশ্য সেই ভগবদ্দর্শনেও ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-প্রতীতি আছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব এই মর্ম্মে বহু শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পূর্ণ ভাষণ দান করিলে কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

২৪-৪-৭১ শনিবার—প্রাতে শ্রীহিন্দ্‌পালজী পূর্ব্ববৎ তাঁহার মোটরে শ্রীল আচার্য্যদেব ও পুরী মহারাজকে তাঁহার গৃহ হইতে সভাস্থলে লইয়া যান। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ 'বিভাবরী শেষ' ও শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী 'প্রভু কৌন্ হ্যায়' ইত্যাদি কীর্ত্তন করিলে পূজনীয় সভাপতি শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ 'নাম্নামকারি বহুধা' ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'হরের্নাম' শ্লোকের মহাপ্রভু কৃত ব্যাখ্যা কীর্ত্তন, ব্রহ্মার বারত্রয় একাগ্রচিত্তে সমগ্র বেদাধ্যয়নান্তে বেদের ভক্তি-সিদ্ধান্ত-জ্ঞান, তদুপদেশে দেবদত্তা বীণা বাদন করিতে করিতে দেবর্ষি নারদের হরিনামমাহাত্ম্য প্রচার, বাচ্য-বাচক-স্বরূপ নামের বাচক স্বরূপেরই করুণাধিক্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী সকাশে মহাপ্রভুর নৃত্যগীতবাদ্যাদি লইয়া থাকিবার কারণ নির্দ্দেশ, আর্ত্তি সহকারে নামগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ফলে সত্ত্বশুদ্ধি, আত্মার শুদ্ধ ভগবৎপ্রীত্যুদয়, গোপাল ও দীনবন্ধু দাদার আখ্যায়িকা-প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন, গৌরাঙ্গের মধুরলীলাশ্রবণে হৃদয় নির্ম্মল হইলে শুদ্ধভক্ত্যুদয়, সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ-সৌভাগ্যোদয়, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা ভগবদ্দর্শন-যোগ্যতা লাভ, 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাঁউ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ক ব্যাকুলতা-ক্রমেই কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণসেবালাভ ইত্যাদি কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীল আচার্যদেব জীবস্বরূপের (আত্মার) প্রকৃত পরিচয় দান প্রসঙ্গে জাহাজ এরোপ্লেন প্রভৃতি যান-মাধ্যমে অনার্য্য সংসর্গক্রমে আর্য্যগণের চিত্তের কলুষতা, ম্লেচ্ছ দেশের হাবভাব চালচলন ক্রমশঃ এদেশে সংক্রামিত হওয়ায় তাহাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ব্যক্তিগণের তথাকথিত অনুগ্রহে এদেশেও বৈদেশিক অসবর্ণবিবাহ-নীতি, ডাইভোর্স সিষ্টেম, কামুকতা, লাম্পট্য প্রভৃতি প্রবলবেগে চালু হইয়া প্রাচীন আর্য্য-সমাজটিকে কিভাবে ধ্বংস করিয়া দিতেছে, 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ' প্রভৃতি বৈদিক বিচার উঠাইয়া

দিয়া আহারাদি ব্যাপারে কিপ্রকার স্বৈরাচার উপস্থিত হইতেছে, পিতামাতা ছেলে মেয়েকে লইয়া সিনেমা দেখিতে যান, পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত মেলামেশা করেন, তাহাতে তাঁহাদের ছেলেদেরও আদর্শ কি প্রকারে কলুষিত হইতেছে, সন্তান সন্ততির জন্ম হইলে মাতৃস্তন্য পায় না, তাহারা ঝি-চাকর দ্বারা লালিতপালিত হয়, তাহাতে তাহাদের চরিত্রে তাহাদেরই চিত্তবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, মাতৃপিতৃস্নেহ বঞ্চিত হইয়া তাহারা পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব প্রভৃতি শ্রুতির বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—এবম্বিধ সমাজ-ধ্বংসকর অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গৃহস্থ ভক্তগণকে সাবধান করিয়া দেন। আদর্শ ভক্তিমান্ মাতৃপিতৃরূপে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের দায়িত্ব লইয়া পারমার্থিক-সমাজ-সংগঠন-চেষ্টাই প্রকৃত গঠনমূলা চিত্তবৃত্তি। ইহাতেই দেশের দশের সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব এই মর্ম্মে পারমার্থিক সমাজ গঠনমূলক বহু উপদেশ প্রদান করিয়া হিন্দ্পালজীর মোটরে বাসস্থানে ফিরিয়া আসেন।

পুনরায় সান্ধ্য অধিবেশনে আচার্য্যদেব পুরী মহারাজ সহ সভাগৃহে পদার্পণ করেন। এবেলা শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীগোপাল কৃষ্ণজী, পরে উনা হাইস্কুলের হেড্-মাষ্টার শ্রীমেহের চাঁদ শর্ম্মা মহাশয়কে কীর্ত্তন করিতে বলেন। তাঁহারা উভয়েই মহারাজের শিষ্য, প্রায় ১ঘণ্টা তাঁহাদের কীর্ত্তন হয়। পরে পূজ্যপাদ মহারাজ প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল 'একটী সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। অদ্য সভায় অনেক বিশিষ্ট শ্রোতৃ সমাবেশ হয়। অমৃতসর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, হোসিয়ারপুর প্রভৃতিস্থান হইতে বহু সজ্জন ও মহিলা আসেন। অমৃতসরের ভক্তপ্রবর মুরারি বাবু এবং চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীমথুরাপ্রসাদ, শ্রীধরমপাল ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীজী আসিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার নৈশভাষণে সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারে শ্রীকৃষ্ণের পরতমত্ব, অভিধেয় ভক্তিবিচারে নামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রয়োজন প্রেমভক্তি বিচারে শ্রীগোপী-প্রেমের সর্ব্বসাধ্যসারত্ব কীর্ত্তনমুখে "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে", "মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকল নিগমবল্লী সৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥" ইত্যাদি বেদ পুরাণাদি-প্রোক্ত শাস্ত্রবাক্য বিচার পূর্ব্বক শ্রীনামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব—Predominating ও Predominated aspect of Godhead ইত্যাদি বর্ণন-প্রসঙ্গে "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি, পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন। পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণটি অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হইলেও শ্রোতৃবৃন্দ কৃষ্ণকথামৃত পানে বিভোর হইয়াছিলেন।

২৫ ৪-৭১ রবিবার— অদ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন-সভার পক্ষ হইতে আয়োজিত শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন-সম্মেলনের সমাপ্তি দিবস। প্রাতে 'প্রভাতফেরী' বা নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার বিপুল আয়োজন। পূজ্যপাদ মহারাজ সভাস্থলে শুভাগমন পূর্ব্বক শোভাযাত্রার শুভারম্ভ করাইয়া দেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ প্রভৃতি শোভাযাত্রার অনুগমন করেন্। জলন্ধর সহর আজ শঙ্খ-শিঙ্গা-মৃদঙ্গমন্দিরা কাঁসর ঘণ্টাদির বাদ্যধ্বনিসহ শত শত ভক্তকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সংকীর্ত্তনধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে। শোভাযাত্রা প্যাটেল চৌক, শ্রীসনাতনধর্ম্মসভা-মন্দির মাই হিরণ গেট, খিঙ্গরা গেট, শ্রীরাধা গোপাল মন্দির, পাঞ্জপীর, আট্টারি বাজার, চৌক সুদাঁ, বাজার শেখাঁ, জি-টি-রোড্, শক্তিনগর ও গীতা মন্দির প্রভৃতি ভ্রমণান্তে বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় আদর্শনগর মার্কেট গ্রাউণ্ডস্থিত সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রা শ্রীহিন্দ্পালজীর বাসভবন-সম্মুখে উপস্থিত হইলে পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব নগ্নপদে পদব্রজে তাহাতে যোগদান করিয়া ভক্তবৃন্দসহ সভাস্থলে উপনীত হন এবং কীর্ত্তন বিশ্রাম করান। শ্রীগোপালকৃষ্ণ ও শ্রীমেহের চাঁদ শর্ম্মা জলযোগ করিয়া বিশেষ কার্য্য বশতঃ ১১॥ টার ট্রেণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্য মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে, প্রসাদ পাইতে সকলেরই বিলম্ব হইয়া যায়। অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত

একটি সভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ মহারাজ ও তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা দেন।

সান্ধ্য অধিবেশনে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর সভাপতি পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে প্রথমে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পাঞ্জাবী ভাষায় কিছু বলেন, পরে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূর্ব্ববৎ হিন্দীভাষায় সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণে বলেন—যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের কর্ত্তা অবিদ্যাগ্রস্ত অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা বদ্ধজীব, তাহা কখনও ভগবৎপ্রাপক হইতে পারে না। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ (গীঃ ৩।৯), 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে' (গীঃ ৭।১৯), 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী……যুক্ততমো মতঃ' (গীঃ ৬।৪৬-৪৭)—শ্রীগীতার এই সমস্ত শ্লোকে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগের ভক্তিই চরম লক্ষ্যীভূত বিষয়। সাংখ্যমতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি, ভাগবতমতে—'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ'। ভক্তির কথা শ্রীশাণ্ডিল্য বলেন— 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে', শ্রীনারদ বলেন—'সা অমৃতরূপা চ', মাঠরশ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী", শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" গোপালতাপনীশ্রুতি বলেন—"ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেন এব অমুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনম্", শ্রীগীতা বলেন—'ভক্ত্যা মামভিজানাতি', 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু', 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভকেই মোক্ষ বলিয়াছেন। তবে ভক্তের মুক্তির জন্য পৃথক্‌ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না, ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই মুক্তি আসিয়া যায়। শ্রীবিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

> ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যাদ্
> দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
> মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
> ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"

সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বাক্যে যেমন কৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান্ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ভক্তিকেই সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পরম উপায় বা সাধন বলা হইয়াছে, আবার ঐ প্রগাঢ় প্রীতিমূলা ভক্তিই চরম সাধ্য। এই ভক্তির যাবতীয় অঙ্গসমূহের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া তাহা নিজ আচরণ দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, এজন্য এই সভা ও সম্মেলনের নাম সমীচীনই হইয়াছে। আপনারা সকলে এই 'নাম' নিরপরাধে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমধনের অধিকারী হউন, তাহা হইলে সভা সমিতির আয়োজন ও আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমোদ্যম সকলই প্রকৃত সার্থকতা মণ্ডিত হইবে, আমাদেরও আনন্দের সীমা থাকিবে না।

পূজ্যপাদ মহারাজের বক্তৃতার শেষে শ্রীসুরেন্দ্রজী প্রত্যব্দ শ্রীগুরু-মহারাজের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সভায় সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য দ্বারা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। মার্কেট গ্রাউণ্ডে আয়োজিত দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া আগামীকল্য অর্থাৎ ২৬-৪-৭১ হইতে ২৮-৪-৭১ দিবসত্রয় ভক্তবর শ্রীহিন্দ্‌পাল আগরওয়ালা মহোদয়ের বিশেষ অনুরোধে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক সকাল সন্ধ্যায় হরিকথা বলিবেন এবং ২৯-৪-৭১ সকালে জলন্ধর সিটি হইতে অমৃতসর যাত্রা করিবেন, তাহাও সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দকে জানাইয়া দেওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

ব্রজরজঃপ্রাপ্তি

শ্রীপাদ আচার্য্য মহারাজ—গত ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৮ ২২শে জুন (১৯৭১) মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজাবাসরে সকাল ৭-৪৫ মিঃ হইতে ৮-২০ মিঃ মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে শ্রীবিশাখা সখীর আবির্ভাবস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত কামাই গ্রামে শ্রীরাধারাস-বিহারী মন্দিরে (পোঃ কামাই, জেলা মথুরা) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম এবং বিশেষভাবে শ্রীরাধাভিন্নতনু শ্রীশ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে আমাদের সকলকে কাঁদাইয়া ব্রজরজঃ লাভ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরল স্নিগ্ধ ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল যশোহর জেলায় অন্তর্গত চৌগাছার নিকটবর্ত্তী কোন একটি পল্লীগ্রামে (আঁধার কোটা?)। বাল্যকালে তিনি ভগবদ্ ভজনোদ্দেশে সদ্‌গুরু পাদাশ্রয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীল আচার্য্যদাস প্রভু তাঁহাকে শ্রীধাম মায়াপুরে পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে লইয়া আসেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি ভগবদ্‌ভজন—শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা আরম্ভ করেন। কিছুদিন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে থাকিয়া শ্রীগুরুবর্গের ইচ্ছানুসারে তিনি ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শ্রীবিগ্রহের সেবাভার প্রাপ্ত হন। তিনি এইরূপ নিয়ম করিয়া লইয়াছিলেন, প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগ-রাগাদি সমাপন করিয়া সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার বহুলপ্রচারার্থ ঐ পত্রিকা এবং শরণাগতি, কল্যাণ-কল্পতরু, গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়া কলিকাতা সহরের বিভিন্নস্থানে গমন করিতেন। গ্রন্থ পত্রিকাবিক্রয়লব্ধ বা এমনিই ভিক্ষালব্ধ অর্থ সমস্তই গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেন। আর নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যের পর রাত্রিতে সরকারী আলোকস্তম্ভের তলদেশে বসিয়া ব্যাকরণাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তৎকালে শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ বি-এল) প্রভুর (পরবর্ত্তি সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণান্তে শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজ) নিকট পাঠ অভ্যাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি ঐরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাব্য, ব্যাকরণ ও পুরাণতীর্থ হইলেন। ব্যাকরণতীর্থ পাশ করিলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'পরবিদ্যাপীঠ' নামক টোলের অধ্যাপক করিয়া দেন। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণশাস্ত্রে তিনি খুব ভাল ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ছাত্রেরা তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিয়া খুবই আনন্দপ্রকাশ করিতেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ ছিল। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ প্রিন্টিং প্রেস্ বা মুদ্রাযন্ত্রকে বৃহৎমৃদঙ্গ বলিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় পণ্ডিতজী শ্রীমঠের সেই বৃহৎমৃদঙ্গ সেবাতেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদ তাঁহাকে দিয়া শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি গ্রন্থ কম্পোজ ও মেক আপ করাইতেন। বলা বাহুল্য, তিনি ভজন-সাধনে কিছু-মাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। নামভজনে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। কাহারও সহিত গল্পগুজব করিয়া বৃথা সময় কাটানোকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার লিভার বা যকৃৎ দুর্ব্বল থাকায় তাঁহাকে খুব সাবধানে আহারাদি করিতে হইত। জিহ্বার লালসায় তিনি কোনদিনই অত্যাহার করেন নাই। ব্রহ্মচারী অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল শ্রীগৌরদাস ব্রহ্মচারী। সাধারণতঃ সকলেই তাঁহাকে গৌরদাস পণ্ডিত বলিয়া ডাকিতেন। সর্ব্বক্ষণ ভজনসাধন ও শাস্ত্রচর্চ্চায় তিনি অভিনিবিষ্ট থাকিতেন। শ্রীচৈতন্যমঠের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন নামক একটি হাতী বাঁধা থাকিত। হাতীটি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। একসময়ে পণ্ডিতজী কলিকাতা মঠে উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিকট হাতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবাক্ হইয়া থাকিলেন। কেননা তাঁহার ঐদিকে কোন খেয়ালই ছিল না। কবিরাজ তাঁহাকে কাঠের জালে মাটির হাঁড়ীতে পাচিত অন্ন গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্বাস্থ্য সংরক্ষণার্থ তাঁহার দুগ্ধের একটু প্রয়োজন হইত। অন্য কোন জিহ্বাতৃপ্তিকর গুরুপাক দ্রব্য তিনি কোনদিনই আহার করিতেন না। এত সরল প্রকৃতি ছিলেন, কাহারও কোন ব্যঙ্গোক্তিকেও তিনি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

জড়ে উদাসীন, কিন্তু ভজনে ছিলেন প্রবীণ। পরমারাধ্য প্রভুপাদ পণ্ডিতজীকে খুব স্নেহ করিতেন। শ্রীমঠের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণেরও তিনি অত্যন্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। অজাত শত্রু। ক্রোধবশতঃ উত্তেজনা তাঁহাতে কখনও দেখা যায় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মে ছিল তাঁহার অচল অটল অনুরাগ।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের অপ্রকটের কিছুকাল পরে তিনি চিত্তে কিছুমাত্র স্বস্তি না পাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের ইমলীতলা মঠে তদীয় সন্ন্যাস-গুরু পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট সন্ন্যাস বেষ আশ্রয় করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলান্তর্গত কামাই নামক স্থানে ব্রজবাসীর গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতে লাগিলেন। তিনি ভগবদনুগ্রহে অপ্রত্যাশিত-ভাবে কএকটি শালগ্রাম শিলা পাইয়াছিলেন, খুব নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের সেবা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহারা স্বপ্নে তাঁহাকে নানা প্রকার অনুভূতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

সারারাত্র শয্যা গ্রহণ না করিয়া সংখ্যা নির্ব্বন্ধ সহকারে হরিনাম গ্রহণ করিতেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ভক্তিসন্দর্ভ, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমদ্ ভাগবত, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলনে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হইত। শ্রীধামবৃন্দাবন-বাস-নিষ্ঠা ছিল তাঁহার অত্যন্ত প্রবলা।

সংস্কৃত শ্লোক রচনায় তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। ব্রজে ত্রিংশদ্ বর্ষের অধিককাল অবস্থান পূর্ব্বক আর্ত্তিভরে নিষ্ঠার সহিত ভজন করিয়া শ্রীমতী রাধিকার পরম প্রিয়তমা বিশাখা সখীর আবির্ভাবস্থানে শ্রীগদাধর ভক্তি-বিনোদ দিন ধরিয়া দেহরক্ষা কম সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। এখনও তাঁহার শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য মধুর মূর্ত্তিটি আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। সরলতার প্রতিমূর্ত্তি তিনি। তাঁহার মুখখানি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। হৃদয়খানি বজ্র দিয়া গড়া, অপরাধে অপরাধে অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের বিরহে অন্তরের অন্তস্তল কাঁদিয়া কাতর হইতেছে না! বাহিরে চোখে জল আসিলেও অন্তর ত' বেদনাবিহ্বল হইতেছে না? যদি সত্য সত্য ব্যথা বাজিত, তাহা হইলে তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করিবার নিষ্কপট প্রবৃত্তি জাগিত। হে অদোষদরশী বৈষ্ণব ঠাকুর, কৃপা করিয়া জ্ঞাত অজ্ঞাত সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আপনার ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার হৃদয় বল প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ তাঁহার অপ্রকট বার্ত্তা শুনিবামাত্র মর্ম্মাহত হইয়া গত ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁহার সতীর্থ পুরী মহারাজ প্রভৃতিকে লইয়া কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নাট মন্দিরে একটি বিরহ সভার আহ্বান করেন। এই সভায় তাঁহার কৃপানির্দ্দেশে প্রথমে শ্রীপুরী মহারাজ তাঁহার ও গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীমথুরা মোহনদাস বাবাজী নামক আর একজন সতীর্থের শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিতটে দেহরক্ষার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের জীবনের ২।১টি কথা উল্লেখ করত বেদনা প্রকাশ করেন। তৎপর পূজ্যপাদ শ্রীল মাধব মহারাজও শ্রীল আচার্য্য মহারাজের মধ্যে মধ্যে এবং অপ্রকটকালের কএকদিন পূর্ব্বেও তাঁহার শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ মঠে অবস্থিতির কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বেদনা প্রকাশ করেন। শ্রীপাদ মথুরামোহন প্রভুরও শ্রীধামবাস নিষ্ঠা উল্লেখ করিয়া বিশেষতঃ শ্রীগোবর্দ্ধন পদতলে দেহরক্ষার সৌভাগ্য-বরণ-কথা স্মরণ করিয়া বিচ্ছেদ-বিহ্বল হন। সভার শেষভাগে উপস্থিত সজ্জনগণকে তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রীভগবানে নিবেদিত কিছু মিষ্টান্নাদি প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীপাদ আচার্য্য মহারাজের সন্ন্যাসী শিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তি-প্রদীপ পুরী মহারাজ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ১০ই জুলাই কামাই গ্রামে তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

শ্রীপাদ মথুরামোহনদাস বাবাজী— গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ভোর প্রায় ৪॥ টায় মঙ্গলারতি হইয়া গেলে শ্রীপাদ মথুরামোহনদাস বাবাজী মহাশয় নিজ আশ্রমে বসিয়া বসিয়াই দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার হস্তে শ্রীহরি-

নামের মালিকা ছিল। মঙ্গলারতিও সমাপ্ত হইল, তিনিও শ্রীগিরিরাজের শ্রীচরণতলে নিত্য আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আশ্রমটি শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমার রাস্তায়ই পড়ে। তথায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধা গিরিধারী জিউর নিত্য সেবা আছেন। তাঁহার দুইমূর্ত্তি শিষ্য মাধুকরী ভিক্ষা-দ্বারা ঐ সেবা পরিচালনা করেন। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল শ্রীগোবর্দ্ধনে ভজনসাধন করিয়া প্রায় ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীগিরিরাজের কৃপাপ্রাপ্ত হইলেন। ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। ব্রজে যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যে মঠসেবায় বিভিন্নভাবে আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন। তিনি আমাদের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কৃত সকল ক্রটী বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া তাঁহার নিষ্কপট ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার শক্তি দান করুন।

কৃষ্ণনগর-শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে

রথযাত্রা-মহোৎসব

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয়-মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও এবার কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জিউর প্রকট তিথি ৮ই আষাঢ় ২৩শে জুন পূর্ব্বাহ্নে মহা-ভিষেক, পূজা, মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগ ও প্রায় আটশত নর-নারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণাদি সেবাকার্য্য এবং ৯ই আষাঢ় শ্রীবিগ্রহগণের রথারোহণে নগরভ্রমণ-লীলা রূপ রথযাত্রা-মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২২।৬।৭১ তারিখে শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-বাসরে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীবলরাম ও শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী, ২৩।৬ তারিখে যশড়া হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরও অনেক ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। ২২।৬ ও ২৩।৬ তারিখে কৃষ্ণনগর টাউন হলে সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিনের বক্তব্যবিষয় ছিল—'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' এবং দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল—'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি'। বক্তা —প্রথম দিবস শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, তীর্থ মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। দ্বিতীয় দিবস উঁহারা এবং শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও কিছু বলিয়াছিলেন। শ্রোতৃসমাবেশ মন্দ হয় নাই। অনেক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। দুই দিবসই ব্রহ্মচারী শ্রীবলরাম কীর্ত্তন করেন। ২৪।৬ তারিখে রথযাত্রা দিবস সন্ধ্যায় মঠেই বক্তৃতার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

২৩।৬ তারিখে সকালে মঙ্গলারাত্রিক ও প্রভাতী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সপার্ষদে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন লীলা এবং ঐ অনুভাষ্য হইতে গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনরহস্য অর্থাৎ শিক্ষাসার পাঠ করেন। অতঃপর পুরী মহারাজ পূর্ব্বাহ্ন ৯॥ ঘটিকায় ঠাকুরঘরে যান, বেলা প্রায় ১০ টা হইতে অভিষেক আরম্ভ হয়। শ্রীসূক্ত, পাবমানী সূক্ত ও পুরুষসূক্ত—এই সূক্তত্রয় দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের যথা-বিধি স্নান সম্পাদিত হয়। এতদ্‌বিষয়ে পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীজী অনেক সহায়তা করেন। পূজারী শ্রীপরেশ-নাথ মুখোপাধ্যায়ও সহায়তা করিয়াছিলেন।

২৪।৬ তারিখে সকালে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চৈঃ চঃ ম ১০ম অঃ হইতে শ্রীল স্বরূপ দামোদর প্রভুর কথা পাঠ করেন। অদ্য তাঁহার তিরোভাবতিথি। অতঃপর ঐ মধ্য ১৩-১৪শ অঃ হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-প্রসঙ্গও তিনি পাঠ করেন। পায়রাডাঙ্গা হইতে শ্রীবিনয় বাবু, শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শ্রীবিশ্বম্ভরদাস, বিজয়কৃষ্ণদাস, দ্বারকেশদাস ব্রহ্মচারী ও আর একজন ভক্ত আসেন। শ্রীপাদ ঘনশ্যাম প্রভুও স্বরূপগঞ্জ চরব্রহ্মপুর হইতে আসেন। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গতকল্যও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেও অনেক গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত আসিয়াছিলেন।

শ্রীনৃত্যগোপালদাস ব্রহ্মচারীজী গতকল্যই মিস্ত্রী লইয়া আসিয়াছিলেন। নানা কারণে রথসজ্জায় একটু বিলম্ব হয়। আজ সব সময়েই প্রায় বৃষ্টি, বেলা ৪ টায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জিউ এবং তুলসীদেবী ক্রমশঃ রথারোহণ করিলে রথোপরি ভোগ ও আরাত্রিক বিহিত হইবার পর রথের টান আরম্ভ হয়। শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ শ্রীদেবপ্রসাদ বলভদ্র বিজয়কৃষ্ণ দ্বারকেশ প্রভৃতি সেবকগণ-

সহ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। রথ সন্ধ্যার মধ্যেই মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথোপরি পুনরায় ভোগরাগ ও আরাত্রিক বিহিত হইবার পর শ্রীবিগ্রহগণের ভিতর বিজয় হয়। শ্রীবিগ্রহ নির্ব্বিঘ্নে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে আবার কীর্ত্তনমুখে সন্ধ্যারাত্রিক বিহিত হয়। অতঃপর তুলসী আরতি কীর্ত্তনের পর সভার অধিবেশন হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রকট-লীলাকথা ও শ্রীগৌড়ীয় দর্শনে রথযাত্রারহস্যাদি কীর্ত্তন করেন। পুনরায় কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। বৃষ্টির মধ্যেও শ্রোতা মন্দ হয় নাই।

এই বার্ষিক উৎসবে পরিবেশন, রথসজ্জা, রথটানা এবং শ্রীমঠের অন্যান্য বহু সেবাকার্য্যে নিম্নলিখিত সজ্জনগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন—সর্ব্বশ্রী নির্ম্মল কুমার বিশ্বাস, তপন কুমার পাল, সুদেব হালদার, স্বপন বিশ্বাস, অজিত চক্রবর্ত্তী, বাবু চক্রবর্ত্তী, খোকন দত্ত, বিশু। মঠবাসি সেবকগণের পরিশ্রমের ত' অন্তই নাই। আমরা সকলেরই নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

১০ বামন, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ;
৪ আষাঢ়, ১৩৭৮; ১৯ জুন ১৯৭১।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয়পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ১৬ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার হইতে ৩০ হৃষীকেশ, ১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত অত্র শ্রীমঠে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসাধিকব্যাপী শ্রীহরিস্মরণ-মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিগণ ও বহু সাধু-সজ্জন এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২৭ শ্রাবণ শুক্রবার নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং ২৭ শ্রাবণ শুক্রবার হইতে ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে। সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক্ মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সম্পাদক

দ্রষ্টব্য—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

১৬ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

১৭ শ্রাবণ, ৩ আগষ্ট মঙ্গলবার—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব। রাত্রি ৭-৩০ টায় গোস্বামিদ্বয়ের পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা। **পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস।**

১৮ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট বুধবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

১৯ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট শুক্রবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্তা। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস।** রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীবলদেব-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট শুক্রবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে **নগর-সঙ্কীর্ত্তন** শোভাযাত্রা বাহির হইবে। রাত্রি ৭ টায় পাঁচ দিবসব্যাপী **ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন।**

২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শনিবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত-দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশন।** রাত্রি ১১ টার পর ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও তৎপর শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। রাত্রি ১২ টার পরে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট রবিবার—**শ্রীনন্দোৎসব।** সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশন।**

৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট সোমবার—রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন।**

৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার—**একাদশীর উপবাস।** রাত্রি ৭ টায় **ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন।**

৯ ভাদ্র, ২৬ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট শনিবার—শ্রীললিতাসপ্তমী।

১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট রবিবার—**শ্রীরাধাষ্টমী** (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব)। রাত্রি ৭ টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৫ ভাদ্র, ১ সেপ্টেম্বর বুধবার—**শ্রীপার্শ্বৈকাদশীর উপবাস।**

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীবামনদেবের ও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব। রাত্রি ৭ টায় শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর পূতচরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব।** রাত্রি ৭ টায় বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ঠাকুরের পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর শনিবার—**শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।** শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত। রাত্রি ৭ টায় ধর্ম্মসভা।

১৯ ভাদ্র, ৫ সেপ্টেম্বর রবিবার—শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭৮। — ৭ম সংখ্যা
২৬ হৃষীকেশ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

বৈষ্ণব বংশ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

এই প্রাকৃত জগতে আমরা বৈষ্ণবগণকে ত্রিবিধ অধিকারে দেখিতে পাই। এতদ্ব্যতীত চেতনময় বস্তু-সমূহ সকলেই কৃষ্ণদাস। যাহারা কৃষ্ণোন্মুখতার কোন পরিচয় দেয় না তাহাদিগকে সাধারণ লোক, কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী বৈষ্ণবগণ হরিবিমুখ বলিয়া জানেন, কিন্তু তাহারাও অবৈষ্ণব হইলেও বিষ্ণুদাস। বাসুদেব সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত। প্রাকৃত রাজ্যে উচ্চাবচ সকল বস্তুতেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান না থাকিলে কোন বস্তুরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। কনিষ্ঠাধিকারগত বিষ্ণুদাস্যে আমরা দেখিতে পাই যে বৈষ্ণব মহাশয়ের বিষ্ণুবিগ্রহে বিশ্বাসের সহিত সেবা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু বৈষ্ণবের স্বরূপোপলব্ধির অভাব আছে। সেজন্যই কনিষ্ঠাধিকারে বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত আখ্যা দিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণব নিজ প্রাকৃত বুদ্ধি ক্রমশঃ ত্যাগ করিবার অবসর লাভ করেন। অন্যাভিলাষ, সৎকর্ম্মানুশীলন এবং এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রাকৃত জ্ঞানীর অভিমানকেও তুচ্ছ দর্শন করিয়া প্রাকৃত বিষয়ে বিরাগ লাভ করেন। তখন তাহার বর্ণমদ, প্রাকৃত ধনমদ, প্রাকৃত ইন্দ্রিয়চেষ্টা প্রভৃতি খর্ব হইতে আরম্ভ করে। তৃণ-জলৌকার ন্যায় প্রাকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত রাজ্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া স্বীয় অধিকার পরিবর্ত্তন করেন। পরিবর্ত্তিত মধ্যমাধিকারে আমরা দেখিতে পাই যে অপ্রাকৃত অনুসন্ধানফলে কনিষ্ঠ ভাগবত দর্শনের শ্রীমূর্ত্তি তাঁহার অপেক্ষাকৃত উন্নত দর্শনের বিষয় হয়। তিনি সেই কালে শ্রীমূর্ত্তিকে কেবল প্রাকৃত বস্তুজ্ঞান করেন না। তাঁহার নিজ অস্তিত্বে সেই কালে অপ্রাকৃতের তরল অবস্থান লক্ষ্য করেন এবং অধিকার-ভেদে ভাগবতগণের তারতম্য পরিদর্শন করিবার চক্ষু লাভ করেন। তাদৃশ দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি ভগবদধিষ্ঠান-সমূহে প্রেম, কৃষ্ণোন্মুখজনে মিত্রতা, কৃষ্ণভক্তির দ্বারা পরোপকার এবং অপ্রাকৃত বিরোধীবর্গের সঙ্গত্যাগরূপ অনুষ্ঠানসমূহে ব্যস্ত হন। এই কালে তাঁহার নানা-প্রকার বিঘ্ন উদয় হয়। কখনও বা মায়াবাদী অহংগ্রহোপাসক কর্ত্তৃক মর্দ্দিত, কখনও বা সৎকর্ম্মকারী মূর্খজন কর্ত্তৃক নিন্দিত এবং কখনও বা আহার-পানাদি মত্ত যথেচ্ছাচারী ব্যক্তির আক্রমণের বস্তু হন। এই সকল উপদ্রব অম্লান বদনে সহ্য করিতে করিতে তিনি হরিসেবা হইতে কৃষ্ণ-কৃপাক্রমে বিপথগামী হন না। কোমল শ্রদ্ধের

যে প্রকারে পতন সম্ভাবনা, মধ্যমাধিকারীর স্থান তাহা অপেক্ষা দৃঢ় হওয়ায় তাঁহাকে হরিবিমুখ জনগণ বিপন্ন করিতে পারে না। মধ্যমাধিকারীর হৃদ্দেশে ভগবান্ অনেক সময় অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণচন্দ্র চৈত্ত্যগুরু-রূপে ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজজন বলিয়া আকর্ষণ করেন। মধ্যম ভাগবত হরি-গুরু-বৈষ্ণব কৃপাক্রমে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত অনুভূতি লাভ করেন। সাধারণ ভাষায় উহাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বলে। জ্ঞানিগণ যাহাকে জীবন্মুক্ত সংজ্ঞা দেন, তাদৃশ শুদ্ধাধিকার বৈষ্ণবের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধি অর্থাৎ অবিমিশ্র অপ্রাকৃতে অবস্থিতি। এই কালে তাঁহার কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা থাকে না। সেবার উপকরণ লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন তাঁহারা উন্নতাধি-কারের ধারণা করিতে পারেন না। শ্রীশ্রীমদ্ বিষ্ণুপাদ গৌরকিশোরের মৃদ্ভাণ্ড, অপক্ক বস্তুর গ্রহণ, সুতীব্র বৈরাগ্য, সহজিয়াগণকে উৎসাহ প্রদান—হরিসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে মূলবস্তু ত্যাগ করিয়া খোসা লইয়া টানাটানি হইয়া যাইবে। যাঁহারা অপ্রাকৃত ছাড়িয়া প্রাকৃতে মত্ত, তাঁহারা কোন দিনই মহাভাগবতের চেষ্টা বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। সেবার উপকরণগুলিকে নিজ নিজ প্রাকৃত ভোগযোগ্য উপকরণের সহ সমান জ্ঞান করিলে কখনই অপ্রাকৃত উপলব্ধি হইবে না।

উপরিউক্ত তিন প্রকার বৈষ্ণবের বংশ এই জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। বংশ বলিলেই যে কেবল শৌক্র অধস্তনগণকে বুঝায়, এরূপ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদরক্রমে বৈধ যোষিৎসঙ্গ প্রভাবে পৃথিবীতে বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহাই যে কেবল সেই বস্তুর ধারাবাহিক অবিমিশ্র অধিষ্ঠান, তাহা বলা যায় না। পিতামাতা উভয় বস্তুর সম্মেলনে সন্তানের উদ্ভব, প্রতি পুরুষেই ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর সহযোগে সেই বস্তু হইতে অপর বস্তুর সমাবেশ লক্ষিত হয়, সুতরাং অবিমিশ্র পিতৃসত্তা পুত্রে বা স্থূল শৌক্র-বংশে আরোপণ সূক্ষ্ম বিচার পুষ্ট নহে।

পিতামাতা পুত্রের সর্বপ্রধান সেবক। তাঁহারা পুত্রের জন্য নানাবিধ অনুষ্ঠান-দ্বারা কায়মনোবাক্যে অপত্যের জন্মাবধি স্বতঃ পরতঃ সেবা করিয়া থাকেন। সেই ঋণ পরিশোধের জন্য কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতৃমাতৃ-সেবা কর্ত্তব্যের প্রধানতম অনুষ্ঠান। পুত্র জন্মের অব্যবহিত পর হইতে পিতামাতার সেবা করিতে যোগ্য হন না। অনেক দিন পরে পুত্রের নিজত্ব উপলব্ধি হইলে সেবাধর্ম্ম প্রকাশমান হয়। তখন তিনি পিতামাতার উত্তরাধিকারিস্বরূপে পিতৃ-মাতৃ-সেবায় নিজ প্রধান কর্ত্তব্যতা উপলব্ধি করেন। এই প্রকার বংশ। উহাতে পিতৃ-মাতৃ-প্রদর্শিত চিত্তের ধারণাসমূহ প্রবল হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

যেকাল হইতে মানবজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, সেই কাল হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচার উপস্থিত হইয়াছে। সর্বকালে ও সর্বদেশে এই বিষয় দুইটির আলোচনা হইয়া থাকে। যত প্রকার লিখিত শাস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমালোচনায় পরিপূর্ণ। আর্য্যজাতির বৈদিক শাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ, খ্রীষ্টিয়ানদিগের বাইবেল ও বৌদ্ধ সমাজের বেদ-বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান সমুদয়ই ইহার প্রমাণ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিষয়ক যে মানব-জাতির একটি প্রধান তত্ত্ব, তাহা পূর্বোক্ত বিশাল আলোচনায় দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয়। যখন সর্বকালে ও সর্বদেশে কোন একটি বিষয়ের আলোচনা ও সম্যক্ বিচার হয়, তখন ঐ বিষয়টি যে সত্যমূলক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া কিছু দিবস পরে কোন ব্যক্তিই সমাগত হয় নাই, অতএব জীবের দেহ-বিয়োগের দ্বারা যে অস্তিত্বের অভাব হয় না, এই প্রকার বিশ্বাসের

প্রমাণ কি? এই বিশ্বাসের সাধারণতাই ইহার একমাত্র প্রমাণ বলিতে হইবে। উত্তর-কেন্দ্রস্থ কোন পুরুষ এ বিষয়ে দক্ষিণ-কেন্দ্রস্থ পুরুষের সহিত বিবাদ করেন না, বরং আত্মার অমরত্ব সর্বদেশে ও সর্বকালে স্বীকৃত। যদিও অনেকানেক দুর্ভাগা ব্যক্তি কুতর্কসহকারে এবং অসদালোচনার দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ আত্মার অমরতা-বিশ্বাসকে নিরস্ত করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহাদের দ্বারা জগতের সাধারণ বিশ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে না। আর্য্যপ্রদেশে চার্ব্বাক-প্রভৃতি এবং অপরাপর দেশে সারডনেপ্লাসাদি অনেক অনিত্যবাদী পাষণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি আত্মার অমরতার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহার উচ্ছেদ হয় নাই।

পরমেশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও জীবের আনন্ত্যে নিশ্চয়তা প্রভৃতি যে সমস্ত সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ বিষয় আছে, তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবিষয়ক তত্ত্বও প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বহুকাল হইতে এই বিষয়ের বিচার লিপিবদ্ধ হইয়া পুরুষানুক্রমে আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। অখিল বেদও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রকাশ করিতেছে। এই সমুদয় বিষয় নিম্নে আলোচিত হইবে। সম্প্রতি এই বিষয়ের আলোচনা যে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয় হইয়াছে, তাহা লিখিত হইবে।

এখন সহস্র বৎসর বিগত হয় নাই, আর্য্যবিরোধিগণ আমাদের আর্য্যভূমিকে হস্তগত করিয়াছিল। তাহাদিগের ভাষা, স্বভাব, চরিত্র ও ধর্ম্ম এদেশের পক্ষে অতিশয় বিরুদ্ধ হওয়ায় আমাদের পূর্ব-পুরুষ মহোদয়গণের অধিকতর ক্লেশ হয়। তাহারা স্বভাবতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিষ্ঠুর থাকা প্রযুক্ত এদেশের সমুদয় বিষয়ের হ্রাস হইতে লাগিল। যে-দেশে কবি-গুরু বাল্মীকি ও জ্ঞানিপ্রবর বেদব্যাস সুমিষ্ট সংস্কৃত ভাষায় নানাবিধ ছন্দে কত কত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, যে-দেশে হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধার্ম্মিক নৃপতিসকল প্রজার সুখবৃদ্ধির জন্য আপনাপন শরীর ও ইন্দ্রিয়বল ক্ষয় করিয়া বার্দ্ধক্যের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যে-দেশে সাবিত্রী, অরুন্ধতী, বৃন্দা প্রভৃতি মহিলাগণ সতীত্বালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া ঐতিহাসিক যশাকাশের নক্ষত্ররূপে দেদীপ্যমানা হইয়াছিলেন, সেই ভুবনবিজয়ী ভারতভূমি······খড়্গধারী ব্যক্তিদিগের হস্তে যে কতই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা আমরা প্রকাশ করিতে পারি না। বেদশাস্ত্র লুপ্ত হইল, জ্ঞান গুপ্ত হইল এবং আর্য্য-চৈতন্য একেবারে শীতকালের সর্পের ন্যায় সুপ্তপ্রায় রহিল। ব্রাহ্মণদিগের তর্কসকল সুদীর্ঘ পুস্তকের অন্তর্ভাগে স্থান গ্রহণ করিয়া তটস্থভাবে রহিল। ক্ষত্রিয়সকলের শৌর্য্য ও বীর্য্য কেবল শয়নাগারে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। অপরাপর জাতিসকল স্বীয় ধর্ম্মের আশ্রয়ের দ্বারা ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া বেদ-বিধি ভঙ্গ করিতে লাগিল। যদিও এই প্রকার আপৎকালে অনেকের পক্ষে নিবৃত্তি-ধর্ম্মই অবলম্বনীয় হয়, তথাপি কর্ম্মফলানুসারে আর্য্যবংশীয় পুরুষেরা বেদ-ধর্ম্মের অতিক্রমণ করতঃ অনেক প্রকার স্বকপোলকল্পিত উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী কালযাপন করিতে লাগিলেন।

ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের এতদ্দেশে আগমন হওয়ায় আমরা অনেক সুখ পাইতেছি। কিন্তু কোন ঘটনাই অমিশ্র সুখ দিতে সক্ষম হয় না। ইংরাজদিগের ভারতবর্ষাধিকার হওয়ায় যেমত আমাদের অধিক সুখ হইয়াছে, তদ্রূপই আমাদের কোন কোন বিষয়ে অমঙ্গলও হইয়াছে। ইংরাজেরা এ প্রদেশে স্বীয় ভাষার দ্বারা অনেক প্রকার বৈজ্ঞানিক উপদেশ প্রদান করতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমাদের নব্য-সম্প্রদায় তাঁহাদের ভাষাজ্ঞান অর্জ্জন করতঃ ও তাঁহাদের প্রকাশিত ধূম্রযান, তড়িদ্বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যন্ত্রসকল দর্শন করতঃ একেবারে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিতেছেন। ইহাতে অনেক ভয়ঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইতেছে। আর্য্য-ভাষা ও তদন্তর্গত বিশাল ও নির্ম্মল জ্ঞান ও বিজ্ঞান সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। এ বিষয়ের প্রমাণ অতি শীঘ্রই হইতে পারে। কোন একটি কৃতবিদ্য ইংরাজী বিদ্যার অধ্যাপককে পরম পূজনীয় সর্ববেদসার সাক্ষাৎ সামবেদরূপী শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে,

সে হাস্য করিয়া উঁহাকে পুরাতন পুস্তক কহিয়া কোটরস্থ করিতে উপদেশ দিবে। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের আধ্যাত্মিক পরম রমণীয় অপ্রাকৃত বৃত্তান্ত-সকলের সারবত্তা বুঝিতে না পারিয়া লাম্পট্যোদ্রেকী অসার পুস্তকের মধ্যে উঁহাকে পরিণত করে। আহা! কতদূর মূর্খতা! এ সকল বালকেরা এক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া অনেক দলবল সংস্থান করতঃ কয়েকটি উপধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছে। সে যাহা হউক ইংলণ্ডীয় প্রাকৃত বিজ্ঞান-সকলই যে মানব-জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য, এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া ঐ সকল অপক্ক ব্যক্তিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে স্বপ্নবৎ ভাণ বলিয়া স্থির করে। ইহাতে ইংরাজদিগের দোষ কি?

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভাবের উদয় করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের পাঠকবর্গ এই বিষয় অবগত হউন যে, ইংরাজ-সংসর্গে আর্য্যবংশীয় ব্যক্তিগণ নিবৃত্তি-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য বোধ করিয়াছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুইটির মধ্যে সারমার্গ প্রবৃত্তি, এইরূপ তাঁহারা স্থির করেন, নিবৃত্তি-মার্গকে পূর্ব্বকালের ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে প্রকার সঙ্গ হয়, তদ্রূপই জীবের বিচার, সিদ্ধান্ত ও স্বভাব হইয়া উঠে, ইহা ভূরি ভূরি শাস্ত্রে কথিত আছে। ইংরাজেরা সম্প্রতি ইন্দ্রিয় ও মনোবলের প্রাচুর্য্যে প্রবৃত্তি-মার্গকে ভগবদ্ধামের একমাত্র পথ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি-শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহাদের অবতার বা ধর্ম্মগুরু খ্রীষ্ট স্বীয় প্রকাশিত ধর্ম্মে উভয় অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-মার্গ স্বীকার করতঃ তন্মধ্যে নিবৃত্তির উৎকৃষ্টতা স্থাপনা করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি যিশুকে জিজ্ঞাসা করিল, হে গুরো! অনন্তায়ুঃ পাইবার জন্য আমার কি কর্ত্তব্য? যিশু কহিলেন, যদি সাংসারিক ধর্ম্মসকল প্রতিপালন করিয়াও এ প্রকার প্রশ্ন কর, তবে শুন, তোমার যে সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর এবং আমার অনুগামী হও। সে ব্যক্তি এই পরামর্শে কৃতকার্য্য হইতে না পারায় যিশু তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিলেন, দেখ বিষয়ী লোকদিগের বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্ঘটনীয়। পুনরায় কহিলেন, যে মনুষ্য আমার পথানুগামী হইবার জন্য গৃহ, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা, মাতা, কি ভার্য্যা, কি শিশুবালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের অধিক লভ্য হইবে এবং তাহারা অনন্ত আয়ুর অধিকারী হইবে।

যিশুর এই প্রকার অনেক উপদেশ আছে। যিশু যে একজন বৈরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম শিক্ষিত হয়, তাহা খ্রীষ্টের উপদেশের সহিত ঐক্য হয় না, নতুবা খ্রীষ্টিয়ান জাতিসকল রাজ্য-লাভের জন্য প্রাণবধ ইত্যাদি স্বীকার করিত না। যুদ্ধ করা এক প্রকার পশু-বৃত্তি বলিতে হইবে, অতএব বৈরাগ্যধর্ম্ম-বিরোধী, ইহাতে আর সংশয় নাই।

হে ভাগবতমহোদয়গণ! খ্রীষ্টের এই উপদেশে কি নিবৃত্তি-মার্গ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকৃত হইল না? ইংরাজ মহাশয়েরা খ্রীষ্ট হইতে কি স্বতন্ত্র হইলেন না? কেবল যে প্রবৃত্তি-মার্গ শ্রেষ্ঠ, এরূপ সকল ইংরাজগণ কহেন না সত্য, কিন্তু যাঁহারা নিবৃত্তি-বিদ্বেষী, তাঁহারা লুথর নামক কোন ধর্ম্ম সংস্কর্ত্তার শিষ্য। লুথরের সময় হইতে, তাঁহারা প্রবৃত্তি-মার্গই উপাসনার একমাত্র উপায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক প্রটেষ্টাণ্ট অর্থাৎ লুথরের শিষ্যসমূহ সন্ন্যাসাবলম্বী পুরুষদিগকে ভ্রান্ত বলিয়া বলেন। কিন্তু রুশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি প্রদেশে লুথরের মত বিশেষরূপে গ্রাহ্য না হওয়ায় তথাকার পাদ্রীগণ কখন কখন আমাদের বৈরাগী ও মোহান্তদিগের ন্যায় স্ত্রীসম্ভোগে বিরত হইয়া নিঃসঙ্গভাবে উপাসনা করেন। ঐ মতকে কেথলিক অর্থাৎ খ্রীষ্টের যথার্থ মত কহা যায়। লুথর খ্রীষ্ট-বাক্যসকলের লক্ষণা দ্বারা স্বতন্ত্রার্থ করতঃ নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে যেরূপ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পরিব্রাজক বেদান্ত-সূত্র ও উপনিষৎ সকলের গৌণার্থের দ্বারা মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে লুথরও তদ্বৎ বাইবেল শাস্ত্রের গৌণার্থ করিয়া নিবৃত্তি-মার্গকে ভ্রমমার্গ কহিয়া প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সংস্থাপন করিয়াছেন। আমাদের নবীন ইংরাজী বিদ্যার্থিগণ পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ ভক্তির দ্বারা আর্দ্রচিত্ত হইয়া এই প্রবৃত্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন। সন্ন্যাসী ও বৈরাগিসকলকে দেখিলে তাঁহাদের এই বলিয়া দুঃখ হয় যে, আহা! এ প্রকার ক্ষমতাশালী

ব্যক্তিগণ সংসারের উন্নতির পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। ইহারা যদি বিবাহাদি করিয়া ভূমিকর্ষণাদি ক্রিয়া করিত, তাহা হইলে ভূদেবীর অনেক দুঃখের লাঘব হইত।

এই প্রকার যাঁহারা বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মূর্খ, এমত আমরা বর্ণনা করি না, বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেক সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানবিৎ মহাপুরুষ আছেন। কিন্তু রক্তমাংসবিশিষ্ট মানব ভ্রমশূন্য হইতে পারে না; অতএব তাঁহাদেরও যে ভ্রম থাকিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? প্রবৃত্তি-মার্গের পক্ষাবলম্বী বস্তুতঃ অনেক পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব এই বিষয় বিচার করিতে হইলে শ্রীশ্রীভাগবতোক্ত চারিটি প্রমাণের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।" অখিল শাস্ত্র, প্রত্যক্ষ, ইতিহাস ও যুক্তি এই চারিটি প্রমাণ অবলম্বন করিলে বিচার নির্ম্মল হইবে। আমরা বিচার-কালে কোন মনুষ্যের পাণ্ডিত্যে ভীত বা ভ্রান্ত হইব না। আমরা স্বাধীনতার সহিত বিচার করিব। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদিগকে এইরূপ কহিয়াছেন।

স্বাধীনতা রত্ন হয় ঈশ্বরের দান।
তাহারে ত্যজিতে কভু নারে বুদ্ধিমান্॥

নির্ম্মল যুক্তি, শাস্ত্র, ঐতিহ্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা যাহা স্থিরীকৃত হইবে, তাহা আমাদের নিতান্ত পূজ্য। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিতসকলে যদিও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিবেন, তথাপি তাহাতে আমরা বিচলিত হইব না। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন বলিয়াই যে প্রবৃত্তি-মার্গ শ্রেষ্ঠ হইবে, এমত বলা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজেরাও মনুষ্য। আমাদের নব্য মহোদয়েরা যে প্রাপ্ত সাধ্যভ্রমের বশীভূত হইয়া আর্য্য-প্রকাশিত নিবৃত্তি-পথকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, এটিও তাঁহাদের বহু ভ্রমের মধ্যে একটি প্রধান ভ্রম। এক্ষণে মূল বিষয়ের বিচার করা যাউক।

পরের ভ্রমকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার সাধুবাক্য গ্রহণ করাই যে আমাদের বাঞ্ছনীয় ও আচরণীয়, ইহার উদাহরণস্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ অনাদরণীয় হইলেও তাঁহার লিখিত নিম্ন-প্রকাশিত যুক্তবাক্য গৃহীত হইল। তিনি শ্রীগীতাভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যথাঃ— 'দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি-লক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।'

ধর্ম্ম বাস্তবিক দুই প্রকার—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল ভুক্তি এবং নিবৃত্তি-ধর্ম্মের ফল মুক্তি। প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সংসারে অধিকতর উন্নতি হয়, যথা দুর্গোৎসব, অশ্বমেধ, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠা ও বহুজনের অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যায়। প্রবৃত্তি-মার্গে সংসারের অনেক উন্নতি হয়। পণ্ডিত-সকল প্রবৃত্তি-মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বহু গ্রন্থ রচনা, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্ক্রিয়া ও ভূততত্ত্বকে নানা-ভাবে বিভক্ত করতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তরল পদার্থের গুণসকল অন্বেষণ করতঃ তদ্দ্বারা মানবের যে কিছু ফল হইতে পারে, তাহা স্থির করেন। তড়িত্তত্ত্বের বৃত্তির আবিষ্কার করিয়া বার্ত্তাবহাদি শিল্পের ভিত্তি পত্তন করেন। ধূম্রতত্ত্বের দ্বারা জলযান, ব্যোমযান ও স্থলযানসকলের অনুভব করিতে থাকেন। বৃক্ষাদির গুণসকল অনুসন্ধান করতঃ অপূর্ব্ব ঔষধি-বিস্তার নির্ণয় করেন। সাংসারিক বিষয়েও তাঁহারা বহুতর কার্য্য করেন। সংসার-সম্বন্ধীয় নানাবিধ সভ্যতার নিয়ম স্থাপনা করেন। রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, অর্থের দ্বারা জীবনোপায় ও অন্যান্য লাভ-স্থির, ঋণ-গ্রহণ ও দান-বিচারের দ্বারা অভাবের পূরণ, গৃহ, গ্রাম, নগর ও বিপণি-স্থাপন দ্বারা ব্যবহারিক অভাবের সঙ্কুলন ইত্যাদি বিধিসকল নিয়মিত হয়। বিবাহাদি সংস্কার-কার্য্যের দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি এবং ন্যায়পূর্ব্বক স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা দেহ ও বল রক্ষা করিয়া থাকেন। শিল্পকারেরা প্রবৃত্তি-পরবশ হইয়া কত কত অলঙ্কার, বস্ত্র, কাষ্ঠাসন, আলোকাধার, অপর দ্রব্যাধার এবং খাট, গৃহ, পালঙ্ক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের সুখ বৃদ্ধি করেন। এই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি ও বিশেষতঃ গৃহ-পরিবারাদি এবং যশের প্রতি প্রবৃত্ত পুরুষদিগের এতদূর প্রেম জন্মায় যে, তাহারা অন্যান্য আক্রমণকারী পুরুষদিগের

সহিত যুদ্ধের দ্বারা রক্তপাতাদি করিয়া থাকে। এই সকল ন্যায়ানুগত প্রবৃত্তি; কিন্তু এতদতিরিক্ত অন্যায় প্রবৃত্তিও অনেক আছে। ইন্দ্রিয়পরবশ প্রবৃত্ত পুরুষেরা স্ত্রীলোকে অন্যায় আসক্তি ও পানভোজনাদিতে গাঢ় প্রেম ইত্যাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীবন যাপন করে। প্রবৃত্ত পুরুষেরা কেবল দৃষ্ট জগতেই আবদ্ধ থাকে, এমত নহে; তাহারা ইন্দ্রপুরী প্রভৃতি নানাবিধ পারলৌকিক জগতেরও আশা করিয়া তত্তদ্দাতা দেবতাগণের উপাসনা করে। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করতঃ তাহারা ইন্দ্রপুরীতে অপ্সরাদির সহিত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করতঃ সুখী হইতে বাঞ্ছা করে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তিশালী পুরুষদিগের আশার সমাপ্তি নাই। ভূদেবত্ব, স্বর্গের রাজ্য, ব্রহ্মপদ, শিবত্ব প্রভৃতি অনেক পদের বাঞ্ছা করে। এই সমস্ত বিষয়ের অনেক উদাহরণ শাস্ত্রে এবং প্রত্যক্ষ-বিশ্বে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা তাহার মধ্যে এখানে কিছুই সংগ্রহ করি নাই, যেহেতু মহাশয়েরা সে-সমুদয় অবগত আছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

প্রবৃত্তি-পথ ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এবং তৎপথাবলম্বী পুরুষদিগের যে-সকল প্রত্যক্ষ ফল হয়, তাহাতে কাহার' সন্দেহ নাই। মনুষ্যজাতি বিচারশক্তিতে বিভূষিত, অতএব তাহাদের নিকট প্রবৃত্তি-পথের ফল প্রকাশ হইবে, ইহাতে কথা কি? পশুগণের বুদ্ধি আবদ্ধ থাকিলেও তাহারাও প্রবৃত্তির ফল অবগত আছে। 'বিভর' নামক পশুর গৃহনির্ম্মাণ ও বাবুই পক্ষীর বাসা-নির্ম্মাণ কেবল প্রবৃত্তির ফল মাত্র।

প্রবৃত্তি-পথে মানব জাতির অনেক সুখ আছে, ইহাতেই বা সন্দেহ কি? * * * * অর্দ্ধভাষী বালক-বালিকাগণকে ক্রোড়ে গ্রহণ, ঘৃতান্নাদির রস আস্বাদন, রমণীগণের নৃত্যস্থলে পদ-চালন এবং দুগ্ধফেনপ্রায় শয্যায় শয়ন ও ধূম্রযানাদিতে দূরদেশ ভ্রমণ যে অতিশয় আনন্দকর, তাহাতে সংশয় কি? জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পরমেশ্বর যে এই জগদ্রূপ পান্থনিবাসটিকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বিশ্বাস হয়, কেন না, জিহ্বার গঠনের সহিত উদ্ভিদ পদার্থের যে কোমল সম্বন্ধ ও কর্ণবিবরের সহিত গীতবাদ্যাদির যে প্রিয় অন্বয় ও চক্ষের সহিত দৃশ্য পদার্থ আলোকাদির যে সৌহৃদ্য, তাহা অচিন্ত্য শক্তি পরমেশ্বরের ক্রিয়াশক্তির ফল, ইহা কে না স্বীকার করিবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীভগবানের বিগ্রহ—নিত্য

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ" (ভাঃ ৬।১৬।৫১)

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম বেদ এবং পরংব্রহ্ম—(শ্রীভগবানের) স্বরূপ—উভয়ই আমার নিত্যবিগ্রহ। "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই তিন চিদানন্দ রূপ॥" সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম—অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন—সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ-বিগ্রহের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ প্রকারে সংরক্ষণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অবশ্যই রাখিয়া থাকেন। সম্প্রদায় বিশেষ তাঁহাদের গ্রন্থে 'রাম', 'কৃষ্ণ'াদি নাম স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু বিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকারে নারাজ! তাঁহাদের এবম্বিধ বিচার কিপ্রকারে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। দেবকীগর্ভ হইতে আবির্ভূত চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী কৃষ্ণই আবার দেবকী বসুদেব প্রার্থনায় 'বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ।' এস্থলে 'প্রাকৃতঃ' বলিতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ বলিতেছেন (গীঃ ৯।১১)—'প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈব ব্যক্তঃ শিশুরিত্যর্থঃ' অর্থাৎ স্বস্বরূপেই তিনি নরশিশুরূপে ব্যক্ত হইলেন, স্বরূপ ত্যাগ করিয়া নহে—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহার **স্বরূপ**।" (চৈঃ চঃ ম ২৩।১০১) শ্রীঅর্জ্জুনকে সহস্রশিরস্ক সহস্রবাহু অনেক-বাহূদর-বক্ত্রনেত্র ঐশ্বররূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক আবার 'তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে' (অর্থাৎ 'হে সম্প্রতি সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে তোমার এই রূপ অন্তর্ভাবিত করত তুমি সেই চতুর্ভুজরূপ বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হও')—অর্জ্জুনের

এই প্রার্থনানুসারে শ্রীভগবান্ পুনরায় নীলোৎপল শ্যামলত্বাদি গুণ বিশিষ্ট দেবকীপুত্র-লক্ষণাত্মক চতুর্ভুজরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন —"স হি যদুষু, পাণ্ডবেষু চ দ্বিভুজঃ কদাচিচ্চতুর্ভুজশ্চ ক্রীড়তি, তদুভয়রূপস্যাস্য মানুষবৎ সংস্থানাচ্চেষ্টিতাচ্চ মানুষ-ভাবেনৈব ব্যপদেশ ইতি।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ মধ্যে কখনও দ্বিভুজ ও কখনও বা চতুর্ভুজ হইয়া ক্রীড়া করেন, সেই উভয়রূপেরই মানুষবৎ সংস্থিতি ও চেষ্টা অর্থাৎ লীলাবিলাস থাকায় মানুষভাবের ব্যপদেশ হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিলেন—

"দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥"
(গীঃ ১১।৫১)

অর্থাৎ "হে জনার্দ্দন তোমার এই মনোজ্ঞ চতুর্ভুজ (বা দ্বিভুজ) মানুষ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এক্ষণে আমার চিত্ত প্রসন্ন ও নির্ব্যথ হইল এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল।"

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্' (গীঃ ৯।১১) এই শ্রীমুখবাক্যদ্বারা শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন —'ভূতমহেশ্বর' অর্থাৎ নিখিল জগতের একমাত্র স্বামী সত্যসঙ্কল্প সর্ব্বজ্ঞ মহাকারুণিক আমাকে মানুষ চেষ্টাবহুলা মনুষ্যমূর্ত্তি আশ্রয় করিতে দেখিয়া মূঢ় সকলই আমাকে জনন মরণ শীল মানুষ বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ মনুষ্যদেহ পাঞ্চভৌতিক, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত— বিশুদ্ধসত্ত্ব—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—ব্রহ্মা শিবাদি বন্দিত, তাহা কখনও অনিত্য—প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার নহে। 'সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়', 'তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্', 'যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতিঃ' (শ্রীবৈষ্ণবে), 'গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্' (শ্রীভাগবতে), 'সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্। দ্বিভুজং মৌন-মুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥' (গোপালতাপনীশ্রুতিতে) ইত্যাদি বহু শাস্ত্রবাক্যে মনুষ্যরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব, পরংব্রহ্মত্বাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥"

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥
গীঃ ৪।৬, ৯

[অর্থাৎ জন্মরহিত, অনশ্বরশরীর এবং প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি আত্মভূতা মায়া অর্থাৎ যোগমায়া দ্বারা স্বকীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে অবলম্বন পূর্ব্বক দেব মনুষ্য তির্য্যক্ প্রভৃতি লোকে আবির্ভূত হই।

হে অর্জ্জুন, অচিন্ত্য চিৎশক্তি দ্বারা আমি যে অপ্রাকৃত জন্ম ও কর্ম্ম অঙ্গীকার করি, তাহা তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না এবং আমাকে প্রাপ্ত হন।]

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার এই শ্লোকদ্বয়ে 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়' এবং 'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যং' এই দুইটি কথা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান-যোগ্য। অমরকোষে 'প্রকৃতি' শব্দ স্বরূপ ও স্বভাব-পর্য্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও বলদেব বিদ্যাভূষণ উভয়েই 'স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়' অর্থাৎ 'নিজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবলম্বন করিয়া' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'স্বাং শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিং' ও শ্রীল রামানুজাচার্য্যচরণ 'প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামী-ত্যর্থঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বীয় স্বভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দ স্বরূপে স্বেচ্ছায় আমি অবতীর্ণ হইয়া থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-পাদও "স্ব-স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণ এব দেহিবদ্ ব্যবহরামীতি" এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অর্থাৎ আমি স্ব-স্বরূপ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপে অবস্থিত হইয়া সম্ভূত হই। দেহদেহিভাব ব্যতীত দেহিতুল্য ব্যবহার করি। শ্রীল সরস্বতীপাদ আরও জানাইয়াছেন—"ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্র-মিতি।" অর্থাৎ দেহদেহিভাবশূন্য শ্রীভগবান্ বাসুদেব আমাতে তদ্রূপ অর্থাৎ দেহদেহিভাবময়ী প্রতীতি মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ১২৮ অঙ্কে ধৃত কৌর্ম্মবচন উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"দেহদেহিবিভাগোহয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহদেহিভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫।১২৩, ১২২

জীবের দেহের সহিত দেহী জীবাত্মার ভেদ আছে। দেহ প্রাকৃত নশ্বর, দেহী জীবাত্মা শ্রীভগবানের জীব স্বরূপা পরা প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অপ্রাকৃততত্ত্ব (গীঃ ৭।৪-৫ দ্রষ্টব্য)। যদিও শ্রীভগবান্ "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীঃ ১৫।৭) এই শ্রীমুখবাক্যে জীবকে তাঁহারই নিত্য অংশ বলিয়াছেন, তথাপি ইহা স্বাংশ নহে, স্বাংশরূপে তিনি শ্রীরাম-নৃসিংহাদি অবতার রূপে লীলা করিয়া থাকেন, বিভিন্নাংশরূপেই তাঁহার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশমিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ" ইত্যাদি।

তদেব নাণুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশোহল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্॥

অর্থাৎ স্বাংশ—অবতারগণ, বিভিন্নাংশ—জীব। অংশীর সহিত স্বাংশের বিন্দুমাত্রও ভেদ নাই, তবে রসগত বৈশিষ্ট্য বা প্রকাশ-তারতম্য বিদ্যমান, এক অদ্বয়জ্ঞানেরই বিভিন্ন প্রকাশ, কোথায়ও আংশিক, কোথায়ও বা পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ। বিভিন্নাংশ জীব কিঞ্চিৎ সামর্থ্যমাত্রযুক্ত অল্পশক্তিবিশিষ্ট।

নারদীয়ে জীবকে তটস্থাশক্তি বলা হইয়াছে—

"যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্।
রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে॥"

অর্থাৎ যাহা তটস্থ হইলেও চিদ্রূপ, নিজ সংবেদ্য শ্রীভগবান্ হইতে বিনির্গত হইয়াও যাহা প্রাকৃতগুণরাগ-রঞ্জিত হয়, তাহাই 'জীব' বলিয়া কথিত হয়।

কিন্তু এই "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥

"দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।"

অর্থাৎ জীব শ্রীহরিরই নিত্যকিঙ্করস্বরূপ, কখনও অন্য কাহারও অর্থাৎ মায়ার কিঙ্কর নহে।

শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?

ঈশ্বরে ও জীবে—অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি (২।১।২০) বলিতেছেন—

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি। এবমেবাস্মাদাত্মনঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥

অর্থাৎ যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গসকল নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বাগাদি ইন্দ্রিয়, সুখদুঃখাদি কর্ম্মফল, সর্ব্বদেবতা, ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতেই উদ্গত হইয়া থাকে।

এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, জীব বৃহদ্বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সদৃশ।

তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৬)

'এষোঽণুরাত্মা' (মুণ্ডক ৩।১।৯), "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৯) [অর্থাৎ এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্য। —'কেশাগ্রশতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সম সূক্ষ্মজীবের স্বরূপ বিচারি॥' (চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৯)

এই প্রকার চিৎকণস্বরূপ জীবের মায়াবশযোগ্যতা থাকিলেও অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিভুচিৎ ভগবান্ তাঁহার অংশাংশস্বরূপে কারণাব্ধিশায়িমহাবিষ্ণু-রূপে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সঙ্কল্প ও ঈক্ষণকার্য্যে ['সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' (তৈঃ উঃ ব্রঃ ৬ অঃ), 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি' (ছাঃ উঃ ৬ প্রঃ ২য় খ ৩)] তাঁহার

স্বরূপগত অপ্রাকৃত মনোনয়নদ্বারা যে অনেক হইবার ইচ্ছা বা চিন্তা-মূলে প্রাকৃত শক্তিতে দূর হইতে ঈক্ষণ বা দৃষ্টিপাত করেন, তাহাতে তাঁহার নিত্য শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে কোন মায়া-মিশ্রণ সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত (১।১১।৩৮) কহিয়াছেন—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া-সন্নিকর্ষেও মায়াগুণে সংযুক্ত হয় না।

শ্রীভগবান্ সর্ব্বাশ্রয় ও সর্ব্বান্তর্যামী হইলেও তাঁহাকে ত্রিগুণময়ীপ্রকৃতিস্পর্শদোষ স্বীকার করিতে হয় না,—

"যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তিঁহো, তাঁহাতে সংসার।
অন্তরাত্মা রূপে তিঁহো জগৎ আধার॥
প্রকৃতি সহিতে তাঁর উভয় সম্বন্ধ।
তথাপি প্রকৃতি সহ নাহি স্পর্শগন্ধ॥"

চৈঃ চঃ আ ৫।৮৫-৮৬

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতাতেও শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন—

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥"—(গীঃ ৯।৪-৫)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উহার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

এই মত গীতাতেহ পুনঃ পুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বর-তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি হয়॥
আমি ত' জগতে বসি, জগৎ আমাতে।
না আমি জগতে বসি, না আমা জগতে॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।
এই ত' গীতার অর্থ কৈল পরচার॥

—চৈঃ চঃ আ ৫।৮৮-৯০

ব্রহ্মসূত্রের 'দৃশ্যতে তু' (২।১।৫) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভবিষ্যপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধার করিয়াছেন—

"ঋগ্‌যজুঃ সামাথর্ব্বাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব 'বেদ' ইত্যেব শব্দিতাঃ॥
পুরাণানি চ যানীহ বৈষ্ণবানি বিদো বিদুঃ।
স্বতঃ প্রামাণ্যমেতেষাং নাত্র কিঞ্চিদ্ বিচার্য্যতে॥"

অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র এবং মূল রামায়ণ—এই সকল 'বেদ' বলিয়া কথিত এবং বেদার্থপূরক যে সকল বৈষ্ণব পুরাণ আছে, ইহাদের সকলেরই স্বতঃ প্রামাণ্য অবিচারে স্বীকার্য্য।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী (চৈঃ চঃ ম ৬।১৪৮) লিখিতেছেন—

বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥

ব্রহ্মসূত্রের গূঢ়ার্থবোধক, মহাভারতের তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক, ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং বেদার্থপূরক বিস্তারক ও সম্বেদক পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদ-বেদ্য পরংব্রহ্ম শ্রীভগবৎস্বরূপ সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন—

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥

—ভাঃ ১০।১৪।৩১

অর্থাৎ নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।

বেদ (তৈঃ ভৃঃ ১ অনুঃ) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।"—এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মবস্তুর অপাদান, করণ ও অধিকরণ কারকত্ব প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সবিশেষত্ব সুস্পষ্টরূপেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই চরাচর বিশ্ব যাঁহা হইতে জন্মে, যদ্দ্বারা জাত হইয়া জীবিত থাকে এবং যাঁহাতে পুনরায় গমন ও প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম—এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া ব্রহ্মের ত্রিবিধ কারকত্বরূপ তিন প্রকার নিত্য লক্ষণ-দ্বারা তিনি যে নিত্যসবিশেষস্বরূপ, তাহা জানাইয়াছেন। সুতরাং বেদ-বেদান্তোক্ত ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিশেষ বস্তুবিশেষ

নহেন, তিনি "সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্" (চৈঃ চঃ ম ৬।১৪০)। তাঁহাকে শ্রুতি যে 'নিরাকার', 'নির্ব্বিশেষ' রূপে বলিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃত বিশেষ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত বিশেষই স্থাপন করা হইয়াছে। যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ রূপে কল্পনা করিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার তাঁহাকে পরিশেষে সবিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ—শ্রীভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য। শ্রুতিবাক্যসমূহ সূক্ষ্মভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বতোভাবে সবিশেষতত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥
(চৈঃ চঃ ম ৬।১৪২ ধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবাক্য)

শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।১১) "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌-জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" শ্লোকে এক অদ্বয়জ্ঞানস্বরূপ মূলতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই ত্রিবিধ প্রতীতি জানাইয়াছেন। বিশেষত্ব এই যে জ্ঞানিগণ কেবল চিন্মাত্রপ্রতীতিতে সেই পরতত্ত্বকে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মরূপে, যোগিগণ সৎচিৎপ্রতীতিতে তাঁহাকে অন্তর্হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ বা প্রাদেশপ্রমাণ পরমাত্মরূপে বা চিচ্ছক্তিবিলাস-বিহীন একলবাসুদেবরূপে এবং ভক্তগণ সৎ চিৎ ও আনন্দ প্রতীতি-দ্বারা তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ ভগবদ্রূপে দর্শন করেন। তবে ঐশ্বর্য্যরসের ভক্তগণ তাঁহাদের অভিলষিত ঐশ্বর্য্যমূর্ত্তি এবং মাধুর্য্যরসের ভক্তগণ তাঁহার দ্বিভুজ মুরলীধর মাধুর্য্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" (ভাঃ ১।৩।২৮)—এই ভাগবতীয় বাক্যে শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্তা কথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বমূলতত্ত্ব, তিনিই 'যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়' (ভাঃ ৩।৯।১১) বিচারানুসারে ভক্তের প্রার্থনীয় বিভিন্ন মনোজ্ঞ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীজয়দেবও তাঁহার দশাবতারস্তোত্রে 'দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ' বলিয়া অবতারী অংশী কৃষ্ণকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিচারে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপে কোন ভেদ না থাকিলেও শৃঙ্গাররস বিচারে লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপ—এই অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যচতুষ্টয়সমন্বিত অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রসরাজ রসিক-শেখর ব্রজেন্দ্রনন্দনে রসোৎকর্ষতা-বশতঃ "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ' হরে লক্ষ্মীর মন। গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ॥" শ্রীনারায়ণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া পৈঠগ্রামে চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলে গোপীগণের তাহাতে অনুরাগোদয় হয় নাই। যাহা হউক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রবাসী ভক্ত-প্রবর শ্রীবেঙ্কটভট্ট মহোদয়ের সহিত পরিহাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সুখ দিবার জন্য কহিতে লাগিলেন—

"দুঃখ না ভাবিহ ভট্ট, কৈলুঁ পরিহাস।
শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণববিশ্বাস॥
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ'॥
গোপী-দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বর-তত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
এক ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকর রূপ॥
মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥

[অর্থাৎ বৈদুর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর সম্বন্ধ স্থিতিভেদে নীল-পীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।" ধ্যানভেদে অর্থাৎ উপাসনাভেদে শ্রীঅচ্যুত চতুর্ভুজদ্বিভুজাদি আকার-ভেদ এবং শুক্লরক্তশ্যামাদি বর্ণভেদ লাভ করেন। ঔদার্য্যপর ভক্তগণ প্রথমে গৌরাদিরূপ, পরে মাধুর্য্যপর ভাবাপন্ন হইয়া শ্যামাদি রূপ দর্শন করিয়া থাকেন।]

—চৈঃ চঃ ম ৯।১৫২-১৫৭

শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত গীতাশাস্ত্রে (পূর্ব্বোক্ত ৪।৯ শ্লোকে) তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মকে দিব্য বলিয়া জানাইয়াছেন। 'দিব্য' শব্দের শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণ ও শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ উভয়েই 'অপ্রাকৃত' অর্থ করিয়াছেন। শ্রীল স্বামিপাদ অলৌকিক এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ ভগবজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বম্" অর্থাৎ শ্রীভগবানের জন্ম কর্ম্ম অপ্রাকৃত বলিয়া গুণাতীতত্বহেতু তাহার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। ঐ শ্লোকোক্ত 'তত্ত্বতঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ' ইত্যগ্রিমোক্তেস্তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ ওঁ, তৎ এবং সৎ—ব্রহ্মের এই তিনটি নির্দ্দেশ বা নাম, গীতা ১৭শ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'তৎ' শব্দে ব্রহ্ম, তাঁহার ভাবই তত্ত্ব। অতএব 'যো বেত্তি তত্ত্বতঃ' বাক্যাংশের অর্থ—'যিনি শ্রীভগবানের জন্ম ও কর্ম্মকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানেন।' শ্রুতি বলেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

—শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯

অর্থাৎ সেই পরমাত্মা প্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয় রহিত হইয়াও তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ, গমন, দর্শন-শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন, তিনি কাহাকেও তাঁহাকে জানিবার অধিকার না দিলে তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না, অথচ যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপেই জ্ঞাত আছেন। এজন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহাকে আদি পুরুষ বা সর্ব্বকারণেরও মূলকারণস্বরূপ মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন।

অতএব শ্রুতির স্বাভাবিক মুখ্যার্থ ইহাই হইল যে, ব্রহ্ম সবিশেষ অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিশেষযুক্ত বস্তু। শব্দের অভিধাবৃত্তি বা মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া লক্ষণা বা গৌণ অর্থ দ্বারা তাঁহাকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ইত্যাদি বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিরাকার নির্ব্বিশেষাদি শব্দ প্রাকৃতবিশেষ-নিষেধার্থ-বোধক। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম-নিরূপণ।
সেই ব্রহ্ম-বৃহদ্বস্তু, ঈশ্বর-লক্ষণ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হ'য়ে যায় লয়॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥
সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
'অপাণিপাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি' 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ

আবার সেই ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষবাদিগণ 'নিঃশক্তিক'ও বলিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন (চৈঃ চঃ ম ৬।১৫৩-১৫৬)—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয়?॥
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥"

—বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬০-৬২

['তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, জীবশক্তি—মধ্যমা এবং অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞিতা মায়াশক্তি—অধমা। জীবশক্তি মায়া-দ্বারা আবৃত হইয়া অর্থাৎ চিচ্ছক্তিবৃত্তি হইতে দূরীভূত হইয়া সংসার-তাপ লাভ করেন। সেইরূপ দূরীভূত অবস্থানক্রমে আবিষ্কৃত কর্ম্মচক্রে প্রবেশ করত উচ্চনীচ অবস্থা প্রাপ্ত হন।"—অঃ প্রঃ ভাঃ]

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেঃ উঃ ৬।৮)—এই বেদবাক্যানুসারে ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিকী শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার একই চিচ্ছক্তি সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী। শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি তিন স্বরূপে প্রকাশ পায়,—'অন্তরঙ্গা' অর্থাৎ চিচ্ছক্তি স্বয়ং, 'তটস্থা' অর্থাৎ জীবশক্তি এবং 'বহিরঙ্গা' অর্থাৎ মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তি স্বীয় হ্লাদিনী ও সম্বিৎসমবেত সার জীবকে প্রদান করিবার পর জীবশক্তি তাহা গ্রহণ করিলে মায়াশক্তির নিষ্কপট চিচ্ছক্তিভাবে আবরণ-বিক্ষেপাত্মক অচিৎবিক্রম দূরীভূত হইয়া জীবকে কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অধিকারী করান। পরমেশ্বরের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যই তাঁহার ঐশ্বর্য্যবিলাস। তাঁহাকে নিরাকার, নিঃশক্তিক বলিলে নিতান্ত অবৈদিক বাক্যের প্রয়োগ হয়।" —চৈঃ চঃ ম ৬ষ্ঠ ১৫৮-১৬১ ও আ ৪র্থ ৬১-৬২ মূল ও অঃ প্রঃ ভাঃ।

পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব বলেন—" 'ভগ' বলিতে শ্রীভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্য্য—শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তি, সেই 'ভগ' স্বীকার না করিলে ভগবান্‌কেই স্বীকার করা হয় না।" অনেক নির্ব্বিশেষবাদীকে প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিতে, শ্রীবিগ্রহ দর্শন-সেবা-পূজাদি করিতে, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখা যায়; কিন্তু তাঁহারা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার যেখানে নাই, সেখানে ভগবদুপাসনা শ্রীভগবান্‌কে উপহাস করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে মায়াবাদীর স্তবন।'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার?॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥

শ্রীশঙ্করাবতার আচার্য্য শ্রীশঙ্কর ঈশ্বরাদেশেই এইরূপ অসুরমোহন-কার্য্য করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিতেছেন—

আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥

—পাদ্মোত্তর খণ্ডে সহস্রনামকথনে ৬২ অ। ৩১ শ্লোক

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তিনা॥

—ঐ ২৫।৭ শ্লোক

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ শ্রীমহাদেবকে কহিলেন—কল্পিত স্বাগম (তন্ত্রশাস্ত্র) দ্বারা মনুষ্যগণকে আমা হইতে বিমুখ কর; আমাকে এরূপ গোপন কর, যদ্দারা বহির্ম্মুখ জীবের জীববৃদ্ধি কার্য্যে বিরক্তি না জন্মে॥"

"শ্রীমহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন—হে দেবি, আমি কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসৎ শাস্ত্র-দ্বারা মায়াবাদরূপ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বিধান করিব॥"]

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৮০-১৮২

মায়াবাদিগণ ভক্তিকে উপায় মাত্র জানিয়া জ্ঞানকেই উপেয় বা চরমপ্রাপ্য বলেন; কিন্তু ভক্তগণ ভক্তিকেই উপায় ও উপেয় বা সাধন ও সাধ্য বলিয়া জানেন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধ বিষ্ণু-ভজনেচ্ছু ভক্তকে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তসূত্রভাষ্য-শ্রবণ নিষেধ করিয়া দিতেছেন—

বৈষ্ণব হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে।
সেব্য-সেবক-ভাব ছাড়ি আপনারে 'ঈশ্বর' মানে॥
মহাভাগবত—কৃষ্ণপ্রাণধন যাঁর।
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তাঁর॥

—চৈঃ চঃ অ ২।৯৫-৯৬

অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণবচরণাশ্রিত হইয়া যিনি আচার্য্য-শঙ্করকৃত শারীরক ভাষ্য শ্রবণে আগ্রহান্বিত হন, তিনি শীঘ্রই সেব্যসেবক ভাব ছাড়িয়া নিজেকে 'ঈশ্বর' বলিয়া অভিমান করার জন্য ব্যস্ত হইবেন। কৃষ্ণ যাঁহার প্রাণধন, এমন মহাভাগবত ব্যক্তিও যদি মায়াবাদীর ভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত পর্য্যন্ত মায়াবাদ-দোষদুষ্ট হইয়া ভক্তিচ্যুত হইয়া পড়িবে।

"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইত্যাকার মায়াবাদে চিৎস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা, জীব বস্তুতঃ নাই, কেবল অজ্ঞানকল্পিত অর্থাৎ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', জীব বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু নাই। ঈশ্বরে—মায়ামুগ্ধতারূপ অজ্ঞানই বিদ্যমান, ঈশ্বরের দেহ সগুণ—মায়িক—প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকারস্বরূপ ইত্যাদি ভক্তিবিরোধিবিচার ভক্তহৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ করে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

'ব্রহ্ম' শব্দে কহে 'ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্'।
তাঁরে 'নির্ব্বিশেষ' স্থাপি' পূর্ণতা হয় হানি॥
শ্রুতি-পুরাণ কহে, কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিবিলাস।
তাহা নাহি মানি' পণ্ডিত করে উপহাস॥
চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহে 'মায়িক' করি মানি।
এই বড় 'পাপ'—সত্য চৈতন্যের বাণী॥

—চৈঃ চঃ ম ২৫।৩৩-৩৫

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্কর কল্পনাশ্রয়ে শারীরক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে 'মায়াবাদ' বা 'বিদ্ধকেবলাদ্বৈতবাদ' স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের শ্রীসম্প্রদায়ী শ্রীরামানুজকৃত 'শ্রীভাষ্যে'—'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ', ব্রহ্মসম্প্রদায়ী শ্রীমধ্বকৃত 'পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্যে' — 'শুদ্ধদ্বৈতবাদ', চতুঃসনসম্প্রদায়ী শ্রীনিম্বার্ককৃত 'পারিজাতসৌরভভাষ্যে,'—'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' এবং রুদ্র-সম্প্রদায়ী শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত 'সর্ব্বজ্ঞভাষ্যে'—'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' (এবং ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত) বেদান্ত-তাৎপর্য্য বলিয়া কথিত হওয়ায় এবং উহাদিগের মধ্যে সেব্য-সেবকভাব বিদ্যমান থাকায় ঐগুলি বিষ্ণুভক্তগণের পাঠ্য এবং তত্তন্নিহিত তত্ত্বসমূহ—সৎসম্প্রদায়ের অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে চির-সমাদৃত। ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-ব্যাখ্যায় বিদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-মত-স্থাপনের নিমিত্ত প্রয়াস করায় উহা নিতান্ত শুদ্ধভক্তিবিরুদ্ধ কুমতবাদ মাত্র।"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।৯৫ 'অনুভাষ্য'

মায়াবাদী নিত্য সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ-সেবাবিবাদী, অপরাধী, সুতরাং তন্মুখে নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ মুক্ত কৃষ্ণনাম উদিত হন না—

"প্রভু কহে,—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত' সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি,—তিন চিদানন্দরূপ॥
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম-নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ'॥
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনঃ॥

(পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন)

[অর্থাৎ কৃষ্ণনাম—চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না; যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।]

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ॥
অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥
(পদ্মপুরাণ-বচন)

[অর্থাৎ "অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয়; যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফূর্ত্তি লাভ করে।"]

সুতরাং শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত নাম, ধাম, বিগ্রহ ও স্বরূপকে প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য করিতে গেলে মায়াবাদাদি সর্ব্বনাশকর দোষের আবাহন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। 'চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।' শুদ্ধভক্তসাধুসঙ্গোপলব্ধ প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রই শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপোপলব্ধির একমাত্র উপায়, যথা ব্রহ্মসংহিতা ৫।৩৮—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সিদলী-কাশীকোট্রায় রথযাত্রা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত গৃহস্থ শিষ্যদ্বয় শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী ও শ্রীবিশ্বকৃসেন দাসাধিকারীর বিশেষ সেবাচেষ্টায় এ বৎসর আসাম প্রদেশে গোয়ালপাড়া জিলান্তর্গত তাহাদের নিবাসস্থান সিদ্‌লী-কাশীকোট্রায় গত ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে রথটী অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিবসে কএক সহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত গৃহস্থ ভক্তদ্বয়ের আহ্বানে গোয়ালপাড়াস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ তথায় শুভাগমন করতঃ ধর্ম্মসভায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে নরনারীগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ পরমোল্লসিত হন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার নারায়ণ মহারাজ:—কাঁথি শ্রীভাগবত মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের অনুকম্পিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্য শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার নারায়ণ মহারাজ মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে বিগত ৩ শ্রাবণ, ২০ জুলাই মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে উক্ত শ্রীভাগবত মঠে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত হন এবং পরে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও রাঁচিতে বিশেষভাবে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। তিনি হৃদয়গ্রাহীরূপে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন করিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও ছিল অতি সুন্দর। শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীপুরুষোত্তমধাম ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাদিতে যোগদান করতঃ তিনি বিভিন্ন ভাবে সেবা করিয়াছেন। চিকিৎসার জন্য তিনি কিছুদিন ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ কলিকাতা মঠেও অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রয়াণে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যবর্গ এবং কলিকাতা মঠের ভক্তবৃন্দ বিশেষভাবে বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু

জন্ম ও বাল্যশিক্ষা

[পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ভাগীরথীর তীরে চাখন্দি নামে এক গ্রাম ছিল। তথায় শ্রীচৈতন্যদাস নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহারই পুত্র শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু। আচার্য্য প্রভুর মাতার নাম শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া।

শ্রীচৈতন্যদাসের পূর্ব নাম শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। তাঁহার নাম শ্রীচৈতন্যদাস হইল কেন, তাহার ইতিহাস আছে। নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যখন নদীয়া নগরে পার্ষদ-গণের সহিত বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীকেশব ভারতী কণ্টক নগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় শুভাগমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পূর্ব হইতেই প্রিয় পার্ষদগণ সমীপে তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার মনোভাব প্রকাশ করিলে এবং সেই সংবাদ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িলে গৌরগতপ্রাণ ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্রের মনোহর চাঁচর কেশ-দামযুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিলে আবালবৃদ্ধবনিতা মুগ্ধ হইত এবং তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিত্রপুত্তলিকাপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিত। যাঁহার সহিত গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইত, তাঁহাকেই তিনি বলিতেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃষ্ণে আমার মতি হয়।' শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবির্ভাব—১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমায়। ১৪৩১ শকে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছায় শ্রীশচীমাতা, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী এবং নদীয়া-বাসী সকল ভক্তকে কাঁদাইয়া কাটোয়ায় গমন করিলেন এবং স্বীয় সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকেশব ভারতীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রীভারতীকে বলিলেন, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" শ্রীভারতী ব্যাকুল হইলেন বটে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না। গৌরচন্দ্রের নির্দ্দেশে একজন ক্ষৌরিক তথায় আগমন করিল। সে তাঁহার আদেশে তাঁহার শিখাসহ কেশ মুণ্ডন করিয়া দিল। কেশমুণ্ডনকার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই ক্ষৌরিকও তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 'হায়, হায়, কি করিলাম, কি করিলাম' বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। উপস্থিত জনগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহাদের নয়নজলে ভূমি সিক্ত হইল। স্ত্রীপুরুষ সকলেই ধৈর্য্যহারা হইয়া মস্তকে করাঘাত করিতে করিতে বিধাতার নিন্দা করিতে লাগিল।

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। গৌর-চন্দ্রের সন্ন্যাসবেশ দেখিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুঃখে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল না। গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস-নাম হইল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সেই 'চৈতন্য' নাম বিপ্রের কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি তাহা শুনিয়া সর্বদাই 'চৈতন্য, চৈতন্য' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া পাগলের মত হইয়া নিজগ্রাম চাখন্দিতে গমন করিলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দর্শন করিয়া তথাকার জনগণ বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'আহা! এমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের এইরূপ ক্ষিপ্তাবস্থা হইল! ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।' তাঁহার মধ্যে একজন বলিলেন, "ইঁহার এরূপ অবস্থা হইবার কারণ আমি কিছু জ্ঞাত আছি। নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত ঈশ্বরের অংশ। সূর্য্যের সমান তাঁহার তেজ, কান্তি অতি মনোহর, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া কণ্টক নগরে আসিলেন। তাঁহার মনোহর কেশদাম-সমন্বিত বদনমণ্ডল যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন। যখন তিনি কেশ মুণ্ডন করিয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। এই ব্রাহ্মণ অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়া

পড়িলেন এবং 'হা চৈতন্য, হা চৈতন্য' বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। তখন হইতেই ইঁহার এই প্রকার পাগলের মত অবস্থা হইয়াছে।" ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া একজন বলিলেন, 'ইনি যখন শ্রীচৈতন্যের দাস, তখন তিনিই ইঁহাকে রক্ষা করিবেন এবং সুস্থ করিয়া তুলিবেন। এই প্রকার কথোপকথনের পর তাঁহারা সকলে সেই বিপ্রকে 'শ্রীচৈতন্য দাস' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণও কিছুদিন পরে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন এবং চাখন্দি গ্রামেই কোন প্রকারে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভক্তিক্রিয়া দর্শন করিয়া লোকে বিস্মিত হইত। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া যেমন পতিব্রতা তেমন ভগবানে ভক্তিমতী। কিন্তু তাঁহারা অপুত্রক ছিলেন। ভগবদ্‌ভক্তি-প্রভাবে তাঁহাদের অন্যান্য পার্থিব কামনার সহিত পুত্রকামনাও ছিল না, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চৈতন্যদাসের অন্তরে পুত্রকামনা জাগরিত হইল। কেন তাঁহার অন্তরে পুত্রকামনা জাগরিত হইল তৎসম্পর্কে 'প্রেম-বিলাস' নামক গ্রন্থে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে প্রেম প্রচার করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে প্রেম প্রচার করিবার জন্য তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, 'গৌড়দেশের শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন নামক দুইজন প্রেমপাত্রকে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছি। একজন প্রেমপাত্রকে গৌড়দেশে জন্মাইতে ইচ্ছা করি, যাহার দ্বারা তথায় ভক্তিলীলা প্রকাশিত হয়।' এইরূপ মনে মনে করিয়া তিনি 'অবনি! অবনি!' বলিয়া পৃথিবীকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র পৃথিবী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু আজ্ঞা করিলেন—

'শুন শুন, পৃথিবী তুমি হইয়া সাবধান।
প্রেমরূপ পাত্র আনি কর অধিষ্ঠান॥'

তাহা শুনিয়া পৃথিবী বলিলেন:—

যেই প্রেম রাখিয়াছ প্রভু মোর ঠাঁই।
আজ্ঞা দেহ প্রেমরূপ প্রকাশিতে চাই॥

পৃথিবীর প্রতি এইরূপ আদেশ হইতেছে, এমন সময় শ্রীরায়রামানন্দ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। রামরায়কে দেখিয়া মহাপ্রভু পৃথিবীর সহিত কি কথা হইল বলিতে বলিতে 'প্রেম, প্রেম' বলিয়া আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শ্রীরামানন্দ হরিনাম শুনাইয়া তাঁহার চেতনা ফিরাইলেন। পরে তাঁহারা দুইজনে জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। পথে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহারা তিন জনেই জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। জগন্নাথ-দর্শন-সময়ে তাঁহার গলদেশ হইতে চৌদ্দহাত দোলন মালা ছিঁড়িয়া পড়িল। পূজারী তাহা আনিয়া মহাপ্রভুকে প্রদান করিলে তিনি অতীব আনন্দিত চিত্তে গ্রহণ করিয়া দর্শন হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাত্রিকালে মহাপ্রভু শয়ন করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন জগন্নাথদেব তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—

'এক ব্রাহ্মণ ছিল অনেকদিন হইতে।
অপুত্রক ব্রাহ্মণ, তাই পুত্রের নিমিত্তে॥
যখন দর্শনে আসে মাগে পুত্রবর।
রোদন করয়ে সদা কাতর অন্তর॥
বিপ্রেরে ব্যাকুল দেখি দয়া বড় হইল।
সন্তুষ্ট হইয়া তারে পুত্রবর দিল॥
চৈতন্যদাস আচার্য্য তাঁর নাম হয়।
সেই মহাযোগ্য পাত্র প্রেমমূর্ত্তিময়॥
প্রেম সমর্পণ তুমি করিবে তাঁর স্থানে।
অনুতাপ আর যেন না করে ব্রাহ্মণে॥
লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁর পত্নী বলরামের কন্যা।
অতি সুচরিতা পতিব্রতা মহাধন্যা॥"

(প্রেম-বিলাস)

জগন্নাথদেব অন্তর্দ্ধান করিলেন। মহাপ্রভু আনন্দিত চিত্তে শয়ন করিলেন।

এদিকে পৃথিবীদেবী ভগবৎপ্রেমে অতিশয় চঞ্চলা হইলেন। তিনি প্রেমভরে টলটলায়মান হইলে সর্বত্র ভূমিকম্প উপস্থিত হইল, গৃহাদি ভগ্ন হইয়া জনগণের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। তখন তাহারা 'রক্ষা কর' বলিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইল। মহাপ্রভু

তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'তোমরা সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর। আমি তোমাদের কথা শ্রীজগন্নাথ-চরণে নিবেদন করিব। আর ভূমিকম্পাদি হইতে ভয় হইবে না।' তখন তিনি পৃথিবীদেবীকে আহ্বান করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া ও চৈতন্যদাসের স্থানে প্রেম দিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। চৈতন্যদেব আনন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দেবের সম্মুখে কীর্ত্তন করিতে করিতে 'শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাস' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবের আশীর্ব্বাদে এবং পৃথিবীর নিকট হইতে প্রেমপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীচৈতন্যদাসের যে পুত্র জন্মিবে তাহার নাম হইবে শ্রীনিবাস।

তাহাতে জন্মিবে পুত্র নাম শ্রীনিবাস।
তাহাতে অনেক হবে প্রেমের বিলাস॥

ইহাই শ্রীচৈতন্যদাসের অন্তরে পুত্র-কামনা জাগরিত হইবার কারণ। তিনি তাহা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, 'অকস্মাৎ আমার পুত্র-কামনা মনে জাগিয়াছে কেন? পুত্রের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। এখন কি করা কর্ত্তব্য?' লক্ষ্মীপ্রিয়া কহিলেন,—"আমরা নীলাচলে যাই চলুন। জগন্নাথ দর্শনে সকল কামনা পূর্ণ হইবে।" ইহা শুনিয়া চৈতন্যদাসের হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা যাজিগ্রাম হইয়া নীলাচলে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। যাজিগ্রামে চৈতন্যদাসের শ্বশুর শ্রীবলরাম শর্ম্মার বাস। তিনিও একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। শ্বশুরালয়ে তিন চার দিন অবস্থান করিয়া শুভক্ষণে নীলাচল যাত্রা করিলেন। বলরাম শর্ম্মাও কন্যা জামাতাকে বিদায় দিয়া জগন্নাথ-চরণে প্রণতি করিতে উপদেশ দিলেন। যাত্রা করিবার সময় চৈতন্যদাস এক অপূর্ব শুভ সূচনা লক্ষ্য করিলেন। নীলাচলে যাইবার জন্য বহুলোক যাজিগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া চৈতন্য-দাসও মহানন্দে নীলাচল যাত্রা করিলেন। সঙ্গহীন অবস্থায় যাইতে হইলে তাঁহাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। পথে যাইতে যাইতে জগন্নাথের পাদপদ্ম স্মরণ হইতেছে না বলিয়া তাঁহারা অনেক দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে বিশ্রামকালে পতিপত্নী উভয়ে বলিতেন—দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জগন্নাথের মাধুরী নয়ন ভরিয়া দেখিতে না পাইলাম তবে কি হইল? একদিন রাত্রিকালে তাঁহারা নিদ্রা যাইতেছেন। এমন সময় এক অপূর্ব স্বপ্ন তাঁহারা দেখিলেন—পীতবসনপরিহিত শিরে শিখিপুচ্ছসমন্বিত এক শ্যামসুন্দর কিশোরবয়স্ক বালক ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। শ্রীমুখের শোভা কোটিচন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত। অধরস্থিত মুরলী-ধ্বনিতে জগৎ মোহিত। সেই মূর্ত্তি ক্রমশঃ গৌরবর্ণে পরিণত হইল। পরিধানে নীলবসন। সেই ভুবনমোহন গৌরমূর্ত্তি পুনরায় অন্যরূপে প্রকটিত হইলেন। তিনি দণ্ডকমণ্ডলুধারী, শিরঃকেশশূন্য। সেই মূর্ত্তিই আবার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকটিত। পার্শ্বে বলভদ্র ও সুভদ্রা। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহাদের স্তব করিতেছেন। এই প্রকার বহুরহস্য সেই বিপ্র দর্শন করিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিপ্র ব্যাকুল হইলেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া তাঁহাকে নানামতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। পরে প্রভাত হইলে মনের আনন্দে বিপ্র পথ চলিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে চৈতন্যদাস নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দর্শন-জন্য তাঁহার প্রাণ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। একদিন দেখিলেন অন্তর্য্যামী গৌরচন্দ্র জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার পথে পরিকরগণসহ চলিয়াছেন। তাঁহার ভুবনমোহনরূপের বিভায় চতুর্দ্দিক সমুজ্জ্বল। গজেন্দ্র গতিতে চলিয়াছেন প্রভু। মধুর হাসিতে সর্ব্বদা সুধা বৃষ্টি হইতেছে। আকর্ণবিস্তৃত নয়নকমল হইতে যেন কৃপারাশি বর্ষিত হইতেছে। ললাটে চন্দনের টিকা ঝলমল করিতেছে। কণ্ঠদেশে তুলসীর মালা। আজানু-লম্বিত ভুজযুগল সকলেরই মন হরণ করে। রুচির চরণ-যুগল প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া বিপ্র এবং তৎপত্নী তাঁহার দিকে অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু মহাভাগ্যবান্ সেই বিপ্র ও তৎপত্নীর প্রতি কৃপাসুধা বর্ষণ করিলেন। মধুর বচনে বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'জগন্নাথ আনন্দান্তঃকরণে তোমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। চল, জগন্নাথ দর্শন করিবে, চল।

পদ্মপলাশলোচন তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।' তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত মধুর এবং মনোহরবাণী শ্রবণে বিপ্র তাঁহাকে সভক্তি প্রণতি নিবেদন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কায়-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। অন্তর্য্যামী প্রভুও তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন।

নিজানুচর গোবিন্দকে প্রভু আদেশ করিলেন—'এই নিরীহ ব্রাহ্মণ, ইহাকে জগন্নাথ দর্শন করাও।' এই কথা বলিয়া গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠীর সহিত নীলাচলচন্দ্র দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন। চৈতন্যদাসও প্রভু ও তৎপরিকরগণের প্রতি অতীব দৈন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও চৈতন্যদাসের কার্য্যাবলী দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদাস প্রভুর পরিকরগণসহ জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। মন্দিরে অচল ও সচল ব্রহ্ম একসঙ্গে একস্থানে অবলোকন করিয়া বিপ্রের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সংগোপনে অনেক স্তুতি করিলেন। তখন গৌরহরি হাস্য করিয়া বিপ্রকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইতে আদেশ করিলেন।

জগন্নাথ দর্শনান্তে মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীর সহিত কাশীমিশ্রের ভবনে গমন করিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় সেই ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভক্তগণ নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিলেন। একদিন কথোপকথনপ্রসঙ্গে সকলে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'সেই চৈতন্যদাস বিপ্রের কি কামনা?' গোবিন্দ বলিলেন—'ইহার কিছু রহস্য আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাহা ব্যক্ত হইবে।' অল্পকাল মধ্যে প্রভু গোবিন্দকে ডাকিয়া ভাবাবেশে গম্ভীর নাদে বলিলেন—"পুত্রকামনা করিয়া ব্রাহ্মণ এইস্থানে আসিল। 'শ্রীনিবাস' নামে তাহার এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। শ্রীরূপাদি দ্বারা আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিব, আর শ্রীনিবাসের দ্বারা তৎসমূহ জগতে প্রচার করিব। শ্রীনিবাস আমার শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ। তাহাকে দেখিয়া সকলের উল্লাস বাড়িয়াছে। হে চৈতন্যদাস! তুমি শীঘ্র গৌড়দেশে গমন কর।" এই বলিতে প্রভু ভাবাবেগ সম্বরণ করিলেন।

এদিকে চৈতন্যদাস বিপ্রও স্বপ্নে জগন্নাথের আদেশ পাইলেন—'বিপ্র! তুমি কাল বিলম্ব না করিয়া গৌড়দেশে গমন কর। যথাসময়ে তোমার এক প্রেমময় পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। অল্পকাল মধ্যেই সে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হইবে।' এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিপ্রের মনে মহা আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন নীলাচলে মহাপ্রভু ও তাঁহার পরিকরগণের সঙ্গসুখ কি করিয়া পরিত্যাগ করিবেন। ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরচন্দ্র আমার মত পামরকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রভুর মঙ্গলময় চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে বিপ্র সপত্নীক কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ঠিক সেই সময়ে গোবিন্দ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া যত্নপূর্বক সেই বিপ্রকে প্রভু সকাশে লইয়া গেলেন। প্রভুও নিজ সেবককে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া আনিলেন। প্রভু হাস্যসহকারে চৈতন্যদাসকে বলিলেন—'জগন্নাথ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমার মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হইবে। তুমি শীঘ্র গৌড়দেশে গমন কর। তথায় নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে।' এই কথা বলিয়া প্রভু ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণও প্রভুচরণে প্রণত হইয়া কাতরভাবে বিদায় লইলেন। পরে প্রভুপরিকরগণচরণেও প্রণত হইলেন। তখন ভক্তগণের হৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণ পত্নীর সহিত পতিতপাবন জগন্নাথদেবকে সিংহদ্বারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গৌড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি পথ চলিতে লাগিলেন। ফিরিবার পথেও যাজিগ্রামে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। বলরাম শর্ম্মার নিকট তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। দুই চারিদিন তথায় বাস করিয়া বলরাম শর্ম্মার সহিত গৌড়দেশে নিজ বাসস্থানে আগমন করিলেন। প্রভুর আদেশে চৈতন্যদাস গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এই কথা প্রচারিত হইল। গ্রামবাসী সুহৃদ্গণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। বলরাম শর্ম্মাও কয়েকদিন তথায় থাকিয়া যাজিগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। শ্রীচৈতন্যদাসের মত বিপ্র যে গ্রামে বাস করেন সে গ্রাম সত্যই পবিত্র। (ক্রমশঃ)

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীবন্যা

জালন্ধরে শ্রীহিন্দ্‌পাল-ভবনে

২৬-৪-৭১—অদ্য শ্রীহিন্দ্‌পাল মহাশয়ের গৃহে সকালে কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন—উদ্দেশ্য বা সংকল্প স্থির করিয়া কার্য্য না করিলে প্রায়শঃ কার্য্য সাফল্য-মণ্ডিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন দর্শনে অন্তর্যামিত্বসূত্রে সকল ব্যাপার সম্যক্ জানা সত্ত্বেও পিতা নন্দাদি বৃদ্ধ গোপগণের নিকট বিনয়াবনতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে পিতঃ আপনাদের এই উদ্যোগ কিজন্য, যদি যজ্ঞের জন্য হয়, তবে ঐ যজ্ঞের ফল কি, কাহার উদ্দেশ্যে ঐ যজ্ঞ কৃত হয় অর্থাৎ ঐ যজ্ঞের দেবতা কে এবং কোন্ অধিকারী কোন্ দ্রব্য দ্বারা ঐ যজ্ঞ করেন, এসকল বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন, আমার উহা শুনিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে। কিন্তু পিত্রাদির মৌনভাব দর্শনে কৃষ্ণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন, স্ব-পর-ভেদজ্ঞান রহিত, মৈত্রী, ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষভাব শূন্য সাধুগণের জগতে কোন কৃত্যই গোপ্য নহে; কিন্তু যাঁহারা ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন, তাঁহারা শত্রু ও উদাসীন (না শত্রু না মিত্র) পুরুষের নিকট মন্ত্রাদি গোপন করিলেও সুহৃজ্জনকে আত্মতুল্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি আপনাদের সুহৃদ্ বলিয়া আমার নিকট আপনাদের কোন মন্ত্রণাই গোপন করা কর্ত্তব্য নহে।

"জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা নাবিদুষো ভবেৎ॥"

—ভাঃ ১০।২৪।৬

[অর্থাৎ "জগতের লোকসকল কেহ কেহ কর্ত্তব্য বিষয়ের ফলাদি যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া এবং কেহ কেহ তাহা অবগত না হইয়াই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু যাঁহারা (বুদ্ধিমান্ অন্তরঙ্গ জনের সহিত বিচার পূর্ব্বক) বৃত্তান্ত জানিয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম যেরূপ সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম সেরূপ হয় না। অতএব আপনাদেরও গতানুগতিক মার্গে না চলিয়া সুহৃদ্‌গণের সহিত বিচারপূর্ব্বকই কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য জানিবেন।"]

"তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্॥"

—ভাঃ ১০।২৪।৭

["আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনাদের এই ক্রিয়ানুষ্ঠান কি কোন শাস্ত্রাদি বিচারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা লৌকিক আচারে পরিপ্রাপ্ত মাত্র, তাহা যুক্তি সহকারে বলুন।"] এইরূপ নানা প্রশ্নভঙ্গিদ্বারা সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণকারণ কৃষ্ণ তদেকান্তশরণ তদ্‌গত-জীবন প্রিয়তম ব্রজবাসিগণ-দ্বারা তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা প্রবর্ত্তনার্থ এবং ঈশ্বরাভিমানী দেবরাজ ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থ ইন্দ্রমখ ভঙ্গ করত ইন্দ্রপূজার্থ সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে নিবেদন করাইয়া লীলাকৌতুকনিমিত্ত ইন্দ্রের কোপ উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র প্রলয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি দ্বারা ব্রজ ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিলে শরণাগত-ভক্তবৎসল শ্রীহরি তাঁহার ভক্তবাৎসল্য-গুণ প্রকট করিয়া বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে ছত্রাকবৎ সপ্তাহোরাত্র শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ পূর্ব্বক তত্তলদেশে গোধনাদি সহ সমস্ত ব্রজবাসীকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অতঃপর ইন্দ্রের জ্ঞানোদয় হয়, তিনি শ্রীভগবচ্চরণে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করেন এবং সুরভী গাভীর দুগ্ধ ও ঐরাবত আনীত গঙ্গোদক দ্বারা শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অভিষেক সম্পাদন ও ষোড়শোপচারে পূজা বিধান পূর্ব্বক তাঁহার গো-গোপ-দেবতা-বিপ্রাদি সর্ব্বপালক—সর্ব্ব ভক্তেন্দ্রিয় আকর্ষক ও সংরক্ষক 'গোবিন্দ' এই নাম রাখিয়াছিলেন। সুতরাং যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণোদ্দেশে কৃষ্ণপ্রীতিমূলে বিহিত হইলেই তাহার সার্থকতা। শ্রীগীতা ভাগবতাদি নিখিল শাস্ত্রই কৃষ্ণকে এক অদ্বিতীয় পরম পরতম নিত্য সেব্যতত্ত্ব, শুদ্ধ-

ভক্তিকেই চরম অভিধেয় এবং পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই পরম প্রয়োজন বলিয়া জানাইয়াছেন। একমাত্র তাঁহারই উদ্দেশ্যে তৎপ্রীতিমূলে কৃত কর্ম্মই ভক্তি, তাহা প্রথমে বৈধী আকারে অনুষ্ঠিত হন, ক্রমে রাগাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ব্রজবাসীর শুদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা রাগানুগা ভক্তিরূপে ব্রজভাবপ্রাপিকা হইয়া সাধক জীবকে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের এই গোবর্দ্ধন-পূজাপ্রবর্ত্তনলীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বহু হৃৎকর্ণ-রসায়ন শিক্ষণীয় বিষয় কীর্ত্তন-দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সুখ সম্পাদন করেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়ের যৎ কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শনমাত্র প্রদানে প্রয়াসী হইতেছি।

সন্ধ্যার পর উক্ত হিন্দ্‌পালজীর গৃহপার্শ্বস্থ বৃক্ষতলস্থিত প্রাঙ্গণেই সভার আয়োজন হয়। যথারীতি প্রারম্ভিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। গৃহস্থ সজ্জনগণের কর্ত্তব্যকথনপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজ নভগ-পুত্র নাভাগ-কথা, তথা তৎপুত্র মহারাজ অম্বরীষকথা আরম্ভ করিয়া "স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ হইতে যথোত্তমঃশ্লোক-জনাশ্রয়া রতিঃ" পর্য্যন্ত শ্লোকত্রয়-ব্যাখ্যা-দ্বারা মহারাজ অম্বরীষের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনাদর্শ প্রদর্শন করেন। ব্রহ্মশাপও পরমভক্ত অম্বরীষের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, ইহার বর্ণনপ্রসঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিৎপ্রতি শ্রীশমীকপুত্র শৃঙ্গীর অভিশাপ-বাক্য, অনুতপ্ত মহারাজের গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশন এবং শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট সপ্তাহ শ্রীভাগবত শ্রবণের 'আনুষঙ্গিক' প্রভাবে ব্রহ্মশাপ-বিমুক্ত হইয়া সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভাদি এবং মহারাজ খট্বাঙ্গের মুহূর্ত্তকালমাত্র ভগবদারাধনা-ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি-কথাও বর্ণনা করিয়াছিলেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে (পূঃ বিঃ ২।১২৯) শ্রীমদ্‌ রূপ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥"

[অর্থাৎ মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীবিষ্ণুর কথা শ্রবণে, শুকদেব তৎকীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ তৎস্মরণে, লক্ষ্মী তদঙ্ঘ্রি-সেবনে, পৃথুরাজ তৎপূজনে, অক্রূর তদভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্ তদ্দাস্যে, অর্জ্জুন তৎসহ সখ্যে এবং বলি তচ্চরণে সর্ব্বস্ব দান ও আত্মনিবেদন-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।]

শ্রীমদ্ ভাগবত নবম স্কন্ধে মহারাজ অম্বরীষের ভজন-চেষ্টা এইরূপ বর্ণিত আছেঃ—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

[অর্থাৎ মহারাজ অম্বরীষ নিজ মনকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-যুগলচিন্তায়, বাক্যকে ভগবদ্‌গুণানুবর্ণনে, হস্তদ্বয়কে শ্রীহরিমন্দিরমার্জ্জনসেবায়, কর্ণদ্বয়কে শ্রীঅচ্যুতের মঙ্গলময়ী কথা-শ্রবণে, নেত্রদ্বয়কে শ্রীমুকুন্দমূর্ত্তি ও মন্দির দর্শনে, অঙ্গসঙ্গকে ভগবদ্ ভক্তের শরীর স্পর্শনে অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গ-সেবায়, নাসিকাকে শ্রীভগবচ্চরণে অর্পিত শ্রীমতী তুলসীর দিব্য গন্ধ আঘ্রাণে, রসনাকে শ্রীভগবানে অর্পিত নৈবেদ্য প্রসাদ আস্বাদনে, পদদ্বয়কে শ্রীহরিক্ষেত্র শ্রীধামনবদ্বীপ-বৃন্দাবনাদি ধাম পরিক্রমণে, মস্তককে শ্রীকৃষ্ণচরণকমল আরাধনে (পূজা ও প্রণামাদিতে), এবং স্রক্ (মাল্য)-চন্দনাদি ভোগ-সামগ্রীকে নিষ্কামভাবে শ্রীভগবৎপ্রীতি-কামনা-মূলে ভগবজ্জনাশ্রিত রতিলাভোদ্দেশে ভগবৎসেবার্থ সম্প্রদান করিয়াছিলেন।]

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত ও যুক্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। অদ্য শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমথুরা-প্রসাদ ও ধরমপালাদিসহ চণ্ডীগড় যাত্রা করেন।

২৭।৪-৭১—সকালে প্রভাতীকীর্ত্তনের পর শ্রীহিন্দ্-পালজীর সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে সভার আয়োজন

হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তদীয় সতীর্থ পুরী মহারাজকে কিছু বলিতে বলিলে তিনি—"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধুঃ সরস্বতী চ। সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদারকথাপ্রসঙ্গঃ॥ মহদ্-বিচলনং নৃণাং, ফেরুসদনং, ব্যালালয়দ্রুমা ইব" ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে গৃহে সাধুসমাগমের বিশেষ প্রশস্তি কীর্ত্তন পূর্ব্বক 'দ্বা সুপর্ণা……সাম্যমুপৈতি' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে হরিকথা শ্রবণক্রমে—হরিভজন সৌভাগ্যোদয়াদি কথা কীর্ত্তন করেন। অতঃপর পূজ্যপাদ মহারাজ "মহতের কৃপা বিনা ভক্তি নাহি হয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥" ইত্যাদি কথা অবতারণ পূর্ব্বক মহন্মুখরিত হরিকথা শ্রবণের বিশেষ আবশ্যকতাদি কীর্ত্তন করিলে শ্রীমদ্ গিরি মহারাজের কীর্ত্তনান্তে সভা-ভঙ্গ হয়। অনন্তর শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তদীয় সতীর্থ পুরী মহারাজ ও শিষ্য শ্রীমদ্ গিরি মহারাজসহ শ্রীহিন্দ্‌পালজীর মোটরে জলন্ধর সহর মধ্যস্থ শ্রীবৃন্দা মন্দির দর্শনার্থ গমন করেন। হিন্দ্‌পালজী নিজেই ড্রাইভ করিয়া লইয়া যান। তাঁহারা তথায় বৃহৎবটবৃক্ষতলে একটি ছোট মন্দিরে ছোট শ্বেতপ্রস্তরময়ী বৃন্দা দেবীর মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করেন। স্থানটি বহু পুরাতন হইলেও মন্দির ও বিগ্রহাদি প্রাচীন নহে, একটি জলশূন্য বাঁধা কুণ্ডও দৃষ্ট হইল। এখানকার সেবাধ্যক্ষ 'নাগা বাবা শুক্কর (শুক্র) গিরি' নামে পরিচিত। তৎসহায়ক সাধুটির নাম—নামদাস। শুনা গেল, কোন ত্যাগী সাধু সন্ত জলন্ধরে আসিলে এখানেই উঠেন। এস্থানের ঠিকানা—কোর্ট কিষেণ চাঁদ, জলন্ধর সিটী, পাঞ্জাব। উক্ত নাগা বাবার জন্মস্থান জানা গেল খাস কলিকাতা বিডেন ষ্ট্রীটে। প্রথমে হিন্দী ভাষায় বলিলেও কথা-প্রসঙ্গে তিনি বাঙ্গালী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও দৃশ্য মনোরম। বটবৃক্ষোপরি একটি সুন্দর ময়ূর দৃষ্ট হইল। শুনা গেল ময়ূর অনেক আছে। এই আশ্রমের চারিদিকে অনেক জমি আছে। ভাগে শাকসব্‌জী চাষ হয়। শ্রীবৃন্দা মন্দিরের নিকট শ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দির ও আর একটি মন্দির দৃষ্ট হয়। অন্নপূর্ণা মন্দিরটি ক্রএকটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া দেখিতে হয়। তথায়ও একটি শ্বেতপ্রস্তরময়ী ছোট অন্নপূর্ণা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা। উক্ত বৃন্দামন্দির ও এই দেবী মন্দির উভয় মন্দিরের পার্শ্বেই দুইটি বড় ইন্দারা বিদ্যমান, উহার জল পাম্পিং মেশিন-দ্বারা সব্‌জীক্ষেত্রে দেওয়া হয়। বড় বড় পাইপের ব্যবস্থা আছে। অন্নপূর্ণা মন্দিরেও শুনা গেল একজন বাঙ্গালী সাধু থাকেন। সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই সকল মন্দির ও সন্তনিবাস প্রভৃতি একটি ট্রাষ্টবোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। দুঃখের বিষয় শ্রীবৃন্দাদেবীর সেবা-পূজাদি শ্রীবিষ্ণুভক্ত দ্বারা কোন সাত্বতশাস্ত্রবিধানানুসারে যত্নসহকারে পরিচালিত হয় না। যাহা হউক শ্রীবৃন্দা দেবীর স্বামী জলন্ধর নামক দৈত্যের নাম হইতেই 'জলন্ধর' নামোৎপত্তি। আমরা সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' নামক প্রাচীন অভিধান হইতে পদ্মপুরাণোক্ত এই 'জলন্ধর' শব্দটি শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"**জলন্ধর** (পুং)—জলং ব্রহ্মনেত্রচ্যুতাশ্রুজলং ধরতি ধৃ-খচ্ ততো মুম্। অসুরবিশেষ। একদা ইন্দ্র শিবলোকে শিবদর্শন-মানসে গমন করেন। তথায় এক ভয়ানক আকৃতি পুরুষ দর্শন করেন। ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভগবান্ ভূতভাবন মহেশ্বর কোথায় ?' তিনি ইন্দ্রের বাক্যে প্রত্যুত্তর দিলেন না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বজ্রদ্বারা প্রহার করেন। তাহাতে সেই পুরুষের ললাট হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল। ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নানা প্রকার স্তবে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। মহাদেব ইন্দ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সেই অগ্নি সাগরসঙ্গমে নিক্ষেপ করিলেন। সেই অগ্নি হইতে এক বালক জন্মিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহার রোদনে জগৎ বধির হইল। সেই রোদনে অস্থির হইয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মা সমুদ্রকূলে আসিয়া সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার পুত্র ?" সমুদ্র বলিলেন, "আমার পুত্র, আপনি লইয়া যাইয়া জাত-কর্ম্মাদি সম্পন্ন করুন।" ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে করিবামাত্র সে তাঁহার শ্মশ্রু ধরিয়া আকর্ষণ করিতে

লাগিল। যাতনায় ব্রহ্মার নয়নযুগল হইতে জল নির্গত হইল। ব্রহ্মা সেই বালকের জলন্ধর নাম রাখিয়া এই বর দিলেন—"এই বালক সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এবং রুদ্র ব্যতীত সর্ব্বভূতের অবধ্য হইবে।" অনন্তর ইনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অসুররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি কালনেমি-সুতা বৃন্দাকে বিবাহ করেন। তৎপরে ইনি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া অমরাবতী জয় করেন। ইন্দ্র হৃতরাজ্য হইয়া মহাদেবের শরণাগত হন। শিব ইন্দ্রের পক্ষ হইয়া ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা পতির প্রাণ রক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু জলন্ধররূপে তাঁহার সমীপে আগমন করিলে পতি অক্ষত শরীরে আগমন করিয়াছেন দেখিয়া বৃন্দা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে জলন্ধরের মৃত্যু হইল। বৃন্দা বিষ্ণুর এই কপট ব্যবহার বুঝিতে পারিয়া শাপ-প্রদানোন্মুখী হইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, "তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে—তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারি প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।"—পদ্মপুরাণ (ক্রমশঃ)

হংসের কৃতজ্ঞতা-বোধ

দেবদত্তের তীরবিদ্ধ মরালের প্রতি রাজকুমার সিদ্ধার্থের করুণা, তজ্জন্য সেই মরালের তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ ইতিহাসে উল্লিখিত না থাকিলেও তাহা কোন মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে না।

গৃহপালিত পশুপক্ষীরও তৎপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা-বোধ সচরাচর সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণের সহিত ভালবাসিলে পশুপাখীও সেই ভালবাসা ভুলিতে পারে না। কুকুর, গরু, গাধা, ঘোড়া, হাতী এমনকি হিংস্র-প্রাণী সিংহও কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে কৃপণতা করে না।

টিয়াপাখী, শালিক, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখী, কুক্কুর, অশ্ব প্রভৃতি পশুর প্রভুভক্তি—প্রভুর স্নেহমমতার প্রতিদান দিতে গিয়া আত্ম-পর্য্যন্ত বলিদানের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাণাপ্রতাপের চৈতক অশ্ব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

সম্প্রতি মেদিনীপুর সহরে কর্ণেল গোলা নামক স্থানে একটি গভীর পুষ্করিণীতে একটি পোষা হাঁস চরিতেছিল। তাহার মালিকের বাড়ীর একটি দুই বৎসরের বালক খেলা করিতে করিতে ঐ পুকুরে পড়িয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। তখন পুকুরে আর কেহই ছিল না, ঐ বাড়ীর পোষা হাঁসটি জলে চরিতেছিল, সে ঐ শিশুকে ডুবিতে দেখিয়া এমন অসাধারণভাবে সজোরে প্যাঁক প্যাঁক শব্দ করিতে থাকে যে, তচ্ছ্রবণে ঐ বালকের মা হাঁসটিকে শিয়ালে ধরিয়াছে মনে করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখে, তাহারই প্রাণপুত্তলী নিমজ্জিত-প্রায়। তখনই শিশুটিকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়া তাহার প্রাণ বাঁচায়। হাঁসটিরও চীৎকার থামিয়া যায়। আর একটু বিলম্ব হইলে শিশুটির প্রাণপাখী উড়িয়া যাইত। আহা একটি হংসেরও এমন কৃতজ্ঞতাবোধ, বালকের প্রতি মমতা-জ্ঞান! বর্ত্তমান দ্বেষহিংসামাৎসর্য্য-পরায়ণ মনুষ্য-সমাজের কি ইহা হইতে কিছুই শিখিবার নাই? আমরা যুগান্তরে প্রকাশিত মূল সংবাদটি শ্রীচৈতন্যবাণীর পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে যথাযথ প্রকাশ করিলাম।

'যুগান্তর' পত্রে (২রা শ্রাবণ, ১৩৭৮; ইং ১৯শে জুলাই, ১৯৭১ সোমবারের কলিকাতা-সংস্করণ যুগান্তরের ৭ম পৃষ্ঠায় ৭ম স্তম্ভ দ্রষ্টব্য) মেদিনীপুর, ১৮ই জুলাই তারিখের "হাঁস না ডাকলে অর্জ্জুন বাঁচতো না" শীর্ষক সংবাদে প্রকাশ:—

"দু'বছরের সাঁওতাল ছেলে অর্জ্জুন টুডু কর্ণেল গোলার বড় ও গভীর মিত্রপুকুরে খেল্‌তে খেল্‌তে প'ড়ে যায়। বর্ষার জলেভরা পুকুরে ডুবে যাওয়া অর্জ্জুনকে কেউই দেখ্‌তে পায় নি। কিন্তু তাদের আদরের পোষা হাঁস 'মালতী' দেখ্‌তে পেয়ে ভীষণ জোরে প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাক্‌তে থাকে। তাই শুনে অর্জ্জুনের মা মনে করেন যে, হাঁসটির কোন বিপদ্ ঘটেছে হয়তো শেয়াল তাড়া ক'রেছে। ছুটে এসে দেখেন যে, অর্জ্জুন পুকুরের জলে হাবুডুবু খাচ্ছে—তার মাথা ও হাত দু'টি জলের তলায়, কেবল পাদুখানি জলের উপর ঝট্‌পট্ ক'রছে।

তার পাশে পোষা হাঁসটি চীৎকার ক'রে ডেকে চ'লেছে! অর্জ্জুনের মা ছেলেকে জল থেকে তুলে নিতেই 'মালতী'র প্যাঁক প্যাঁকানি থেমে গেল। গ্রামের লোকেরা হাঁসটিকে দলে দলে দেখ্‌তে আসছে। এমন উপকারী হাঁসের কথা কেউ কখন শোনেনি। তার মা বল্লেন—হাঁসটি এমন ক'রে না ডাকলে আমার অর্জ্জুন বাঁচতো না।"

কিছুদিন ধরিয়া সংবাদপত্রসমূহে যে সকল পৈশাচিক নরহত্যার রোমাঞ্চকর সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা নাকি তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্র মনুষ্য নামধারিগণ-দ্বারাই সংঘটিত! হায়, মনুষ্যেতর সমাজে সাধারণ পশুপক্ষীতেও যে পরোপচিকীর্ষা, কৃতজ্ঞতাদি সদ্‌গুণ বিদ্যমান, আজ মনুষ্যসমাজে তাহারও অভাব হইয়া পড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কী হইতে পারে? শাস্ত্র বলেন—"ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ"। ধর্ম্মহীন মানব পশুর সমান হওয়া ত' দূরের কথা তাহা অপেক্ষাও হীন—কদর্য্য স্বভাব হইয়া পড়ে। পরমাত্মা অখণ্ড পূর্ণ নিত্য বিভুজ্ঞান, আত্মা তৎসম্পর্কিত নিত্য অণুজ্ঞান বস্তু। 'রসো বৈ সঃ' আনন্দময় পরমাত্মা অণুআত্মার নিত্য আকর্ষক, আত্মা তৎকর্ত্তৃক নিত্য আকৃষ্ট, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি'—'ভূমৈব পরমং সুখং, নাল্পে সুখমস্তি' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে সেই আনন্দময় ভূমা বস্তুতে আনন্দের অনুসন্ধান-ব্যতীত জীবের—'আনন্দী' হইবার অন্য কোন পন্থা নাই। অল্প সীমাবিশিষ্ট বস্তুতে সুখান্বেষণ চেষ্টাই ধর্ম্মহীনতা, তাহাতেই মানুষকে পশু-পাখীরও অধম হইয়া পড়িতে হইতেছে, হিংসা-দ্বেষ-মাৎসর্য্যের বশীভূত হইয়া মানুষকে নরশোণিত-পিপাসু ঘৃণিত পিশাচস্বভাবে পরিণত হইতে হইতেছে। 'মামেকং শরণং ব্রজ' ইহাই শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত চরম উক্তি, ইহাই জীবমাত্রেরই পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব কখনও তাহার পশুত্ব—পিশাচত্ব হইতে উন্নীত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না, প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাইবে না। ধন পাইলেই যেমন ধনী, প্রকৃত আনন্দ পাইলেই তেমন 'আনন্দী' হওয়া যায়।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

শ্রীবৃন্দাবনমঠে বিশেষ অনুষ্ঠান

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব বিগত ১৬ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার হইতে ২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিদ্যুচ্চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে বিভিন্ন শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দীপক সুসজ্জা দর্শনের জন্য প্রত্যহ মঠে সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর ভীড় হয়। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও সজ্জনবর শ্রীরাধাকৃষ্ণ চমাড়িয়াজীর আনুকূল্যে ভক্তগণের হৃদয়োল্লাসকর উক্ত সেবা সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বহু পুরুষ ও মহিলা উক্ত শ্রীমঠে অবস্থান করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে প্রত্যহ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। কলিকাতানিবাসী শ্রীপরেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের আনুকূল্যে নির্ম্মিত শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ অতিথিভবনের পূর্ব্বদিকস্থ দ্বিতলের এবং দিল্লীনিবাসী শেঠ মাতাদিনজীর আনুকূল্যে নির্ম্মিত উক্ত অতিথি ভবনের পশ্চিমদিকস্থ দ্বিতলের শুভ দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব গত ১৬ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার বৈষ্ণবহোম ও নামসংকীর্ত্তনাদি সহযোগে সম্পন্ন হয় এবং তাঁহাদেরই আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বিভিন্ন মঠের বহু বৈষ্ণব ও স্থানীয় ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থিত মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, গৌহাটী, তেজপুর, সরভোগ, গোয়ালপাড়া, হায়দরাবাদ, চণ্ডীগড়স্থিত

বিভিন্ন শাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহে শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। ২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব তিথি বাসরে হরিয়ানার রাজ্যপাল মান্যবর শ্রী বি, এন্, চক্রবর্ত্তী মহোদয় চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভ পদার্পণ করতঃ এক বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উক্ত সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিশেষভাবে প্রকাশিত হইবে।

কলিকাতা মঠের পাঁচ দিনব্যাপী শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদানের অভিপ্রায়ে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ৯ই আগষ্ট কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

রাজমহেন্দ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

অন্ধ্রপ্রদেশে পূর্ব্বগোদাবরী জেলায় সুপবিত্রা গোদাবরীনদীতটস্থ সুপ্রাচীন রাজমহেন্দ্রী-১ সহরের আর্য্যপুরম্ পল্লীতে সম্প্রতি সমুদ্রতটবর্ত্তী বিশাখাপত্তনম্ (ওয়ালটেয়ার) সহরস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমের একটি শাখামঠ স্থাপিত হইয়াছে। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ (যিনি শ্রীধামবৃন্দাবন কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী-গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ—অধুনা নিত্যধামপ্রাপ্ত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট চতুর্থাশ্রমোচিত বৈষ্ণবত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করিয়াছিলেন) উপরি উক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমে একটি সুন্দর নাটমন্দির (বা Prayer Hall)-সহ শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করত তথায় গত ১৯শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৮), ইং ৩রা জুন (১৯৭১) বৃহস্পতিবার পরমপূত দশহরা তিথিতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথ জিউর শ্রীমূর্ত্তি (শ্রীগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ—তিনটিই অপূর্ব্ব-দর্শন শৈলী মূর্ত্তি) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যের পৌরোহিত্য করিয়াছেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ। শ্রীপাদ্ আনন্দ-লীলাময়বিগ্রহদাস বনচারী (আনন্দ পণ্ডা) শ্রীবিগ্রহের অভিষেক, পূজা ও হোমাদি কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। তিনি (শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ) গত ২৯।৫ তারিখে শ্রীমান্ যাদব চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সেবকসহ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া পুনরায় ৭।৬ তারিখে উক্ত মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব ২।৬।৭১ হইতে ৮।৬।৭১ পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন, পাঠ, বক্তৃতা ও মহাপ্রসাদবিতরণমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে বেদমন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ তাঁহার আমেরিকা, লণ্ডন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের ৭ জন শিষ্যসহ গত ২।৬ তারিখে শ্রীমৎ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের প্রধান অতিথিরূপে উক্ত শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ৬।৬ তারিখে নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আসিয়াছিলেন মঠরক্ষক শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীঅনঙ্গদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (বজ্রাঙ্গসিংজী)। শ্রীমদ্ আনন্দ প্রভু, শ্রীপুরুষোত্তম প্রভু, শ্রীবীরভদ্র প্রভু, বহরমপুরের শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু এবং স্থানীয় বহু সজ্জন কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়া উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহে বিগত ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট শনিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩.০০ টাকা প্রতি সংখ্যা .৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশা[illegible]স্ত্রারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

'চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭৮। ২৭ পদ্মনাভ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার ; ২ অক্টোবর, ১৯৭১। | ৮ম সংখ্যা

বৈষ্ণব বংশ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(শ্রীচৈতন্যবাণী ১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত ১৪৬ পৃষ্ঠার পর)

আমরা জানি যে শৌক্র-জন্ম ব্যতীত আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। দ্বিতীয় জন্ম হইলে জীব একজন্ম অপবাদের হস্ত হইতে মুক্ত হন। আচার্য্যগুরু গায়ত্রীমন্ত্রে তাহাকে সাবিত্র্য জন্ম প্রদান করেন। এই কালে আচার্য্যকুলে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হওয়ায় তিনি অপেক্ষাকৃত সেবাধর্ম্ম বুঝিতে পারেন। পিতামাতা সন্তানের জন্মাবধি তাহার গৃহে বাসকাল পর্য্যন্ত সেবা করিয়া থাকেন। পুত্রের জ্ঞানবিকাশের প্রথমেই তিনি আচার্য্যকুলে প্রেরিত হন। সুতরাং পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান আচার্য্যকুলে অবস্থান কালে তিনি বুঝিতে পারেন। পিতামাতার ন্যায় সন্তানের সেবক আচার্য্য হন না। দ্বিজ, আচার্য্যের অনেকটা অধিক সেবা করিবার সুযোগ পান। আচার্য্যদাস দ্বিজ, আচার্য্যের গৃহকে নিজ গৃহ জানিতে পারেন। আচার্য্যের যাবতীয় দ্রব্যের সেবাভার গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যের নিকট হইতে বেদাঙ্গের সহিত সমস্ত বেদশাস্ত্রে অধিকার লাভ করেন। বেদশাস্ত্র দুই-প্রকার অনুষ্ঠানের উপদেশ করেন। প্রাকৃত জগতে সুশৃঙ্খলভাবে প্রাকৃত ধর্ম্মের সহিত অবস্থান একপ্রকার ফল। অপর প্রকার নিত্য পরমার্থবিদ্যায় অধিকার। আচার্য্য অনিত্য ধর্ম্মের যাজক হইলে অন্তেবাসীকে অনিত্য উপাসনা কর্ম্ম বা জ্ঞান উপদেশ করেন। আবার আচার্য্য স্মার্ত্ত না হইয়া পরমার্থী হইলে বেদ-কথিত পরম গোপনীয় পরমার্থ শিক্ষা দেন। যে অন্তেবাসী প্রাকৃত রুচিবিশিষ্ট, জড়ধর্ম্মে **অভিনিবিষ্ট**, তিনি আচার্য্যের নিকট হইতে বৈদিক অধিকার ক্রমে গৃহব্রত ধর্ম্মই মানব জীবনের ফল মনে করেন। আবার পরমার্থ ধর্ম্মজ্ঞ বেদের প্রপক্ব ফল ভাগবত সদ্ধর্ম্ম বেদশাস্ত্র হইতে শিক্ষা দিয়া জীবকে অনন্ত জীবনের পথে অগ্রসর করান। নিত্যজীবন হইতে নৈমিত্তিক জীবনের পার্থক্য বুঝাইয়া দেন। অন্তেবাসী ক্ষুদ্রার্থ লোভে আচার্য্যের নিকট হইতে সমাবর্ত্তন-অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। যিনি প্রাকৃত অর্থ পরমার্থের নিকট নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর জানিয়া পরমার্থে আকৃষ্ট হন, তিনি সমাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে বৃহৎব্রত অথবা যতিধর্ম্ম বা গৃহ স্বীকার করিয়া পারমার্থিকী দীক্ষা লাভ করেন।

পরমার্থিক আচার্য্যের নাম গুরু, তিনি অপ্রাকৃত

দিব্যজ্ঞান প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠান দ্বারা জীবের তৃতীয় জন্ম প্রদান করেন। এই তৃতীয় জন্মে তিনি অপ্রাকৃত উপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং প্রাকৃত দর্শন হইতে বিমুক্তি লাভ করেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শৌক্রজন্মের বিস্তৃতি কেবল বংশাখ্যা লাভ করিতে পারে না, পরন্ত সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মের বিস্তারকেও বংশাখ্যা দেওয়া হয়। আচার্য্যকুলে অবস্থান বা অপ্রাকৃত গুরুগৃহে জন্ম শৌক্র-জন্মবিস্তৃতির সহিত পার্থক্য থাকিলেও পারম্পর্য্যক্রমে বংশ বলিয়া দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। শৌক্র জন্মে সন্তানের পিতার ভৃত্যত্ব অল্প, কিন্তু সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য জন্মে আচার্য্যের ও গুরুর দাস্য উত্তরোত্তর অধিক। ভক্তি-মার্গে সেবনের তারতম্যই উত্তরাধিকারের তারতম্য নির্ণয় করে। যেরূপ চিকিৎসকের পুত্রের চিকিৎসাশাস্ত্রে অধিকার পুত্রত্বে আবদ্ধ নহে পরন্ত তদ্বিদ্যাধিকারে ব্যক্তিগত পারদর্শিতাই একমাত্র কারণ, তদ্রূপ বৈষ্ণবগুরুর পুত্রত্বই কেবল আচার্য্য বা গুরুত্বের কারণ নহে। শৌক্র-বংশে কেবল যে পারমার্থিক অধিকার ন্যস্ত হইবে এরূপ কথা কোন শাস্ত্রে বা সদাচারে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গৃহস্থ অবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতিপয় স্বার্থান্ধ লেখকের কপটতার ফলমাত্র। সৎসম্প্রদায়ের মধ্যে তুর্য্যাশ্রমী গুরুগণের বংশাবলী শিষ্যপরম্পরায় আবদ্ধ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে সৎসম্প্রদায় জাত অর্থাৎ সৎসাম্প্রদায়িক গুরু-পরম্পরা ব্যতীত মন্ত্রের নিষ্ফলতা, মূঢ় ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিবার মানসে কতই নূতন মত উদ্ভূত হইয়াছে এবং সেই মতবাদগুলি নিরাস করিয়া প্রাকৃত স্বার্থবিজড়িত সাধারণ লোকে প্রাকৃত মদে মত্ত হইয়া সত্যের অনুসন্ধান করিতে পারে না। সুতরাং সত্য আচ্ছাদন করিয়া বঞ্চক সম্প্রদায় জাল বিস্তার করে। অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাদের কুহকে পড়িয়া পরম সত্য হইতে বিচ্যুত হয় এবং পরমার্থ দূরে থাক্ কেবল মাত্র অনর্থ জালে আবদ্ধ হয়।

যদি ডাক্তারের পুত্র ডাক্তারী না শিখিয়া লোকের চিকিৎসা করে, রেলওয়ের ড্রাইভারের পুত্র ইঞ্জিনের যন্ত্রসমূহে জ্ঞান লাভ না করিয়াই ট্রেণ চালাইতে আরম্ভ করে, সন্তরণ কুশল পিতার সন্তরণে অসমর্থ পুত্র যদি অপরকে অগাধ জলে সাঁতার শিখাইতে লইয়া যায় তাহা হইলে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন করে তাহা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবের শৌক্র বংশে জাত বলিয়া আমরা যতই কেন না আস্ফালন করি, আমাদের হরি-সেবায় দৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকিলে নির্জীব ভক্ত্যঙ্গসমূহ প্রদর্শন করিলে আত্মবঞ্চনা এবং সমাজের শত্রুতা ব্যতীত আর কিছু করা হইবে না। অচ্যুত গোত্র কথনই শৌক্র গোত্র নহে, সুতরাং বৈষ্ণববংশ বলিলে কেবল বৈষ্ণবের শৌক্র বংশ বুঝায় না। অচ্যুত গোত্র প্রবিষ্ট পরমার্থী বৈষ্ণব স্ব স্ব অধিকারসমূহ তাদৃশ নিতান্ত অনুরক্ত সেবকেই ন্যস্ত করেন। কুলপ্রসূত বলিয়া অযোগ্য অধস্তনগণ কখনই পূর্ব্বপুরুষের উত্তরাধিকার লাভ করিতে পারেন না; লাভ করিলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। এই সকল কথা বৈষ্ণববংশের ন্যায় বিষ্ণু-বংশেরও সমধিক কার্য্যকারী। বিশেষতঃ ভগবান্ ও ভক্তগণ কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেন, আবার তত্তৎ বংশে অভক্ত বা অসুরগণের জন্ম লাভ করিবার বাধা নাই। বিষ্ণুর সন্তান বিষ্ণু নহেন কিন্তু বৈষ্ণব, সুতরাং বিষ্ণুবংশ ও বৈষ্ণববংশে তৃতীয় পুরুষ হইতে ভেদ নাই।

ভক্ত-ধ্রুব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথের অশেষ করুণায় গত ৮ হৃষীকেশ, ২৮ শ্রাবণ শ্রীজন্মাষ্টমী শুভবাসরে 'ভক্ত-ধ্রুব' গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়া নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থানকালে তদীয় প্রিয় পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীমুখে প্রহ্লাদচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া সাবধানে শ্রবণাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, কোমলমতি বালকগণের হিতাকাঙ্ক্ষী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী অভিভাবক ও অভিভাবিকা এবং শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীবর্গ ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি ভক্তচরিত্র বিবিধ শিক্ষাসারসহ তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিবেন। এতদর্থে বালকগণের চিত্তাকর্ষক ছয়খানি চিত্রও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৫০ পৃষ্ঠার পর)

সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, সে-সকলই 'প্রবৃত্তি-সুখ'। প্রবৃত্তি-সুখের বশবর্ত্তী পুরুষেরা দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য সর্বদাই ব্যস্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সুখ যদি না থাকিত, তবে মনুষ্যের সাংসারিক অবস্থায় অনেক দুর্দ্দশা ঘটিত। কোথা বা নগর, কোথা বা রেলরোড, কোথা বা নৌকা, কোথা বা বিপণি ও কোথা বা মন্দিরাদি কি দৃষ্ট হইত? মানবজাতি পশুবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য পৃথিবীতেই লুপ্তভাবে নিহিত থাকিত।

এই প্রবৃত্তি-সুখ ব্যতীত জীবের পক্ষে আর একটি সুখ আছে। গম্ভীর রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিবৃত্তি-রূপ সুখের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করা যায়। নিবৃত্তি-সুখ কাহাকে বলি, ইহার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। জীব কে, ইহা প্রথমে বিচার্য্য। এই মনুষ্যদেহে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সাতটি পদার্থ গোচর হয়। ইহাতে জীবের কি সম্বন্ধ? ত্বক্, অস্থি প্রভৃতি পদার্থ প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক; কিন্তু জীব এতদতিরিক্ত পদার্থ, ইহাতে অনেক গাঢ়তর প্রমাণ আছে। দেহ-বিয়োগ হইলে ঐ সমস্ত ত্বক্, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতি পদার্থ দেহেতে অবস্থিতি করে; কিন্তু কাহার অভাবে সে সমুদয় শূন্য বোধ হয়, ইহা বিচার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। চক্ষু শীতল হইয়া পুত্তলিকার চক্ষুর ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, হস্তপদাদি স্পন্দহীন হইয়া থাকে, বন্ধুবান্ধবগণ হা-হুতাশ করত রোদন করিতে থাকে; কিন্তু বিযুক্ত দেহ আর কাহাকেও উত্তর দেয় না! আহা! এ বিষয়টি কতই গম্ভীর!! যে দেহ আপনার বেশবিন্যাস করত কত কত রমণীগণের মন হরণ করিতেছিল, যে চক্ষু অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা গতকল্য ধ্রুবতারা ও অরুন্ধতীর দূরতা নির্ণয় করিতেছিল, যে কর্ণ নানাবিধ মধুর স্বর-সম্বলিত নিধুবাবুর টপ্পা শ্রবণ করিয়া মোহিত হইতেছিল, যে হস্ত গতকল্য খড়্গ, চর্ম্ম, বন্দুকাদি ধারণ করিয়া স্বদেশরক্ষা এবং শত্রুদলন করিতেছিল, যে পদ কএক দিবস হইল কাশীক্ষেত্র ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল, সে সমুদয় অদ্য কুক্কুর ও শৃগালাদির মহোৎসবের উপকরণ হইয়াছে। এই সমুদয় বিচার পূর্ব্বক কোন্ মহাজন না আত্ম চিন্তায় ব্যস্ত হন? পাষণ্ডগণেরাও ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য-বিস্তারক বাক্য-সকল কহিতে থাকে; কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকায় অতি শীঘ্রই ভুলিয়া যায়।

এই ত্বগাদি সপ্ত আবরণবিশিষ্ট দেহই যে জীব-পদ-বাচ্য, এমত হইতে পারে না। জীব স্বয়ং আত্মতত্ত্ব এবং জীবাত্মা নামে বিখ্যাত। প্রাকৃত পদার্থের সহিত জীবের যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ, তাহা কদাপি নিত্য নহে। প্রাকৃত পদার্থে যে-সকল 'রস' প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ। প্রাকৃত কোন পদার্থ হইতেই জীবের নিত্যানন্দ লাভ হইতে পারে না। প্রাকৃত পদার্থই স্বয়ং জড় ও দেহের উৎপাদক। কিন্তু জীবাত্মা দেহ হইতে বিলক্ষণ। জীবাত্মা সর্বদা স্বভাবতঃ কোন এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডানন্দের লালসা করিয়া থাকে। প্রাকৃত পদার্থে ঐ আনন্দের কোন আভাসমাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বরং ভৌতিকদেহে আবদ্ধ হইয়া জীবের অনেক প্রকার অকল্যাণ হইয়াছে। জীব প্রকৃতির অধীন হইয়া নিজ স্বাধীনতা-সুখকে অনুভব করিতে অশক্ত। ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি ছয়টি আপৎ সর্বদা জীবকে যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। ভৌতিক পদার্থের মধ্যে জীবের প্রবেশকে 'বদ্ধভাব' কহা যায়। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী ব্যক্তিগণই এই প্রকার অবস্থা-প্রাপ্ত জীবগণকে 'বদ্ধজীব' কহেন। ফলতঃ তাঁহারা কোন কোন মুক্ত জীবেরও আভাস প্রাপ্ত হন।

ভৌতিক পদার্থে জীব যখন আবদ্ধ হইয়া সুখান্বেষণ করিতে থাকেন, তখন মায়া-প্রকৃতিস্থ প্রবৃত্তি-সুখ তাঁহাকে আতিথ্যে বরণ করিয়া মোহিত করিয়া রাখে। এই অবস্থাস্থিত পুরুষেরা সাংসারিক পদার্থ-সুখ, কল্পিত ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব প্রভৃতি পদের আশা করিয়া চিরকাল দুঃখের পর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। জীব মনে করেন যে, উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা ও নানাবিধ উপকরণ ও সুন্দরী স্ত্রী, বালকাদি ও রেলরোড্, বার্ত্তাবহ ও সুনিয়মিত রাজ্যশাসন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্ক্রিয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। আহা! কি কঠিন ভ্রম! যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া-দ্বারা ও সমস্ত রাজ-নিয়মের অনুষ্ঠানে তাঁহার ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত দেহান্তর না হইত, তবে অবশ্যই তাঁহার কিয়ৎ পরিমাণে জয় স্বীকার করা যাইত। নাস্তিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এবং ভক্তিহীন তার্কিকেরা এই সংসারের উন্নতির দ্বারা জীবের পরমায়ু বৃদ্ধি ও অনন্ত উন্নতির কল্পনা করেন। আহা! তাঁহাদের ভ্রম কি গাঢ়তর! অতিশয় প্রাচীন-কাল হইতে ভৌতিক বিজ্ঞান-সকলের অনেকানেক উন্নতি হইতেছে। গ্রীসদেশে থেলিস নামক পণ্ডিত যখন জল হইতে সমুদয় পদার্থের উৎপত্তি-বিষয়ক তত্ত্ববিদ্যা প্রকাশ করেন, তখন মনুষ্যমণ্ডলী বিজ্ঞানের দ্বারা বহুবিধ আশা করিয়াছিল। বেকন, নিউটন, লামার্ক, গোয়েটী প্রভৃতি অনেকানেক নবীন তত্ত্ববাদী বহুবিধ চিন্তামণির প্রকাশ করিয়াও জীবের কোন প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। চৌম্বকবিজ্ঞান, রেলরোড্, বন্দুক ও অনেকানেক শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা মানবজাতির সংসার-সুখের কি বৃদ্ধি হইয়াছে? আমাদের এরূপ যুক্তিতে নবীন-সম্প্রদায়ের সন্তোষ হইবে না, যেহেতু তাঁহারা বাল্যকাল হইতে এতদ্বিষয়ে কুসংস্কারের দাস হইয়া রহিয়াছেন। রেলরোড্ ও জাহাজ প্রভৃতির দ্বারা যে অনেক প্রকার বাণিজ্যাদি প্রভৃতি সাংসারিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেহেতু সম্প্রতি দেশের পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাঁহারা বাল্যকাল হইতে তাহাই শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার করিলে তদ্দ্বারা যেমত কতকগুলি সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমত অনেক দুঃখেরও উদয় হইয়াছে। 'স্বল্পে সন্তোষ' একথাটীও বর্ত্তমান কালের অভিধানে পাওয়া যায় না; পৌরাণিকরূপে কথিত হইয়া থাকে। সন্তোষের লাঘব হওয়া কে না স্বীকার করিবেন? সন্তোষই জীবের অমূল্য রত্ন। আশার অবধি নাই। আশামত্ত হস্তীর ন্যায় ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াও নিবৃত্তি হয় না। আশাই জীবের প্রধান শত্রু। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির আধুনিক ইতিহাস এবং দুর্য্যোধন-রাবণাদির পৌরাণিক বৃত্তান্ত যাঁহার দ্বারা আলোচিত হয়, তাঁহার আর আশার আশা থাকে না। সম্প্রতি যে সন্তোষের অভাবে আশার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে দেখা যায়, এস্থলে প্রবৃত্তি-মার্গাবলম্বী পুরুষদিগের যে উন্নতির ভাব, তাহা নিকৃষ্ট ইহাতে সংশয় নাই; আশা যে অনর্থকর, তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে;—

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সংচ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা॥

ভাঃ ১১।৮।৪৪

যদিও পদার্থ-বিদ্যার অকর্ম্মণ্যতা আমরা স্থাপন করি না, তথাপি তদ্বিদ্যার উন্নতির দ্বারা জীবের কি সাক্ষাৎ লাভ হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গম্ভীর বিচারকেরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণি প্রদেশস্থ এক মহাপুরুষ অনেকানেক তত্ত্ববিদ্যার আবিষ্ক্রিয়া করত আপনাকে অনেক বিধির বিধাতা জ্ঞান করিয়া একদিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহার পুস্তকাগারে উপবেশন করত কহিলেন,—"হায় আমি সমস্ত পদার্থ-বিদ্যায় নূতন সত্যের আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছি, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু আমি ফলতঃ কি শিক্ষা করিয়াছি? সামান্য মূর্খের সহিত আমার কি বিশেষ ভেদ আছে?" তখন তিনি অনেক আলোচনা পূর্ব্বক কহিলেন,—"আমার বিশাল জ্ঞান হইয়াছে, যেহেতু আমি অদ্য জানিতে পারিলাম যে, কোন একটিও স্বরূপসত্য আমি জানি না।" এই বৃত্তান্তটি "ফষ্ট" নামক একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সুইডেনবর্গ নামক একজন মহাপুরুষও এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। নবীন সম্প্রদায়ের

বিদেশীয় গ্রন্থে ও পাণ্ডিত্যে অধিক আস্থা, এজন্য এস্থলে আমি বিজাতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলাম। আমাদের স্বদেশীয় শাস্ত্রে এই সমস্ত বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। একটিমাত্র প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বিতীয়ে, শুকবাক্য—

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এষ পন্থা যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।
পরিভ্রমংস্তত্র ন বিন্দতেঽর্থান্ মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ॥

স্বামিকৃত-টীকা চ শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ পন্থাঃ কর্ম্মফলবোধনপ্রকারঃ। কোঽসৌ? অপার্থৈরর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সাধকস্য ধীর্ধ্যায়তি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি যৎ। অপার্থত্বমেবাহ তত্র মায়াময়ে পথি সুখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিভ্রমন্নর্থান্ন বিন্দতি, তত্তল্লোকং প্রাপ্তোঽপি নিরবদ্যং সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ।

কিন্তু 'জীবের নিত্য সুখ কি?' এ বিষয়ে বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে, **স্বাধীনতাই জীবের নিত্য সুখ।** প্রকৃতির অধীনতা-প্রযুক্ত জীবের দুঃখের উদয় হইয়াছে। এই মায়া-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া জীবের স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তির নাম মুক্তি। ইহাকে নিবৃত্তি-সুখ কহা যায়। প্রবৃত্তি-মার্গস্থিত পুরুষদিগের কর্ম্মের ফলও লঙ্ঘনীয় নহে; অতএব প্রবৃত্ত পুরুষের মায়া হইতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। প্রবৃত্তিমার্গের উন্নতিই তন্মার্গস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য। কোন কার্য্যে বিপরীত ফল হয় না; সজাতীয় ফলই ঘটিয়া থাকে। অতএব **প্রবৃত্তি কদাচ নিবৃত্তি প্রসব করিতে শক্ত হয় না।** তবে যদি ভাগ্যক্রমে কোন প্রবৃত্ত পুরুষের প্রবৃত্তির প্রতি অপ্রবৃত্তি জন্মে, তবে তাহার শুভফল লাভ হয়। এই প্রকারে অনেক পুরুষ মায়ামুক্ত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীনামই 'কলিভয়নাশন'

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার শ্রীসঞ্জয়োক্তির সর্ব্বশেষ শ্লোকে (গীঃ ১৮।৭৮) উক্ত হইয়াছে—"যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ এবং যেখানে সেই কৃষ্ণের আনুগত্যে গাণ্ডীবধম্বা পার্থের গাণ্ডীবধারণ, সেখানেই শ্রী (রাজলক্ষ্মী), বিজয় (শত্রুপরিভবহেতুক পরমোৎকর্ষ), ভূতি (সমৃদ্ধি, রাজলক্ষ্মীর উত্তরোত্তরা বিবৃদ্ধি) ও নীতি অর্থাৎ ন্যায়প্রবৃত্তি ধ্রুবা অর্থাৎ স্থিরা, ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য।" রাজনীতি যতই 'কূট' অর্থাৎ দুর্ব্বোধ, জটিল বা গূঢ়ার্থবোধক হউক, তাহাতে ভগবদানুগত্য না থাকিলে তাহা কখনই উক্ত শ্রী, বিজয়, ভূতি ও নীতি সমৃদ্ধা হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় (গীঃ ৪।৭-৮ শ্লোকে) কহিয়াছেন —"যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনই আমি স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন ও সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন করি।" [কলিযুগে লীলাবতার নাই বলিয়া তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হইয়া থাকে (ভাঃ ৭।৯।৩৮ দ্রষ্টব্য)। তবে প্রতিযুগে যুগাবতার আছেনই, কিন্তু এই বিশেষ কলিতে রাগমার্গভূত ব্রজপ্রেমরসনির্য্যাস নিজে আস্বাদন করিয়া সেই অনর্পিতচর উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পৎ আপামরে বিতরণরূপ মহাবদান্যলীলাপ্রকটনার্থ স্বয়ংরূপ অবতারী শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হওয়ায় ভূভারহরণকারী যুগাবতারাদি তাঁহাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন। নামকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন তাঁহার (অবতারী স্বয়ং ভগবানের) নিজকার্য্য না হইলেও যেকালে পূর্ণ ভগবান্ কোন গূঢ় কারণবশতঃ স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা করিলেন, ঘটনাক্রমে সেই সময়ে যুগধর্ম্মকালও আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গূঢ় অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এবং যুগধর্ম্ম প্রচাররূপ বাহ্য প্রয়োজন—এই দুই মিলিত হেতুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া ব্রজপ্রেম ও নামসংকীর্ত্তন ভক্তগণসহ আস্বাদন করিয়াছেন। বিধিভক্তি প্রচারার্থ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হন, কিন্তু 'বিধি ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি', এইজন্য রাগভক্তিপ্রচারার্থ কৃষ্ণ গৌররূপে অবতীর্ণ হন।—(শ্রী চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ অঃ দ্রষ্টব্য)]

রাজশক্তি শ্রীভগবানের অংশবৈভব হওয়ায় রাজারও রাজরাজেশ্বর শ্রীভগবদানুগত্যে উক্ত দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন ও সদ্ধর্ম্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষণ—এই তিনটি কার্য্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন শ্রীভগবানের কার্য্য, রাজা শ্রীভগবৎ প্রবর্ত্তিত সেই ধর্ম্মে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রজাবর্গকে তদনুবর্ত্তী করানই তাঁহার (রাজার) প্রজাপালনরূপ ভগবৎকৈঙ্কর্য্য। সেই কৈঙ্কর্য্য না থাকিলে রাজা বিপথগামী হইয়া প্রজাগণকেও বিপথে চালিত করিবেন। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" ও "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"- ইহাই শ্রীভগবানের সর্ব্বগুহ্যতম চরম উপদেশ এবং ইহাই তৎ-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত পরম ধর্ম্ম। রামায়ণ-মহাভারতাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, পূর্ব্বে মন্ত্রিগণের কার্য্য ছিল এই ধর্ম্ম-মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান। কারণ তাঁহারা জানিতেন—ধর্ম্মহীন মানব পশুর ন্যায় হিতাহিত বিবেকরহিত হইয়া যায়, পাপপুণ্যের ভয়শূন্য হইয়া অতি বিগর্হিত নরহত্যাদি পাপকর্ম্মেও নিঃসঙ্কোচে লিপ্ত হইয়া পড়ে।

মৃত্যুর হস্তের ক্রীড়নকস্বরূপ বিজিগীষু মানবগণের সসাগরা ধরিত্রীকে জয় করিবার দুরাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া পৃথিবী আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। কত কত রাজা মহারাজা সদর্পে পৃথিবীর উপর কতই না আধিপত্য স্থাপন করিবার ধৃষ্টতা করিয়া কএকদিন পরে কে কোথায় বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন! অতি তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী রাজ্য, কোষ, সৈন্যবল, ঐহিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ ও তৎসংবর্দ্ধনার্থ মানুষ কতই না প্রাণপণ প্রয়াস করিতে চাহে, তজ্জন্য পিতা-পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিবাদরত হইয়া স্বীয় তুচ্ছ অপস্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদের বহু মূল্য প্রাণ পর্য্যন্তও বিনাশ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও পশ্চাৎপদ হয় না; কিন্তু হায়, অতি কষ্টে বহু লোকের প্রাণ বিনিময়ে যদিই বা সেই কাঙ্ক্ষণীয় সম্পৎ লভ্য হয়, তাহা কতক্ষণের জন্য সে ভোগ করিতে পারিবে, ইহা কি মানুষের কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার্য্য বিষয় হইবে না?

শ্রীভাগবতে যুগধর্ম্মকথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—সত্যযুগে ধর্ম্ম তপঃ-শৌচ-দয়া-সত্য এই চতুষ্পাদযুক্ত ছিল। [প্রথমস্কন্ধে ১৭শ অঃ ২৪শ শ্লোকে ধর্ম্মকে তপঃ শৌচ দয়া সত্য ও দ্বাদশস্কন্ধে ৩।১৮ শ্লোকে সত্য দয়া তপো দান—এই চতুষ্পাদযুক্ত বলা হইয়াছে। 'দান' শৌচার্থে ব্যবহৃত বলিয়া উভয়ত্র একই অর্থ।] দ্বাদশস্কন্ধে বলা হইয়াছে ত্রেতায় অধর্ম্মাংশ দ্বারা ক্রমশঃ ধর্ম্মের ঐ পাদচতুষ্টয়ের চতুর্থাংশ ক্ষীণ হইয়া পড়িল। দ্বাপরে উহার অর্দ্ধাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। কলিতে ঐ ধর্ম্মপাদ-সমূহের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট আছে. তাহাও ক্রমবর্দ্ধমান অধর্ম্মাচরণহেতু ক্ষীয়মাণ হইতে হইতে কলির শেষভাগে একেবারেই বিলুপ্ত হইবে। প্রথমস্কন্ধে ১৭শ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বৃষরূপী ধর্ম্মের তপঃ শৌচ দয়া ও সত্য এই পাদচতুষ্টয়ের মধ্যে তপঃ শৌচ ও দয়া নামক এই তিনটি পাদ ক্রমশঃ অধর্ম্মাংশ দ্বারা ভগ্ন হইয়া কলিতে ধর্ম্ম 'সত্য' নামক এক পদে দণ্ডায়মান (অর্থাৎ সত্যে তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য; ত্রেতায় শৌচ, দয়া ও সত্য; দ্বাপরে দয়া ও সত্য; কলিতে একমাত্র সত্য), তাহাও কলি ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে! "অধর্ম্ম মিথ্যা প্রবল হওয়ায় কলি সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ধর্ম্মের শেষ পদটীও আক্রমণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। নানাপ্রকার মিথ্যা সত্যের স্থান অধিকার করিয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া জানাইতেছে!" (শ্রীল প্রভুপাদ)। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"স্ময়েন তপঃ, সঙ্গেন শৌচং, মদেন দয়া, অনৃতেন সত্যং, ইত্যেবং চতুর্থোঽংশো হীয়তে। দ্বাপরে ত্বর্দ্ধম্। কলৌ চতুর্থোঽংশোঽবশিষ্যতে; সোঽপি অন্তে নঙ্ক্ষ্যতীতি।" (ভাঃ ১।১৭।২৫ টীঃ) অর্থাৎ দ্বাদশস্কন্ধ মতে সত্যযুগের সম্পূর্ণ চতুষ্পাদ্ধর্ম্ম যে অধর্ম্মপ্রভাবে চতুর্থ অংশ করিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে বলা হইয়াছে, তাহা এইরূপ—স্ময় অর্থাৎ গর্ব্বোদয়ে 'তপস্যা' কমিয়া যাইতেছে; সঙ্গ-দোষে 'শৌচ'; আভিজাত্য অর্থাৎ উচ্চকুলে জন্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং রূপাদিজনিত মদ (ভাঃ ১।৮।২৬) অর্থাৎ অহঙ্কারোন্মত্ততা-হেতু 'দয়া' এবং মিথ্যাশ্রয় হেতু 'সত্য'-নিষ্ঠা লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত হইয়াছে—কলির প্রাবল্যে মানুষ লুব্ধ, দুরাচার, শুষ্ককলহশীল, দুর্ভাগ্যযুক্ত, অত্যন্ত বিষয়তৃষ্ণাতুর ও শূদ্র-কৈবর্ত্ত-প্রাধান্যযুক্ত হইবে; তমোগুণ-প্রধান হইয়া প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদ, শোক, মোহ, ভয়, দৈন্য প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইবে; মন্দমতি, মন্দভাগ্য, ভূরিভোজী, কামুক, দরিদ্র হইবে; স্ত্রীগণ স্বেচ্ছাচারিণী ও অসতী হইবে; জনপদসমূহ দস্যুবহুল হইবে; বেদরাশি পাষণ্ডদূষিত হইবে অর্থাৎ নাস্তিকাদি পাষণ্ডগণ বেদের অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইবে; **রাজগণ প্রজাভক্ষক** এবং **বিপ্রগণ শিশ্নোদর-পরায়ণ হইবে;** ব্রহ্মচারিগণ বিহিতাচারশূন্য ও শৌচশূন্য, গৃহস্থগণ ভিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে নিজেরাই ভিক্ষাটনপর, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মিগণ বনবাস ছাড়িয়া গ্রামবাসী এবং সন্ন্যাসিগণ অতীব অর্থলোলুপ হইবে; স্ত্রীজাতি ক্ষুদ্রকায়া, প্রভূত-ভোজনশীলা, বহু সন্তানযুক্তা, নির্লজ্জা, নিরন্তর কটুভাষিণী, চৌর্য্য, কপটতা ও বহু সাহসযুক্তা হইবে; ক্ষুদ্র অর্থাৎ মন্দবুদ্ধি বা অল্পধন বণিগ্‌গণ অধর্ম্মপরায়ণ ও কপটভাব-যুক্ত হইয়া ক্রয়-বিক্রয়াদি করিবে; মানবগণ আপৎকাল ব্যতীত অন্য সময়েও নিন্দিত বৃত্তিকেই উত্তম মনে করিবে; ভৃত্যগণ প্রভু সর্ব্বগুণযুক্ত হইয়াও দরিদ্র হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবে; প্রভুগণও বংশ-পরম্পরাগত ভৃত্যকে বিপন্ন অর্থাৎ রোগাদি বশতঃ কার্য্যাক্ষম দেখিলে কিম্বা ধেনুগণ দুগ্ধহীনা হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবেন; মানবগণ কলিযুগে পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ ও জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া 'সৌরত সৌহৃদ' অর্থাৎ সুরতনিমিত্তক-সৌহৃদ্যযুক্ত হইয়া শ্যালক শ্যালিকাগণের সহিত মন্ত্রণাশীল ও স্ত্রৈণ হইবে; শূদ্রগণ তপোবেষোপজীবী অর্থাৎ তপস্যা ও দণ্ডাদি বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ অর্থাৎ দান গ্রহণশীল হইবে এবং ধর্ম্ম-তত্ত্বানভিজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার পূর্ব্বক ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবে; কলিযুগে ভূতল অন্নহীন হইলে প্রজাগণ অনাবৃষ্টি (উপলক্ষণে অতিবৃষ্টি)-ভয়াতুর, নিরন্তর উদ্বিগ্ন-চিত্ত, দুর্ভিক্ষ-রাজকর প্রপীড়িত, বসন-ভূষণ-অন্ন-পান-শয্যা-মৈথুন স্নানবর্জ্জিত এবং পিশাচসদৃশ হইবে; কলিযুগে মানবগণ বিংশতি বরাটিকা অর্থাৎ মাত্র কুড়িকড়া কড়ির জন্য সুহৃদ্‌ভাব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিবাদপ্রবৃত্ত হইয়া, পরস্পরে কলহ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নিজপ্রাণ পরিত্যাগ এবং সুহৃদ্‌গণকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিবে; শিশ্নোদর-তর্পণরত ক্ষুদ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ বৃদ্ধ পিতামাতা, সৎকুলজাতা ভার্য্যা এবং স্বীয় পুত্রগণকেও পালন করিবে না; কলিযুগে মানবগণ প্রায়ই পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বিকৃতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মা-শিবাদি ত্রিলোকনাথবন্দিত জগতের পরমগুরু ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা করিবে না।"

শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩ অধ্যায়ে কলিযুগে অধর্ম্মপ্রভাব বৃদ্ধি পাইয়া ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম কিরূপ বিপন্ন হইবে, তাহার একটি ভাবী দিগ্‌দর্শন উল্লিখিত প্রকারে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উহা অক্ষরে অক্ষরেই মিলিয়া যাইতেছে। আবার অতঃপরও 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি!'

কিন্তু শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া বড় ভরসার কথাও বলিতেছেন—কলি এইরূপ নানা দোষের আকর হইলেও ভগবান্ শ্রীহরি চিন্তা-দ্বারা হৃদয়স্থ হইলেই তিনি জীবমাত্রেরই কলিকৃত দ্রব্য-দেশাত্ম-সম্ভূত যাবতীয় দোষ নিঃশেষে হরণ করিয়া থাকেন। ম্রিয়মাণ আতুর ব্যক্তি শয্যাশায়ী শিথিলেন্দ্রিয় হইয়াও স্খলিত কণ্ঠস্বরে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে সে সকল কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হইয়া পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে। করুণাময় শ্রীহরি শ্রুত, সঙ্কীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত অথবা একটু আদৃত হইয়াও অর্থাৎ সামান্য একটু সূত্র পাইলেই জীবের অযুতজন্মের অশুভ দূর করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি হৃদিস্থ হইলে অর্থাৎ তাঁহার স্মরণ-প্রভাবে অন্তরাত্মা যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ করে, দেবতারাধনা, তপস্যা, প্রাণায়াম, সর্ব্বভূতহিতৈষিতা, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান এবং জপাদি দ্বারাও কখনও তাদৃশী বিশুদ্ধি লাভ হয় না। সুতরাং হে মহারাজ, সর্ব্বতোভাবে সেই ভগবান্‌কে অনুক্ষণ স্মরণ কর, এইরূপ অনুধ্যান-প্রভাবে মৃত্যুকালেও তদ্‌ধ্যানে সাবহিত হইয়া পরমাগতি লাভ করিবে। ম্রিয়মাণ ব্যক্তির পক্ষে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অভিধ্যানই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু তাদৃশ ধ্যান-ফলে শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে তাঁহার স্বরূপানুভব পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। মহোদার তাঁহার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নহে।

"কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥"

ভাঃ ১২।৩। ৫১-৫২

[অর্থাৎ হে রাজন্, সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের ইহাই একমাত্র মহাগুণ যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনহেতুই মুক্তসঙ্গ হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে তদীয় অর্চ্চন-নিবন্ধন যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন হইতেই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।"]

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন—

"কলিকুক্কুরকদন যদি চাও হে।
কলিযুগপাবন, কলিভয় নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও হে॥"

দেবর্ষি নারদও ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"
"যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ"

শ্রীকরভাজন ঋষি-বাক্য

কলিযুগধর্ম্ম এই নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞাশ্রয় ব্যতীত কলিকলুষ হইতে নিষ্কৃতি লাভের দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। ইহাই নারদাদি মহাজনানুমোদিত সমীচীন ব্যবস্থা। সুতরাং 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।'

অবশ্য শ্রীনামভজনের সাক্ষাৎফল কৃষ্ণপ্রেম লাভ, আনুষঙ্গিক ফলক্রমেই কলিভয়াদি নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী-সভায় প্রদত্ত শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রাবলী

(৪৮৪ শ্রীগৌরাব্দ)

১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

কাঁথিনগরবাস্তব্যো মেদিনীপুরমণ্ডলে।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়ামাগ্রহী সুজনঃ সুধীঃ॥
যতীন্দ্রনাথমিশ্রাখ্যো জনপ্রিয়শ্চিকিৎসকঃ।
যঃ কাঁথিমঠনির্ম্মাণে প্রধানং পৃষ্ঠপোষকঃ॥
উপাধি'**র্ভক্তিরত্ন**'স্তু দীয়তে তস্য সাদরং।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
যমগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

২। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

মেদিনীপুরবাস্তব্যো বি, এল্ ইত্যুপনামকঃ।
মণীন্দ্রনাথবাক্কীলঃ চতুর্দ্ধিরিণসংযুতঃ॥
বিদ্যানুশীলনোৎসাহী সুবক্তা মঠসেবকঃ।
গৃহস্থস্যাপি সদ্‌দৃষ্টির্যস্যাস্তি মঠচালনে॥
'**বিদ্যাভূষণ**' ইত্যেতদুপাধির্দীয়তে মুদা।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥
পক্ষগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৩। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

শ্রীসুদর্শনদাসাধিকারী ভক্তো গৃহাশ্রমী।
যস্য নিষ্ঠাবতো বাসঃ পাঞ্জাবস্থ জলন্ধরে॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংকীর্ত্তনপ্রচারিণী।
ভবেদ্ যস্য প্রয়াসেন সভা চ প্রতিবৎসরম্॥

চণ্ডীগড়পুরে চৈব শ্রীমঠস্থাপনোৎসুকঃ।
কায়েন মনসা বাচা গুরুসেবাপরায়ণঃ॥

তস্মৈ স্নিগ্ধায় ভক্তায় দীয়তে **'ভক্তিসুন্দরঃ'**।
উপাধির্ভগবদ্ভক্তৈর্গৌরবাণী-প্রচারকৈঃ॥

পক্ষগ্রহাহিচন্দ্রদৃঙ্মিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৪। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

অস্তি বৃন্দাবনে রম্যে বিনোদবাণীসংজ্ঞকঃ।
শ্রীগৌড়ীয়মঠঃ কশ্চিৎ সজ্জন-পরিসেবিতঃ॥

ননীগোপাল ইত্যাখ্য স্তস্মৈকনিষ্ঠসেবকঃ।
অক্লান্তশ্রমশীলোযঃ বনচারী মঠাশ্রিতঃ॥

শ্রীমদ্গিরিমহারাজঃ প্রাসুস্থাভিনয়োযদা।
চিকিৎসামন্দিরে তস্য চিরসেবাপরায়ণঃ॥

উপাধি**'ভক্তিরত্ন'**স্তু দীয়তে ধৈর্য্যশালিনে।
শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসংসৎসভ্যমণ্ডলৈর্মুদা॥

যমগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৫। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

শ্রীমন্মদনগোপালো গুরুসেবাপরায়ণঃ।
আবাল্যান্মঠবাসী যো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ॥

দক্ষশ্চালোকসজ্জায়াং তথা মৃদঙ্গবাদনে।
কুশলী পাককার্য্যে চ সদা বিশ্বাসভাজনম্॥

'সেবাপ্রাণ' ইত্যুপাধির্দীয়তে তস্য সাদরং।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥

যমগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৬। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

কামরূপেঽসমে দেশে 'হাউলী' নগরে বরে।
গৃহস্থভক্তনিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণবানাং সুসেবকঃ॥

শ্রীরামেশ্বরদাসাধিকারী ভক্তজনপ্রিয়ঃ।
হরিকথাপ্রচারে শ্রীগুরুদেবসহায়কঃ॥

সরভোগমঠে তিষ্ঠন্ য আসীত্তস্য রক্ষকঃ।
অধুনা মঠবাসেচ্ছুস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবঃ॥

মঠে গোয়ালপাড়াস্থে রতো বিগ্রহসেবনে।
উপাধির্দীয়তে তস্মৈ **'ভক্তিবান্ধব'**ইত্যতঃ॥

পক্ষগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৭। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

পরেশচন্দ্ররায়াখ্যঃ কলিকাতানিবাসী যঃ।
যস্য চার্থানুকূল্যেন বৃন্দাবনমঠস্থিতম্॥

অতিথিভবনং রম্যং নির্ম্মিতং চাতিবিস্তরং।
যশড়ায়াং জগন্নাথ-স্নানবেদী চ নির্ম্মিতা॥

যেনার্থং ব্যয়িতং ভূরির্নবদ্বীপ-পরিক্রমে।
নিপুণো গৃহনির্ম্মাণে নানা সেবনকর্ম্মণি॥

শ্রদ্ধাবতে সুস্নিগ্ধায় তস্মৈ মধুরভাষিণে।
'ভক্তিভূষণঃ' সংজ্ঞা তু দীয়তে সদ্ভিরাদৃতম্॥

পক্ষগ্রহাহিচন্দ্রদৃঙ্‌মিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৮। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

অসমদেশগোয়ালপাড়ানাম্নি চ মণ্ডলে।
বল্‌বলাসুন্দরপুরনিবাসী সজ্জনপ্রিয়ঃ॥

ভূম্যর্থ-গৃহদাতা চ তত্রত্য মঠনির্ম্মিতে।
সজ্জনো বৈষ্ণবশ্রদ্ধ আশিষাং ভাজনং গুরোঃ॥

শরৎকুমার নাথায় তস্মৈ দীয়ত আদৃতং।
'ভক্তবন্ধু'রিতি খ্যাতিঃ শ্রীধামস্থিতসজ্জনৈঃ॥

পক্ষগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৯। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

পঞ্জাবস্থিতজাতীয়াধিকোষমুখ্যচালকঃ।
সীতারামমহীন্দ্রাখ্যঃ শ্রদ্ধালুঃ সাধু-বৈষ্ণবে॥

পরকল্যাণকামো যঃ স্নিগ্ধপ্রকৃতিসজ্জনঃ।
গৃহস্থোদারচেতাশ্চ মঠসেবাবিধায়কঃ॥

চকার ভূরিশঃ সেবাং কলিকাতামঠস্য চ।
স কর্ম্মব্যপদেশেন যদাসীন্নগরে বরে॥

মোদেন দীয়তে তস্মা উপাধিঃ **'সজ্জনসুহৃৎ'**।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥

যমগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১০। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্।

দেরাদুনাধিবাসী যঃ কার্ষ্ণ্যসেবাপরায়ণঃ।
ভক্ত**শ্রীপ্রেমদাসাধিকারী** স্নিগ্ধগৃহাশ্রমী॥

গৌরবাণীপ্রচারে চ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনে।
উৎসাহী বিমলশ্রদ্ধো ভক্তিনিষ্ঠাসমন্বিতঃ॥

'ভক্তিভূষণ'ইত্যাখ্যা দীয়তে পরয়া মুদা।
গৌরবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ সভ্যমণ্ডলৈঃ॥

পক্ষগ্রহাহিচন্দ্রদৃঙ্‌মিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

১১। শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রোবিজয়তেতমাম্।
শ্রীশ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্ ।

গৌহাটীনগরে যস্য বাসো যঃ স্নিগ্ধসেবকঃ।
বিবিধেন প্রকারেণ মঠসেবাং করোতি যঃ॥
শ্রীঅতীন্দ্রিয়দাসাখ্যো যো বিদ্বান্‌শুদ্ধভক্তিমান্।
'ভক্তিকমল'ইত্যাখ্যা দীয়তে তস্য সজ্জনৈঃ॥
পক্ষগ্রহবসুব্রহ্মমিতেঽব্দে শকসংজ্ঞকে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াঞ্চ গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীবন্যা

জালন্ধরে শ্রীহিন্দ্‌পাল-ভবনে

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবৃন্দামন্দিরাদি দর্শনানন্তর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব সঙ্গী ভক্তগণসহ হিন্দ্‌পালজীর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মধ্যাহ্নে শ্রীকালিয়াবাবুর মোটরে শ্রীকৃপারাম নামক জনৈক শিষ্য ভক্তের বাসভবনে গমন করেন। এই ভক্তবর বিশেষ অনুনয়বিনয় সহকারে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবকে তাঁহার গৃহে মধ্যাহ্নে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করেন। পাকাদি ক্রিয়া এবং ভোগরাগাদি অবশ্য দীক্ষিত মঠ-সেবকগণ-দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। ভদ্রলোক পোষ্ট মাষ্টার, গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টারে থাকেন। ৩ ছেলে, ৩ মেয়ে, মেয়েদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ছেলেরা উচ্চশিক্ষিত, বিদেশে থাকেন। পূজ্যপাদ মহারাজ "নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্। ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা॥" (ভাঃ ১০।৫।২৫) [অর্থাৎ "নদীর তরঙ্গসমূহে পরিচালিত তৃণকাষ্ঠাদির যেরূপ একত্র মিলন দুর্ল্লভ, সেইরূপ বিচিত্র অদৃষ্ট সম্পন্ন বান্ধবগণেরও প্রিয়জনের সহিত একত্র অবস্থান সম্ভবপর হয় না।"] ইত্যাদি শ্লোকাবলম্বনে কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। কৃপারাম বাবু শ্রীভগবানের ভোগের জন্য বহু পদ-বৈচিত্র্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীহিন্দ্‌পালজী ও আরও অনেক গৃহস্থভক্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সকলেই প্রসাদ সম্মান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব সস্ত্রীক কৃপারাম বাবুর আন্তরিক সেবা-প্রাণতায় তুষ্ট হইয়া শ্রীহিন্দ্‌পালজীর মোটরে তদ্‌গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ ২৭।৪ রাত্রে হিন্দ্‌পাল-ভবনে দ্বিতীয় দিবসীয় সভার অধিবেশন হয়। প্রারম্ভিক কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে শ্রীল আচার্য্যদেব গৃহস্থভক্তগণের কর্ত্তব্য-নিরূপণ প্রসঙ্গে গতকল্য যে অম্বরীষ-কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারই পরিশিষ্টাংশ—"রুদ্রাংশ ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার ভক্ত অম্বরীষপ্রতি কঠোর ব্যবহার, অম্বরীষের অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা, ভক্তরক্ষা-ব্রতধারী শ্রীবিষ্ণুচক্র সুদর্শনের দুর্ব্বাসার পশ্চাদ্ধাবন, ব্রহ্মলোক শিবলোক হইয়া শরণার্থী দুর্ব্বাসার বিষ্ণুলোকে গমন, শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে চক্রাক্রমণ হইতে পরিত্রাণ প্রার্থনা, ভক্তপ্রেমাধীন শ্রীভগবানের ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন মূলে ভক্তচরণে শরণাগতিশিক্ষাদান, তদনুসরণে দুর্ব্বাসার ভক্ত অম্বরীষের শরণ গ্রহণ, দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ ভক্ত অম্বরীষের সুদর্শনস্তুতি, দুর্ব্বাসার সুদর্শন কৃপালাভ, সম্বৎসর উপবাসী অম্বরীষের ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসাকে ভোজন

করাইবার পর অন্নগ্রহণাদি" কথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তকৃপা ব্যতীত ভক্তবৎসল ভগবানের কৃপা পাওয়া যায় না, ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী, কুলিনগ্রামী ভক্ত শ্রীসত্যরাজ খানের 'গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে পরিপ্রশ্নের উত্তর দান প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা ও নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনই গৃহস্থ বৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ)। সুতরাং শুদ্ধনামাশ্রিত বৈষ্ণবানুগত্যে ভগবদ্ ভজনই কর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। তজ্জন্য সকলকেই সেই নামভজনে তৎপর হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা—তাঁহাদের প্রসন্নতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পূজ্যপাদ মহারাজের ইত্যাকার সুদীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণের পর কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

২৮-৪-৭১—অদ্য গোস্বামিমতে অক্ষয় তৃতীয়া—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চন্দনযাত্রা। প্রভাতী কীর্ত্তনের পর শ্রীহিন্দ্‌পাল-ভবনে তৃতীয় দিবসীয় সভা আরম্ভ হয়। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব প্রথমে শ্রীমৎ পুরী মহারাজকে কিছু বলিতে বলেন। তিনি "সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ, রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা দ্বারা সম্প্রদায় স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা, 'সম্প্রদায়' শব্দার্থ—'গুরু-পরম্পরাগত সদুপদেশ', শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক—এই চারিটী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, চতুঃ সম্প্রদায়েই ভক্তি, ভক্ত, ভগবানের নিত্যত্ব স্বীকার, অন্যান্য সম্প্রদায়ে ভক্তিকে উপায় বলিয়া জ্ঞানকে উপেয় বলিয়া বিচার বা অন্যান্য নানা বেদবিরুদ্ধ মতের আবাহন, আমাদের একমাত্র অবিমিশ্রা ভক্তিকেই সাধন ও ভক্তিকেই সাধ্য বিচার, গীতা ১৩শ অধ্যায়ে ৭-১১ শ্লোকে জ্ঞানের যে বিংশতিলক্ষণ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১০ম শ্লোকে 'ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী' অর্থাৎ শ্রীভগবানে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তিকেই জ্ঞানের মুখ্য লক্ষণ বলা হইয়াছে; ঐ গীতা ৭ম অধ্যায়ে ১৬-১৭শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তির যখন শ্রীভগবান্ ও তদ্‌ভক্তানুগ্রহে চারি প্রকার কষায় বা দোষ [অর্থাৎ 'আর্ত্তদিগের কাম-রূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যতা বুদ্ধিরূপ কষায়' (শ্রীশ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)] দূর হয়, তখন তাঁহারা সুকৃতিমন্ত হইয়া ভক্ত্যধিকারী হন। তথাপি 'সাধন দশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে এক-ভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানিভক্তই শ্রীভগবানের বিশুদ্ধদাস এবং শ্রীভগবান্ও তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়' (ঐ শ্রীশ্রী ঠাঃ ভঃ)। 'ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' (গীঃ ২।৪৫) বলিয়া পরে ১৪।২৬ অধ্যায়ে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥' [অর্থাৎ যিনি জ্ঞানকর্ম্মাদি অমিশ্র শুদ্ধভক্তিযোগ দ্বারা শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভবে সমর্থ হন।] বাক্যে শুদ্ধভক্তিরই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সর্ব্ব-বেদবেদ্য, বেদান্তকর্ত্তা ও বেদবিদ্ (গীঃ ১৫।১৫) বলিয়া জানাইয়া সেই বেদজ্ঞ ভগবান্ই তাঁহার 'সর্ব্বগুহ্যতম পরম বাক্যে' ভক্তিকেই চরম প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া জানাইলেন। জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি বহু কথা বলিয়া 'সব ছাড়ি' শেষ আজ্ঞা বলবান্' ন্যায়ে সর্ব্বশেষে 'মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যে তচ্চরণে একান্তভাবে শরণাগতি-মূলা ভক্তিকেই জীবাত্মার চরম পরম ধর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। গীতায় 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' এবং ভাগবতে 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' প্রভৃতি বাক্যে ভক্তি ব্যতীত তাঁহাকে পাইবার অন্য দ্বিতীয় কোন উপায় বলেন নাই। 'কর্ম্ম' বিচারে 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥' (গীঃ ৩।৯) এই শ্লোকে কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষাপরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবত্তুষ্টিপর কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া হরিতোষণপর কর্ম্ম বলিতে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়াছেন। 'জ্ঞান' বিচারে "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥" (গীঃ ৭।১৯) শ্লোকে সমস্তই বাসুদেবময় বিচারে ভগবৎপ্রপত্তিমূলক

জ্ঞানকেই—সুতরাং ভক্তিকেই পরম জ্ঞান বলিয়াছেন। ভক্তিই জ্ঞানের উদর্কফল। অতঃপর "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীঃ ৬।৪৭) শ্লোকে তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্ম্মী হইতে যোগীর শ্রেষ্ঠতা বলিয়া সর্ব্বপ্রকার যোগীর মধ্যে ভক্তিযোগীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং', 'পরোক্ষবাদাঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্', 'কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে' ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক ভক্তিকেই বেদের চরম মর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন। অতঃপর তুলসী, গঙ্গা, মথুরা (অর্থাৎ তদ্রূপ বৈভব শ্রীধাম) এবং ভাগবত (ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবত)—এই তদীয় বস্তুর আরাধনা ব্যতীত তদ্ বস্তুর আরাধনা সম্পূর্ণ হয় না ইত্যাদি বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থানীয় বৃন্দা দেবীর মন্দিরে মায়াবাদী সেবকের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণব সেবক দ্বারা বৃন্দা দেবীর সেবা পরিচালনের একান্ত কর্ত্তব্যতা এবং অবৈষ্ণবমুখোদ্গীর্ণং ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন করেন। "কৃষ্ণ অঙ্গে বজ্র হানে মায়াবাদীর স্তবন"।

অতঃপর পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায়—প্রকৃত সাধু কে এবং তাঁহার লক্ষণ কি, ইহা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি বহু শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বলেন—'সৎ' বস্তুই শ্রীভগবান্, তাঁহাকেই 'পরম আশ্রয়' জ্ঞানে তদনুশীলনরত ব্যক্তিই প্রকৃত সাধু, চিত্তই বন্ধন ও মুক্তির কারণ, সাধুসঙ্গেই চিত্তের কৃষ্ণান্বেষণ বৃত্তি উন্মেষিত হয়। তিতিক্ষা, কারুণ্য প্রভৃতি গুণ সাধুর তটস্থ লক্ষণ, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তিই সাধুর স্বরূপ বা মুখ্য লক্ষণ। সেই প্রকার সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনেরই বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কেবল সফেদ (সাদা) বা ফাগুয়া (গৈরিক) কাপড়া পরিলেই সাধু হওয়া যায় না ইত্যাদি বিচার বহু যুক্তিসহ প্রদর্শন করেন। অনন্তর শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়। আমরা সাধুর লক্ষণাদি সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব কথিত কএকটি শ্লোক পরবর্ত্তি সংখ্যায় ব্যাখ্যা সহ প্রদান করিব।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে বিগত ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট শুক্রবার হইতে ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রতি বৎসরের ন্যায় যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে যোগদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং কলিকাতা নগরীর দূরবর্ত্তী অঞ্চলের বহু ভক্ত শ্রীমঠের অতিথি হন। এতদ্-ব্যতীত স্থানীয় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় শ্রীমঠে সমবেত হইয়া প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় ও নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দেন এবং ৩১ শ্রাবণ মঙ্গলবার উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, নাম সংকীর্ত্তন, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহাভিষেক ও আরাত্রিকাদি দর্শন সহযোগে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রত পালন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-যুগলের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সেবা সম্পাদন করিলে তদ্দর্শনে ভক্তগণের অত্যন্ত উল্লাস বর্দ্ধিত হয়, ভক্তগণের উচ্চ সংকীর্ত্তন ও মধ্যে মধ্যে নারীগণের জয়কারধ্বনিতে শ্রীমঠ মুখরিত হইয়া উঠে। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীবিগ্রহার্চ্চনসেবায় তন্নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণও বিভিন্নভাবে সেবার সুযোগ লাভ করিয়া পরম কৃতার্থ হন।

শ্রীকৃষ্ণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে রাত্রি এক ঘটিকার পর ভক্তবৃন্দকে ফল, মূল, মিষ্ট অনুকল্প প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

২৭ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট্ নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া লাইব্রেরী রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, যতীনদাস রোড, ডাঃ শরৎ বোস রোড, লেক রোড পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, প্রতাপাদিত্য রোড, সদানন্দ রোড, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, মনোহরপুকুর রোড ক্রমানুসারে দক্ষিণ কলিকাতার রাজপথ পরিক্রমান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর সংকীর্ত্তনে শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তনবিনোদ প্রভু নৃত্য-সহযোগে মুখ্যভাবে মূল কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের সংকীর্ত্তনোল্লাস বর্দ্ধন করেন।

শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীঅমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মপ্রাণ ডাঃ শ্রীনলিনী রঞ্জন সেনগুপ্ত, কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীপরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ যথাক্রমে সভাপতিপদে বৃত হন এবং শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় য়্যাড্‌ভোকেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব সচিব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা মুখ্যধর্ম্মাধিকরণের মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। 'মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য', 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তের জীবন', 'সাধনভক্তির ক্রম' ও 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি' যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, শ্রীসলিল কুমার হাজ্‌রা, বার-য়্যাট্‌-ল, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ ও সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বরদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সুললিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ পরিতৃপ্ত হন। আসাম প্রদেশাগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজও এই উৎসবে যোগ দেন।

বিচারপতি **শ্রীঅমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন— "এঁদের মতে আগামীকাল শ্রীজন্মাষ্টমী, আজ অধিবাস। কিন্তু কেউ কেউ আজও জন্মাষ্টমী পালন করেছেন। মধ্যরাত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জীবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন তিনি আসেন। সাধুগণের পরিত্রাণ দুষ্ট ব্যক্তিগণের বিনাশ সাধন ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন। যখন ঠিক এই প্রকার একটা অবস্থা—ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের প্রাবল্য, তখন শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হ'য়ে কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালাদি অসুরগণকে বধ করেছিলেন। মহাভারত হ'তে অনেক কথা আমরা জান্‌তে পারি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পক্ষে ছিলেন ব'লে তাঁদের জয় হ'লো। 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতির্ধ্রুবানীতির্মতির্ম্মম ॥' সুতরাং ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের মূল ঈশ্বর যে পক্ষে, সে পক্ষেরই জয় সমৃদ্ধি ন্যায় সবই লভ্য হয়।

ধর্ম্ম ও নীতির মূল্যবোধের উপর মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। উহাই প্রকৃতপক্ষে সভ্যতার মেরুদণ্ড। মহাপুরুষগণ তাঁদের জীবন দিয়ে মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে বুঝিয়ে গেছেন। আবার তাঁরা নিজেরাই কেবল অনুভব করেছেন তা' নয়। জগতের কল্যাণের

জন্যও প্রভূত চেষ্টা করে গেছেন। শুধু নিজে জান্‌লাম ও দুঃখ হ'তে নিষ্কৃতি পেলাম এটা বড় কথা নয়, মানুষকে আত্যন্তিক দুঃখের হাত হ'তে নিষ্কৃতির পথ বলে দেওয়া অনেক বড় কথা। বুদ্ধদেব জগজ্জীবের কল্যাণের জন্য অনেক দুঃখ বরণ করেছিলেন, যীশুখৃষ্টও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের বা ভারতের সঙ্কটময় অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন। অনন্ত মাধুর্য্যের আধার শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই জীবের চরম প্রাপ্য বস্তু বলে তিনি বলেছিলেন এবং উক্ত কৃষ্ণপ্রেম উচ্চনীচ সর্ব্বজীবকে দান করে সকলের উদ্ধার সাধন করেছিলেন। নিজের কল্যাণ বিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর জীবেরও কল্যাণ সাধনের জন্য যত্ন করা মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য।"

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"শারীরিক বিশেষ অসুস্থতা নিবন্ধন আমি পুনঃ আপনাদিগের মধ্যে আস্‌তে পার্‌বো ভরসা করি নাই। শ্রীভগবানের করুণায় পুনঃ আস্‌তে পেরেছি এটা আমার সৌভাগ্য। আপনাদিগকে প্রণাম জানাচ্ছি। আপনারা সৌভাগ্যবান্ বা সৌভাগ্যবতী প্রতি বৎসর ধর্ম্মসভায় যোগ দিয়ে পূজ্যপাদ মঠাধ্যক্ষ শ্রীল মাধব মহারাজের ও আদর্শচরিত্র স্বামীজীগণের শ্রীমুখে বহু মূল্যবান্ কথা শুনে থাকেন। আজকের বক্তব্যবিষয় 'মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে এঁরাই বল্‌বার অধিকারী। এঁদের কথা শুনে আমরা সেভাবে নিজের জীবনে আচরণের চেষ্টা কর্‌বো, তবেই আমাদের আসা সার্থক হবে।"

ব্যারিষ্টার শ্রীসলিলকুমার হাজরা বলেন—"জগতে যে অসংখ্য প্রাণী রয়েছে তন্মধ্যে চেতনের বিকাশ তারতম্য পরিদৃষ্ট হয়। একজন মহাপুরুষ মোটামুটিভাবে চেতনের পাঁচটী ক্রমোন্নতির স্তর দেখিয়েছেন—আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত, মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত। বৃক্ষপ্রস্তরাদি আচ্ছাদিত চেতনের দৃষ্টান্ত, তদপেক্ষা উন্নত পশুপক্ষী, কিন্তু এদের মধ্যেও চৈতন্যশক্তি সঙ্কুচিত, তদপেক্ষা আরও উন্নত মুকুলিত চেতন যা কেবলমাত্র মনুষ্যেই দৃষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে তিনটী স্তর—মুকুলিত, বিকচিত ও পূর্ণ বিকচিত। পুনঃ বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখা যাবে মুকুলিত চেতনেও তিনটা স্তর বিদ্যমান—সর্ব্ব নিম্নস্তরে বিবেকের অল্পতাহেতু মানুষ নিরীশ্বর নির্নৈতিক, তদপেক্ষা উন্নত নিরীশ্বর নৈতিক, তদপেক্ষা আরও উন্নত কল্পিত সেশ্বর নৈতিক। বস্তুতঃ পক্ষে যখন মানুষে সদসৎ বিবেচনাশক্তি এসে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় করায় অর্থাৎ যখন তিনি বাস্তব সেশ্বর নৈতিক হন, তখন হ'তে চেতনের বিশেষ বিকাশ হেতু তিনি প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হন। পরবর্ত্তী স্তরে জীবাত্মা পরমাত্মাতে ভাব প্রাপ্ত হ'লে পূর্ণ বিকচিত চেতনাবস্থায় উপনীত হন। বহু স্তর অতিক্রম করার পর ভবসমুদ্র পার হওয়ার পক্ষে সুপটু নৌকার ন্যায় এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম পেয়েও যিনি সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল কৃপা বায়ুর সহায়তায় জন্ম-মৃত্যুরূপ ভব-সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করেন না, তাঁকে অবশ্য আত্মঘাতী বল্‌তে হবে। সংসার হ'তে মুক্তি ও ভগবৎপাদপদ্ম লাভ যা' অন্য জন্মে লভ্য হয় না, তজ্জন্য যত্ন করাই মনুষ্যজন্মের কৃত্য এবং উহাই মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য খ্যাপন করে।"

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে **ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি শ্রীকৃষ্ণের রূপ কত-না কত ভাবে বর্ণনা করেছেন। সে বর্ণনার শেষ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের কএকটী শ্লোক স্মরণ করছি।

"ইত্থং বিরিঞ্চস্তুতকর্ম্মবীর্য্যঃ
প্রাদুর্ব্বভূবামৃতভূরদিত্যাম্।
চতুর্ভুজঃ শঙ্খগদাব্জচক্রঃ
পিশঙ্গবাসা নলিনায়তেক্ষণঃ॥
শ্যামাবদাতো ঝষরাজকুণ্ডল-
ত্বিষোল্লসচ্ছ্রীবদনাম্বুজঃ পুমান্
শ্রীবৎসবক্ষা বলয়াঙ্গদোল্লসৎ-
কিরীটকাঞ্চীগুণচারুনূপুরঃ॥"

—(ভাঃ ৮।১৮।১-২)

'ব্রহ্মা এই প্রকারে ভগবানের কর্ম্ম ও বীর্য্য সম্বন্ধে স্তব কর্‌লে, জন্মমৃত্যুরহিত, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,

পীতবসন, পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ শ্রীহরি অদিতির গর্ভে প্রাদুর্ভূত হলেন।

সেই পুরুষ শ্যামবর্ণ ও চিন্ময়, মকরাকৃতি কুণ্ডলযুগলের কান্তি দ্বারা তাঁর বদনকমলে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয়েছিল এবং বক্ষোদেশে শ্রীবৎস, অঙ্গে বলয়, অঙ্গদ, কিরীট, মেখলা, সূত্র ও মনোহর নূপুরসকল শোভা পাচ্ছিল।'

'তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত।
—(ভাঃ ১০।৩।৯-১০)

'সেই অদ্ভুত বালকের লোচনদ্বয় কমলতুল্য, তিনি চতুর্ভুজ ও শঙ্খগদা প্রভৃতি অস্ত্রধারী, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসালঙ্কৃত, গলদেশে কৌস্তুভ বিরাজিত; তিনি পীতবস্ত্রধারী, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুরম্য, মহামূল্য বৈদূর্য্যমণিশোভিত মুকুট, কুণ্ডলযুগলের ছটায় তাঁর অপরিমিত কেশদাম সমুজ্জ্বলভাব ধারণ করেছে এবং তিনি অতিশয় দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর এবং বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভা পাচ্ছেন।'

ভগবানের এই রূপ যাঁর দর্শন-সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁর সংসারের সবকিছু ভুল হ'য়ে যায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে গোপীগণ স্বজন-বান্ধব, আর্য্যপথ সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন। অথচ তাঁদের ব্রাহ্মণগণের ন্যায় বেদজ্ঞতা, বহুজ্ঞতা, সদাচার, সংস্কার কোন কিছুই ছিল না, কেবল ছিল হৃদয়ের টান, বিশুদ্ধ প্রেম। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গপ্রভাবে ব্রাহ্মণপত্নীগণেতে অহৈতুকী ভক্তি প্রকটিত হয়েছিল। ভক্তসঙ্গেতেই ভক্তি লাভ হ'য়ে থাকে। কখনও ভগবান্‌কে আগে ধর্‌তে যেও না, আগে সাধুকে ধর। 'রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা। ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদ-রজোঽভিষেকম্॥' (ভাঃ ৫।১২।১২)। সাধুদের দ্বারাই জগজ্জীবের কল্যাণ হবে, কারণ তাঁদের প্রার্থনা ভগবান্ শুন্‌বেন। আমরা ঠিকভাবে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারি না, যদি ডাক্‌তে পারতাম তা' হ'লে পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যে অশান্তি চল্‌ছে তা' দূর হ'তো।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব সচিব **শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"এই পরম বিদগ্ধ সভায় আমার মত সামান্য বালিশের ভগবানের কথা আলোচনার যোগ্যতা নাই। যখন মাননীয় মহারাজগণের মুখে হরিকথা শুন্‌ছিলাম তখন মধুর হ'তে মধুর মনে হচ্ছিল।

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

সকল মঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল, মধুর হ'তে সুমধুর, সমস্ত শ্রুতির চিন্ময় নিত্যফল-স্বরূপ কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধায় হউক, হেলায় হউক যদি একবারও উচ্চারিত হয়, তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করে থাকেন।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজ শুভাবির্ভাব তিথি। আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবীর যে অবস্থা হয়েছিল তা' স্মরণ হচ্ছে। তৎকালে নৃপতিগণ মানুষের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অসুরের মত তাদের অকল্যাণের পথে, ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। পৃথিবী সেই পাপভার বহন কর্‌তে পার্‌ছিলেন না। তিনি গো-রূপ ধারণ ক'রে ক্রন্দন কর্‌তে কর্‌তে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। 'ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥' ব্রহ্মা পৃথিবীর দুঃখ বৃত্তান্ত শুনে তাঁকে সঙ্গে ক'রে ত্রিলোচন ও দেবতাগণের সহিত ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করে ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতার জগন্নাথকে পুরুষসূক্তের দ্বারা উপাসনা ক'রলেন। ব্রহ্মা আকাশবাণী শুন্‌লেন, কিন্তু অন্য দেবতাগণ শুন্‌তে পেলেন না। ব্রহ্মা বল্লেন—

"ভগবান্ ধরণীর দুঃখ পূর্ব্বেই জান্‌তে পেরেছেন। তিনি বসুদেবগৃহে স্বয়ং আবির্ভূত হবেন। তোমরা যদুদিগের কুলে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে আবির্ভূত হও।"

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পৃথিবী সুন্দর রূপ ধারণ কর্‌লেন,—নক্ষত্রগণ, গ্রহগণ ও তারকাগণ শান্তভাব ধারণ কর্‌ল, রোহিণী-নক্ষত্র সমাগত হ'লো, দিক্‌সকল প্রসন্ন, নদীসকল স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, হ্রদসমূহ পদ্মসকলে সুশোভিত, বনরাজি বিহঙ্গগণের কূজনধ্বনিতে পরিপূরিত, বায়ু সুগন্ধবাহী এবং ব্রাহ্মণগণের শান্ত যজ্ঞানল প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্ধকারময় নিশীথে মেঘসকল গর্জ্জন করতে থাকলে পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন ক'রে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তাঁর স্তব করতে লাগ্‌লেন। 'বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ব-বুদ্ধিদৃক্॥' 'আপনি প্রকৃতির অতীত সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষ এবং কেবলানন্দ-স্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্ তা' আমি জান্‌তে পেরেছি।' শ্রীল আচার্য্যদেব পুনঃ পুনঃ গীতার শ্লোক উদ্ধার ক'রে আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। গীতায় নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বল্‌ছেন—

'ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥'

এই বিজ্ঞানের অর্থ অনুভব। অর্জ্জুন যখন অসূয়াশূন্য হলেন তখন তাঁর অনুভব হ'লো।

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥'—গীতা

অবিবেকিগণ আমার মনুষ্যাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত ভাবকে শ্রেষ্ঠ বুঝ্‌তে না পেরে সর্ব্বভূতেশ্বর আমাকে মনুষ্য মনে ক'রে অবজ্ঞা ক'রে থাকে। ভগবানের কৃপা ছাড়া কখনও ভগবত্তত্ত্ব জানা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মা বলেছেন—

'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥'

তোমার পদাম্বুজদ্বয়ের প্রসাদলেশ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরাই তোমাকে জান্‌তে পারেন। জ্ঞানিগণ তাঁকে ব্রহ্মরূপে, যোগিগণ পরমাত্মা, ভক্তগণ ভগবান্-রূপে অনুভব ক'রে থাকেন। ভক্তগণকে কৃপা কর্‌বার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গোলোকগত লীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়েছেন, যাতে উক্ত লীলা শ্রবণ করে দেহধারী প্রাণীমাত্রই ভগবৎপর হ'তে পারে।"

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি **শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্য বিষয় 'ভক্তের জীবন'। 'ভক্তের জীবন' বল্‌তে আমরা কি বুঝি, বা কি বুঝ্‌বো আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ বলে গেছেন। তাঁদের বক্তব্যের সারমর্ম্ম—'ভক্ত জীবনে', 'ভগবৎপ্রেম' বা ভগবৎ-সেবাই কাম্য। আমাদের পারিপার্শ্বিকতাকে উপেক্ষা না করে তার সহিত adjust করে চল্‌তে হ'বে, ভগবৎ-সেবার দ্বারা উহা লভ্য হ'লেই জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ ঘটবে। ভগবানের সেবা সুষ্ঠুভাবে করতে পার্‌লে তৎসম্বন্ধযুক্ত সর্ব্ব প্রাণীতেই প্রীতি স্বাভাবিক রূপে হবে এবং তদ্দ্বারা দেশের দশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন যথার্থতঃ হবে। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ ধ্রুব-প্রহ্লাদাদি কএকজন আদর্শ চরিত্র ভক্তের নাম করেছেন। তাঁদের জীবন ও উপদেশকে অনুসরণ করতে পার্‌লেই আমাদের কল্যাণ হবে। ভক্তের জীবন আলোচনার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সদ্‌ভাবনার প্রেরণা বা ভগবান্‌কে পাবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে, এজন্য ইহা সর্ব্বদাই আলোচ্য।"

বিচারপতি **শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"বর্ত্তমান পরিবেশে যখন আমরা সর্ব্বদাই অশান্তি ও অসুবিধার মধ্যে আছি, প্রকৃত ভক্তকে এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। যাঁর ভগবানে প্রীতি রয়েছে তাঁর ভগবানের শক্ত্যংশ জীবেতেও প্রীতি হবে। যদি তা' না হয় তা' হলে বুঝ্‌তে হবে উহা শুদ্ধ ভক্তি নহে। শুদ্ধভগবৎপ্রেম তাকেই বলে যেখানে ভগবানের সম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি, তিনি পারিপার্শ্বিক লোকজন বা কোন প্রাণীর অহিত সাধন

কর্‌তে পারেন না। কেবল বাহ্যানুষ্ঠানটাই ভক্তি নহে, যদি তার দ্বারা ভগবানে ও তদ্‌সম্বন্ধযুক্ত জীবেতে প্রীতি না হয়। সাধারণ লোকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমি এরূপই বুঝেছি।"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা বলেন—"ভগবানে সর্ব্বদা মনোনিবেশ করাই হলো ভক্তের জীবন। শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার ভক্তের কথা বলেছেন এবং তাঁদের লক্ষণও নির্দ্দেশ করেছেন।

'অর্চ্চায়াং এব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্‌ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্ত প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥'

ঠাকুরের পূজাতে খুব আড়ম্বর, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের প্রতি উদাসীন এবং ভক্তেতে সদ্‌ভাব নাই সে রকম ভক্ত সাধারণ ভক্ত।

'ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥'

ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী, বহির্ম্মুখকে কৃপা আর যারা নাস্তিক তাদিগকে উপেক্ষা যিনি করেন তিনি মধ্যম ভক্ত।

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥'

যিনি সর্ব্বভূতে ভগবদ্ভাব দেখেন এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে দেখেন তিনি উত্তম ভাগবত।

ভক্তের আচরণকেই ভক্তের জীবন বলা যায়। তৎ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

'শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
জন্মকর্ম্ম-গুণানাঞ্চ তদর্থেহখিলচেষ্টিতম্॥
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান্ সুতান্ গৃহান্ প্রাণান্ যৎপরস্মৈনিবেদনম্॥'

অদ্ভুত লীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীহরির জন্ম, কর্ম্ম, গুণসকলের শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, তাঁর জন্য অখিলচেষ্টা. ইষ্ট, দান, তপঃ, জপ এবং নিজপ্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু, স্ত্রী, গৃহ পুত্র ও প্রাণ এই সকল প্রিয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনই ভক্তের আচরণীয় ধর্ম্ম। ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবৎচর্চ্চা করেন, অন্য কিছু করেন না। ভক্তের সমস্ত চেষ্টার উদ্দেশ্য ভগবৎ প্রীতি। ভগবান্ তুষ্ট হ'লে সকলেই তুষ্ট হবেন। আপনারা জানেন দ্রৌপদীর প্রদত্ত শাকের কণা গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্ত হ'লে দশ হাজার শিষ্যসহ দুর্ব্বাসাঃ তৃপ্ত হয়েছিলেন। ভগবানের পূজা হ'তেও ভক্তপূজা শ্রেষ্ঠ, কারণ ভক্ত-সঙ্গেতেই ভক্তি হয়—যে ভক্তি ভগবানের নিকট নিয়ে যায়, ভগবান্‌কে দেখায় ও তাঁকে বশীভূত করে। ভগবান্ স্বয়ং ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন এবং ভক্তের পদরজঃ দ্বারা নিজ অভ্যন্তরস্থিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহকে পবিত্র করে থাকেন।"

ধর্ম্মসভার, চতুর্থ অধিবেশনে **অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শাস্ত্রে ভক্তিপথের আচার্য্যগণ 'সাধনভক্তি' ও উহার ক্রম সম্বন্ধে যে সকল শিক্ষা দিয়েছেন তা' পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের শ্রীমুখে শুনেছেন। সংসারে এমন লোক খুব কম আছে যে কাউকে ভালবাসে না, কাউকে না কাউকে সে ভালবাসে। এমন কি হিংস্র জন্তুও কাউকে না কাউকে ভালবাসে, এটার জন্য তাকে শিক্ষা কর্‌তে হয় না। যখন ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় তখন মাকে কি করে ভালবাসতে হবে শিখ্‌তে হয় না। প্রত্যেক প্রাণীর নিজস্ব বৃত্তি ভালবাসা। ভালবাসা শব্দের অর্থ নিজের মন অন্যকে দেওয়া, প্রত্যেকে এই চেষ্টায় সচেষ্ট। মূর্খ মানুষ বুঝে না তার ভালবাসা গ্রহণ করার কোন পাত্র সংসারে নাই। কারণ যাকে ভালবাসা দিতে যাই সে তার নিজের মন নিয়ে ব্যস্ত, সে ভালবাসা নিতে পারে না। ছেলে প্রথমে ফানুস্‌কে ভালবাসে, পরে তা' ছেড়ে খেলার সাথীদের ভালবাসে, এইভাবে একবার কোন বস্তুকে ভালবাসে আবার তা' ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তুতে মনোনিবেশ করে, ফের উহা ছেড়ে দেয়। সুতরাং আমার মনকে কে গ্রহণ কর্‌বে এবং চিরকাল রক্ষা কর্‌বে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে আমি, আমাকে যদি কেউ হাতী দেয় আমি বিব্রত হব। আমার হাতীকে পুষ্ট করার মত যোগ্যতা নাই। সংসারে কেউ কারও মনকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারে না। যে বস্তু আজকে গ্রহণ কর্‌ছি, কাল্‌কে তাকে গ্রহণ কর্‌তে অসুবিধা হয়। বস্তু পুরাতন হলে তা' গ্রহণের স্পৃহা চলে যায়। সংসারের বস্তু যদি নিত্য নূতন না

হয় তা' হ'লে মন ফিরে আস্‌বে। শেষকালে দেখ্‌বো যা'দেরকে মন দিলাম কেউ ধরে রাখ্‌তে পার্‌লো না। পাত্র নির্ব্বাচনে, গ্রহীতা নির্ব্বাচনে ভুল হয়েছে। সৎপাত্রে দান কর্‌লে সুফল হয়। মানুষের কাছে চাইব না, চাইব একজনের কাছে, সৃষ্টিকর্ত্তার কাছে। দীন, অস্থির-চিত্ত মানুষের খোসামুদী করে কি লাভ হবে। যাতে সদ্‌গুণের লেশ নাই, বহুক্ষণ স্তুতি কর্‌লাম—দিল যৎসামান্য। যদি চাইতে হয় ভগবানের কাছে চাইব, যিনি সমস্ত সদ্‌গুণের আধার, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং জীবের সমস্ত কামনা পূরণ কর্‌তে সমর্থ, এমন কি নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়ে দেন। কামনা নিয়েও যদি কেহ কৃষ্ণ ভজন করে কৃষ্ণ উক্ত ভজনকারীর কামনা হরণ ক'রে নিজের পাদপদ্ম-সেবাসুধা পান করিয়ে নিজেকে পর্য্যন্ত দিয়ে দেন, এই প্রকার প্রতিদান কোথাও দেখা যায় না। দেবতাগণের ভজনা কর্‌লে তাঁরা সন্তুষ্ট হ'লে এবং তাঁদের সামর্থ্য থাক্‌লে আমাদের কামনা-পূর্ণ করেন বটে কিন্তু উক্ত কামনা পূরণের দ্বারা ভজনকারীর হিত হবে কি অহিত হবে সে চিন্তা তাঁরা করেন না। বৃকাসুরের কথা আপনারা জানেন। তিনি কঠোর তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করে বর চেয়েছিলেন, যার মাথায় হাত দিব সে যেন তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়ে যায়। পরে উক্ত বর পেয়ে উহা পরীক্ষার জন্য নিজ ইষ্টদেব শিবের মাথায় হাত দিতে গিয়েছিলেন। নারায়ণ ব্রাহ্মণরূপে এসে তাকে মোহিত কর্‌লে, সে নিজের মাথায় হাত দিয়ে নিজেই ভস্মীভূত হয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের এই প্রকার দুর্গতি কখনও শুনা যায় না।

'অন্যকামী যদি করে [illegible] ভজন।
না মাগিলেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে—এই বড় মূর্খ॥
আমি—বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২।৩৭-৩৯)

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ** ধর্ম্মসভার অন্তিম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তির শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-পাদোক্ত সূত্রত্রয় ব্যাখ্যা করতঃ প্রেম প্রাদুর্ভাবের ক্রমমার্গ কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বলেন,—'শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম গুর্ব্বানুগত্যে **স্ব স্ব** অধিকারানুযায়ী অনুশীলনপর হইলেই ইহা জগজ্জীবের আগত অনাগত সকল সমস্যার সম্যক্ সমাধানে সম্পূর্ণ সমর্থ হইবে। হিন্দু অহিন্দু মধ্যে প্রবল বিদ্রোহ থাকা সত্ত্বেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত এই প্রেমধর্ম্ম অতিবিদ্রোহী চিত্তবৃত্তির উপরও অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শ্রীভগবানে প্রগাঢ় প্রীতির নামই প্রেম। শ্রীভগবান্ যেমন সর্ব্বব্যাপক, তাঁহাতে প্রযুক্ত এই প্রেমেরও সুতরাং ব্যাপকতা আছে।'

চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে হরিয়ানার মাননীয় রাজ্যপাল

বিগত ২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট শুক্রবার শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী (রাখী পূর্ণিমা) তিথিবাসরে হরিয়ানার রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী বি, এন্ চক্রবর্ত্তী মহোদয় সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় চণ্ডীগড়স্থ (সেক্টর ২০বি) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিদর্শনে আসেন। শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দের পক্ষে মঠরক্ষক উপদেশক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিরত্ন মান্যবর রাজ্যপাল মহোদয়কে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রাজ্যপাল শ্রীমন্দিরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণ দর্শন করিতে আসেন এবং তথায় ঠাকুরের প্রসাদী মালা তাঁহার গলদেশে অর্পিত হয়। রাজ্যপালের শুভাগমনোপলক্ষে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্ম্মসভায় স্থানীয় নরনারীগণ বিপুলসংখ্যায় যোগ দেন। সভার প্রারম্ভে সংকীর্ত্তন হয় এবং তৎপশ্চাৎ রাজ্যপাল তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"আজ রক্ষাবন্ধন পূর্ণিমা। আমাদের বাংলাদেশে এই পর্ব্বের বিশেষ মর্য্যাদা আছে। সাধারণতঃ একে 'রাখী পূর্ণিমা' বলে। যখন আমি শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসবে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হই তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষা হয়।

মধ্যভাগে মাননীয় রাজ্যপাল ও তৎবামপার্শ্বে মঠরক্ষক ব্রহ্মচারীজী

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপ-ধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উক্ত স্থান বাংলাদেশে অবস্থিত। আজ প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত ভগবদ্ধামে যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অদ্ভুত লীলা করেছিলেন তথায় আমি তাঁর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন কর্তে গিয়েছিলাম। কৃষ্ণনগরে জেলাধীশ থাকাকালে আমার এই সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। যখন আমি শুন্‌লাম চণ্ডীগড়েও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তখন আমার উক্ত শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য হৃদয়ে লালসা জাগে। রাখী পূর্ণিমা শুভবাসর মনে করে আজই দর্শনে এসেছি। এখানে এসে আমার পূর্ব্ব স্মৃতি জেগে উঠেছে। মঠাধ্যক্ষ শ্রীল গুরুজী মহারাজ এখানে মঠ স্থাপন করেছেন কিন্তু এখনও এখানে নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। আমি আশা করি এক বৎসরের মধ্যেই নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হ'তে পার্‌বে। উক্ত আশা ফলবতী হবে যদি আপনারা সকলে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন আপনারা করুন এই আমার প্রার্থনা।"

প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও বিপুল জনসমাগম হওয়ায় রাজ্যপাল সন্তুষ্ট হন। অতঃপর মঠরক্ষক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাজ্যপালকে মঠের পক্ষ ও সভার পক্ষ হ'তে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান এবং মঠ স্থাপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু কথা বলেন।

শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ, শ্রীধর্ম্মপালজী ও শ্রীরামপ্রসাদজী আদি ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করেন।

বিজয়া দশমীর সাদর সম্ভাষণ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের শুভবিজয়োৎসব বাসরে আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার মাননীয় মাননীয়া গ্রাহক গ্রাহিকা ও পাঠকপাঠিকাবৃন্দকে আমাদের হার্দ্দ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভগবান্ কি ভক্তের জন্য সবই করেন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

'কোন্ কর্ম্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে?
সেবকের লাগি নিজ-ধর্ম্ম পরিহরে॥
'সকল-সুহৃদ্ কৃষ্ণ' সর্ব্ববেদে কহে।
এতেকে কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্যোপেক্ষ্য নহে॥
তাহো পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন-বংশের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি' কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥'

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২য় অঃ)

প্রশ্ন—শ্রীরাধারাণীকে আমরা কোথায় পাব?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—শ্রীরাধারাণী এখন যে নাই, তা নয়। এখনই আমরা তাঁকে পেতে পারি, তাঁর সেবা লাভ করতে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধারাণীর পদনখশোভা দর্শন করি, তাহলে শ্রীরাধারাণীকে এখন কোথায় পাব, এরূপ বিচার আর থাকে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মেই শ্রীরাধারাণীর পদনখ-সেবা আমরা লাভ করতে পারি। মধুররসে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম শ্রীরাধারাণীর সখী বা অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী। মধুর রসাশ্রিত গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রীরাধাপদনখশোভা দর্শন হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে শ্রীরাধার প্রকাশ-মূর্ত্তি বা অভিন্ন-শ্রীবার্ষভানবী, তাহা একমাত্র গুরুর স্নিগ্ধ শিষ্যগণই অনুভব করিতে পারেন।

প্রশ্ন—আমাদের কি যুগল উপাসনা?

উত্তর—হাঁ। শ্রীরাধাকৃষ্ণই সম্বন্ধ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ-ভক্তিই অভিধেয় এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমই আমাদের প্রয়োজন।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলই আমাদের উপাস্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনযুগলই আমাদের উপাসনা এবং যুগল-প্রীতিই আমাদের সাধ্য।

আমরা যুগল-উপাসক, আমাদের যুগল-উপাসনা এবং যুগল-সেবাই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়া। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধ্য—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামই আমাদের উপাস্য, শ্রীরাধা-কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই আমাদের উপাসনা এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামে প্রীতিই আমাদের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন—

'উপাস্য মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণনাম॥' (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত মহাপ্রসাদ দ্বারাই কি শিব, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাগণের ভোগ দেওয়া উচিত?

উত্তর—নিশ্চয়ই। পদ্মপুরাণ বলেন—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ বিঃ ৮৭ শ্লোক)

শ্রীহরিকে নিবেদিত অন্নাদি মহাপ্রসাদ দ্বারা অন্য-দেবতাগণের ভোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পিতৃপুরুষগণকেও শ্রীবিষ্ণুর প্রসাদ অর্পণ করা উচিত। তাহা হইলে উহা অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

শ্রীসনাতন টীকা—(৮৭-৮৮)—শ্রীহরির উচ্ছিষ্ট-প্রসাদই দেবতাগণকে ভোগ দিতে হইবে, ন তু অবশিষ্ট-প্রসাদ।

শ্রুতিও বলেন—'সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যা বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি।'

শাস্ত্র আরও বলেন (বিষ্ণুধর্ম্মে)—

ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ যৎকিঞ্চিদনিবেদ্যাগ্রভোক্তরি।
ন দেয়ং পিতৃদেবেভ্যঃ প্রায়শ্চিত্তী যতো ভবেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯ বিঃ ৯৫ শ্লোক)

দেবতা ও পিতৃগণকে ভগবানের অনিবেদিত বস্তু প্রদান করিলে পাতকী হইতে হয় অর্থাৎ নরক হয়।

শ্রীসনাতন-টীকা-(৯৬ শ্লোক)-অগ্রভুজে ভগবতেঽদত্তে ভুক্তে সতি চৌর্য্যেণৈব দেবাদীনামপি পাপং স্যাৎ।

ভগবান্ শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া কোন কিছু গ্রহণ করিলে দেবতাগণেরও পাপ হয়।

প্রশ্ন—নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী মুক্তগণও কি ভগবদ্ভজন করেন ?

উত্তর—হাঁ। শাস্ত্র বলেন— (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭ অঃ)

'আগে হয় মুক্ত, তবে সর্ব্ববন্ধনাশ।
তবে সে হৈতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা-তনু করি' কৃষ্ণ ভজে॥'

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।'
(ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামি ধৃত সর্ব্বজ্ঞভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)

টীকা—'লীলয়া স্বেচ্ছয়া, ন তু জীববৎ পারতন্ত্র্যেণ। বিগ্রহং কৃত্বা শরীরং পরিগৃহ্য ভগবন্তং ভজন্তে মুক্তেরপি অধিক আনন্দমনুভবিতুম্।' তথাহি শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং 'মুক্তা অপি হি কুর্ব্বন্তি স্বেচ্ছয়োপাসনং হরেঃ।' ইতি ব্রহ্মতর্ক-বচনং। 'কৃষ্ণো মুক্তৈরপি ইজ্যতে' ইতি ভারতবচনঞ্চ (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।২৭ মাধ্বভাষ্য)

শ্রুতিও বলেন—'যং সর্ব্বদেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ'। (নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী শ্রুতি)

জ্ঞানিগণের মধ্যে খুব কম লোকই ভগবদ্ভজন করেন। ভাগ্যক্রমে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ হইলে কদাচিৎ কোন জ্ঞানী কৃষ্ণভজনে লুব্ধ হন। ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীশুকদেব গোস্বামি প্রভু শ্রীব্যাসদেবের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলার কথা শ্রবণ করিয়া ভক্ত হন।

শাস্ত্র বলেন—

'কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' অর্থাৎ কোটী জ্ঞানী মুক্তগণের মধ্যে কদাচিৎ কেহ কৃষ্ণভক্ত হন।

প্রশ্ন—পরনিন্দকের কি কোনদিনই মঙ্গল হয় না ?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—

'সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তা'রে॥
স্ত্রৈণ, মদ্যপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে॥'
(চৈঃ ভাঃ ১৯ অধ্যায়)

নিন্দকের সর্ব্বনাশ ও অমঙ্গল অনিবার্য্য। এজন্য সজ্জনগণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিন্দা ত কোনদিনই করেন না, এমন কি গুরুবৈষ্ণব-নিন্দা তাঁহারা শ্রবণ করিতেও চান না। কারণ—

'পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোনকালে।'
'নিন্দায় নাহিক লাভ, সবে পাপ লাভ।'

শাস্ত্র আরও বলেন—

'যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এইমত নিন্দক সন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় এই কহে বেদ॥'

শ্রীনারদীয়পুরাণ বলেন—

'কপটঃ পতিতঃ শ্রেষ্ঠো য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥
হরন্তি দস্যবঃ কুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈর্নৃণাং ধনম্।
পবিত্রৈরতিতীক্ষাগ্রৈর্বাণৈরেবং বকব্রতাঃ॥'

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পতিত, সে ব্যক্তি কপটী অপেক্ষা ভাল; কেননা, সে একাকী অধঃপতিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরে মহাপাপী হইয়াও বাহিরে বকের ন্যায় ভণ্ড, সেই কপটী ব্যক্তি বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে।

"ভালরে আইসে লোক সন্ন্যাসী দেখিতে।
সাধুনিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃতি হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত, চারি বেদে কয়॥
বাটপাড়ে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দকে সংহরে॥
অতএব নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতেও অধিক দুরাচার॥
আব্রহ্মস্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
'নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট,' কহে শাস্ত্র সব॥
'অনিন্দক হই' যে সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।

সত্য সত্য কৃষ্ণ তা'রে উদ্ধারিব হেলে ॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥''

(চৈঃ ভাঃ ম ২০ অধ্যায়)

প্রশ্ন—ভগবান্‌কে কে পায় ?

উত্তর—ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছেন—

"দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায় ॥
চণ্ডালেহ আমার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর, মুই তার, জানিহ নিশ্চয় ॥
সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন ॥
গজেন্দ্র-বানর-গোপ কি তপ করিল।
বল দেখি তা'রা মোরে কেমতে পাইল ॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনা মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩ অধ্যায় ৪২-৪৬)

যে ভগবানের শরণ গ্রহণ করে, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ভগবান্‌কে পায়। নিজ আশ্রিত ব্যক্তিকে ভগবান্ আত্মসাৎ করেনই, দর্শন দেনই।

শাস্ত্র বলেন—

'কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
সর্ব্ব-বন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তা'রে করেন পার ॥ (চৈঃ চঃ)

কেবলং ভগবদীয়োঽহং এতাবন্মাত্রং—'হে ভগবন্ আমি একমাত্র তোমার'—ইহাই শরণাগতি বা আশ্রয়।

(হঃ ভঃ বিঃ শ্রীসনাতন টীকা)

প্রশ্ন—গোপ্তৃত্বে বরণ মানে কি ?

উত্তর—শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—(হঃ ভঃ বিঃ টীকা) গোপ্তৃত্বে বরণং পতিত্বে স্বীকরণং প্রার্থনম্বা। কৃষ্ণকে পতিরূপে স্বীকার বা গ্রহণ করা অথবা 'কৃষ্ণ আমার পতি হউন' এইরূপ প্রার্থনা করাই গোপ্তৃত্বে বরণ।

শ্রীবিশ্বনাথ টীকা (গীতা)—গোপ্তৃত্বে বরণং স এব মম রক্ষকো, নান্যঃ।

কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষক, এতদ্ব্যতীত আর কেহই আমার রক্ষক নহে।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু—(ভক্তিসন্দর্ভে) গোপ্তৃত্বে বরণং—হে ভগবন্, তোমার চরণে আমি প্রপন্ন হইলাম, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগুরুকৃষ্ণকে প্রভুরূপে, রক্ষকরূপে, পালকরূপে, নিয়ামকরূপে আন্তরিকতার সহিত স্বীকার বা গ্রহণই গোপ্তৃত্বে বরণ।

ইষ্টদেবকে প্রভুরূপে হৃদয়ে ধারণ বা স্থানপ্রদানই গোপ্তৃত্বে বরণ।

শ্রীঊর্জ্জব্রত (নিয়মসেবা)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শাখা মঠ সমূহে ১৪ আশ্বিন (ইং ১।১০।৭১) শুক্রবার একাদশী হইতে ১২ কার্ত্তিক (ইং ৩০।১০।৭১) শনিবার উত্থানৈকাদশী (শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথি) পর্য্যন্ত শ্রীঊর্জ্জব্রত—দামোদর ব্রত বা নিয়মসেবা পালিত হইবে। ১৩ কার্ত্তিক রবিবার চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও কার্ত্তিকব্রতের পারণ। ব্রতকালে পরিত্যক্ত বস্তুর অদ্য হইতে পুনর্গ্রহণ বিধেয়।

১২ কার্ত্তিক শনিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শুভ আবির্ভাব তিথি পূজা, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শাখামঠেই যথারীতি সম্পন্ন এবং তৎপর দিবস ১৩ কার্ত্তিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

সাত্বত শ্রাদ্ধ

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ প্রভুর সাধ্বী সহধর্ম্মিণী—পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী বিজলী দেবী গত ২৩ ভাদ্র (ইং ৯।৯।৭১) কৃষ্ণা-পঞ্চমী সন্ধ্যায় তাঁহাদের টালীগঞ্জস্থিত বাসস্থানে দেহরক্ষা করেন। গত ২ আশ্বিন (ইং ১৯।৯।৭১) কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে সাত্বতশাস্ত্র বিধানানুযায়ী শ্রীভগবৎপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদিত হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মঠাশ্রিত বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন মঠে শ্রীঝুলনজন্মাষ্টম্যাদি মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও তৎশাখামঠ পাঞ্জাব প্রদেশের সেক্টর ২০-বি চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, আসামপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠে, সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং বঙ্গপ্রদেশান্তর্গত যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ও কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—সর্ব্বমঠাধীশ পরমপূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা (১৬—২০ শ্রাবণ, ১৩৭৮, ইং ২—৬ আগষ্ট ১৯৭১), শ্রীবলদেবাবির্ভাব পৌর্ণমাসী (২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট), শ্রীজন্মাষ্টমী (২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট), শ্রীনন্দোৎসব (২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট), শ্রীরাধাষ্টমী (১২ ভাদ্র, ২৯ আগষ্ট), শ্রীবামনদ্বাদশী ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আবির্ভাব (১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর) এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদাবির্ভাব (১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর) প্রভৃতি উপলক্ষে মহোৎসব সমূহ পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগরসংকীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে হায়দ্রাবাদ মঠে গত ১৩।৮।৭১ তাং শুক্রবার হইতে ১৫।৮।৭১ তারিখ রবিবার পর্য্যন্ত তিন দিন শ্রীমঠের সভামণ্ডপে বিশেষ বিশেষ ভক্ত্যঙ্গ সমুদয় অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ১৩ ও ১৪ দুইদিন প্রত্যহ রাত্রি ৮ টা হইতে ১০ টা পর্য্যন্ত দুইটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। গীতা ব্যাস সিষ্টা সুব্বা রাও ও প্রফেসর শিবমোহন লাল যথাক্রমে দুই দিবসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডী ও ডাঃ পি, জি লেলে যথাক্রমে দুই দিবস প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী উভয় দিবসই ভাষণ দিয়াছিলেন এবং সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ প্রত্যহ শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

প্রথম দিবসের আলোচ্য বিষয় "প্রেমধর্ম্ম" সম্পর্কে সংক্ষেপতঃ আলোচিত হয় যে, প্রেমধর্ম্ম বিষয়-আশ্রয় সম্পর্কিত। শ্রীকৃষ্ণই প্রেম-ধর্ম্মের একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ বাকী যাহাকিছু সকলই আশ্রয়-জাতীয়। এতদুভয়ের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধকেই 'প্রেম' বলে। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ব্যষ্টি বা সমষ্টির যাবতীয় সম্বন্ধ বা সম্পর্ককেই 'কাম' বলে। প্রেম—All accommodating কিন্তু প্রেম-সাম্য কাম—All deteriorating, All devastating. ক্ষুদ্র জীব হইতে ভগবান্ পর্য্যন্ত প্রেম সকলকেই স্পর্শ করে ও পরিবর্দ্ধিত করে। এই জন্য প্রেম সকলেরই প্রার্থনীয় বস্তু। পক্ষান্তরে কাম সকলেরই অপক্ষয় ও নাশকারী। প্রেমই শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের তথা সনাতন-ধর্ম্মিগণের প্রচার্য্য বিষয়।

দ্বিতীয় দিবসের সভার বক্তব্য বিষয় "শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব"। জগদ্গুরু বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উপর যে আলোক সম্পাত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণই তত্ত্বসীমা। শ্রীকৃষ্ণ-নামের মহিমা, তদীয় রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্য ও ধামাদির মহিমা সকলই অসমোর্দ্ধ। সর্ব্বাধিক ইহাই যে,—শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষা অধিক প্রিয়তম বস্তু চরাচরে আর কিছুই নাই, তাই তিনিই সর্ব্বারাধ্য ও সর্ব্বপ্রিয়।

এতদুপলক্ষে সুরম্য রথোপরি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দদেব জীউর নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহযুগল মহিলা ও পুরুষ ভক্তগণ কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া বিপুল বাদ্যভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে সহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস সন্ধ্যায় সভামণ্ডপে South India Bhajan Mandal ভজন-কীর্ত্তন করেন। শ্রীনন্দোৎসব দিবসে ন্যূনাধিক দুই সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীমঠ প্রাঙ্গণে বসাইয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ ভোজন করান হয়।

পাঞ্জাবপ্রদেশে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীল আচার্য্যদেব গত ইং ১১।৯।৭১ ভোরে কলিকাতা হইতে প্লেন যোগে দিল্লী, তথা হইতে মোটরকারে পাতিয়ালা জেলার অন্তর্গত মণ্ডী গোবিন্দগড় যাত্রা করেন। ১২।৯ হইতে ১৫।৯ পর্য্যন্ত তথায় বিরাট্ সন্তসম্মেলনে তিনি প্রত্যহ ভাষণ দেন। ১২।৯ ও ১৬।৯ প্রাতে বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন হয়। তথা হইতে ১৮।৯ তারিখে তিনি চণ্ডীগড় মঠে যাত্রা করেন। বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

কার্ত্তিক, ১৩৭৮

সম্পাদক :—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭৮। | ৯ম সংখ্যা
২৯ দামোদর, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার; ২ নভেম্বর, ১৯৭১।

গানের অধিকারী কে?

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

নবধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অপর আট প্রকার ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির যোগেই সাধিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন মলিন চিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবসমুদ্ররূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরম মঙ্গলরূপ কল্যাণ কিরণ বিস্তার করেন, তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতির প্রাণ-স্বরূপ, জীবের কৃষ্ণসেবানন্দ বর্দ্ধন করেন, পদে পদে পূর্ণ সুধা আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতা সাধন করেন। এই কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃত্রিমভাবে হয় না। কীর্ত্তনকারী আপনার শুদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে চিন্ময় কৃষ্ণনাম সেবোন্মুখ হইয়া কেবলমাত্র গান করিতেই সমর্থ। যেখানে গায়কের বৃত্তি অন্যাভিলাষময়ী অথবা কর্ম্ম-জ্ঞানাচ্ছন্ন, তথায় কৃষ্ণকীর্ত্তন ফলানুসন্ধান করিয়া ভক্ত্যঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তজ্জন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবকে যে একমাত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা এই,—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

প্রাকৃত সকল প্রকার অহঙ্কার রহিত হইয়া প্রাকৃত সুনিম্নস্তরে স্থাপিত তৃণ হইতে আপনাকে সুনীচ জ্ঞানে তরুর ন্যায় সহ্যগুণ সম্পন্ন হইয়া আপনাকে সকল প্রকার প্রাকৃত অভিমান হইতে বিমুক্ত করিয়া অপরের প্রাকৃত অভিমান সমূহের সম্মান প্রদান করতঃ জীব নিরন্তর কৃষ্ণনাম গান করিবেন। প্রাকৃত অভিমানের বশবর্ত্তী হইলে, আপনাকে প্রাকৃত জ্ঞান করিলে, প্রাকৃত বস্তু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার যোগ্য মনে করিলে, প্রাকৃত সম্মান লাভে লুব্ধ হইলে অথবা অপর প্রাকৃত বস্তুর অসম্মান করিলে অপ্রাকৃত হরিনাম সর্ব্বদা কীর্ত্তিত হয় না।

যিনি প্রাকৃত জন্ম মাহাত্ম্যে মহিমান্বিত হইয়া আত্ম-শ্লাঘা করেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া আপনাকে ধনী জ্ঞান করেন, যিনি বেদশাস্ত্রে বিপুল পরিশ্রম করিয়া আপনাকে পণ্ডিত মনে করেন এবং যিনি কন্দর্প সদৃশ সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া নিজ রূপ গরিমার আস্ফালন করেন তিনি পদে পদে প্রাকৃত মাহাত্ম্যে মত্ততাক্রমে মূঢ় হইয়া যান। তিনি কখনই অকিঞ্চনের ন্যায় নিষ্কপট চিত্তে কৃষ্ণনাম গান করিতে পারেন না।

যিনি সুর, লয়, তাল, মান প্রভৃতির সৌন্দর্য্যে আচ্ছন্ন হইয়া নাম-রসাস্বাদনে বঞ্চিত হন তাঁহারও

কৃষ্ণগানে অধিকার লাভ ঘটে না। যিনি পরমাদরের সহিত কৃষ্ণগানে উৎসাহ বিশিষ্ট হন না তিনিও গানাধিকারী হইতে পারেন না। যিনি অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রতিষ্ঠাবশে নাম কীর্ত্তনে দম্ভ প্রকাশ করেন তিনি নাম গানে অধিকারী হন না। যিনি কেবলমাত্র জড়ে উদাসীন, অপ্রাকৃত সেবা পরায়ণ এবং নিষ্কপট চিত্তে একমাত্র নামগানে রত তিনিই প্রকৃত নাম গানের অধিকারী।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭৩ পৃষ্ঠার পর)

অনেক আধুনিক ও পুরাতন যুক্তিবাদী পুরুষ মুক্তি বিষয়ের প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের প্রথম প্রতিবাদ এই যে, "এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর-সৃষ্ট, অতএব মানবের বাঞ্ছনীয়। জগদীশ্বর মানবদিগকে যুক্তি-শক্তির দ্বারা ভূষিত করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন। মানবগণ যুক্তি-শক্তির পরিচালনার দ্বারা সমাজ ও তৎসম্বন্ধীয় অনেক ব্যবস্থা স্থাপন করত জগতে সুখভোগ করিতেছেন। অনেকানেক আবিষ্ক্রিয়া করত সুখ এবং সুখোপায়ের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং কালে কালে এই প্রকার উন্নতি হইতে হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড একটি অপূর্ব্ব ক্লেশরহিত ধাম হইয়া বিরাজ করিবে। মানবগণ তখন অনায়াসে সর্ব্বসুখ ভোগ করিতে পারিবেন, ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।"

এই প্রকার সিদ্ধান্ত-বিশ্বাসও যুক্তি-বিরুদ্ধ, যেহেতু ইহার বিপরীত স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয় দৃষ্ট হয়। স্বভাবতঃ আত্মায় একটি অপ্রাকৃত আশা প্রতীয়মান হয়। হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট স্থূল দেহ ও মনোময় সূক্ষ্ম দেহ নির্ভেদ করত আত্মার কোটরে প্রবেশ করিয়া একবার সমাধি অবস্থায় এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ করুন। তাহা হইলে দেখিবেন যে, আপনারা পান্থনিবাসীর ন্যায় এই সপ্তাবরণবিশিষ্ট দেহেতে বাস করিতেছেন এবং স্বীয়ধাম-গমনের গাঢ়তর আশা করিতেছেন। পুরুষোত্তম-ধামাভিমুখ যাত্রি সকল যেমত পথ-মধ্যে কোন একটি গৃহেতে বাস করিয়া রাত্রিযাপন করত অরুণোদয়ের অপেক্ষা করে, তদ্রূপ আপনারাও এই প্রাকৃত দেহেতে অজ্ঞানরূপ রাত্রিযাপন করত জ্ঞানরূপ অংশুমালীর অপেক্ষা করিতেছেন। পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া কোন্ মূর্খ তাহার উন্নতির চেষ্টা করে? যাত্রীরা কখনই করিবে না, তবে ঐ পান্থনিবাস-দ্বারা যাহাদের কার্য্যসাধন হয় এবং উহাদের অধিকারী ব্যক্তিরাই তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যে পুরুষ এই পাঞ্চভৌতিক পান্থ-নিবাসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ইহার পালন-কর্ত্তা। কর্ত্তব্যবিমূঢ় যাত্রিসকল এই পান্থ-নিবাসে আসক্ত হইয়া ইহার উন্নতি করে এবং ঈশ্বরও ঐ সকল ব্যক্তির দ্বারা নিজ কার্য্যের সাধন করিয়া ল'ন। ইহাতে তাঁহার অসীম কৌশলের ব্যাখ্যা হইতেছে। যেহেতু পান্থস্থিত পান্থাসক্ত ব্যক্তিগণ তদাসক্তিরূপ যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার দণ্ডস্বরূপ তাহারা অকর্ম্মণ্য পরিশ্রম করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বপাপক্ষয়রূপ ফল ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না, বরং তাহাদের আসক্তি গাঢ় হইলে তথায় বাস করিয়া আপনাদিগকে বঞ্চনা করে। জীব যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চিরনিবাসী নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ইহাকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রজা কহিলে বিশ্বাসবিরুদ্ধ বাক্য হইয়া উঠে। এই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড যতই উন্নত হউক না কেন, কখনই ইহা নির্দ্দোষ হইবে না। কখনই বিমল সুখ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। এ'টিও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস। পঞ্চভূত মায়াজনিত; অতএব অভাব-সঙ্কল্প। অভাবই ইহার স্বভাব, অতএব ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড কোনকালেও অভাবরহিত হইবে না এবং পূর্ণতা না হইলেও যে বিমল সুখ কখনও আশা করা যাইবে, এমত নহে। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের যতই উন্নতি হউক না কেন, দেশ, কাল

প্রভৃতি পরিচ্ছেদক গুণ-সকল কোথা যাইবে ? ইউরোপ ও আমেরিকা দেশস্থ অনেক * * তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতও এই সম্বন্ধে অনেক ভ্রম প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই ভূত-সকল ক্রমোন্নতির দ্বারা অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হইবে, এরূপ স্বীকার করেন। হায়! তাঁহারা যুক্তি করিবার সময় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির ধ্যান করেন না। যদি একবার-হৃদয়-কন্দরে সেই পরমপুরুষ ভগবানের সচ্চিদানন্দ ভাবকে স্থান দান করেন, তবে আর এরূপ সঙ্কীর্ণ অসংস্কৃত তর্কের উদয় হয় না। পরমেশ্বর যখন সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তখন তাঁহার অনন্ত প্রকারের সৃষ্টি থাকিতে পারে। এই প্রাকৃত জগৎই যে ক্রমে অপ্রাকৃত হইবে ইহার প্রয়োজন কি? তাঁহার কি আর একটি অপ্রাকৃত জগৎ থাকিতে পারে না? যাঁহারা সমুদায় জগতের আদি বলিয়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেন এবং একটি মহান্ চৈতন্যকে স্বীকার করিতে সমর্থ হন না, অথচ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে প্রকৃতির সন্তান বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাঁহারাই কেবল প্রাকৃত জগৎ হইতে অপ্রাকৃত জগতের প্রাদুর্ভাব কল্পনা করিতে পারেন। সেশ্বরবাদী পুরুষেরা এ প্রকার কহিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রাকৃত জগৎ যে কোনকালে অপ্রাকৃতস্বরূপ হইবে এরূপ কদাচ স্বীকৃত হইতে পারে না।

এ প্রকার প্রতিবাদ যে যুক্তিবিরুদ্ধ তাহাও দৃষ্টি করুন। পরমেশ্বরকে বেদসকল সত্যসংকল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। জগদীশ্বর যে মানবদিগকে উন্নত করিবার আশায় প্রথম সৃষ্টির পরেই এ জগতে স্থাপিত করিয়াছেন এমত হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, অতএব অকারণে আমাদিগকে যে ক্লেশময় দেশে স্থাপিত করিয়া বিপজ্জালে পাতিত করিবেন, এরূপ তাঁহার স্বভাব নহে। যদি এই ব্রহ্মাণ্ডটি আমাদের চিরনিবাস অথবা ভোগের জন্য সৃষ্ট হইত, তবে তিনি অবশ্যই নির্ম্মলরূপে ইহাকে সৃষ্টি করিতেন। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বিশেষ পরিণাম আশায় বসিয়া আছেন, এরূপ তাহার পক্ষে ঘটনীয় নহে। সূত্রধরেরা কাষ্ঠ ও বাটালী ব্যতীত কোন বিষয় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হয় না, কর্ম্মকারেরা লৌহ, হাতুড়ী ও অগ্নি ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না এবং কুম্ভকারেরা কুলাল, চক্র, মৃত্তিকা প্রভৃতি উপকরণ ব্যতীত কিছুই গড়িতে পারে না, এরূপ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু আমাদের পরমেশ্বর কি তদ্রূপ অক্ষম পুরুষ? তিনি কি মানব-বুদ্ধি ও ফল-সৃষ্টি ব্যতীত এই জগৎকে উন্নত করিতে পারিতেন না? আহা! যে মহাপুরুষ ইচ্ছামাত্রেই এই সদসৎ জগৎকে উৎপত্তি করিয়াছেন, তিনি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলে কি কোন দ্রব্য বা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়? যিনি সমস্ত চৈতন্য, জড় ও যন্ত্রাদির নিয়ন্তা তাঁহার সঙ্কল্প কখনই গৌণ-সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই ব্রহ্মাণ্ডটি যে চিরকাল অসিদ্ধ ও অভাবপূর্ণ থাকিবে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা, নতুবা ইহার অবস্থা এরূপ হইত না। জীবের প্রাপ্য আর একটি ধাম স্বীকার না করিলে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। শাস্ত্রযুক্তি ও আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। জীব সেই অদ্ভুত অপ্রাকৃত ধামের আশা করিয়া থাকেন।

যথা বামন পুরাণে—

শ্রুত্বৈতদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃ পরম্।
কেবলানুভবানন্দমাত্রমক্ষয়মধ্বগম্॥

শ্রুতৌ চ—এষঃ ব্রহ্মলোক, এষ আত্মলোক ইতি।

এই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইটি জগৎ স্বীকার করা অনাদিসিদ্ধ বলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শরণাগতির লক্ষণ কি ?

উত্তর—শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা (গীতা)—যো হি যচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ। স তং যৎ কারয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্র তিষ্ঠতি, যদ্‌ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌ক্তে ইতি শরণাগতি-লক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্।

যে যাহার শরণ গ্রহণ করে, সে ক্রীতপশুর ন্যায় তাহার অধীনে থাকে। প্রভু তাহাকে যাহা করান, তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেইখানেই থাকে, যাহা খাইতে দেন তাহাই খায়।

শরণাগত ভক্ত নিজ খাওয়া, পরা বা থাকার জন্য কোন চিন্তা করেন না। 'কি করিব' এ চিন্তাও শরণাগতের থাকে না।

শরণাগত ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য কোন চিন্তা করেন না।

আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীবিষ্ণুপুরীপাদ স্বকৃত 'ভক্তি-রত্নাবলী' গ্রন্থে ১২ বিরচনে ৬৪ পৃষ্ঠায় 'মর্ত্ত্যো যদা' শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—ভগবতি নিবেদিতাত্মন-স্তৎকৃপয়া সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থো ভবতি। বিক্রীতস্য দত্তস্য বা গবাশ্বাদের্ভরণপালনাদিচিন্তা ন ক্রিয়তে, তথা ভগবতি দেহাদিকং সমর্প্য নিশ্চিন্তো যস্তিষ্ঠতি স নিবেদিতাত্মা।

ভগবানে শরণাগত বা নিবেদিতাত্মা ব্যক্তির যাবতীয় পুরুষার্থ লাভ হয়। যিনি গরু বিক্রী করেন, তিনি যেমন বিক্রীত পশুর ভরনপোষণ চিন্তা করেন না, তদ্রূপ যিনি ভগবানে আত্মনিবেদন করেন, তিনি ভগবানে দেহাদি সমস্তই সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে থাকেন। শরণাগতের সকল চিন্তা ভগবানই করেন।

নিবেদিতাত্মা বা শরণাগতঃ স্বস্থঃ শেতে অর্থাৎ নির্ভয়ো ভবতি। [শরণাগত-ভক্তো নিশ্চিন্তস্তিষ্ঠতি সুখী স্যাৎ। (শ্রীসনাতন টীকা)]

প্রশ্ন—কার্পণ্য কি ?

উত্তর—কার্পণ্য অর্থে দৈন্য।

শ্রীসনাতন প্রভু হরিভক্তিবিলাস ১১বিঃ ১৭ শ্লোকের টীকায় বলেন—কার্পণ্যং—'ভগবন্ রক্ষ রক্ষ' ইত্যাদি প্রকারেণ আর্ত্তত্বম্।

হে ভগবন্, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর—এইরূপ আর্ত্তিই কার্পণ্য বা দৈন্য।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—কার্পণ্যং—পরম-কারুণিকো ন ভবৎপরঃ, পরম-শোচ্যতমো ন চ মৎপরঃ।

হে ভগবন্, আপনার ন্যায় দয়ালু ও পতিতপাবন কেহ নাই, আর আমার ন্যায় পতিত অধমও আর কেহ নাই—এই চিত্তবৃত্তিই দৈন্য।

শাস্ত্র বলেন—নিজ ইষ্টদেব ব্যতীত অন্যত্র দৈন্য করা উচিত নয়।

প্রশ্ন—আত্মনিক্ষেপ মানে কি ?

উত্তর—গুরুকৃষ্ণের অধীন থাকিয়া নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগই আত্মনিক্ষেপ।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—আত্মনিক্ষেপঃ—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' ইত্যাদি প্রকারঃ।

হে হৃষীকেশ, আপনি হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি—নিজ কর্ত্তৃত্ব, অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া এইভাবে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বা নিয়ামকত্ব স্বীকার করাই আত্মনিক্ষেপ বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ।

পদ্মপুরাণে—

ভগবৎ-পরতন্ত্রোঽসৌ তদায়ত্তাত্মজীবনঃ।
তস্মাৎ স্বসামর্থ্যবিধিং ত্যজেৎ সর্ব্বমশেষতঃ॥
ঈশ্বরস্য তু সামর্থ্যাৎ নালভ্যং তস্য বিদ্যতে।
তস্মিন্ ন্যস্তভরঃ শেতে তৎকর্ম্মৈব সমাচরেৎ॥

জীব ভগবানের অধীন। কৃষ্ণাধীন জীবের কায়, মন, বাক্য, জীবন সবই কৃষ্ণের করায়ত্ত, সবই কৃষ্ণ কর্তৃক চালিত। কৃষ্ণাধীন জীবের স্বাধীনভাবে কিছু করার সামর্থ্য নাই। মায়াবদ্ধ হইয়া জীব অজ্ঞতা বশতঃ নিজেকে কর্ত্তা বা স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে মাত্র। 'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে'। (গীতা) সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ বলিয়া তদধীন জীবের কোন অলভ্য বা অসুবিধা থাকে না। এজন্য শরণাগত ভক্ত নিজ সামর্থ্যের প্রতি আস্থা ছাড়িয়া সর্ব্বতোভাবে নিজ স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ করতঃ ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ও সুখী হন। সেই শরণাগত ভক্ত ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্তে ও সুখে থাকিয়া নির্ভয়ে সতত ভগবানের কার্য্যই করেন—ভগবানের সুখের জন্যই যত্নপর হন।

শ্রীসনাতন-টীকা—আত্মনো নিক্ষেপঃ সমর্পণম্। ভগবান্‌ও নিজেই বলিয়াছেন—'মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽহর্তি শোচিতুম্।'

আমার আশ্রিত ভক্ত কোনদিন দুঃখ পায় না।

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—(গীতা, সর্ব্বধর্ম্মান্) আত্মনিক্ষেপঃ —স্বীয় স্থূল-সূক্ষ্মদেহসহিতস্য এব স্বস্য শ্রীকৃষ্ণার্থ এব বিনিয়োগঃ।

প্রশ্ন—রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসঃ—ইহা কিরূপ?

উত্তর—ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—স্বরক্ষণপ্রতিকূলবস্তুষু উপস্থিতেষু অপি ভগবান্ মাং রক্ষিষ্যতি এব ইতি দ্রৌপদী-গজেন্দ্রাদীনাং ইব বিশ্বাসঃ।

প্রশ্ন—আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্ কিরূপ?

উত্তর—শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—ভক্তিশাস্ত্রবিহিতা স্বাভীষ্ট-দেবায় রোচমানা প্রবৃত্তিঃ আনুকূল্যং, তদ্‌বিপরীতং প্রাতিকূল্যং।

শ্রীশ্রীজীবপ্রভু—আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যে—ভগবদ্ভক্তাদীনাং শরণাগতস্য ভাবস্য বা।

ভগবানের ভক্ত বা গুরুই ভগবানের অনুকূল। ভক্তরাজ গুরুই ভগবানের সকল ইচ্ছা জানেন এবং সেইভাবে সতত তাঁহার সুখ বিধান করেন। এজন্য গুরুর ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে ভগবৎসেবাই আনুকূল্য।

শ্রীসনাতন-টীকা— ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ সংকল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্য-বর্জ্জনম্।

প্রশ্ন—শরণাগতি-মাহাত্ম্য কিছু বলুন।

উত্তর—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—শ্রবণাদি-অসমর্থস্য শরণাগতমাত্রেণাপি কৃতার্থতা স্যাৎ। শরণাগতত্বে চ কেবলং ভগবদীয়োঽহং এতাবন্মাত্রং।

শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অসমর্থ ব্যক্তিও ভগবচ্চরণে শরণাগত হইবামাত্র কৃতার্থ হয়।

'আমি একমাত্র ভগবানের'—এইরূপ বিচারই শরণাগতি। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ৩৯৩ শ্লোক শ্রীসনাতন-টীকা) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—'দেবদুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যাহারা শ্রীগোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করে না, তাহারা আজীবন বিবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মস্বরূপ আমাকে আশ্রয় কর, তাহা হইলে তোমার আর ভয় থাকিবে না।

শ্রীসনাতনটীকা—মামেব একং শরণং যাহি। ময়া এব অকুতোভয়ঃ স্যাৎ। সর্ব্বদেহিনাং আত্মানং অন্তর্য্যামিত্বেন হৃদি নিবসন্তম্। অনেন ত্বদীয়ক্ষেত্রবিশেষাশ্রয়ণনিয়মো-নিরস্তঃ। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ৩৯৫ টীকা)

একমাত্র হৃদয়স্থ ভগবান্‌কে আশ্রয় করিলে ভগবান্ সেই শরণাগত ভক্তের যাবতীয় ভয় ও দুঃখ দূর করিয়া থাকেন—একথা ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন।

ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে বাস করিয়া থাকেন বলিয়া নিজ হৃদয়ই ভগবদ্ধাম। এজন্য অন্য ভগবদ্ধাম-আশ্রয়-বিধি এখানে নিরস্ত হইল।

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি শরণাপন্ন হইয়া 'হে ভগবন্, আমি তোমার হ'লাম'—এই বলিয়া একবার প্রার্থনা করে, আমি তাহাকে ভয় হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। কারণ শরণাগতকে রক্ষা করাই আমার ব্রত।"

শ্রীসনাতনটীকা (১১ বিলাস ৪২০) সকৃদেব প্রপন্নো যঃ ইত্যাদি বচনতঃ সকৃৎ প্রবৃত্ত্যা এব শরণাগতত্বসিদ্ধেঃ।

শ্রীনৃসিংহপুরাণে ভগবান্ বলিয়াছেন—'হে ভগবন্, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম'—এই বলিয়া যে ব্যক্তি আমার শরণ গ্রহণ করে, আমি (ভগবান্) তাহাকে যাবতীয় দুঃখ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলেন—শ্রীহরির মঙ্গলময় শ্রীনাম আশ্রয় করিলে জীবের কিঞ্চিন্মাত্রও অমঙ্গল বা অনিষ্ট হয় না। পরন্তু সেই নামাশ্রিত ব্যক্তি যাবতীয় মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে।

শ্রীসনাতনটীকা—অশুভং অমঙ্গলং অনিষ্টং বা কিঞ্চিন্নৈব প্রাপ্নুবন্তি।

নামাশ্রয়ণমপি ভগবদাশ্রয়ণং এব ইতি তয়োরভেদ-অভিপ্রায়েণ।

ভগবানের নাম ও ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নামাশ্রয়ই ভগবদ্আশ্রয়। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ৩৯৯)

বৃহন্নারদীয়পুরাণ বলেন—জগতের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তাহার কোন দুঃখই হয় না।

টীকা—শরণাগত ভক্ত নাবসীদতি কিঞ্চিৎ দুঃখং নাপ্নোতি।

শরণাগত ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় বিন্দুমাত্রও দুঃখ পায় না। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ৪০০)

মহাভারত বলেন—সর্ব্বজীবের একমাত্র আশ্রয় শ্রীহরিকে আশ্রয় করা মাত্রই সমস্ত দোষ ও দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয় এবং দুস্তর সংসার দুঃখ হইতেও মুক্তি হইয়া থাকে।

টীকা—সর্ব্বজীবৈকাশ্রয়ং হরিঞ্চ আশ্রয়মাত্রেণ সর্ব্ব-দোষদুঃখহরং মনোহরঞ্চ। (হঃ ভঃ বিঃ ১১বিঃ ৪০১) শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—যাহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করে, কোন শত্রু তাহাদের কিছু করিতে পারে না।

বামনপুরাণ বলেন—যাহারা শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, যমরাজ তাহার কিছু করিতে পারেন না। শরণাগতের নরক হয় না, সংসারভয়ও থাকে না, এমন কি ভগবৎ-প্রাপ্তিও হইয়া থাকে।

টীকা—জাতেঽপি পাপে কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ। শরণাগতের পাপ হইলেও যম তাহাকে শাস্তি দিতে সমর্থ হন না।

টীকা—শরণাগতানাং কিঞ্চিদপি অসাধ্যং নাস্তি। তেষাং দুষ্করং কিং; অপি তু সর্ব্বমেব সুকরং।

শরণাগত ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই। ভগবৎকৃপায় শরণাগত ভক্ত সবই করিতে সমর্থ।

টীকা—শরণাগতানাং সর্ব্বদুঃখহানিঃ সুখপ্রাপ্তিশ্চ উক্তা।

শরণাগতের কোন দুঃখ ত থাকেই না, উপরন্তু যাবতীয় সুখ লাভ হয়।

কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা কৃষ্ণাশ্রয়ই শরণাগতির লক্ষণ।

টীকা—বাচা আশ্রয়ণং 'তব অস্মি' ইত্যাদি বচনং। মনসা আশ্রয়ণং—তস্যৈব অহং ইত্যাদি চিন্তনং।

কায়েন আশ্রয়ণং—তৎক্ষেত্র-সেবনাদি। হে ভগবন্, আমি তোমার হইলাম—এইরূপ উক্তিই বাক্যের দ্বারা আশ্রয়।

'হে ভগবন্, আমি তোমার'—এরূপ চিন্তাই মনের দ্বারা আশ্রয়।

ভগবদ্ধাম, মঠ বা গুরুগৃহে বাসই কায় দ্বারা আশ্রয়।

গীতা 'সর্ব্বধর্ম্মান্' শ্লোকের শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতের পাপমোচনভার, সংসারমোচনভার, ভগবৎপ্রাপ্তির ভার, দেহব্যবহারভার প্রভৃতি সকলই সানন্দে গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'হে ভক্তগণ, তোমাদের সকল ভার আমি গ্রহণ করিলাম। এখন তোমরা নিশ্চিন্তে ও সুখে থাক'।

পূর্ণ শরণাগতি হইলে পূর্ণফল লাভ হয়। নতুবা যেমন শরণাগতি, তেমন ফল হইয়া থাকে।

প্রশ্ন—সকাম ভক্তগণও কি ভগবানের আরাধনা করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ করেন?

উত্তর—হাঁ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—অজ্ঞ সকাম ভক্তগণ ভগবদারাধনা করিয়া ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ত' লাভ করেনই, এমন কি পরম করুণাময় ভগবান্ তাঁহাদিগকে অপ্রাকৃত দেহ এবং প্রেমও দিয়া থাকেন।

(ভাঃ ৮।৩।১৯ টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি' দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ (চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—সংসার হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

শ্রীকপিলদেব কহিলেন নিজ মায়।
দেব-পিতৃ যে ভজে, সে দেব-পিতৃ যায়॥
নানা দুঃখে তপ যজ্ঞ করে ব্রত-দান।
কর্ম্মফল বিনে কিছু না দেখিয়ে আন॥
সর্ব্বকর্ম্ম করে, কিবা সর্ব্বদেব পূজে।
সর্ব্ব যজ্ঞ করি' যদি সর্ব্বদেব ভজে॥
তবু ভববন্ধদুঃখ না ঘুচয়ে তার।
বিনা কৃষ্ণ ভজিলে সংসার নহে পার॥
পুরুষ-পুরাণ কৃষ্ণ নিত্য সত্য হয়।
সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু কৃপাময়॥
সর্ব্বভাবে লহ তুমি তাঁহাতে শরণ।
তবে সে দেখিয়ে মাতা ভব-বিমোচন॥

প্রশ্ন—গুরুসেবা জিনিষটী কি ?

উত্তর—গুরু ভগবৎসেবা ব্যতীত অন্য কিছু করেন না। এজন্য গুরুসেবা মানে—গুরুকে ভগবৎসেবায় সহায়তা করা।

গুরুর আদেশ নির্ব্বিচারে প্রীতির সহিত পালনও গুরুসেবা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—যে গুরু আমাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন, তিনি কি গুরু নহেন ?

উত্তর—কথনই না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত মৃত্যুম্॥ (ভাঃ ৫।৫।১৮)

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—

ভক্তি-পথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন, সেই স্বজন 'স্বজন'-পদবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপাদন-বিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে-সব দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, সেই সব দেবতার মনুষ্যের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই বহির্ম্মুখ পতিও 'পতি' নহেন, অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে। অতএব যাঁহারা জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করিতে পারেন না, তাদৃশ গুরু, পিতা, পতি, স্বজন প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিবে। এইজন্যই পূর্ব্বে মহাত্মা বলি মহারাজ নিজ কুলগুরু শুক্রাচার্য্যকে, ভক্ত বিভীষণ স্বীয় স্বজন রাবণকে, ভক্ত প্রহ্লাদ পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে, ভরত স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে, খট্টাঙ্গ-রাজা দেবতাগণকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ নিজ পতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের ভগবদ্‌বিমুখতা দেখিয়া দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন—কাহার সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের স্পৃহা জাগে না ?

উত্তর—কৃষ্ণেতর-বিষয়ে প্রমত্ত ও বিষয়ে অত্যাসক্ত ব্যক্তির কথনও সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ের জন্য স্পৃহা জাগে না। (শ্রীধরস্বামী ও চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—অসমর্থ লোকের দয়াপ্রবৃত্তি কি দুঃখকর হয় ?

উত্তর—হাঁ, শাস্ত্র বলেন—

'অসমর্থস্য করুণা দুঃখায়ৈব হি সম্মতা'।

জীব পরতন্ত্র, অধীন বা অসমর্থ বলিয়া তাহার পক্ষে অপরকে কৃপা করিবার প্রবৃত্তি দুঃখই প্রসব করে।

প্রশ্ন—ভগবদ্‌বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসই কি ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। যিনি শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে ও ভগবদ্‌বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস করেন, ভগবদ্‌বাক্যে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভরতা হয়, তাঁহার ভগবৎপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজপ্রিয় ভক্ত শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরকে বলিয়াছেন—

অব্যর্থ আমার বাক্য তুমি যে জানিলা।
তুমি আমা' সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০ম অধ্যায়)

সাময়িক প্রসঙ্গ

স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্

মহাভারত দ্রোণপর্ব্বে জয়দ্রথ-বধপর্ব্ব ১১৪তম অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত সঞ্জয়বাক্য—

আত্মাপরাধাৎ সম্ভূতং ব্যসনং ভরতর্ষভ।
প্রাপ্য প্রাকৃতবদ্ বীর ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥
পুরা যদুচ্যসে প্রাজ্ঞৈঃ সুহৃদ্ভির্বিদুরাদিভিঃ।
মা হার্ষীঃ পাণ্ডবান্ রাজন্নিতি তন্ন ত্বয়া শ্রুতম্॥
সুহৃদাং হিতকামানাং বাক্যং যো ন শৃণোতি হ।
সুমহদ্ ব্যসনং প্রাপ্য শোচতে বৈ যথা ভবান্॥
যাচিতোহসি পুরা রাজন্ দাশার্হেণ শমং প্রতি।
ন চ তং লব্ধবান্ কামং ত্বত্তঃ কৃষ্ণো মহাযশাঃ॥
তব নির্গুণতাং জ্ঞাত্বা পক্ষপাতং সুতেষু চ।
দ্বৈধীভাবং তথা ধর্ম্মে পাণ্ডবেষু চ মৎসরম্॥
তব জিহ্মমভিপ্রায়ং বিদিত্বা পাণ্ডবান্ প্রতি।
আর্ত্তপ্রলাপাংশ্চ বহূন্ মনুজাধিপসত্তম॥
সর্ব্বলোকস্য তত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বলোকেশ্বরঃ প্রভুঃ।
বাসুদেবস্ততো যুদ্ধং কুরূণামকরোন্মহৎ॥
আত্মাপরাধাৎ সুমহান্ প্রাপ্তস্তে বিপুলঃ ক্ষয়ঃ।
নৈনং দুর্য্যোধনে দোষং কর্ত্তুমর্হসি মানদ॥
ন হি তে সুকৃতং কিঞ্চিদাদৌ মধ্যে চ ভারত।
দৃশ্যতে পৃষ্ঠতশ্চৈব ত্বন্মূলো হি পরাজয়ঃ॥
তস্মাদবস্থিতো ভূত্বা জ্ঞাত্বা লোকস্য নির্ণয়ম্।
শৃণু যুদ্ধং যথাবৃত্তং ঘোরং দেবাসুরোপমম্॥

মহাভাঃ দ্রোণপর্ব্ব ১১৪।৪৭-৫৬

ধৃতরাষ্ট্র কৌরবপক্ষে মহা মহা বলশালী সৈন্যাধিক্য সত্ত্বেও পাণ্ডবপক্ষের অল্পসৈন্য লইয়া জয়লাভ এবং তাঁহার পুত্রগণের পরাজয়প্রাপ্তি ভাগ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে, ইহা বলিয়া সঞ্জয়কে উহার কারণ কহিতে বলিলে সঞ্জয় কহিলেন—

হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এই সমূহ বিপৎপাতের মূল কারণই আপনি। আপনারই স্বকৃত অপরাধ হইতে ইহা সমুদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে ইহার জন্য সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আপনার শোক করা কর্ত্তব্য নহে। পূর্ব্বে যখন আপনার বুদ্ধিমান্ সুহৃদ্ বিদুরাদি আপনাকে বলিয়াছিলেন যে, মহারাজ আপনি পাণ্ডবগণের ন্যায়-ধর্ম্ম-সঙ্গত রাজ্য অপহরণ করিবেন না, তখন আপনি তাঁহাদের সেই কথায় কর্ণপাত করেন নাই। যিনি হিতৈষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করেন না, তাঁহাকেই পরিণামে মহা সঙ্কট প্রাপ্ত হইয়া আপনার ন্যায় শোক করিতে হয়। হে রাজন, দশার্হনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই আপনাকে শান্তির জন্য যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনারই দিক্ হইতে মহাযশস্বী কৃষ্ণের সেই ইচ্ছা পূরণ করা হয় নাই। হে নৃপশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোকের তত্ত্বজ্ঞ তথা সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন জানিলেন, আপনি সর্ব্বতোভাবে সদ্গুণশূন্য, স্বীয় পুত্রপ্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব দোষ বিদ্যমান, ধর্ম্মবিষয়ে আপনার মনে দ্বৈধীভাব অর্থাৎ দুই প্রকার মনোবৃত্তি বা সংশয় এবং পাণ্ডবগণের প্রতি আপনার হৃদয়ে মাৎসর্য্য রহিয়াছে, পাণ্ডবগণের প্রতি মনে মনে কুটিলতাপূর্ণ অভিপ্রায় সংরক্ষণ পূর্ব্বক (মতলব আঁটিয়া) বাহিরে আপনি আর্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় বহু প্রলাপোক্তি করিতেছেন, তখনই তিনি এই কুরু-পাণ্ডব-মহাযুদ্ধের আয়োজন করিলেন। হে মানদ, আপনারই অপরাধে আপনার সম্মুখে এই সুমহান্ লোকক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং দুর্য্যোধনকেই সমস্ত দোষের ভাগী করা যুক্তিযুক্ত নহে। হে ভারত, অগ্রে, মধ্যে বা পশ্চাতে আপনার কোন সুকৃত অর্থাৎ শুভকর্ম্মই ত' দেখা যায় না, অতএব এই পরাজয়ের মূল আপনিই। এজন্য স্থিরচিত্তে অবস্থিত হইয়া এই লোকনির্ণয় অর্থাৎ নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল জগতের এইরূপই পরিণতি, ইহা উপলব্ধি করত দেবাসুরসংগ্রামতুল্য এই ভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডবযুদ্ধের যথার্থবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

———

বেদচর্চ্চা-প্রসার

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম—পুরী, জম্মু, দিল্লী ও পুনায় চারিটি বেদচর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন এবং কার্য্যেও কিছু অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি পুরী স্বর্গদ্বারে সুরম্য বেদভবন ও যজ্ঞশালার দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে যে, বেদ অপৌরুষেয় বস্তু। 'বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম।" বেদ পরোক্ষবাদ, অর্থ দুরূহ। শুধু পাণিনির সাহায্যে যাস্ক, নিরুক্ত, সায়নভাষ্যাদি প্রাচীন টীকা আলোচনা করিলেই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত বেদ জাগতিক পাণ্ডিত্যের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন না।

বেদের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ ভাগবত। শুদ্ধভক্ত-ভাগবতের আনুগত্যে এই গ্রন্থ-ভাগবত আলোচ্য।

তবে বেদের প্রাচীন টীকানুসারে অনুবাদ সহ বেদের একটি রাজ সংস্করণ প্রকাশিত হউক, ইহাতে আমরা খুবই আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছি। পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহোদয় সায়নভাষ্য ও বঙ্গানুবাদ-সহ চতুর্ব্বেদের সংহিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাহাও দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং বেদের একটি সম্পূর্ণ সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য।

———

প্রচীন মূর্ত্তি অপসারণ

আমরা চৌরাশিক্রোশ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে অনেকস্থলেই শুনিয়াছি, অনেক প্রাচীন মন্দিরের প্রাচীন মূর্ত্তি—চুরী গিয়াছে। শুনা গেল বিদেশীয়েরা তাঁহাদের মিউজিয়ামে আর্য্যভূমি ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শন সংরক্ষণার্থ বহু টাকার প্রলোভন দেখাইয়া কতকগুলি নাস্তিক পাষণ্ড ব্যক্তি দ্বারা ঐ সকল প্রাচীন মূর্ত্তি অপহরণ করাইতেছে! আমরা কাম্যবন পরিক্রমার সময় পঞ্চ-পাণ্ডবাদির প্রাচীন মূর্ত্তি অপহৃত দেখিয়া আসিয়াছিলাম। আরও অনেক স্থানে প্রাচীন মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই। কিছুদিন হইল মধুবনে অতিসুন্দর শ্রীদাউজী (বলরাম) ও শ্রীমধুবনবিহারী (কৃষ্ণ) মূর্ত্তিও চুরী হইয়াগিয়াছে! শ্রীছিতরমল নামক একজন মধুবনবাসী ব্রজবাসী পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেবের শিষ্য, মধুবন-বিহারী তাঁহারই সেবা। ঐ বিগ্রহ চুরী গেলে বহু সন্ধানে তিনি কিছু সূত্র পাইয়া তৎসম্পর্কিত লোককে প্রথমে ৫০০৲ দিয়া ঐ বিগ্রহ ফেরত পাইয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় পুনরায় তাহা চুরী গিয়াছে। সুতরাং ঐ ৫০০ টাকাও গেল, বিগ্রহও হারাইলেন। শ্রীদাউজী-বিগ্রহও অপূর্ব্বদর্শন, তিনিও অপহৃত হইয়াছেন। এইরূপ ব্রজমণ্ডলের বহুস্থানে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি শুনা গেল, হিমাচল প্রদেশের চম্বার মন্দির হইতে প্রায় দেড়হাজার বৎসরের পুরাতন এক বিষ্ণুমূর্ত্তি অপহৃত হইয়া বোম্বাই হইতে বিদেশে পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছিল। ভগবদিচ্ছায় ব্যাপারটি জানাজানি হইয়া পড়ায় মূর্ত্তিটিকে সরাইতে পারে নাই, উদ্ধার করা হইয়াছে। কিন্তু হায়, এইরূপ কত শত শত মূর্ত্তি ভারত হইতে বিদেশে চলিয়া যাইতেছেন। শুধু মূর্ত্তি নহে—প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শন—ঐতিহ্যসম্পদ্ আমাদেরই অসাবধানতাফলে আমরা হারাইতেছি! পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণের আইন থাকা সত্ত্বেও ধর্ম্মনিরপেক্ষ সরকারও যেমন উদাসীন, আমারও তদ্রূপ।

আবার শুনিতেছি—কেরালার দেবাশ্রম বোর্ডের সেবা-পরিচালনাধীনে প্রায় সহস্র মন্দির আছে। সেই সমস্ত মন্দিরের পূজক নিযুক্ত করেন দেবাশ্রম বোর্ড। তাঁহারা চিরাচরিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে শূদ্রকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে অর্চ্চনাদি শিখাইয়া তাহাদিগের দ্বারাই অর্চ্চনকার্য্য করাইতেছেন।

তামিলনাড়ুর ধর্ম্ম-সম্পত্তি-পরিচালন-সংক্রান্ত মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন—শীঘ্রই সে রাজ্যের হিন্দুদের মঠ-মন্দিরে দেবোপাসনার জন্য আবহমানকাল হইতে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রাদি উচ্চারণের পরিবর্ত্তে তামিল ভাষায় মন্ত্রাদি উচ্চারিত হইবে। ঐ সকল মন্ত্র সংস্কৃত হইতে তামিল ভাষায় অনূদিত হইবে। কিন্তু মন্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ-দ্বারা আহিতশক্তি সংস্কৃত মন্ত্রকে তামিল ভাষায় অনুবাদ

করিলে মন্ত্রের সেই অন্তঃস্ফুট ভাব ও শক্তির কি অপলাপ হইবে না? কতকগুলি কামক্রোধাসক্ত সাধারণ ব্যক্তি হইবে মন্ত্রপ্রবর্ত্তক? ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে আউর হাসি! মসজিদ বা গীর্জ্জায় উপাসনার ভাষাও কি উর্দ্দু বা ইংরাজীর পরিবর্ত্তে তামিল ভাষায় অনূদিত হইবে? কই, সে বেলায় তাহাদিগের চিরাচরিত পদ্ধতি উলট পালট করিয়াদিবার সাহস ত' কাহারও হইতেছে না? রাগ কি কেবল ব্রাহ্মণেরই উপর? ঐ শ্রেণীর লোকের ধারণা হইয়াছে—ব্রাহ্মণেরাই মতলব করিয়া শূদ্রদিগকে অনাদৃত করিয়া রাখিয়াছে, তাই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষমূলে ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত ভাষা, মন্ত্র, উপাসনা-পদ্ধতি প্রভৃতির আমূল পরিবর্ত্তন চেষ্টা! এই সকল মৎসরতাময়ী আসুরিক চেষ্টার দ্বারা আর্য্যভূমি ভারতের সকল কৃষ্টি—সকল শিক্ষা-দীক্ষার মৌলিকত্ব ধ্বংস হইবে। মন্ত্র হীনবীর্য্য হইয়া পড়িবে। দেবারাধনায় স্বৈরিতা প্রবেশ করিবে, মহাজনানুগত্য উঠিয়া গেলে জীব গোলোক-বৈকুণ্ঠের বিপরীত পথে চালিত হইবে।

মাদ্রাজে কুৎসিৎ ধর্ম্মদ্রোহ

ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শিক্ষা ও নীতিকে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার মতবাদ (Secularism) স্বীকৃত হইবার জন্য দেশে অধার্ম্মিক নাস্তিকদল অত্যন্ত প্রবল হইয়া নানাভাবে ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করত ধর্ম্মানুরাগী সজ্জন-গণের হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যথা প্রদান করিতেছে। কএকদিবস পূর্ব্বেও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মহোদয়কে অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। তামিলনাড়ু বা মাদ্রাজের রামস্বামী নাইকার নামে এক পিশাচপ্রকৃতি পাষণ্ড ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মকে অশ্লীল ও দুর্নীতি-পূর্ণ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সালেম সহরের মধ্য দিয়া বহু কদর্য্য চিত্রপূর্ণ এক বিরাট্ মিছিল পরিচালন করিতেছিল। উহার মধ্যে এইরূপ একটি বীভৎস দৃশ্য ছিল যে, মর্য্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের এক বিরাট্ মূর্ত্তিকে পাপিষ্ঠগণ প্রকাশ্য রাজপথে দুই হাতে জুতা মারিতে মারিতে লইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় তৎকালে স্থানীয় কোন হিন্দুই নাকি এই অন্যায় পাপা-চারের প্রতিবাদ করেন নাই। আবার সরকারী পুলিশও নাকি এই মিছিলের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটই বা কিরূপে এইরূপ একটি ন্যায়-বিরুদ্ধ মিছিল বাহির করিবার লাইসেন্স দিতে পারেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। ডাঃ সেনগুপ্ত অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে ইহা লইয়া বহু তোলপাড় করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীও এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। শুনিলাম, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টটিকে সাস্‌পেণ্ড করা হইয়াছে। ধর্ম্ম লইয়া এই প্রকার বিদ্রূপ করিবার—ছিনিমিনি খেলিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে—মাদ্রাজের D. M. K. বা দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম দলের নেতা রামস্বামী নায়েকার নামক পাষণ্ডের। লোকটির পিতৃদত্ত নামও রামস্বামী—রাম হইয়াছে স্বামী অর্থাৎ প্রভু যাহার। তাহারই এই কীর্ত্তি! ধন্য কলিযুগ!

শ্রীগান্ধীজী তাঁহার মৃত্যুর শেষমুহূর্ত্তেও 'রাম' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন, জীবদ্দশায় ভারতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতে পরম করুণ শ্রীভগবান্ রামচন্দ্রের প্রতি ঐরূপ বীভৎস ব্যবহার দর্শনে তাঁহার পরলোকগত আত্মা কি ব্যথিত হইতেছেন না?

মানুষ পদমর্য্যাদা লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বৈদেশিক অধার্ম্মিকদের নাস্তিকতা অনুকরণ করিবার জন্য নিজেদের আর্য্যভূমির সকল কৃষ্টি—সকল মর্য্যাদা ভুলিয়া যাইতেছে। বহিরঙ্গা মায়া পিশাচী মানুষকে এইরূপেই নরকের পথে লইয়া যায়!

তবে আমাদেরও এসকল কালাপাহাড়ী অত্যাচার বর্ণনমাত্র করিয়া বা কাগজে কলমে দুঃখ প্রকাশ করিলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। হৃদয় অনু-তাপানলে দগ্ধীভূত হইয়া যদি ভগবচ্চরণে সত্য সত্যই ব্যাকুলতা জাগে, তাহা হইলেই শ্রীভগবান্ ঐ সকল পাষণ্ডদলন করত প্রেমপ্রচার করিবেন। কিন্তু সত্যসত্য প্রাণ কাঁদে কই? অন্যকে দোষ দিয়া কি করিব? আমাদেরই বহির্ম্মুখতা—ধর্ম্মধ্বজিতা প্রবলা হওয়ায় ঐসকল অনর্থ ঘটিতেছে।

শুনিলাম, ঐরূপ ধর্ম্মদ্রোহের প্রতিবাদে উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরের হিন্দুরা একটি বিরাট্ মিছিল বাহির করিয়া তাহাতে ঐ রাম স্বামী নায়েকারের একটি প্রতিকৃতিকে ১০।১২ জন লোকে অনবরত জুতা ও ঝাঁটা মারিতে মারিতে সহরের বিভিন্ন রাস্তা ভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তর্দাহ কিছুটা বাহিরে প্রকাশ করিয়াছেন। পরে ঐ ছবিটিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক আমরা এইরূপ একটি হৃদয়বিদারক ঘটনায় খুবই ব্যথিত। দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালন ব্রতধারী শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র ইহার প্রতীকার বিধান করিয়া জগৎকে রক্ষা করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আত্মধর্ম্মই অপেক্ষণীয়

শ্রীসুবল চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'Century Dictionary'তে 'Secularism' শব্দের অর্থ দেখিলাম—"নীতি ও শিক্ষা ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার মতবাদ—The doctrine that morality and education should be seperated from religion.

ঐ অভিধানে 'Secular' শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে —"ধর্ম্মনিরপেক্ষ—Not concerned with religion."

আমরা শুনিয়াছি, আমাদের রাষ্ট্রও নাকি Secular অর্থাৎ ধর্ম্মনিরপেক্ষ। নীতি ও শিক্ষাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার অতিভয়াবহ শোচনীয় পরিণাম ভারতের—বিশেষতঃ বঙ্গের প্রত্যেক নরনারী প্রতিনিয়তই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। সুতরাং দৃষ্টান্ত অপ্রয়োজনীয়। আবার ধর্ম্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন কোন বিশেষজ্ঞকে বলিতে শুনিয়াছি—"ধর্ম্মের উপর রাষ্ট্র কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না, যাঁহার যে ধর্ম্মমত, তাহা তিনি অবাধে পালন করিতে পারেন। কাহাকেও আক্রমণ না করিয়া, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতের হেয়ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রাণে ব্যথা না দিয়া, নিজ নিজ ধর্ম্মমতে আস্থা সংরক্ষণ করিতে পারেন।" কিন্তু ইহাতে একটি কথা এই যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় বলিয়াছেন—অপৌরুষেয় বেদ এবং সেই বেদানুগত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যাঁহারা স্বেচ্ছাচারকে ধর্ম্মমত বলিয়া চালাইতে যাইবেন, তাঁহারা নিজেরাও কুপথগামী হইবেন, অন্যকেও বেদবিগর্হিত কুপথে লইয়া যাইবেন। সুতরাং সচ্ছাস্ত্রবিধানানুযায়ী ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসন্মতবাদ নিজের সহিত সমগ্র জগতেরই অহিতকারক হইবে। এজন্য শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ব্রহ্মযামল-বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যদি কেহ শ্রীহরির ঐকান্তিকী অর্থাৎ অনন্যা ভক্তিও অনুষ্ঠান করিতে যান, তাহা হইলে তাহা কখনও কল্যাণপ্রদ হইবে না, পরন্তু উৎপাতেরই কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। কেননা পূর্ব্ব-মহাজন-প্রদর্শিত-পথের অনুগমনেই অনন্যা ভক্তি সম্ভব হইতে পারে, নতুবা হয় না।

এজন্য পথনির্দ্দেশ প্রসঙ্গে বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির কহিয়াছিলেন—'ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে ভাগবতধর্ম্মরহস্যবিদ্ ব্রহ্মা-শিবাদি দ্বাদশজন মহাজনের কথা আছে।

বিধর্ম্ম (স্বধর্ম্মের বাধক কর্ম্ম), পরধর্ম্ম (অন্যের বিহিত ধর্ম্ম), উপধর্ম্ম (জটাভস্মাদি ধারণ দ্বারা গর্ব্ব), ছলধর্ম্ম (শব্দের অন্যথা ব্যাখ্যান) ও আভাস (পুরুষের স্বেচ্ছাকল্পিত, আশ্রমবিধান হইতে পৃথক্ কৃত ধর্ম্ম)—এই পাঁচটি অধর্ম্ম শাখা। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহাকে অধর্ম্মবৎ পরিত্যাগ করিবেন। স্বধর্ম্ম বলিতে ঔপাধিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। শুদ্ধ আত্মবৃত্তি নির্গুণাভক্তির উদয়ে এই স্বধর্ম্মও ত্যাগে দোষ হয় না। কেননা তখন জীবের নিত্য ধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে।

"পৃথিবীতে যতকথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে।
ভাগবত কহে—তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥"

কলির প্রভাবে অধর্ম্মজ্ঞগণ ধর্ম্মবক্তা সাজিয়া প্রকৃত আত্মধর্ম্ম-প্রচারে নানাপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

সুতরাং যত মত তত পথ হইলেও সকল পথই গোলোক-বৈকুণ্ঠের পথ নির্দ্দেশক নহে। ইহা না বুঝিয়া যে সে পথ ধরিলে অবশ্যই কুপথগামী হইতে হইবে।

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

—চৈঃ চঃ

ইহাই মহাজন-বাক্য। সুতরাং প্রকৃত ধর্ম্ম-তত্ত্ববিৎ শুদ্ধভক্তসমীপে ধর্ম্মকথা না শুনিলে অধর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে।

শুদ্ধ আত্মধর্ম্মের প্রতি নিরপেক্ষ বা উদাসীন হইলেও সর্ব্বনাশ? আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের অপেক্ষা বা আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সমূহ বিপদ্। সুতরাং শুদ্ধ ভক্ত মহাজনের আনুগত্যে আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, তাহাতে কাহারও নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। কেননা তাহাই ত' আত্মার স্বরূপগত স্বভাব। অধর্ম্ম বা অনাত্মধর্ম্মের প্রতিই বরং অপেক্ষা শূন্য হইতে হইবে।

"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে"? "তুমি ত' মারিবে যা'রে কে তা'রে রাখিতে পারে"?

'যুগান্তর' পত্রে গত ৫ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১) তারিখের কাটিহারের একটি সংবাদে প্রকাশ—কাটিহার-মণিহারি রেল লাইনের উপর—পূর্ব্বোত্তর সীমান্ত রেলের কাটিহার-মণিহারি শাখায় মনসাহি ও মহিয়ারপুর ষ্টেসনের মাঝামাঝি একস্থানে ৩০-৩৫ বৎসর বয়স্ক ৪ জন যুবক কালপ্রেরিত হইয়া রেল লাইনের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইতেছিল। আর ৩ ব্যক্তিও খাটিয়া পাতিয়া ঐ লাইনের উপর শুইয়াছিল। ভোর রাত্রে একটা মালগাড়ী আসিয়া পড়ে। ইঞ্জিনের ধাক্কায় খাটিয়া ৩টি ছিট্‌কে পড়ায় খাটিয়ার লোক ৩টি কিছু আঘাত পাইলেও বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ চারিটি হতভাগ্য শায়িত লোক একেবারেই চিরনিদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছে। বন্যার জলে কএক লক্ষ লোক রেল লাইনে আশ্রয় লইয়াছে। রাত্রের ট্রেণগুলি বন্ধ হইলেও ভোরের মালগাড়ীতে ঐ বিপদ্ ঘটাইয়াছে! **নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?** অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে যাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। একটি শ্লোকে কথিত হয়—

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥"

অর্থাৎ যাঁহার মাতুল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, আর পিতা সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা ত্রিভুবনবিজয়ী গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুন, সেই অভিমন্যুকেও যুদ্ধে নিহত হইতে হইয়াছিল। সুতরাং নিয়তিকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। নিয়তি কাহারও দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আবার খাটিয়ার লোক তিনটিকে ভগবান্‌ই রক্ষা করায় তাহারা বাঁচিয়া গেল। সুতরাং রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

এই সকলকে আধিদৈবিক তাপ বলে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়াবদ্ধ জীবকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধি-দৈবিক—এই ত্রিতাপজ্বালায় সর্ব্বদাই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়। ভগবদুন্মুখতা ব্যতীত এ জ্বালা নিবৃত্তির আর দ্বিতীয় কোন উপায় শাস্ত্রে কথিত হয় নাই।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য

নিত্যারাধ্যতমস্য মদ্‌গুরোরষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামিনো বিষ্ণুপাদস্যাষ্টষষ্টিতমাবির্ভাব-বাসরে মদীয় ক্ষুদ্রভক্ত্যর্ঘ্যঃ

ভো আরাধ্যগুরো! বহুবিধেষু পার্থিবচিন্তনীয়েষু বস্তুষু মনুষ্যাণাং নিত্যলক্ষণীয়া "গোলোক-বৃন্দাবনাবস্থান রূপা সদ্গতিঃ"। মৎসদৃশাঃ সদা কুপথাবলম্বিনো বয়ং সুদুস্তরে সংসারার্ণবে—ভবাদৃশং শরণাগতরক্ষণক্ষমং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-গান-নর্ত্তন পরং কর্ণধারং প্রাপ্যাদ্যোত্থানৈকাদশ্যাঃ পুণ্যতমে লগ্নে ভবদাবির্ভাব-বাসরে, তব চরণসরোরুহান্তিকেঽস্যা ভক্তিকুসুমাঞ্জল্যাঃ প্রদান-সুযোগং লব্ধা অস্মান্ ধন্যাতিধন্যান্ মন্যামহে।

অহো ভবভয়ত্রাতঃ! সংসারার্ণবেষু বহুবিধৈর্ঘাত-প্রতিঘাতৈ র্জর্জরিতং মমান্তঃকরণং ভগবৎ সেবাচিকীর্ষুঃ সন্ বহুকালং যাবৎ সদ্‌গুর্ব্বন্বেষণে তদুপদেশেন মম কর্ম্মপথো নির্ব্বাচনে সচেষ্টাবস্থিতে জগৎপাতুর্জগদীশ্বরস্যানুচালিত-পথি বিচরন্ ভবতঃ শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনক্ষমোঽভবম্। অধুনা মমাভীষ্ট-সিদ্ধিরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ নিমজ্জয়িতুং ক্ষমং তে চরণকমলং প্রাপ্য তবোপদেশাবলম্বনমন্তরেণ নান্যং পন্থানং পশ্যামি। অতঃ সৈকতময়বেলাভূমাবিব ক্ষণভঙ্গুরায়ুষ্কালে দণ্ডায়মানোঽহং প্রতিক্ষণমাহ্বয়ামি মাং সমুদ্ধর ভবার্ণবাৎ। যতঃ কৃষ্ণবহির্ম্মুখং মনুষ্যাধমং মাং কামাদি-মহাবাত্যাবিক্ষুব্ধাৎ সুদুস্তর-সংসারার্ণবাৎ তারয়িতুং ভবানেব পারকঃ। পশ্য মে হৃদয়দৌর্ব্বল্যং সদা মাং পশ্চাদাকর্ষতি। অতঃ আশ্রিতস্য কামনা যেন বিফলতাং ন প্রাপ্নোতি তদেব বিধেয়ম্।

প্রভো ভক্তবৎসল! ভবচ্চরণারবিন্দং দর্শনাবধি মদীয়াঃ কপটাচরণাদয়ঃ সদাকুপথগামিনঃ প্রবৃত্তয়শ্চ চিরতরে বিলুপ্তপ্রায়া এব সঞ্জাতাঃ। কিন্তু সদসজ্‌জ্ঞানবোধাসমর্থত্বাদ্ দোদুল্যমানং মে মনঃ সদা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ঃ সন্ মাং আন্দোলয়তি। স্রোতসি প্রবহমানং তৃণমিব বিহ্বলতয়া কলুষিতং মমান্তঃকরণং সৎপথি পরিচালয়ন্ কৃষ্ণানুকূলতাপ্রাপ্তৌ ভবদুপদেশাবলিরেব সমর্থঃ। জানাম্যহং দৃঢ়তাবলম্বনং বিনা সংযমনোপায়ো নাস্তি। স চ গুরুজনানুজ্ঞামন্তরেণ ন সম্ভবতি। অতো ভবত উদাত্তস্বরস্যাভয়বাণ্যেব মম কাম্য বস্তু। তৎ কৃপয়া মে মনোমধুলিট্ তব চরণসরসিজস্য মধুপানে যথা সমর্থশ্চেৎ তৎকরণীয়ম্।

ভো অভয়দাতঃ! মম কামাদিষড়্‌রিপূন্ পরিভূয় শুদ্ধমনোবৃত্ত্যা ভগবৎসেবাসাধনরূপে "স্বরূপে" প্রতিষ্ঠাপ্য সর্ব্বযত্নেন প্রাপঞ্চিকান্ সর্ব্বাশাকাঙ্ক্ষান্ বিদূরিতান্ কৃত্বা ভবচ্চরণে আত্মসমর্পণানন্তরং ভগবদ্‌ভজনে যথা কৃতযত্নী ভবিষ্যামি তদ্বিধায়াজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্নং মাং জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া সৎপথি পরিচালয়ন্ চিরদাসশৃঙ্খলেন বধ্নীহি।

অহো অধমত্রাতঃ! সদা কামচারী সংযমহীনশ্চিত্তোঽহমশেষগুণালঙ্কৃতস্য ভবতশ্চরণকোকনদং বন্দনায়াং ন যোগ্যঃ। তথাপি পাংশুলভ্যে ফলে উদ্বাহুবামনস্যেবোপহাস্যতামবমন্য ভবৎপাদপদ্মবন্দনায় কিঞ্চিন্মাত্রং সুযোগং প্রাপ্সুনা ময়াদ্যোত্থানৈকাদশ্যাঃ শুভক্ষণে মদ্দত্তাং ক্ষুদ্রকুসুমাঞ্জলিং তব চরণনখাগ্রে স্থান প্রদানেন মাং কৃতার্থং কুরু।

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্নগতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ন্ স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥"

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠতঃ
৩৫নং সতীশমুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

কৃপাকণৈকপ্রার্থী সেবকাধমঃ—শ্রীজগদীশচন্দ্র পাণ্ডা
শ্রীউত্থানৈকাদশী (৩০।১০।১৯৭১)

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অষ্টষষ্ঠিতম শুভাবির্ভাব বাসরে "শ্রীগুরুপ্রশস্তি"

অনাদিকাল-স্রোতে প্রবহমানাবস্থায় যে প্রভুর শ্রীচরণযুগে দৈবে সংলগ্ন হইয়া বাস্তব সুখের অনুসন্ধানে কিঞ্চিৎ তৎপরতালাভের সৌভাগ্যলাভ করতঃ দুর্ল্লঙ্ঘ্য জগৎ-প্রাকারও অতিক্রম করিবার দুঃসাহস করিতেছি, সেই প্রভুর ভুবনমঙ্গল শুভাবির্ভাব বাসরে আজ আমরা তাঁহার রাতুল চরণকমল বিশেষ সাবধানে বন্দনা করিতেছি।

অজ্ঞান-তিমিররাশির পারে যিনি সূর্য্যসমকান্তি, বিশাল শরীর, বিপুলায়ত-নয়ন, অশেষ করুণানিলয় ও আলস্যশূন্য—তিনি মাদৃশ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিজগুণে উদিত হইয়া সমুদয় অন্ধকার-রাশি বিদূরিত করতঃ আমাদিগকে তাঁহার শ্রীচরণকমলের শোভা দর্শনে তথা বন্দনে অধিকার প্রদান করুন।

যিনি প্রাকৃত জন্মকর্ম্ম, নামরূপ ও গুণদোষাদি বিবর্জ্জিত হইয়াও অপ্রাকৃত দেবক্যাদি 'জন্ম', গোবর্দ্ধন ধারণাদি 'কর্ম্ম', কৃষ্ণ-রামাদি স্বরূপভূত চিন্ময় 'নাম-রূপ'-বিশিষ্ট এবং প্রাকৃত হেয়গুণ রহিত সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক—অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি, স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রকটিত, যিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট-লীলাপুরুষোত্তম এবং যিনি সাক্ষাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সেব্য ভগবান্ শ্রীহরি বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত, তিনিই আজ তদভিন্ন দিব্যপ্রকাশে তৎপ্রিয়তম সেবকবিগ্রহ-রূপ ধারণ পূর্ব্বক মাদৃশ জীবাধমকে গৃহান্ধকূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মরূপে অবতীর্ণ, সেই পরমকরুণানিলয় স্বাশ্রিতবৎসল শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন।

যাঁহার কৃপাস্পর্শে অজ্ঞানাবৃত বিবিধ ক্লেশ-নিকরাকর এই গুণপরিণামরূপ প্রপঞ্চোত্থিত দেহবর্গ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সকলই চিদানন্দময় হইয়া এক অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানের সেবায় যোগ্যতাপ্রাপ্ত হয়, সেই পরমেশ্বরের প্রকাশরূপ দিব্য কলেবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন।

আত্মতত্ত্বভাবনা-দ্বারা লোকস্থিতি ও বেদস্থিতি পর্য্যন্ত হেয়কারী সাধক যে আনন্দময় পরমপুরুষের স্বভাবসিদ্ধ আকর্ষণ উপলব্ধি করতঃ চতুর্ব্বর্গাভিলাষকেও অতিতুচ্ছ জ্ঞান করিতে সমর্থ হয়, সেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের শুদ্ধ প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সতত রক্ষা করুন।

ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ অত্যদ্ভুত মঙ্গলপ্রদ যাঁহার লীলাদি কীর্ত্তন করতঃ আনন্দসাগরে নিমজ্জমান হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতন্ত্র বিষয়-বাঞ্ছার কোনই স্ফূর্ত্তি হয় না, শুদ্ধভক্তিযোগলভ্যপরেশাভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম কালকবলিত মাদৃশ শরণাগত দাসগণকে নিয়ত রক্ষা করুন।

লীলাকৈবল্যস্বরূপ অনন্তলীলাময় পুরুষের অভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ জগতে পঞ্চ মুখ্যরসের পরমাশ্রয়রূপে অবস্থান করতঃ যিনি জীবজগতের নিঃশ্রেয়স গতিবিধায়ক, তিনি কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ অজ্ঞানবিমূঢ় দিশাহারা পথচারীর পথনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ব্রজের পথের পথিক করিয়া দিউন।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাখ্য নবধাভক্তির মূর্ত্তস্বরূপ শ্রীহরিদয়িত-প্রকাশ আমাদিগকে নিত্যকাল রক্ষা করুন, পালন করুন; অকিঞ্চন আমরা তাঁহার রাতুল শ্রীচরণে বারংবার কেবল প্রণাম জানাইতেছি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্রপ্রদেশ)

সেবকাধম—শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী
শ্রীউত্থানৈকাদশী (৩০।১০।১৯৭১)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অষ্টষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে তদীয় শ্রীচরণকমলে

দীনের ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

সানন্দে বন্দনা করি উত্থানৈকাদশী।
সর্ব্ব শুভদা বিশ্বের অমঙ্গল নাশি॥
বর্ষে বর্ষে আসি কর নব জাগরণ।
গুরুপাদপদ্ম-তত্ত্ব করাতে স্মরণ॥১॥

তব সমাশ্রয়ে আজ ভগবান্ হরি।
আসিলেন এ জগতে গুরুরূপ ধরি॥
উঠিছে সর্ব্বত্র আজ সুমঙ্গল ধ্বনি।
দিকে দিকে শ্রীগুরুর জয় মাত্র শুনি॥২॥

বন্দি হরি-গুরুদেব-বৈষ্ণব-চরণ।
এ অধমে কৃপাবারি করহ সিঞ্চন॥
মায়ার প্রভাব হ'তে করি পরিত্রাণ।
অশোক-অভয়ামৃত দেহ মোরে দান॥৩॥

গুরুদেব!

তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয়।
উত্তরিব ভবার্ণব করেছি নিশ্চয়॥
তুমি ত' স্খলিত-পদ জনের আশ্রয়।
তুমি বিনা আর কেবা আছে দয়াময়॥৪॥

চলিছে ধ্বংসের মুখে জগতের ধারা।
নরনারী সব আজ দেখ শান্তিহারা॥
আমার ভরসা প্রভো তুমি ত' দয়াল।
চরণে শরণ দিয়া রাখ চিরকাল॥৫॥

শ্রীচৈতন্য-মনোঽভীষ্ট করিতে প্রচার।
তব চেষ্টা অগণন বিবিধ প্রকার॥
দিয়া সেই প্রেমধন দীন হীন জনে।
নিযুক্ত রাখহ কৃষ্ণ-চরণ-স্মরণে॥৬॥

করুণা করহ জানি তব নিজজন।
ভক্তি-বীজ হৃদি মাঝে করহ বপন॥
শুদ্ধ-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে দেহ অধিকার।
মায়ামোহ হ'তে মোরে করহ উদ্ধার॥৭॥

ভক্তি, ভক্ত, ভগবান্ তিনে দেহ মতি।
এ তিন বিনা জীবের নাহি অন্য গতি॥
অপরাধ দূরে যায় আনন্দ-সাগরে।
ভাসে জীব ভাগ্যবান্ রসের পাথারে॥৮॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপা কতদিনে হবে।
উপাধিরহিত রতি চিত্তে উপজিবে॥
ভাবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলাগুণ গাব সর্ব্বক্ষণে॥৯॥

বিষয়-বাসনারূপ চিত্তের বিকার।
আমার হৃদয় দগ্ধ করে অনিবার॥
তুমি ত' দুর্ব্বল জনের পরম আশ্রয়।
কৃষ্ণরতি দিয়া কর সবল হৃদয়॥১০॥

সদা আশা করি আমি থাকি ভক্তসঙ্গে।
নিরন্তর পদসেবা করি নানারঙ্গে॥
আমার এমন ভাগ্য কতদিনে হবে।
তোমার চরণে শুদ্ধভক্তি উপজিবে॥১১॥

(আহা!) তব যশোগুণগানে ভরিছে ভুবন।
অনন্ত মহিমা তব কে করে বর্ণন॥
কৃপা করি কর যদি শকতি সঞ্চার।
(তব) গুণসিন্ধু-বিন্দু স্পর্শে পাই অধিকার॥১২॥

বিশ্বধর্ম্ম-মহাসভায় হ'য়ে আমন্ত্রিত।
দিতেছ সুচিন্ত্য ভাষণ শুদ্ধভক্তিমত ॥
মুখরিত করি বিশ্ব গৌর-জয়-গানে।
করিছ জীবের হিত অশেষ বিধানে ॥১৩॥

(আজ) প্রীতির চন্দন মাখা শ্রীভক্তিপ্রসূনে।
পূজিছেন ভক্তবৃন্দ ও' রাঙ্গা চরণে ॥
(কিন্তু) ভক্তিহীন আমি, কিছু নাহি উপায়ন।
কি দিয়ে পূজিব ওই রাজীব চরণ ॥১৪॥

তুমি যদি কৃপা করি দেহ ভক্তিকণ।
তবে ত' হইতে পারে বাঞ্ছিত পূরণ ॥
সার্থক ভজন মোর তবে ত' হইবে।
আত্মসাৎ করি পদে চিরাশ্রয় দিবে ॥১৫॥

প্রভো!

আজি শুভদিনে ধর এই নিবেদন।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মোর করহ গ্রহণ ॥
তব দাসদাস বলি' কর অঙ্গীকার।
মনোজ্ঞ-সেবায় তব দেহ অধিকার ॥১৬॥

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
শ্রীউত্থান-একাদশী (৩০।১০।১৯৭১)

নিত্য শ্রীপাদপঙ্কজ-সেবাপ্রার্থী
সেবকাধম
শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮-শ্রী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের অষ্টষষ্টিতম শুভ আবির্ভাব-বাসরে তদীয় চরণসরোজে "ভক্তি-অর্ঘ্য"

আজি উত্থান একাদশী তিথি
বন্দনা করি পুলকে।
যেদিন মোদের গুরুদেব আসি'
জনম লভিল ভূলোকে।
গোলোকে যাঁহার নিত্য বসতি,
পতিত তারণে যাঁর হেথা গতি,
করুণা প্রকাশ যাঁহার প্রকৃতি,
তাঁরই বন্দন নৃলোকে।
আজি গুরুদেব-চরণপদ্ম
বন্দনা করি পুলকে ॥১॥

গোলোক হইতে তাঁর আগমনে
মানব-মানস-কুঞ্জে।
অবিহতগতি হরষিত মনে
ভকতি-মধুপ গুঞ্জে।
প্রেম বন্যায় জগত ভাসিল,
জন-গণ-মনে হরষ জাগিল,
হরিকীর্ত্তনে মানব মাতিল,
(তারা) নবনব রস ভুঞ্জে।
বহির্ম্মুখ সব হইয়া উন্মুখ
আসিতেছে পুঞ্জে পুঞ্জে ॥২॥

ভকত সমূহ মনের হরষে
করিছে তাঁহার আরতি।
তাঁর পদরেণু শিয়রে ধরিছে
পাইবে বলিয়া মুকতি।
সাজাইছে কেহ বরণের ডালা,
কেহবা গাঁথিছে বনফুল-মালা,
রচিতেছে কেহ নিবেদন-থালা
হৃদয়ে পূরিয়া ভকতি।
ভূমিতলে পড়ি' কেহ বা করিছে
চরণ-কমলে প্রণতি ॥৩॥

পরমারাধ্য শ্রীলগুরুদেব!

সংসার-মহাসাগর-সলিলে
　　আমার জীবনতরণী।
কেমনে চালাব ভাবিতে ভাবিতে
　　তুমি দেখাইলে সরণী।
তুমি বুঝাইলে ভকতির পথে
চলিতে পারিলে অভয় তাহাতে,
ঝঞ্ঝার মাঝে পারিবে চলিতে,
　　যদিও তিমিরা রজনী।
তুমি চালাবারে পথ দেখাইলে
　　আমার জীবন-তরণী ॥৪॥

উৎসাহে মাতি' ধরিনু সুপথ,
　　কেহই নারিল রোধিতে।
যদিও অনেকে প্রয়াসী হইল
　　আপনার পথে টানিতে।
কেহ পারিল না মত ফিরাইতে,
শত বাধা পেয়ে লাগিনু চলিতে,
আগাইয়া গেনু নির্ভীক চিতে
　　তব উপদেশ মানিতে।
সংসার মাঝে ধ্রুবতারা সম
　　রহিলে আমার আঁখিতে ॥৫॥

আজি হেরিতেছি দুর্য্যোগভরা
　　এই ত' বিশাল ধরণী।
গগনে পবনে ধরমহীনতা
　　হানিছে বক্ষে অশনি।
সমাজ ভিতরে মহাবিপর্য্যয়,
প্রতি পরিবারে ঘটিছে প্রলয়,
ভগবৎকথা কেহ নাহি কয়,
　　এমত দিবস রজনী।
হরিভজনের তব উপদেশ
　　স্মরণ করিগো তখনি ॥৬॥

জগতজনের কিবা উপকার
　　করিতেছ তাহা স্মরিয়া।
সম্ভ্রমে শির অবনত করে
　　জনগণ প্রাণ ভরিয়া।
বহু মঠ তুমি স্থাপন করেছ,
শ্রীচরণে স্থান পতিতে দিয়েছ,
শ্রীহরির কথা প্রচার করেছ,
　　সারাটি জীবন ধরিয়া।
সে কথা ভাবিয়া পরাণ আমার
　　পুলকে উঠেগো পূরিয়া ॥৭॥

ব্যথা পাই মনে অধুনা কালের
　　ঘোর দুর্দ্দশা নেহারি।
পাইয়া সুপথ ধরিয়াও তাহা
　　ঠিক মত নাহি আচরি।
অগ্রগতিতে বাধা শত শত,
স্বজন পোষণে সদাই নিরত,
বিষয়ের জালে ক্রমশঃ জড়িত,
　　ভাবিতেছি আমি কি করি।
বল দাও প্রাণে ওগো দয়াময়
　　নিজগুণে কৃপা বিতরি' ॥৮॥

উপচার-হীন অর্ঘ্য আমার
　　লহগো করুণা করিয়া।
রচিয়াছি যাহা আজিকে ভকতি-
　　সলিলে সিক্ত করিয়া।
কত জনে আনে কত উপহার
বিবিধ বিধানে সীমা নাহি তার,
সকলেই দিবে চরণে তোমার
　　হরষে পরাণ ভরিয়া।
এদীন-সেবক-রচিত অর্ঘ্য
　　লহগো করুণা করিয়া ॥৯॥

আজ এই তব প্রকট বাসরে
লইব ভিক্ষা মাগিয়া।
বল সঞ্চার কর পুনঃ প্রাণে
সব কলুষতা নাশিয়া।
তোমার কৃপায় ক্ষমতা লভিব,
জীবন সাধনা সফল করিব,
ভকতির পথে চলিতে থাকিব
পরমানন্দে মাতিয়া।
তব চরণের ধূলি মাথে করি
চলিব জীবন ভরিয়া ॥১০॥

মারিসদা, মেদিনীপুর
২৬ দামোদর, ৪৮৫ গৌরাব্দ
১২ কার্ত্তিক, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ

কৃপালেশ-প্রার্থী দীনসেবক
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী

পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্যবাণীবন্যা

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৮১ পৃষ্ঠার পর)

[সাধুর লক্ষণাদি সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেব-কথিত কতিপয় শ্লোক ও উহার ব্যাখ্যা—]

"চেতঃ খল্বস্য বন্ধায় মুক্তয়ে চাত্মনো মতম্।
গুণেষু সক্তং বন্ধায় রতং বা পুংসি মুক্তয়ে॥"
—ভাঃ ৩।২৫।১৫

[(শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—হে মাতঃ) চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, যেহেতু ঐ চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন উপস্থিত হয় এবং পরমপুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।]

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিষজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে॥"
ভাঃ ১১।১৪।২৭

[শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবকে বলিতেছেন—বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।]

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥
ভাঃ ৩।২৫।২০

[শ্রীকপিলদেব জননী দেবহূতিকে কহিতেছেন—হে মাতঃ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ় বন্ধন স্বরূপ; আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইয়া থাকে। (অবশ্য ঐকান্তিক ভক্তগণের পক্ষে মোক্ষ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। যেমন ভক্তপ্রবর শ্রীবিল্বমঙ্গল কহিয়াছেন—

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥"
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোঃ)

অর্থাৎ হে ভগবন্, তোমাতে যদি আমাদের ভক্তি স্থিরতরা থাকে, তাহা হইলে তোমার কিশোরমূর্ত্তি স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন। তখন স্বয়ং মুক্তিই কৃতাঞ্জলিপুটে আমাদের সেবা করিতে থাকিবে। আর ভুক্তি (অনিত্য স্বর্গভোগাদি) ধর্ম্মার্থকামের ফলসমূহ (যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরূপ ভাবে তোমার চরণসেবার নিমিত্ত আমাদিগের) আদেশকাল প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে।)]

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।"
"মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২)

সেই সাধুর তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—

"তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ॥
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥"

—ভাঃ ৩।২৫।২১-২৪

[শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন—হে মাতঃ, সেই সাধুর **তটস্থলক্ষণ** সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে (বৃক্ষের ন্যায়) সহিষ্ণু, জীবদুঃখে দয়ার্দ্র, প্রাণিমাত্রেরই নিত্য মঙ্গলবিধাতা, তাঁহারা সকল জীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু বলিয়া ভাবেন না; তাঁহারা নিষ্কাম, অতএব শান্ত, শাস্ত্রানুবর্ত্তী এবং সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণ স্বরূপ।

অতঃপর ঐ সাধুগণের **স্বরূপলক্ষণ** সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন—তাঁহারা আমাকেই একমাত্র ভজনীয় বিষয়জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি করিয়া থাকেন, আমার সেবাসুখ-তাৎপর্য্যার্থে সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন—আমার জন্য স্বজন-বন্ধু-বান্ধবাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; মদ্গতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি তাপ ব্যথিত করিতে পারে না।

হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধু পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তিশূন্য। তাঁহারাই অসৎসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ। সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।]

শ্রীঋষভদেব পুত্রগণের প্রতি মোক্ষধর্ম্ম ও পারমহংস্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশদান-প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥" (ভাঃ ৫।৫।২)

["পণ্ডিতগণ ব্রহ্মোপাসক ও ভগবদুপাসকভেদে দ্বিবিধ। তাঁহারা মহৎসেবাকেই ব্রহ্মসাযুজ্য ও ভগবানের পার্ষদত্ব-লাভরূপ দ্বিবিধ মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সঙ্গকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া থাকেন। যাঁহারা সমদর্শী, ভগবানে নিষ্ঠাযুক্ত, অক্রোধী, সর্ব্বভূতহিতে রত এবং অদোষদর্শী, তাঁহাদিগকেই মহৎ বলিয়া জানিবে। (এই সকল মহতের সাধারণ গুণ। ভগবন্নিষ্ঠতাই ভগবদুপাসক মহতের বিশেষত্ব।)]

"যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥"(ভাঃ ৫।৫।৩)

["যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর আমাতে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া আমার প্রীতিকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত অন্যবস্তুকে পুরুষার্থ বলেন না, যাঁহারা ভোজন-পানাদিতে রত বিষয়িগণের অসদ্-বার্ত্তায় এবং ধন-জন-স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিতে প্রীতি করেন না, যাঁহারা ইহলোকে দেহনির্ব্বাহোপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক ধনে স্পৃহা করেন না, তাঁহারাই মহৎ।" (**ইহাই** মহতের অসাধারণ লক্ষণ।)]

হরিবর্ষে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥"

ভাঃ ৫।১৮।১০

["হে প্রভো, কোনরূপ বিষয়েই যেন আমাদিগের আসক্তি না জন্মে। যদি আসক্তি জন্মে, তাহা হইলে যেন গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত ও বন্ধুগণে না জন্মিয়া ভগবৎ-প্রিয় পুরুষগণেই আসক্তি উদিত হয়। যে আত্মতত্ত্ববিৎ পুরুষ কেবলমাত্র প্রাণধারণোপযোগী আহারমাত্রে পরিতুষ্ট থাকেন, শীঘ্রই তিনি কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। গৃহাদি বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সেরূপ হইতে পারে না।"]

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" —ভাঃ ৫।১৮।১২

[অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ রত বা গৃহাদিতে আসক্ত, সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্ব্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?"

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অভক্তস্য তু মহদ্ গুণা মহতো ভক্তিমতস্তস্য যে নির্দ্দোষা গুণাস্তে কুতঃ? যদি চ শাস্ত্রজ্ঞতাদয়ো গুণাঃ স্যুস্তদা খল্বীর্ষা-মৎসরাদিদোষ-সহিতা এব স্যুঃ।"

অর্থাৎ অভক্তব্যক্তির ভক্তিমান্ মহদ্ ব্যক্তির নির্দ্দোষ গুণ কি করিয়া থাকিবে? যদিই বা শাস্ত্রজ্ঞতাদি গুণ থাকে, তাহা নিশ্চয়ই ঈর্ষা মাৎসর্য্যাদি দোষ-সমন্বিত হইবেই।]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ভগবদ্ভক্তের সদ্গুণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"সর্ব্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ, সকলি সঞ্চারে॥
সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
সব কহা না যায়, করি দিগ্দরশন॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৭২-৭৭

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবাধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত ঠাকুরের সদ্গুণ-বর্ণন প্রসঙ্গে বৈষ্ণবের গুণ বর্ণিত হইতেছে—

"সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তাঁর যশঃ-গুণ সর্ব্বজগতে প্রকাশ॥
সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা, করেন সবার হিত।
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে-সাধারণ সদ্গুণ পঞ্চাশ।
সে সব গুণের তাঁর শরীরে নিবাস॥"
—চৈঃ চঃ আদি ৮।৫৪-৫৭

কৃষ্ণৈকশরণতাই কৃষ্ণভক্তের মুখ্য গুণ, যাঁহাতে এই প্রধান গুণটি বর্ত্তমান, তাঁহাতে অন্যান্য যাবতীয় সদ্গুণ আনুষঙ্গিকভাবে বিরাজিত। এইরূপ কৃষ্ণানুরক্ত কৃষ্ণৈক-শরণ শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গই বরণীয়। ইঁহাদের শ্রীমুখে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতে করিতে ক্রমশঃ কৃষ্ণে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" —ভাঃ ৩।২৫।২৫

[অর্থাৎ "সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে-সকল শুদ্ধ হৃদয় ও কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি পর্য্যন্ত সপ্তস্তরে সাধনভক্তি), পরে রতি (ভাবভক্তি) ও অবশেষে ভক্তি (প্রেমভক্তি) উদিত হইবে।"]

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ চতুর্থ লহরীতে ১০ম সংখ্যায় প্রেম-ভক্তিলাভের একটি ক্রম এইরূপ প্রদান করিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও শ্রীরূপপাদাজ্ঞানুসরণে প্রেমভক্তিলাভের ক্রমপন্থা এইরূপ জানাইয়াছেন—

"কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় 'শ্রবণ-কীর্ত্তন'।
সাধনভক্ত্যে হয় 'সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন'॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে 'রুচি' উপজয়॥
রুচিভক্তি হৈতে হয় 'আসক্তি' প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই 'রতি' গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই প্রেমা—'প্রয়োজন' সর্ব্বানন্দধাম॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২৩।৯-১৩

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব এইরূপ বিবিধ শাস্ত্র-প্রমাণ-মূলে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপন পূর্ব্বক পুনরায় সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। শ্রীমদ্ গিরি মহারাজ উদ্বোধন সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিয়া বলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতে বড় কথা এতাবৎকাল আমার চোখে একটিও পড়ে নাই। Father-hood বা Mother-hood of God head অর্থাৎ ঈশ্বরের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব তাঁহার Son-hood বা পুত্রত্ব হইতে কোন বড় কথা নহে। বাইবেলে ভক্তির কিছু কথা থাকিলেও তাহা মহাপ্রভুর বাণীর সহিত তুলিত হইতে পারে না। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের 'দেব ভবন্তং বন্দে' গীতির 'পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী' পর্য্যন্ত এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের 'ন ধনং ন জনং', 'অয়ি নন্দতনুজ', 'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং' ইত্যাদি শ্লোক-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রকটিত আদর্শ অসমোর্দ্ধ ভক্তির চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। শ্রীভগবান্ যাহা করেন, তাহা আমাদের মঙ্গলোদ্দেশেই করিয়া থাকেন, এতৎসম্বন্ধে রাজা ও মন্ত্রীর একটি আখ্যায়িকা বর্ণন করেন। মন্ত্রী ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার বিশ্বাস ছিল শ্রীভগবদিচ্ছায় যাহা কিছু সংঘটিত হয়, তাহা আমাদের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। একদা রাজা ও মন্ত্রী বনপথে গমনকালে রাজার পায়ে হুচোট লাগিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষত হয় ও ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতে থাকে। রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি মন্ত্রী, ইহাও কি মঙ্গলের জন্য? তাহাতে মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ তাঁহার ধারণার দৃঢ়তা প্রতিপাদন করিলে রাজা রুষ্ট হইয়া মন্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য পথিমধ্যে মন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়া একটি অন্ধকূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, তোমার ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন! আমি চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই রাজা কএকটি দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন। ইহারা ইহাদের সর্দ্দারের আদেশে দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য একটি নরপশুর সন্ধান করিতেছিল। রাজাকে সুপুরুষ দর্শনে ইহা দ্বারা তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে মনে করিয়া রাজাকে দেবীমন্দিরে তাহাদের সর্দ্দারের নিকট লইয়া চলিল। অতঃপর সর্দ্দারের হুকুম মত রাজাকে যথাসময়ে স্নানাদি করাইয়া দেবীর সম্মুখে যূপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য লইয়া আসিলে ঘাতক সহসা রাজার পায়ের দিকে নজর করিয়া দেখিল একটি ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছে। তাহা দেখিবামাত্র সে ঐ নরপশুকে বলির অযোগ্য জ্ঞানে বলিদান হইতে বিরত হইল। দস্যুরা তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিকূল জ্ঞানে রাজাকে গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল এবং আর একটি নরপশুর অনুসন্ধানে বাহির হইল। এদিকে রাজা তখন অত্যন্ত অনুতপ্ত হৃদয়ে মন্ত্রীকে রাগ করিয়া যে কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেই কূপ সমীপে আসিয়া নানা কৌশলে মন্ত্রীকে কূপ-মধ্য হইতে উঠাইয়া বলিতে লাগিলেন—মন্ত্রী তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—সত্যই মঙ্গলময় ভগবান্ যদি আমার পায়ে ঐরূপ আঘাত না লাগাইতেন, তাহা হইলে আমি দস্যুহস্তে অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইতাম। মন্ত্রীও কহিলেন, মহারাজ, আপনাকে ছাড়িয়া দিলেও দস্যুরা আমাকে অক্ষত দেহ দেখিয়া নিশ্চয়ই বলি দিত। সুতরাং বিপদ্ সম্পদ্ কোন অবস্থাতেই অভিভূত না হইয়া ভগবদ্-ভজনে মনোনিবেশ করিতে হইবে। মহাজন-বাক্য—

"বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে॥"

গৃহস্থগণ এক অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেন্দ্রিক হইয়া অর্থাৎ সর্ব্বত্র তৎসম্বন্ধ যোজনা করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কখনও তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু কেন্দ্র বিভিন্ন হইলে সংঘর্ষ—অনিবার্য্য। এইরূপ বহু সদুপদেশ প্রদানান্তর শ্রীল আচার্য্যদেব গৃহপতি সগোষ্ঠী হিন্দ্‌পালজী এবং উপস্থিত সজ্জন ও মহিলা শ্রোতৃবৃন্দ-প্রতি তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে সহায়তা-হেতু সকলের প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চরণে সকলেরই নিত্য কল্যাণ প্রার্থনা করেন। শ্রীহিন্দ্‌পালজী এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই কএক-দিন যাবৎ পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্য মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শুদ্ধ হরিকথামৃত আস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ, চিরকৃতজ্ঞ এবং চিরঋণী হইবার কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক সগোষ্ঠী মহারাজের জয়গান করিতে থাকেন ও প্রত্যব্দ এইভাবে আসিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া কৃতার্থ করেন, এই প্রার্থনা করিতে করিতে দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করিতে লাগিলেন। শ্রীল মহারাজ তাঁহাদের সৌজন্য দৈন্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পরদিবস সকালে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অমৃতসর যাত্রা করিবার কথা ঘোষণা করিলেন। কীর্ত্তনান্তে সভাভঙ্গ হয়।

গোবিন্দগড়ে (পাঞ্জাব) অখিল ভারতীয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহাসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৭১) তচ্ছিষ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভিব্যাহারে দমদম বিমান-বন্দর হইতে প্রাতঃ ৬ টায় যাত্রা করতঃ দিল্লী পালাম বিমান-বন্দরে প্রাতঃ ৮ টা ২০ মিঃ এ যথাসময়ে অবতরণ করেন। শ্রীত্রৈলোক্য নাথ দাসাধিকারী (শ্রীতুলসীদাস), শ্রীরামনাথ, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী (তিলকরাজ), শ্রীললিতকৃষ্ণদাস বনচারী ও দিল্লীর অন্যান্য পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দ বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল আচার্য্য-দেবের পূজা বিধান করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহনুমানপ্রসাদজী তাঁহাদের মোটর যান (Private Car) লইয়া উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহক্রমে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব কএক ঘণ্টার জন্য তাঁহাদের মডেল টাউনস্থিত বাসভবনে অবস্থান করতঃ মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সম্পন্ন করেন। শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর সহধর্ম্মিণী শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য বহু আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অপরাহ্ণ পৌনে তিনটায় শ্রীপ্রহ্লাদ রায়জীর মোটরকারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীহনুমানপ্রসাদজী সমভিব্যাহারে দিল্লী হইতে যাত্রা করতঃ সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় পাঞ্জাব প্রদেশস্থ মণ্ডী গোবিন্দগড়ে পৌঁছান। তথায় তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই চণ্ডীগড় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, শ্রীভাস্কর ব্রহ্মচারী ও শ্রীমুরারিদাস এবং চণ্ডীগড় সহরের অন্যান্য গৃহস্থভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মণ্ডি-গোবিন্দগড়স্থ অখিল ভারতীয় শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন-মহাসম্মেলনের সভাপতি শ্রীরাজকুমারজী ভাটিয়া এবং কতিপয় সভ্য চণ্ডীগড়স্থ ভক্তবৃন্দের সহিত একযোগে সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে শ্রীল আচার্য্যদেবকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি বহুপ্রকারে তাঁহাদের সেবার জন্য যত্ন করেন, অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। অন্যান্য বহিরাগত অতিথিবর্গ অধিকাংশ স্থানীয় বিদ্যালয় ভবনে অবস্থান করেন। তথায় কএকশত অতিথির জন্য পাঞ্জাব-দেশীয় ভোজনের বিপুল ব্যবস্থা ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব ও তদনুগত মঠাশ্রিত ভক্তগণের ব্যবস্থা পৃথক্ হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেবকে পুরোবর্ত্তী করতঃ সভামণ্ডপ হইতে প্রাতঃ ৬টায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া সহর পরিক্রমা করেন। নগর-সংকীর্ত্তনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পার্টি ছাড়া অন্য কোন পার্টি ছিল না। স্থানীয় নরনারীগণ ও বহিরাগত বহু ভক্ত নগর-সংকীর্ত্তনে যোগ দেন। উক্ত দিবস অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর পূর্ব্বাহ্নের প্রথম অধিবেশনে সম্মেলনের সাফল্য জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদানার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব উদ্বোধন-ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত

লোকসভার অবসর-প্রাপ্ত সদস্য শ্রীজগৎ নারায়ণজী, স্বামী চিন্ময়ানন্দজী, স্বামী জগদীশ মুনিজী বক্তৃতা করিয়াছেন। আমাদের মঠের ব্রহ্মচারিগণ দ্বারা প্রথমেই কীর্ত্তন হওয়ার পর শ্রীরাজগোপাল বিয়োগী-ও অন্যান্য কতিপয় বিশিষ্ট গায়ক কীর্ত্তন করেন। ১৩ই হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভায় কিছু সময়ের জন্য ভাষণ দেন। শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও একদিন বলেন। রাত্রির ধর্ম্মসভায় কএক সহস্র নরনারীর দ্বারা সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ থাকিত। স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, স্বামী আনন্দদেবজী অবধূত, স্বামী স্বরূপানন্দজী, স্বামী চিন্ময়ানন্দ জী, স্বামী জগদীশ মুনিজী, আশুকবি বেসুধ জী, শ্রীতিলক রাজ জী, স্বামী মুকুন্দহরি জী প্রভৃতি বিশিষ্ট স্বামীজীগণ বক্তৃতা ও গায়কগণ গান করেন। ১৫ই তারিখে অন্তিম অধিবেশনে পুনঃ আশীর্ব্বাদ প্রদানের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব অভিভাষণ প্রদান করেন। সম্মেলনের উপ সভাপতি শ্রীগঙ্গাদিনজী—যিনি মুখ্যভাবে প্রত্যহ সম্মেলন পরিচালনার জন্য কার্য্য করেন, তিনি অন্তিম অধিবেশনে ধন্যবাদ প্রদান ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীরাজকুমারজী, স্বামী স্বরূপানন্দজী, শ্রীবালকিষণ বস্‌সী, শ্রীগজানন গোয়েল প্রভৃতি সম্মেলনের সদস্যগণ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিবারাত্র সম্মেলন চলিতে থাকে। ১৬ই সেপ্টেম্বর পুনঃ প্রাতঃ ৬ টায় নগর-সংকীর্ত্তন সভামণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া নগর পরিক্রমা করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা স্থানীয় প্রসিদ্ধ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে প্রবেশ করতঃ শ্রীমন্দির-পরিক্রমা ও শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে ভক্তগণের নৃত্য-কীর্ত্তন হয়। শেষ দিন শোভাযাত্রায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। শোভাযাত্রা সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীল আচার্য্যদেব নামসংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করতঃ সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী নরনারীগণকে প্রশংসাসূচক বাক্যের দ্বারা উৎসাহ প্রদান করেন। শ্রীল গুরু-মহারাজের অনুগমনেই দুই দিন নগর সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

একদিন সভায় কোন স্বামীজী কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিকে ভগবৎপ্রাপ্তির তিনটী উপায় রূপে বর্ণন করতঃ জ্ঞানীকে পদচালনে সমর্থ ও ভক্তকে পদচালনে অসমর্থ পঙ্গু এরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানী নিজ সামর্থ্যে ভগবানের নিকট পৌঁছিতে পারেন, কিন্তু ভক্তের নিজ সামর্থ্যে ভগবানের নিকট পৌঁছিবার যোগ্যতা না থাকায় ভগবান্ নিজে তাঁহার নিকট আসেন—এইরূপ ভাষণ প্রদান করিলে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার অভিভাষণে উক্ত বিচারের ত্রুটী প্রদর্শন করতঃ ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ভগবানের কৃপা ব্যতীত আরোহপন্থায় কাহারও তাঁহাকে জানিবার সামর্থ্য নাই, ইহা তিনি বহু যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়া বলেন। ভক্তি ছাড়া কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ সবই বন্ধ্যা, ভক্তিযুক্ত হইলেই উহারা নিজ নিজ অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু উহা শুদ্ধা ভক্তি নহে। একমাত্র শুদ্ধাভক্তিতেই ভগবৎ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধ ভক্তকে পঙ্গু বলা নিতান্ত অপরাধ। —ইত্যাদি বহু কথা বলেন। অন্তিম অধিবেশনে কতিপয় সজ্জনগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব কেন বিভিন্ন মতবাদ জগতে প্রচারিত হইল এবং কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ পথ, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধবসংবাদ-প্রসঙ্গ (ভাঃ ১১।১৪শ অঃ) আলোচনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দেন—'বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি……' ইত্যাদি। বেদকে অবলম্বন করিয়া গৌতম, কণাদ, পতঞ্জল, কপিল, জৈমিনী আদি ঋষি বিভিন্ন শ্রেয়ের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম ভক্তিকেই সর্ব্বোত্তম শ্রেয়ঃ বলিয়া আর সব মতবাদকে প্রকৃত নিঃশ্রেয়ঃ-পথ নহে জানাইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীদামোদরব্রত উদ্‌যাপনান্তে চণ্ডীগড় মঠ হইতে ২।১১।১৯৭১ তারিখে দিল্লী আসিয়া তথায় কএকস্থানে ভাষণাদি প্রদান পূর্ব্বক হায়দরাবাদ মঠের নবসংগৃহীত জমিতে ভিত্তিস্থাপনোদ্দেশ্যে ৮ নভেম্বর হায়দরাবাদ পৌঁছিবেন। সেখানে তাঁহার মাসাধিক কাল অবস্থিতির সম্ভাবনা আছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব ও হরিয়ানার মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর

গত ২রা অক্টোবর (১৯৭১) পরম পূজনীয় শ্রীল আচার্য্যদেব তচ্ছিষ্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দদাস ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে রাজভবনে হরিয়ানার মহামান্যবর গভর্ণর বাহাদুর শ্রী বি, এন্ চক্রবর্ত্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় ৪০ মিনিটকাল ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে চাহিলে শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের পরমেষ্ঠী গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের দিব্য অনুভূতি ও শ্রীভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের প্রমাণ উল্লেখ করতঃ রাজ্যপালকে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্যতথ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে রাজ্যপাল বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কথা-প্রসঙ্গে রাজ্যপাল কুরুক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য হরিয়ানার সরকার বাহাদুর যে বিরাট্ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করিলে তচ্ছ্রবণে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। শ্রীরাজ্যপাল আগামী মার্চ্চমাসে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদিবার ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করেন। প্রায় ৪২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কৃষ্ণনগরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে একবার শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে গিয়াছিলেন বলেন।

চণ্ডীগড় মঠদর্শনে শ্রী বি, পি, বাগ্চী

চণ্ডীগড় ইউনিয়ন টেরিটরীর মাননীয় চীফ্ কমিশনার শ্রী বি, পি, বাগ্চী মহোদয় গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মধ্যাহ্নে সস্ত্রীক চণ্ডীগড় মঠদর্শনে আসিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন পূর্ব্বক মঠের স্থান, বিরাট্ সংকীর্ত্তনভবন ও সেবকখণ্ডাদির কার্য্যের দ্রুত অগ্রগতি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। তাঁহারা উভয়েই হরিকথা শ্রবণ করিয়া যান।

হায়দ্রাবাদ মঠের নিজস্ব ভূমি সংগ্রহ

পূজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ অন্ধ্রপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারোদ্দেশ্যে বিগত ১৯৫৯ সালে হায়দ্রাবাদ সহরে এক সুন্দর ভাড়াবাড়ীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখা সংস্থাপন করেন। মঠের প্রচারকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া স্থানীয় ধনাঢ্য সজ্জন লালা শ্যামসুন্দরজী কনোড়িয়া মহাশয় মঠের একটি নিজস্ব বাড়ী করিবার অভিপ্রায়ে সহরের মধ্যস্থলে দেওয়ান দেউড়ী, পাথরঘাট্টি মহল্লায় দশকাঠা (৮০৪ বর্গগজ) ভূমি শ্রীল আচার্য্যদেবের বরাবরে অর্পণ করতঃ বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) তারিখে উহার দলিল রীতিমতভাবে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা-নির্দ্দেশমতে বিগত ১২ আশ্বিন (১৩৭৮), ২৯ সেপ্টেম্বর (১৯৭১) বুধবার শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব তিথিতে মঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ স্থানীয় বহু বিশিষ্ট মাড়োয়ারী, আন্ধ্র, মহারাষ্ট্রীয়ান, বঙ্গ ও আসাম দেশবাসী সজ্জন সমভিব্যাহারে পূর্ব্বাহ্ণ ১০৷৷০ ঘটিকার সময় শুভমুহূর্ত্তে শ্রীগুরুবর্গের আলেখ্যার্চ্চা, শ্রীতুলসীদেবী ও শ্রীশালগ্রাম বিগ্রহ পুরোবর্ত্তী করতঃ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ মঠের উক্ত নিজস্ব ভূমিতে প্রবেশ পূর্ব্বক একটি সুন্দর সুবৃহৎ চন্দ্রাতপের নিম্নে শ্রীবিগ্রহগণের যথাবিধি অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে পরম হর্ষ সহকারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের উচ্চ জয়ধ্বনি ও অবিরাম শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন মধ্যে উক্ত জমির উপর হিন্দি, ইংরাজী ও তেলেগু ভাষায় লিখিত শ্রীমঠের নামাঙ্কিত দিব্য-সাইনবোর্ড সংস্থাপন করেন। মহোপদেশক শ্রীমৎ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী মঠের পক্ষ হইতে জমি-দাতা মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করতঃ তাঁহার গলদেশে প্রসাদী পুষ্পমাল্য প্রদান করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সকলকে শ্রীভগবৎপ্রসাদ (পেঁড়াদি) দেওয়া হয়। এই জমি-সংগ্রহ-কার্য্যে শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীজীর নিষ্কপট সেবা চেষ্টায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে লালা শ্যামসুন্দর কনোড়িয়া, শেঠ সুন্দরমলজী, শেঠ ফকিরচাঁদজী, শেঠ ভকতরামজী, শেঠ বিহারীলাল জী, শেঠ হনুমানদাসজী, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডীজী, শ্রীআঁঘের চাঁদ জৈন, শ্রীজগা রেড্ডীজী, শ্রীবজ্রাঙ্গ সিংজী ও ডাঃ সি, পি, গুপ্ত এম্-বি, বি-এস্ এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬·০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ·৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ২৪ আষাঢ়, ১৩৭৫ ; ৮ জুলাই, ১৯৬৮ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তারকল্পে অবৈতনিক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক উপরি উক্ত ঠিকানায় শ্রীমঠে স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবদর্শন ও বেদান্ত শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। (ফোন : ৪৬-৫৯০০)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

(১) **প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা** — শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত — ভিক্ষা .৬২
(২) **মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)** — শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী — ভিক্ষা ১.৫০
(৩) **মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ)** — ঐ — „ ১.০০
(৪) **শ্রীশিক্ষাষ্টক**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)—„ .৫০
(৫) **উপদেশামৃত**—শ্রীল রূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত) — „ .৬২
(৬) **শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত**—শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত — „ ১.০০
(৭) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS : by THAKUR BHAKTIVINODE —Re. 1.00
(৮) শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাঙ্গালা ভাষার আদি কাব্যগ্রন্থ :—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয় — — — „ ৫.০০
(৯) **ভক্ত-ধ্রুব**—শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ সঙ্কলিত — — „ ১.০০
(১০) **শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার**—
ডাঃ এস এন্ ঘোষ প্রণীত (যন্ত্রস্থ) —

দ্রষ্টব্য :—ভিঃ পিঃ যোগে কোন গ্রন্থ পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল পৃথক লাগিবে।

প্রাপ্তিস্থান—কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থবিভাগ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড়, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন্ বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চকচকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮। ৩০ কেশব, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার; ২ ডিসেম্বর, ১৯৭১। | ১০ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ লক্ষ্নৌ নগরীর ১৯নং ষ্টেসন রোডে অবস্থান-কালে ৭।১১।১৯২৯ তারিখে উণাও-এর অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্স্ জজ রায়বাহাদুর * * বসু শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীগৌরসুন্দরে একনিষ্ঠ দর্শন করিয়া রায়-বাহাদুর বসু মহোদয় বলেন যে, তাঁহার বন্ধু মিঃ রা * * * (সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার) মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। মিঃ রা * *র একমাত্র কন্যার যখন খুব অসুখ হইল, তখন রা * * মহাপ্রভুকে দিবারাত্র উচ্চৈঃস্বরে 'গৌর গৌর' করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। যতই কন্যার রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ততই সংকীর্ত্তনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইল। রা * * বাবু খুব ভোগরাগ আরম্ভ করিলেন, ঘন ঘন গুরুদেবের বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে লাগিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব গুরুভক্তি-দর্শনে সকলে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি এরূপ ভক্তি করিলেও তাঁহার একমাত্র কন্যার মৃত্যু হইল। কন্যাটি যেদিন মারা যায়, সেইদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাভিশ্বাসে কন্যা কষ্ট পাইতে পাইতে প্রাণত্যাগ করিল। রায় বাহাদুর * * বসু কয়েকদিন পরে তাঁহার বন্ধু রা * * বাবুর সহিত দেখা করিলেন। যে রা * *র মহাপ্রভুর প্রতি অচলা ভক্তি ছিল, রায় বাহাদুর বসু মহাশয় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি একেবারে উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। মিঃ রা * * রায় বাহাদুরকে বলিলেন,—"মহাপ্রভু টহাপ্রভু কিছু নাই, যদি সত্য-সত্যই ভগবান্ থাকিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার ভক্তকে দুঃখ দিতেন না। যদি তিনি সত্য-সত্যই অন্তর্যামী হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভক্তের হৃদয়ের ভাবী বেদনার কথা জানিয়া তাঁহার কন্যাকে রক্ষা করিতেন! ইহাতে জগতে ভগবানের মহত্ত্ব আরও কত অধিক প্রচারিত হইত! ভক্তেরও ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি কত কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইত! ভক্ত লোকের নিকট ভগবানের সেই মহিমার কথা প্রচার করিয়া কত লোকের দ্বারা ভগবানের ভজন করাইতেন! পরিবার-বর্গের সকলেরই মহাপ্রভুর প্রতি কত শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাইত! আর কন্যাটিও পুনর্জীবন লাভ করিয়া ভগবানের প্রতি কতই না আকৃষ্ট হইত। অতএব লোকে কুসংস্কার-বশে ভগবান্ আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে যান, মহাপ্রভুর নাম করেন, সুতরাং 'গৌর গৌর' বলা অপেক্ষা

জগতের যে-কোন কার্য্য করা অধিক লাভ-জনক ও তাহা বাস্তব।"]

এই কথার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলিতে লাগিলেন—

"আমরা যে মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াছি, সেই মহাপ্রভু রা * * বাবুর বাগানের মালীর ন্যায় মহাপ্রভু নহেন; আমরা শ্রীবাস পণ্ডিতের মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিয়াছি—যে মহাপ্রভু শ্রীবাসের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বলিয়া থাকেন—

"পুত্রশোক না জানিল যে মোর প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে॥"

আমরা সেই শ্রীবাস পণ্ডিতের মহাপ্রভুর ভজন করি, যে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়াছিলেন—

"কলরব শুনি' যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশিমু সর্ব্বথায়॥"

আমরা শ্রীরূপের মহাপ্রভুর ভজনা করি, যে শ্রীরূপ বলেন—

"বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াম্বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যাপি মমাস্তি।
নিপততু শতকোটিনির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদস্তূয়তে চাতকেন॥"

আমরা সেই মহাপ্রভুর ভজন করি, যিনি জগদ্গুরু-লীলা প্রকট করিয়া এই শিক্ষা প্রদান করেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥"

না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥

এই মহাপ্রভুকে ভজন করিবার জন্য যদি জগতের অপস্বার্থগুলিকে কোটি কোটিবার ছাড়িয়া দিতে হয়, তাহাতে আমি সর্ব্বইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রস্তুত আছি। আমি যে অপস্বার্থ লইয়া তাঁহার চরণ আশ্রয় করিয়াছি মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইতে তিনি রক্ষা করিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে টানিয়া লইবার জন্য—আমার কপটতা ধরিয়া দিবার জন্য, পরম দয়াময় তিনি, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণে ইন্ধন যোগাইলেন না। আমাকে জানিতে দিলেন, তাঁহার চরণ-ব্যতীত জগতে আশ্রয়ণীয় আর কোন নিত্যবস্তু নাই। যে কর্ম্মফলের প্রস্তরটি আমি টানিয়া আনিয়া আমার স্কন্ধে চাপাইয়াছি, আমার নিজের কার্য্যের দ্বারা যে ফলটি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা একটুকু সহিষ্ণুতার সহিত যদি সহ্য করিয়া নিত্যপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করি, তবেই প্রকৃত মঙ্গলের সন্ধান পাইব। আমরা ভোগি-সম্প্রদায় ভোগের একটু অসুবিধা হইলেই চটিয়া উঠি। ত্যাগি-সম্প্রদায় ভোগকে ছাড়িয়া দিতে বলে। শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণ কাহাকেও কিছু ভোগ করিতে বলেন না, ত্যাগ করিতেও বলেন না। তাঁহারা বলেন,—প্রকৃত বস্তুর প্রতি—বাস্তব অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞানের প্রতি জীবাত্মার স্বাভাবিক যে রাগ, তাহা প্রযুক্ত হউক। ত্রিবিধ দুঃখে যে আবহাওয়া ভরপূর হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিলেও মঙ্গল হইবে না, কৃত্রিমভাবে ত্যাগ করিতে চাহিলেও ত্যাগ করা যাইবে না। তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাক্ হইবেন, যিনি কায়মনোবাক্যে ভগবানের চরণে নমস্কার বিধান করিবেন। যতই অসুবিধা অসুক না কেন, ভগবানের কৃপাবতার বলিয়া তাহাকে বরণ করিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব আমাদিগের যে কত মঙ্গল বিধান করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। প্রেয়ঃপন্থী আমরা, আমাদিগের চক্ষু-রুন্মীলনের জন্য আমাদের প্রেয়োবস্তুগুলির মধ্যে যে কতপ্রকার অসুবিধা আছে, তাহা স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমাদের খারাপ স্বাস্থ্য দিয়াছেন, পদে পদে বিপদ্ দিয়াছেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে ক্ষণভঙ্গুরতা রাখিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে শ্রেয়ঃপন্থী করিবার জন্য। বহুদিনের পূর্ব্বের একটি কথা মনে পড়িল। হাইকোর্টের উকীল * * দত্ত মহাশয় তাঁহার পুত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত দেখিয়া আমাকে একদিন বলিলেন,—'আপনি সাধু, আমার পুত্রটির জীবন দান করুন'। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—'আমি ত' জীবন দেওয়ার মালিক নই, তবে আপনার চিন্তাস্রোতঃটিকে পরিবর্ত্তন

করিবার চেষ্টা করিতে পারি'। বৈ * * বাবু Comte র একজন প্রধান চেলা ছিলেন। তিনি বলিতেন,—'যদি তোমাদের কোন ঈশ্বর থাকেন, তবে তাঁ'কে দিয়ে আমার ছেলেটিকে ভাল ক'রে দাও'। আমি তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলাম,—'আমি ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন অভিযান করিব না, আমি শাক্তের মতবাদ পোষণ করিতে পারিব না। শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত দয়াময় বলিয়া এই জগতের শত শত অসুবিধাগুলি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহাই তাঁহার দয়া'।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

এখানে ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা জীবের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এইস্থান আমাদের নিত্য বসতিস্থান নহে। ইহা প্রতি মুহূর্ত্তে জানাইবার জন্য তিনি শ্রেয়ঃপন্থার মধ্যে এত অসুবিধা রাখিয়া দিয়াছেন। শ্রীকুলশেখর বলিয়াছেন,—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
তৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥"
"নাহং বন্দে পদকমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা রামা মৃদুতনুলতানন্দনে নাভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্॥"

শ্রীগৌরসুন্দরও এইরূপ একটি শ্লোক বলিয়াছেন,—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

আমি ছলনায় পতিত হইব না। জন্ম-জন্মান্তর ছলনায় পতিত হইয়াছি, আর হইব না। আমি আমার কর্ম্মের প্রাক্তন ফলের জন্য তোমাকে খাটাইব না; কারণ, আমি শ্রীগুরুর পাদপদ্মের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী শুনিয়াছি,—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

আমার শ্রীগুরুদেব কখনও কোন লোকের নিকট হইতে কোন সেবা গ্রহণ করিতেন না। কেহ তাঁহার সেবা করিতে আসিলে তিনি সেই ব্যক্তির চৌদ্দপুরুষান্ত করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন—'তোমরা আমাকে পরজন্মে তোমাদের চাকর করিতে চাহ। তোমাদিগের চাকরী করিয়া আমার ঋণ শোধ করিতে হইবে; কিন্তু আমি কৃষ্ণভক্তের চাকরী ব্যতীত আর কাহারও চাকরী করিব না। যিনি কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাকরী করেন, সেই শ্রীরাধাঠাকুরাণীর চাকরী ব্যতীত জন্ম-জন্মান্তরে আমি আর কাহারও চাকরী করিতে চাই না।' তিনি আমাদিগকে বলিতেন,—'কেবল পরমার্থ বিষয়ে যত্ন কর, আর কিছু করিতে হইবে না।' তিনি কোন কালির অক্ষর বা অনুস্বার-বিসর্গের পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিতেন,—'গৌর নিত্যানন্দের নাম করিয়া যেন আমরা সেই নামের কলঙ্ক না হই। গৌর নিতাইর নিকট ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ছাই-পাঁশ যেন কামনা না করি।' তিনি অনেক সময় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন,—'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বা শ্রীমদ্ভাগবতে কি লেখা আছে, বলুন। আমি ত' সংস্কৃত বুঝি না, লেখাপড়া কিছু জানি না।' আমরা বলিতাম,—"আমরা কি বলিব ? আপনার চরিত্রেই আমরা জ্বলন্তরূপে দেখিতে পাইতেছি—শ্রীচরিতামৃতে ও শ্রীমদ্ভাগবতে কি আছে।"

রা * * বাবু মহাপ্রভুকে আশ্রয় (?) করিয়াছিলেন as if to enrich মহাপ্রভু! অর্থাৎ যেন মহাপ্রভু তাঁহার কৃপায় উদ্ধার পাইবেন! তাঁহার সম্পূর্ণ আসক্তি ছিল জড়ের উপর, শ্রীচৈতন্যের উপর নহে। মহাপ্রভু সেই কপটতাটি দেখাইয়া দিলেন। বিষয়টি তাঁহার নিকট আদৌ মীমাংসিত হয় নাই। তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মহাপ্রভুর স্বরূপ আলোচনা করেন নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মকে nature's product বা কোন ঔষধবিশেষের ন্যায় বস্তু মনে করিয়াছিলেন। যে ঔষধ

তাঁহার কন্যার রোগ দূর করিবে, সেই প্রাকৃত বস্তুই তাঁহার নিকট মহাপ্রভু। যে গৌর-নিতাইর শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্ব অনর্থ বিদূরিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেম দান করেন, শ্রীরাধা-কৃষ্ণ দান করিতে পারেন, যাঁহার নাম-নামীতে কোন ভেদ নাই, সেই গৌর-নিতাই এ জগতের একটা পীর-ফকির বা তাবিজ-কবচের ন্যায় বস্তু নহেন। যদি সত্য সত্য গৌর-জন গুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে তিনি উপদেশ পাইতেন, তাহা হইলে নাম স্বয়ং কৃপা করিয়া তাঁহার হৃদয় উন্নত করিতে পারিতেন—

"বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"

কিন্তু মায়িক ভাবে নাম গ্রহণই অশেষ অঘপ্রদ। তিনি নামাপরাধ করিতেছিলেন, তাই নামাপরাধের জন্য তাঁহার অমঙ্গল হইয়া গিয়াছে। নামাপরাধের ফল ধর্ম্মার্থকাম বা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামে অতৃপ্তি। তাঁহার কামে অতৃপ্তি হইয়াছে। তখনই তাঁহার নামাপরাধ যাইবে, যখন তিনি সত্য সত্য নিষ্কপটে শ্রীগৌরপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তখন গৌরনাম তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া চক্ষে দর দর ধারা প্রকট করিবে, তখন তিনি জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদের কথা বুঝিতে পারিবেন,—'প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।' জ্ঞানী—Salvationist—চিন্মাত্রবাদী, আর কর্ম্মী—Elevationist জড়বাদী—উভয়েই misguided. শ্রীমদ্ভাগবত যাবতীয় কপটতাকে উন্মূলিত করিয়াছেন। যে মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাপ্রভুকে আশ্রয় করিলে কোন কৈতব বা অপস্বার্থ থাকিতে পারে না। শ্রেয়ঃ—হরিতকী-জাতীয় বস্তু, আর প্রেয়ঃ—মিষ্ট-জাতীয় বস্তু। কবিরাজকে যদি রোগী উপদেশ দেয় যে, তাহাকে হরিতকীর পরিবর্ত্তে খুব পাটালিগুড় খাইবার ব্যবস্থা দেওয়া হউক, তাহা যেরূপ রোগীর বৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করার অভিনয় মাত্র, তদ্রূপ ভগবানের আশ্রয় গ্রহণের নাম করিয়া ভগবানের দ্বারা নিজের রোগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাও অমঙ্গলের পথ।

শ্রীচৈতন্যবাণীতে উদাসীন থাকিলে আমরা যে-কোন একটা সয়তানকে চৈতন্য বা চৈতন্যভক্ত বলিয়া খাড়া করিব। যখন আমাদের প্রেয়োলাভ হইবে না, তখন আমাদের মিছা গৌরভক্তিরও ছুটি হইয়া যাইবে। আমরা কিন্তু সেই মহাপ্রভুকে ভজন করি, যে মহাপ্রভুকে শ্রীরূপ গোস্বামী এইরূপ ভাবে স্তব করিয়াছেন,—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

যে মহাপ্রভুকে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু স্তব করিয়াছেন—

"হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া।
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥"

যে মহাপ্রভুকে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভু স্তব করিয়াছেন—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ॥"

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥"

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইবার পরও যাঁহারা সেই সকল কথার বিচার করেন না, তাঁহারা বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য। শ্রীগৌরসুন্দর ত' আমাদের ভোগ্য বস্তু নহেন। কোটি কোটি আপদে বিপদে থাকিয়াও শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রবণ করিতে হইবে, কীর্ত্তন করিতে হইবে, প্রচার করিতে হইবে, জগতে existing যত প্রকার thoughts প্রচলিত হইয়াছে, হইবে ও হইতেছে, সব অন্ধ-কপর্দ্দকতুল্য ; তাহা তখনই বোধ হইবে,—যখন আমরা নিষ্কপটে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারিব। রা * * গৌরসুন্দর যে পরতত্ত্ব, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কেবল মুখেই মিছা ভক্তি দেখাইয়াছেন—সয়তানকে আশ্রয় করিয়াছেন!

(ক্রমশঃ)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৫ পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে প্রতিবাদিগণ আর একটি কুতর্ক উঠাইতে পারেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন যে, পরমেশ্বর জীবগণকে সেই অপূর্ব্ব ধামে না রাখিয়া এই অসম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে কি নিমিত্ত রাখিয়াছেন। যদি জীবসকল তদ্ধামের যোগ্যরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তবে কি কারণে তাহারা তথায় থাকিল না? এ বিষয়েও বিশ্বাস ও যুক্তি উত্তর প্রদান করিবে। হে ভাগবত মহোদয়গণ! আপনাদিগের আত্মার নিগূঢ় প্রদেশে আর একবার স্থিরচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিযোগের দ্বারা এই তত্ত্বের বিচার করুন। সমাধি ব্যতীত অপ্রাকৃত তত্ত্বের কোন ভাব উপলব্ধি হয় না। যে সকল পুরুষ সমাধি-বৃত্তির আলোচনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষে আত্মতত্ত্ব নিতান্ত দুরূহ। সমাধির দ্বারা জীব বাহ্য দ্বারসকল রুদ্ধ করত অন্তর্বৃত্তি দ্বারা অপ্রাকৃত ধামে বিচরণ করত অপ্রাকৃত তত্ত্বসকল সাক্ষাৎ দর্শন করেন। যখন আমরা সমাধিযোগে সেই পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণের সন্নিকটস্থ হইয়া সাক্ষাৎকার লাভ করি, তখন আমাদের অন্তঃকরণ পরমপ্রেমে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু তখন আমাদের পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়। আমাদের তখন ভোগেচ্ছার দ্বারা মায়া-স্বীকাররূপ যে অকার্য্য, তাহা স্মরণপথারূঢ় হইয়া আমাদিগকে বিলজ্জিত ও সন্তপ্যমান করে। আমরা তখন বিবেচনা করি, হায়! আমরা কেন এমত অপূর্ব্ব পূর্ণানন্দ পরিত্যাগ করিয়া মায়ার ক্ষুদ্রানন্দে প্রবেশ করিয়াছিলাম! এমত দয়ালু পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য জড়সুখের বাঞ্ছা করিয়াছিলাম! কিন্তু পরমেশ্বর কি দয়ালু! তিনি আমাকে পরিত্যাগ না করিয়া স্বীয় ধামের সহিত আমার নিকট বর্ত্তমান আছেন, আমি যে অবস্থায় পতিত হই না কেন, তিনি স্ব-স্বরূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। আমার কেবল দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। এইরূপ ভাব সমাধিতে আমাদের মনে সততই উদিত হয়। ইহার কারণ কি? আমরা যে কোন কালে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়াছি, ইহাই প্রত্যক্ষ বোধ হয়। স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় হইতে বার্ত্তা-সমূহের কেবল বীজ পাওয়া যায়, বার্ত্তা জানা যাইতে পারে না। ঐ বীজ হইতে যুক্তি দ্বারা ও শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা সমগ্র বার্ত্তা সংগৃহীত হয়।

মহাপ্রভু সনাতনকে কহিয়াছেন—

"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥"

এতাবৎ উপনিষৎস্বরূপ প্রভু-বাক্যের দ্বারা কি সংগৃহীত হয়? বোধ হয় যে, জীব কোন সময়ে নিজ স্বভাব কৃষ্ণভক্তি বিস্মৃতিক্রমে ভোগেচ্ছাবশতঃ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে কারারুদ্ধপ্রায় অবস্থিতি করিতেছেন। অসম্পূর্ণ মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়-সুখ-ভোগের দ্বারা জীব কালযাপন করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিতি-কাল জীবের দণ্ডকাল বলিতে হইবে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে অত্র স্থলে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের যতদূর প্রাকৃত উন্নতি হয়, আমাদের ততদূর বন্ধনের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতিতে আমাদের সুখের কারণ কিছুই নাই। জীবের এই পতিত অবস্থাটি যে নিশ্চয় সত্য, তাহা সর্ব্বদেশের শাস্ত্র-বেত্তারা স্বীকার করিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে আদমের পতন যেরূপ হইয়াছিল, তাহা আপনারা অবগত আছেন। জ্ঞানবৃক্ষের ফল-ভক্ষণই তাহার পতনের কারণ। কৃষ্ণের অধীনত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্বীয় জ্ঞানের দ্বারা স্বাধীন হইয়া ভক্তি-সুখকে বর্জ্জন করে, তাহার আর মঙ্গল কোথায়? জীব কৃষ্ণদাসত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়তানের অর্থাৎ মায়ার হস্তে পতিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ পাইতেছে, ইহা

কোরাণেও স্বীকৃত। জীবের স্বতঃসিদ্ধ সন্তাপের মূলই সমুদায় বিবরণে দৃষ্ট হয়। যদ্যপি স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের স্বীকার করত তাহা হইতে কোন বিশেষ সত্যের আবিষ্ক্রিয়া না করা যায়, তবে আমাদের যুক্তিশক্তির দ্বারা কি ফল হইল? আমরা পশু হইতে কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলাম?

এক্ষণে প্রতিবাদী প্রশ্ন করিবেন যে, জীব কি নিমিত্ত ঈশ্বরের দাসত্ব ভুলিয়াছিল এবং পরমেশ্বরই বা কি নিমিত্ত তাহাকে এরূপ বিস্মৃত হইবার ক্ষমতা দিয়াছিলেন? এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমে জ্ঞাতব্য এই যে, সমস্ত জ্ঞানের আকর যে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়, তাহা কদাচ সমাধি ব্যতীত বিবেচিত হইতে পারে না। অতএব হে ভাগবত-মণ্ডলি! আপনারা আর একবার সমাধিযোগের দ্বারা আত্মার অন্তঃপুর ধামে প্রবেশ করুন। অপ্রাকৃত তত্ত্বস্বরূপ ভগবদ্দীপিকা তথায় অনবরত সঙ্কর্ষণ-মুখ হইতে শ্রুত হয়। যেরূপ সনকাদি ঋষিগণ ভগবান্ সঙ্কর্ষণের নিকট হইতে সাত্বতী শ্রুতি ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন, আপনারাও তদ্রূপ শ্রবণ করুন। বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় আত্মা সঙ্কর্ষণ অনন্ত কহিতেছেন,—শ্রবণ কর, পরমেশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়। তিনি জীবের অনন্ত উন্নতি কল্পনা করত জীবের স্বভাবকে স্বীয় দাসত্বে পরিণত করিলেন। কৃষ্ণ-দাসত্বই জীবের স্বভাব হইল। দাসত্ব-সুখে জীব পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু জীবের যে অগত্যা দাসত্ব, তাহাতে জীবের কোন বিশেষ গৌরব না থাকায় অধিকতর উন্নতির অধিকারী হইতে পারে না। পরম-করুণাময় জগদীশ্বর জীবকে স্বাধীনতারূপ একটি অপূর্ব্ব রত্ন দান করিলেন। ঐ **স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করত যে-সকল জীব ঈশ্বর-সেবায় অধিকতর ভক্তি করিলেন, তাঁহারা উন্নত অবস্থার অধিকারী হইলেন;** কিন্তু যাঁহারা ঐ স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহার করত ভোগ-বাসনা করিয়া দাসত্ব পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা গুণবতী মায়াকর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া মায়ার অপকৃষ্ট সেবায় রত হওত কখনও দুঃখ, কখনও সুখ ভোগ করিবার জন্য ভোগায়তন প্রাকৃত দেহে প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিলেন। এই বার্ত্তাটি পুরঞ্জন-উপাখ্যানে দৃষ্ট হইবে। যে-সকল পুরুষ পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন না, তাঁহারা এই প্রকার সিদ্ধান্তেই বিশ্রাম করেন। পরমেশ্বরের অসীম দয়াতে কেবলমাত্র বিশ্বাস করিয়া যাঁহারা ভজনানন্দে কালযাপন করেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ হইয়াও সুখী এবং যাঁহারা এই তত্ত্বে বিশেষ বিচার করত এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদেরও দুঃখ অপগত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখ পান। যথা বিদুরোক্তি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে—

"যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥"

হে ভাগবত মহোদয়গণ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জীবের ক্লেশের কারণ জীব ব্যতীত আর কে হইল? পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অপার করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিবার জন্য প্রাকৃত জগতেও আবির্ভূত হইয়া ব্রজ-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আহা! তাঁহার করুণার অবধি নাই। এই অপ্রাকৃত ব্রজলীলার যে গম্ভীর তত্ত্ব, তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইলে আর জীবের দুঃখ কোথায়? সংসারের মধ্যে যে-সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড আর্য্যধর্ম্ম বলিয়া বেদসকল ব্যাখ্যা করেন, তাহাতে জীবের যথার্থ কি মঙ্গল হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ও ভক্তোচ্ছিষ্টই কৃষ্ণ-নাম-প্রেম-কৃপালাভের একমাত্র উপায়—

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল॥
তিন হৈতে কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস॥
তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য

বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার সমাধান-সমীক্ষণ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতা মহানগরীর কুমারটুলী, দমদম, সিঁথি, বেলিয়াঘাটা, বরাহনগর, যাদবপুর, টালীগঞ্জ, বেহালা প্রভৃতি অঞ্চলে এবং মফঃস্বলের খড়দহ, বালি, বর্দ্ধমান, কালনা প্রভৃতি বিভিন্ন সহরে ও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে যেসকল নরহত্যার নারকীয় তাণ্ডবনৃত্য আমরা আধুনিক সংবাদপত্র সমূহে প্রত্যহ প্রতিনিয়ত দর্শন করিবার দুর্ভাগ্য বরণ করিতেছি, তাহাতে মনে হয়, আমরা যেন কোন শিক্ষিত সভ্যরাষ্ট্রে বাস করিবার পরিবর্ত্তে কতকগুলি নিরীশ্বর নির্নৈতিক অশিক্ষিত অসভ্য উচ্ছৃঙ্খল বর্ব্বরের মধ্যে বাস করিতেছি, যেখানে নাই কোন শাসনশৃঙ্খলা, শিষ্টাচার, সভ্যতা, পরদুঃখকাতরতা। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক সমুদ্রতটবর্ত্তী কোন হিংস্র বন্যজন্তুসঙ্কুল নিবিড়ারণ্যমধ্যে পরিত্যক্ত হইয়া তত্রত্য হিংস্র পশুদের সহিতও সদ্ভাব সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু হায়, আজ আমরা কোথায় অবস্থান করিতেছি? সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে মানুষকে রাস্তাঘাটে যাতায়াত করিতে হইতেছে, বাড়ীতে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিয়াও নিস্তার নাই। কেহ কোন পার্টিভুক্ত না হইয়াও কোনদলীয় লোকের সহিত পূর্ব্বপরিচয় বশতঃ আত্মীয়তা বা বন্ধুতা-সূত্রেও কোন বাক্যালাপ করিলে অপরপক্ষের লোক তাহাকে শত্রু-পক্ষাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করত তাহার জীবনান্ত করিবে! কোন ব্যক্তি-বিশেষ ন্যায়সঙ্গত উপায়ে কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যাদি দ্বারা বা চাকরীবাকরী করিয়া বহু পরিশ্রমে কিছু অর্থ সঞ্চয় বা জমিজমা সংগ্রহ করিলেও তাঁহার নিস্তার নাই! সমাজবিধ্বংসী দস্যুদল হয় তাহা তাঁহার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া বা লুটিয়া লইবে, না হয় তাঁহাকে প্রাণেই শেষ করিবে! এক দেশের, এক গ্রামের, এমনকি একই পরিবারের লোক বিবদমান পার্টিভুক্ত হওয়ায় পরস্পরে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া একের হস্তে অন্যকে ইহসংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে! এইরূপে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই অশান্তি—আতঙ্ক বিরাজিত, নিশ্চিন্ত মনে দলীয় নির্দ্দলীয় কাহারও রাস্তায় চলা ফেরার, জীবিকার্জ্জন-চেষ্টা বা হাটবাজার করার উপায় নাই। চোর ডাকাত গুণ্ডাদলও রাজনীতির দোহাই দিয়া এই অবসরে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইতেছে।

ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দুর্ব্বৃত্তদল কত যে স্কুলকলেজ, উহার ল্যাবরেটারী, লাইব্রেরী, বাস, ট্রাম ইত্যাদি ভারতের বহু বহু মূল্যবান্ সম্পত্তি জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ট্রেণগুলির—বিশেষ করিয়া শিয়ালদহ লাইনের—দুরবস্থা দেখিলে বড়ই দুঃখ হয়। লাইট, ফ্যান, লোহার বা পিতলের রড্, বাঙ্কের কাঠ, জানালার কবাট প্রভৃতি চুরী করিয়া লইয়া ট্রেণের সুন্দর সুন্দর কামরাগুলিকে কদাকার করিয়া রাখিয়াছে, জিনিষপত্র রাখিবার স্থান নাই, ফ্যান অভাবে প্যাসেঞ্জারগণকে গরমে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আবার তাহার উপর দস্যুগণ প্রায় দলেদলে ট্রেণের কামরা মধ্যে ঢুকিয়া ছোরা প্রভৃতি দেখাইয়া যাত্রীদের হাতের ঘড়ী, ফাউণ্টেন পেন, টাকা, গহনা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইতেছে, না দিতে চাহিলে প্রাণেই মারিয়া ফেলিতেছে! রেল লাইনের তামার তার ও আরও কত কত দামী জিনিষ চুরী হইয়া যাইতেছে! কতকগুলি হইয়াছে ওয়াগনব্রেকার। ইহারাও দলে দলে বহু বোঝাই মালগাড়ী ভাঙ্গিয়া লুট করিয়া লইতেছে! এমন পাকা চতুর চোর যে, পুলিশও তাহাদিগকে ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না। আবার ধরিতে গিয়াও পুলিশকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে, তাহাদের অনেককে প্রাণেও মারিয়া ফেলিতেছে! চতুর্দ্দিকে এত যে অধিক খুনজখম হইয়া চলিয়াছে, তৎসম্পর্কিত দোষী ধরা পড়িলেও উপযুক্ত প্রমাণাভাবে সুবিচার সম্ভব হইতেছে না।

অনেকক্ষেত্রে আবার "চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে পথিককে লাগাওয়ে ফাঁসি" রূপ অবস্থাও হইয়া পড়িতেছে, প্রকৃত দোষী ধরা পড়িতেছে না।

ভারতের তথাকথিত হিংসামূলা রাজনীতি (?) আজ এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতির আবাহন করিয়াছে যে, তাহাতে আজ নিরপেক্ষ সাধারণ মানুষেরও জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যদ্দর্শী বুদ্ধিমান নেতৃবৃন্দও 'হিংসামূলা রাজনীতিকে অবিলম্বে থামাও থামাও' বলিয়া পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু হায়! কে কাহার কথা শুনে! চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী! বিবদমান রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরস্পরে মতানৈক্যবশতঃ সংঘর্ষের ফলে সহস্র সহস্র মূল্যবান্ প্রাণ কালের করাল কবলে কবলিত হইতেছেন! তাঁহাদের দ্বারা দেশের দশের কতই না কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত! কত উদীয়মান স্কুল কলেজের যুবক ছাত্র মাতা পিতা ভ্রাত্রাদি স্বজন বান্ধবগণকে কাঁদাইয়া ইহধাম ত্যাগ করত না-জানি কোন্ অজানা লোকে প্রয়াণ করিতেছেন! ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মযুদ্ধে সম্মুখ সমরে প্রাণত্যাগ শ্লাঘনীয়—স্বর্গাদি লোকপ্রদ ও যশস্কর হইতে পারে বটে, কিন্তু পরস্পরে হিংসাহিংসী দ্বেষাদ্বেষী করিয়া গুপ্তঘাতকতা করিলে—মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিলে সে মৃত্যু ইহলোকে ত' নিন্দনীয় হইবেই, পরন্তু পরলোকেও ত' তাহা সদ্গতি-প্রদ হইবে না! হায়, এমন দুর্ল্লভ মানবজীবন ত 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' হইয়া পড়িতেছে! ইহাতে আত্মকল্যাণ বা দেশের দশের কাহারও ত' কোনই বাস্তবকল্যাণ সম্পাদিত হইতেছে না! ফলে ইহাই হইতেছে যে, আমরা ভারত-মাতার কতকগুলি কৃতী সন্তানকে চিরতরে হারাইয়া ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছি! গৃহবিবাদের ইহাই ত' শোচনীয় পরিণাম! আমাদের বিবদমান অবস্থা ও লোকক্ষয়-চেষ্টা দেখিয়া আজ অপর দেশের লোক অট্ট অট্ট হাস্য করিতেছে! সুতরাং ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বজনে স্বজনে এই বৃথা বিরোধ অবিলম্বেই প্রশমিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মানব-সমাজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ মনীষিবৃন্দ সকল দলকে (২৮ দলকে) একত্র করত তাঁহাদের মধ্যে মতবৈষম্য দূর করিয়া ঐকমত্য স্থাপনে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হউন, জিঘাংসামূলা জিগীষা অবিলম্বে থামিয়া যাউক, মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুক, সদ্ভাবে অবস্থিত থাকিয়া শান্তিময় জীবন যাপন করুক, সকলেই আত্মহিত এবং তৎসহ পরহিত-সাধক গঠনমূলক কার্য্যে ব্রতী হউক। ধ্বংসমূলা নীতিকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। উহাতে মানবজীবন একেবারেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিই যেন ধ্বংস হইতে বসিয়াছে! কাহারও সহিত মতানৈক্য ঘটিলেই তাহাকে যে একেবারে প্রাণেই মারিয়া ফেলিতে হইবে, ইহা বর্ত্তমান সভ্য-জগতে কি প্রকারে 'নীতি' বলিয়া আদৃত—বহুমানিত হইতে পারে, তাহা আমরা ধারণায়ই আনিতে পারিতেছি না। ইহা কোন্‌দেশী রাজনীতি, ইহার পরিণামই বা কি?

পূর্ব্বপাকিস্থানে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে রাজনীতির নামে যে রাক্ষসী পৈশাচিকী ধ্বংসমূলা নীতির আবাহন হইয়াছে বা এখনও হইতেছে, তাহাতে যে কত লক্ষ লক্ষ নরনারী হতাহত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, কত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান—মঠ মন্দির দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কত নিরীহ সাধু সজ্জন যে দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, কত জনপদ জনশূন্য মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে, শ্মশানক্ষেত্র হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অহিন্দু অপেক্ষা হিন্দুই অধিক সংখ্যায় অতি নির্ম্মম নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছে, দস্যুরা উহাদের বাড়ী ঘরদুয়ার বিষয় সম্পত্তি সর্ব্বস্ব পোড়াইয়া, লুণ্ঠতরাজ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া দিয়াছে। হতাবশেষ উপদ্রুত প্রায় এককোটি নরনারী অতিকষ্টে পাট ধান ক্ষেতে লুকাইয়া লুকাইয়া রাত্রে রাত্রে চলিয়া বহুদূর ঘুরিয়া ঘুরিয়া পায়ে হাঁটিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কঙ্কালসার হইয়া ভারতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে ও এখনও লইতেছে, তাহাদের মধ্যে কতক কতক বা রাস্তাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, যাহাদিগকে আবার এখানকার অর্থাৎ ভারতের শিবির সমূহে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাদেরই বা কি কষ্ট! কি দুর্গতি! পাকিস্থানের নিষ্ঠুর-হৃদয় জল্লাদগণ বহু উচ্চ শিক্ষিত সজ্জন ব্যবহারজীবী, কবি, শিক্ষক, অধ্যাপক

এবং শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে হত্যা করিয়া জগতের অপূরণীয় ক্ষতি বিধান করিয়াছে। কত যে কৃষিজীবী, শিল্পী, ব্যবসায়ীদিগকে মারিয়াছে, নারী নির্য্যাতন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহার সীমা নাই। জানিনা এই সকল মহা-পাপিষ্ঠ নরঘাতকের অন্তে কি গতি হইবে! এত মারিয়াও এখনও কি তাহাদের মনে নির্ব্বেদ আসিয়াছে? নাজানি কি বজ্রাধিক কঠিন পাষাণ দিয়া গড়া তাহাদের হৃদয়! পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় কোটি সংখ্যক শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া এখানকার অর্থ-খাদ্য-স্থানাভাবাদি বিভিন্ন সমস্যা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। হায়, মানুষ "আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু" নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনিয়াছে! যেমন পূর্ব্ববঙ্গের, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা! বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব যেন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে! শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যা-প্লাবিত বঙ্গভূমি আজ নরশোণিতপ্লাবিত! হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত! অহো কি শোচনীয় পরিণাম! ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! গঠনমূলা নীতির দৃষ্টান্ত—একটিও নাই, কেবল ধ্বংসমূলা নীতিই ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করিতেছে!

'কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং' অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়তর্পণকামী কংসাদির ন্যায় কদর্য্যচরিত্র ব্যক্তিগণের পক্ষে কিছুই অকার্য্য নাই। তাহারা অপস্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত না করিতে পারে, এমন কিছু কুকর্ম্ম নাই। কংসকারারুদ্ধ কঠিন শৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রীবসুদেব-দেবকীর প্রতিবর্ষে একটি করিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল আর কংস জীববৎ প্রাকৃত জন্মরহিত বিষ্ণুর প্রাকৃতজন্ম এবং তাঁহা হইতে তাহার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া এক একটি করিয়া তাহা সংহার করিতে লাগিল। ইহাতে শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত বিস্মিত ও ব্যথিত-চিত্ত হইলে বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহিতেছেন—মহারাজ, ইহাতে বিস্মিত হইবেন না, কংসাদি দুর্জ্জনগণের পক্ষে অকরণীয় কিছুই নাই, তাহারা স্ব স্ব অপস্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সবই করিতে পারে—

"মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি॥"

ভাঃ ১০।১।৬৭

[অর্থাৎ প্রায়ই এই পৃথিবীতে ভোগলোভগ্রস্ত, আত্মেন্দ্রিয় তর্পণরত নৃপতিসকল স্ব স্ব জননী, জনক, সহোদর ও সর্ব্ব সুহৃদ্‌বর্গকে বিনাশ করিয়া থাকে।]

কংস তাহার স্নেহপাত্রী কনিষ্ঠা ভগিনী দেবকীর, ভগিনীপতি শ্রীবসুদেব-সহ রথারোহণে প্রথম শ্বশুরালয়ে প্রয়াণকালে তৎপ্রতি স্নেহপরবশ হইয়া স্নেহনিদর্শন স্বরূপ বামহস্তে রথের অশ্বের বল্গাধারণ এবং দক্ষিণ হস্তে প্রাজনদণ্ড (তোত্রবেত্র) ধারণ করিয়া রথ চালন করিতেছিল। কিন্তু পথিমধ্যে যে মুহূর্ত্তে "অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ" (অর্থাৎ "রে মূর্খ, তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্, তাহার অষ্টমগর্ভ তোর প্রাণ সংহার করিবে")—এই দৈববাণী তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রতি যাবতীয় স্নেহ-মায়া-মমতা—সমস্তই অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে বামহস্তে অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিয়া ভগিনীর কেশগুচ্ছ ধরিল এবং দক্ষিণহস্তে খড়্গ লইয়া ভগিনী-বধে উদ্যত হইল। স্বার্থপর ব্যক্তিগণের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব দেশ-দশ-প্রতি প্রীতির এইরূপই ভয়াবহ নমুনা!

'স্ব' বলিতে যেখানে জড়দেহাত্মবোধ এবং 'অর্থ' বলিতে যেখানে সেই প্রাকৃত দেহ মনের প্রাকৃত প্রয়োজন-সিদ্ধি-বিচারই প্রবল হইয়া পড়ে, সেখানে সেই অপস্বার্থ-সাধনে পরস্পরে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। কিন্তু 'স্ব' বলিতে যেখানে নিরুপাধিক আত্মবিচার প্রবল হয় এবং সেই আত্মার অর্থ বা প্রয়োজন-বিচারে যেখানে নিত্য আত্মার নিত্য প্রভু—সেব্য-শ্রীগোবিন্দের সুখান্বেষণ-রূপ সেবা-চেষ্টা প্রবলা হইতে থাকে, সেখানে এক-কেন্দ্রিকতা থাকায় আর কোন সংঘর্ষের অবকাশ হয় না। কেন্দ্র বিভিন্ন হইলেই বৃত্তসকলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সকল স্বার্থের গতি বা গন্তব্যস্থল এক শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-সেবা হইলে—'একক্রিয়ো ভবেন্মিত্রঃ' ন্যায়ানুসারে পরস্পরে মিত্রতা সহজেই সম্পাদিত হয়।

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় বলিয়াছেন—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥"

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।"

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥"

[অর্থাৎ "ভগবৎ-স্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল হেতু। হে ধনঞ্জয়, আমা হইতে শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব আর কেহ নাই।" —গীঃ ৭।৬-৭ এবং "অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তিস্থান আমাকে জানিও;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই পণ্ডিত, অপর সকলেই অপণ্ডিত।"—গীঃ ১০।৮] গীতায় শ্রীভগবদ্‌বাক্যের সর্ব্বশেষ সিদ্ধান্তও—

"মামেকং শরণং ব্রজ।"
"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"
"মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥"
—গীঃ ১৮শ অঃ।

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম—যাবতীয় ঔপাধিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই শরণাপন্ন হও। আমার অনুগ্রহেই পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থান লাভ করিতে পারিবে।

"অথ চেদহঙ্কারাৎ কৃত্যাকৃত্যবিষয়কজ্ঞানাভিমানাত্ত্বং মদুক্তং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি—স্বার্থাৎ বিভ্রষ্টো ভবিষ্যসি। ন হি কশ্চিৎ প্রাণিনাং কৃত্যাকৃত্যয়োর্বিজ্ঞাতা প্রশাস্তা বা মত্তোঽন্যো বর্ত্ততে।" (শ্রীবলদেবকৃত গীতাভূষণ-ভাষ্য)

অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, অহঙ্কার-বশতঃ নিজেকেই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানী বা বুঝদার বলিয়া অভিমান-হেতু তুমি যদি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে স্বার্থ বা নিজ প্রয়োজনবিচার হইতে তুমি অবশ্যই ভ্রষ্ট হইবে। বস্তুতঃ প্রাণিগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আমিই বিশেষজ্ঞ বা প্রশাস্তা অর্থাৎ প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট উপদেষ্টা, আমা ছাড়া আর কেহই সদুপদেষ্টা নাই।" "মামনুস্মর যুধ্য চ।"

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫) অর্থাৎ "জীবের নিত্য মঙ্গল বিধাতৃ-স্বরূপ আমিই জীবের উপদেষ্টা। আমিই সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান্, সমস্ত বেদান্ত-কর্ত্তা এবং বেদজ্ঞ আমিই।"

এক অদ্বিতীয় সর্ব্বকারণকারণ ভগবান্ আমাদের সকলেরই মূল কারণ—সকলেরই একমাত্র সেব্য। আমরা সকলেই **তাঁহা হইতে** উদ্ভূত হইয়াছি, **তাঁহা দ্বারা** জাত হইয়া তাঁহারই কৃপায় স্ব স্ব অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতেছি, অন্তে প্রয়াণকালে **তাঁহাতেই**—তাঁহারই অশোক অভয়ামৃত চরণারবিন্দে সকলকেই চির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সর্ব্বসেব্য তাঁহারই সুখোৎপাদন-চেষ্টা আমাদের সকলেরই একমাত্র কৃত্য। সুতরাং তাঁহাকেই-তাঁহার ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কেন্দ্র করিয়া আমাদের স্ব স্ব কৃত্য নির্দ্ধারিত হইলে সকলের মধ্যে সমদর্শন—সাম্য মৈত্রী অবশ্যই জাগিয়া উঠিবে। 'মা' শব্দে লক্ষ্মী বা স্বরূপশক্তি, ময়া সহ বিদ্যমানঃ সমঃ অর্থাৎ শ্রীভগবান্। সেই ভগবান্ সর্ব্ব জীবহৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে বিরাজিত, প্রত্যেক জীবাত্মা তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহার সেবাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং তাঁহাতে প্রীতিই একমাত্র প্রয়োজন, এই বিচার আসিয়া গেলেই জীবহৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা, পরস্পরে সহানু-ভূতিশীলতা, সমবেদনা-বোধ রূপ মানবতা জাগিতে পারে। এজন্য আত্মানাত্ম-বিবেকোদ্‌বোধন একান্ত প্রয়োজন।

তিনি সর্ব্বজীব-হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন (গীঃ ১৮।৬১), জীবাত্মা নিত্য ও শ্রীভগবানেরই বিভিন্নাংশ (গীঃ ১৫।৭), আত্মা ষড়্‌বিধ বিকাররহিত (জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি —যাস্ক-কথিত এই ছয় প্রকার বিকার-রহিত—গীঃ ২।২০), আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল ও সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান বস্তু (গীঃ ২। ২৩-২৪), এই আত্মা বৃহৎ অগ্নি হইতে তৎস্ফুলিঙ্গবৎ পরমাত্মা হইতেই উদ্‌ভূত ("যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেব-মেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি"—বৃহদারণ্যক ২।১।২০—"তত্ত্ব যেন ঈশ্বরের জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"—চৈঃ চঃ আ ৭।১১৬) ; জীব কেশাগ্র-শত ভাগের শতাংশ-তুল্য সূক্ষ্ম চৈতন্য হইলেও আনন্ত্য

অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ-বিশেষ-যুক্ত সান্নিধ্য বা মোক্ষলাভযোগ্য হইতে পারেন (—"বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"—শ্বেতাশ্বতর ৫।৯); আত্মা অণুচৈতন্য (এষোঽণুরাত্মা – মুণ্ডক ৩।১।৯); অণুত্ব-প্রযুক্ত আত্মাতে পাপ পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে (অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ — ২।৩।১৮ সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত পৌগবন শ্রুতি-বাক্য); জীব স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত চিত্তত্ত্ব হইয়াও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াবশযোগ্য হইয়া নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং সেই গুণময়ী মায়াকৃত অনর্থের দ্বারা অভিভূত হয়, শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অবলম্বনই সেই অনর্থ হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায় ("যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎ-কৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগ-মধোক্ষজে।"—শ্রীভাগবত ১।৭।৪-৬); নিত্য চিৎকণ জীব-সমূহের পরমারাধ্য পরমনিত্য বিভুচিদ্বস্তু ভগবান্ এক হইয়াও সকলের সকল কামনা বাসনা পূরণ করেন; যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই আত্মস্থ আত্মান্তর্যামী শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করেন, তাঁহারাই নিত্যা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন, অপরে অর্থাৎ যাঁহারা নিজ নিত্য সেব্য প্রভু-রূপে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারেন না, তাঁহারা শাশ্বতী শান্তি লাভ করিতে পারেন না ("নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥" —কঠ ২।২।১৩ ও শ্বেতাশ্বতর ৬।১৩); বৃহদারণ্যক (৪।৩।৯) শ্রুতি বলিতেছেন—জীব-পুরুষের দুইটি স্থান আছে—ইহলোক ও পরলোক। জাগ্রৎ—পরলোক, সুষুপ্তি—ইহলোক। ইহাদের সন্ধি বা মিলনস্থান-রূপ স্বপ্নস্থান তৃতীয়। এই স্বপ্নস্থানকেই দার্শনিক পরিভাষায় তটস্থ বলা হয়। জীব এই সন্ধিরূপ তৃতীয়স্থানে তটস্থ অবস্থায় স্থিত হইয়া জাগ্রদ্রূপ পরলোক ও সুষুপ্তিরূপ ইহলোক—উভয়লোক দর্শন করেন। চিজ্জগৎকে জল এবং মায়িক জগৎকে ভূমি মানিয়া লইলে এই দুইটির বিভাগকারী রেখাকে তট বলে। শ্রীভগবানের তটস্থশক্তি হইতে জীবের উদ্ভব, এই জন্য জীব তটস্থস্বভাব। এই শ্রুতিতে (৪।৩।১৮) আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই তাটস্থ্যভাবটি বুঝাইতেছেন—যেমন একটি মহামৎস্য নদীর পূর্ব্ব ও অপর উভয়কূলে বিচরণ করে, সেইরূপ জীব-পুরুষ জড়জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্যবর্ত্তী কারণজলে স্বপ্নস্থানে স্থিত হইয়া ঐ স্বপ্নান্ত সুষুপ্তিরূপ ইহলোক ও বুদ্ধান্ত জাগ্রদ্রূপ পরলোকস্থানে বিচরণ করিয়া থাকে অর্থাৎ জীব অসৎসঙ্গ বশতঃ মায়াবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাক্রমে অচিদ্ রাজ্যে এবং সৎসঙ্গ-বশতঃ মায়ামুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবোন্মুখতাক্রমে চিদ্-রাজ্যে বসবাসের যোগ্যতা লাভ করে। ঐ মূল শ্রুতি যথা:—(১) তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ। সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং। তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোক-স্থানঞ্চ (বৃঃ আঃ ৪।৩।৯)। (২) তদ্ যথা মহামৎস্য উভে কূলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তা-বনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ (বৃঃ আঃ ৪।৩।১৮)।] শ্রীনারদীয় পুরাণেও জীবের তাটস্থ্যস্বভাব সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যথা—"যত্তটস্থন্তু চিদ্রূপং স্বসংবেদ্যাদ্ বিনির্গতম্। রঞ্জিতং গুণরাগেণ স জীব ইতি কথ্যতে।" অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানময় শ্রীভগবান্ হইতে উদ্ভূত চিৎকণস্বরূপ জীব স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও স্বীয় তাটস্থ্য স্বভাববশতঃ মায়িক গুণরাগে রঞ্জিত হয়। আবার সাধুগুরুকৃপাবলে কৃষ্ণসাম্মুখ্যক্রমে জীবের তাটস্থ্যভাব দূরীভূত হইয়া জীব চিদ্রাজ্যের অধিবাসী হয়। মুণ্ডক (৩।১।১-৩), শ্বেতাশ্বতর (৪।৬-৮) এবং ঋগ্বেদ (১।১৬৪।২১) বলিতেছেন—

["দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হ্যনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"]

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট, সর্ব্বদা সংযুক্ত, সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি জীবদেহ রূপ পিপ্পলবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে একজন অর্থাৎ

মায়াধীন জীব দেহে আত্মবুদ্ধি-জন্য নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। অন্যজন অর্থাৎ জীবের কর্ম্মফলদাতা মায়াধীশ পরমেশ্বর ঐ কর্ম্মফল-বাধ্য না হইয়া জীবরূপ পক্ষীর কর্ম্মফলাস্বাদন-কার্য্য সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন। কর্ম্মফল-ভোক্তা জীব একই দেহরূপ বৃক্ষে তাঁহার পরম বান্ধব পরমাত্মার সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিয়াও তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) না জানিয়া তাঁহার মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধিজন্য শোক করেন অর্থাৎ শোক মোহ ভয়াদি দ্বারা অভিভূত হন। (এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে জন্মজন্মান্তরীণ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিক্রমে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে) যখন সেই জীব আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য পরমেশ্বরকে দেখিতে পান অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন, গুরুমুখে তাঁহার মহিমা অবগত হন, তখন শোকনির্ম্মুক্ত হইয়া গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীভগবানের সেই নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও মহিমার অনুশীলন করিতে থাকেন। এইরূপে গুরুকৃপাক্রমে লব্ধ দিব্যচক্ষুঃ দ্রষ্টা জীব যখন সেই "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাস-কৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥" (মহাভাঃ ও বিষ্ণু সহস্রনাম) মহাপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পরবিদ্যালাভফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যক্‌প্রকারে বিধৌত হইয়া নির্ম্মল হন এবং সাম্য অর্থাৎ ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করেন। "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে" এই অর্থে সাম্য বা সমতালাভ বলা যাইতে পারে, নতুবা কৃষ্ণ-নিত্যদাস অণুচিৎ মায়াবশযোগ্য জীব কখনও মায়াধীশ সেব্য ভগবানের সমান হইয়া যান না। সুতরাং পরমাত্মারই অন্বেষণ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য— "সোঽআত্মা অন্বেষ্টব্যঃ", পরমাত্মারই প্রীতিসহকারে উপাসনা কর্ত্তব্য—"আত্মা-নমেব প্রিয়মুপাসীত" (পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকেই প্রীতিপূর্ব্বক উপাসনা কর—বৃঃ আঃ ১।৪।৮), পরমাত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"।

এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রে প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মার পরমাত্মানুশীলনের কথা সুস্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। পরমাত্মার অংশী স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

"অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"

গীঃ ১০।৪২

[অর্থাৎ "হে অর্জ্জুন, অধিক কি বলিব, সংক্ষেপতঃ আমার এই প্রকৃতি সর্ব্বশক্তিসম্পন্না, তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান। জড়প্রভাব-দ্বারা জড়ীয় সত্তায়, জীব-প্রভাব-দ্বারা জৈবজগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট জগতে সাম্বন্ধিক-ভাবে বর্ত্তমান আছি।"

" 'অন্যান্য দেবোপাসনাতেও কৃষ্ণসেবা হইতে পারে,' সেই সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ এই অধ্যায়ে কহিলেন যে, অন্যান্য বিধিরুদ্রাদি দেবগণ—আমার বিভূতিমাত্র; আমি—সকলের আদি, অজ, অনাদি ও সর্ব্বমহেশ্বর। এরূপ বিভূতিতত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক জানিলে আর অনন্যভক্তির বাধা হয় না। আমার এক অংশ যে পরমাত্মা, তদ্দ্বারা আমি সমস্ত-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত বিভূতি প্রকাশ করিয়াছি। ভক্তগণ আমার বিভূতিতত্ত্ব অবগত হইয়া ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করত শুদ্ধভক্তির সহিত আমাকে শ্রীকৃষ্ণাকারে ভজন করিবেন। এই (১০ম) অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ শ্লোকে (ইহাই গীতার চতুঃ-শ্লোকী) শুদ্ধভজন ও ভজনফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভজনই জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেমের প্রাপক - ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।"—শ্রীশ্রী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।]

শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতার ৫।১৮ গীতিতে বলিয়াছেন—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

[অর্থাৎ "অপ্রাকৃত গুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃত গুণকৃত উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপ যে বৈষম্য, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত 'পণ্ডিত' সংজ্ঞা লাভ করেন।"]

'মাংসদৃক্' বা স্থূলদৃক্ ব্যক্তিগণ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত

হইয়া তাঁহাদের স্থূলদর্শনে গুণগত বৈষম্য বিচারক্রমে অবিদ্বৎ প্রতীতিমূলে বিষম দর্শনের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু 'বেদদৃক্' সূক্ষ্মধীঃ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বিদ্বৎ প্রতীতিমূলে প্রতি জীবে **পরমাত্মার অনুগত রূপে আত্মদর্শনে** প্রবৃত্ত হইয়া ঐরূপ বিষমদর্শনের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করত সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন। এইরূপ সমদর্শনেই প্রকৃত সাম্য মৈত্রী বিরাজিত, উহাতেই পরদুঃখকাতরতা, পরের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের সহিত সমান-জ্ঞানজনিত সহানুভূতি জাগিয়া উঠিয়া মানুষকে দেবতায় পরিণত করে। নতুবা এপ্রকার সহানুভূতিশূন্য মানুষ পশুরও অধম হইয়া যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—'হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ" অর্থাৎ হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি সর্ব্বজীবে হরিসম্বন্ধ দর্শন করায় তিনি কখনও পরপীড়ক হইতে পারেন না।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুর্ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥" —ভাঃ ৫।১৮।১২

[অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কামা সেবাপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতা-বর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তি-বিহীন ব্যক্তি— অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত, সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই; মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?]

সুতরাং শ্রীভগবানে শুদ্ধ ভক্তিযোগাবলম্বনই একমাত্র শ্রেয়ঃপথ, তাহাতেই আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সমগ্র বিশ্বকল্যাণ সংসাধিত হইবে— সার্ব্ব-দেশিক সকল সমস্যার সার্ব্বকালিক স্থায়ী সমাধান সুসম্ভাব্য হইবে। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেবমন্দিরে শ্রৌতবিধান প্রার্থনীয়

এক নিধি হইতে উত্থিত প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা ও ১৫ ফিট উচ্চ জলোচ্ছ্বাসে উড়িষ্যা বিধ্বস্ত, আবার তামিল নাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধির করুণাজলোচ্ছ্বাসে দাক্ষিণাত্যের দেবমন্দির—দেবসেবাও বিপন্ন হইতে বসিয়াছে! শ্রীকরুণানিধি নাকি করুণা পূর্ব্বক কোয়েম্বে-টুরের এক বক্তৃতায় কহিয়াছেন—"যে সব হিন্দু দেবদেবী তামিলে পূজো ও প্রার্থনা নিতে গররাজী হবেন, দরকার হ'লে তাঁদের সকলকে আমরা গাড়ী বোঝাই ক'রে উত্তরে পাঠিয়ে দেব।" ('যুগান্তর' ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৭৮; ৭ই নবেম্বর, ১৯৭১ রবিবাসরীয় সম্পাদকীয় স্তম্ভ দ্রষ্টব্য)

হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি এইরূপ অমর্য্যাদাসূচক মন্তব্য-প্রকাশ বড়ই মর্ম্মন্তুদ। একজন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তি ঐরূপ অসংযতবাক্ হইতে পারেন, ইহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। এই জন্যই 'যুগান্তর' প্রবন্ধের নামকরণ করিয়াছেন—"দেবতার বিরুদ্ধে 'জেহাদ'।" 'জেহাদ' বা 'জিহাদ' আরবী শব্দ, অর্থ—'ইসলাম-বিরোধীর সহিত মুসলমানের যুদ্ধ', 'ধর্ম্মযুদ্ধ'। দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগাম দল নাকি মনে করেন, দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সম্প্রদায় আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যসম্প্রদায় হইতে পৃথক্, উত্তর ভারতীয় আর্য্যগণ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার-ভাষাদিগত সংস্কার দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়গণের উপর ক্রমশঃ চাপাইয়া দিতে চাহিতেছেন। তাই তাঁহারা প্রথমে তাঁহাদের দ্রাবিড়-সমাজে হিন্দী ভাষা প্রবর্ত্তনের প্রবল প্রতিবাদ করিতে করিতে অবশেষে সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরও পর্য্যন্ত প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিন্দীভাষা তাড়াইতে গিয়া তাঁহারা একেবারে দেবভাষা বা সংস্কৃত ভাষাকেই দেবস্থান ও ধর্ম্মায়তন হইতে নির্ব্বাসিত করতঃ মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের মাতৃভাষা তামিল ভাষান্তরিত করিতে চাহিতেছেন। মাতৃভাষা তামিলকে গৌরবান্বিত করাই নাকি তাঁহাদের উদ্দেশ্য।

আর্য্যগণের যেমন মৌলিক ভাষা সংস্কৃত, তেমন ইহুদীদের হিব্রু (Hebrew), খৃষ্টানদের গ্রীক (গ্রীস

দেশীয় ভাষা), ল্যাটিন (প্রাচীন রোমক জাতির ভাষা), মুসলমানদের আরবী। বাইবেল অবশ্য হিব্রু ভাষা হইতে গ্রীক, ল্যাটিন ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, ভাব হইতে ভাষার অভিব্যক্তি। ভ্রম-প্রমাদ-করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়রহিত ত্রিগুণ-প্রভাবমুক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা বা মন্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের দিব্যানুভূতিলব্ধ তদীয় ভজনশক্ত্যাহিত গূঢ়ার্থ-বিজ্ঞাপক মন্ত্রাদির অন্তর্নিহিতভাব সাধারণ পণ্ডিতগণের দুর্ব্বোধ্য। ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়শূন্য যথার্থ বক্তা আপ্তোপদিষ্ট বা আপ্তজনোচ্চারিত-বচনাত্মক শব্দই প্রমাণ অর্থাৎ প্রমা-জনক বা যথার্থ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া গণ্য হইবে। নতুবা যদ্বা তদ্বা পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির ভ্রমাদি দোষ-দুষ্ট বাক্য কখনই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না। বন্ধ-মোক্ষবিৎ—তত্ত্বজ্ঞ ভজনপরায়ণ ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত অর্থাৎ বেদোজ্জ্বলাবুদ্ধিসম্পন্ন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন —যাঁহার শ্রীভগবানে যেমন পরাভক্তি, শ্রীগুরুদেবতাতেও যদি ঐরূপ 'পরা ভক্তি' বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের বা শাস্ত্রোপদিষ্ট মন্ত্রাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন—যিনি শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিতে যাইবেন, তিনি সুখ সিদ্ধি পরাগতি-লাভে চিরবঞ্চিত হইবেন। কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থা-নিরূপণে শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ। শাস্ত্রবিধানানুযায়ী কর্ম্মপ্রবৃত্তিই ভগবদভীপ্সিত। শ্রীভগবান্ জানাইয়াছেন—শ্রুতি স্মৃতি তাঁহারই আদেশ, তাহা উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহার 'আজ্ঞাচ্ছেদী' ও তদ্ 'দ্বেষী' বলিয়া বিচারিত হইতে হইবে। শ্রুতি ও স্মৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দুইটি চক্ষু-স্বরূপ, একটি না মানিলে কাণা, দুটি না মানিলে অন্ধ হইতে হইবে। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি বর্ণিত বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঐকান্তিকী ভক্তি দেখাইতে গেলে তাহা নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের দশের—সকলেরই মহা উৎপাতের কারণ হইয়া পড়িবে।

বিশেষতঃ পদ্মপুরাণে শ্রীবেদব্যাস বলিয়াছেন—

"সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥"

'সম্প্রদায়' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ'। সেই শ্রৌতপারম্পর্য্যানুসরণ ব্যতীত মন্ত্র ফলদায়ক হয় না। এজন্য কলিতে 'শ্রী', 'ব্রহ্ম', 'রুদ্র' ও 'সনক'—এই চারিটি ভুবনপাবন সৎসম্প্রদায় হইবেন। 'শ্রী' বা শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণকে, চতুর্ম্মুখ শ্রীব্রহ্মা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদকে, শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদকে এবং চতুঃসন শ্রীসনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমার শ্রীনিম্বা-দিত্য বা শ্রীনিম্বার্কপাদকে তাঁহাদের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমধ্বমত হইতে কেবলাদ্বৈতবাদ নিরসন ও শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে নিত্য জানিয়া তাঁহার সেবা; শ্রীরামানুজ হইতে অনন্যভক্তি ও ভক্তজন সেবা; শ্রীবিষ্ণুস্বামী হইতে ত্বদীয়-সর্ব্বস্বভাব ও রাগমার্গ এবং শ্রীনিম্বার্ক হইতে একান্ত রাধিকাশ্রয় ও গোপীভাব—এই অষ্টসার স্বীকার পূর্ব্বক জীবেশ্বরে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধবিচার-মূলে শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমকেই **সাধ্যশিরোমণি** তত্ত্ব এবং 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে অধিরূঢ়ভাববশতঃ সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগ স্ফূর্ত্তিরূপ এক অপূর্ব্বভাবকেই **সাধ্যাবধি** বলিয়া জানাইলেন" (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।৯৭)। গোপীভাবামৃতে লোভোদয়ে সখীর আনুগত্যে রাগানুগমার্গে ভজন করিতে করিতে-ভজন পরিপক্কাবস্থায় ভাগ্যবান্ জীব স্বীয় সিদ্ধ ভাবযোগ্য দেহ লাভ করিয়া অপ্রাকৃত ব্রজধামে স্বীয় নিত্যসিদ্ধ ভাবানুরূপ কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। উপনিষৎ বা শ্রুতিগণ ইহার দৃষ্টান্ত। গোপীর আনুগত্য ব্যতীত ব্রজে কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাওয়া যায় না বলিয়া তাঁহারা গোপীর আনুগত্যে রাগমার্গে গোপীদেহে ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে ভজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নামে রাগভক্তিশক্তি আহিত করিয়া জীবগণকে সেই নাম গ্রহণ করিবার উপদেশ করিলেন। নাম-ব্রহ্মের কৃপায়ই ক্রমে ক্রমে মুক্তানর্থ হইয়া জীবের সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইবে।

'বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র'—'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি'। তাই 'বিধিমার্গরত জনে স্বাধীনতা-রত্ন দানে রাগমার্গে করান প্রবেশ'। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীনামব্রহ্মের পাদপদ্মে রাগানুগ-ভজন-সম্পৎলাভের প্রার্থনামূলে নাম গ্রহণ করিতে করিতে নামই কৃপাপূর্ব্বক রাগাধিকার প্রদান করেন—"ঈষৎ বিকসি পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণ বিকসিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজ স্বরূপ-বিলাস॥"—ইহাই মহাজন-বাক্য। শ্রীনামব্রহ্ম তচ্চরণাশ্রিত জীবকে তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্য্য আস্বাদন-সৌভাগ্য দান করেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর নামে সর্ব্বশক্তি বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। গ্রহণেও কোন কালাকাল শৌচাশৌচাদি বিচার রাখেন নাই। তিনি ভজনাঙ্গ সকলের মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন।

সৎ সম্প্রদায়ানুগত্যে ভজনে প্রবৃত্ত হইলেই সাধনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত প্রকৃত নিঃশ্রেয়ঃ সিদ্ধি অসম্ভব। মন্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ-প্রবর্ত্তিত মূল-মন্ত্রের হৃদ্গতভাব সাধন-ভজনশূন্য জাগতিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির লেখনীপ্রসূত অনুবাদে অভিব্যক্ত হইতে পারে না, তদ্ব্যতীত সদ্গুরুপারম্পর্য্য বা শ্রৌতধারা ব্যাহত হওয়ায় মন্ত্রজপ বা মন্ত্র-দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের অর্চ্চনাদি চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। সংস্কৃত দেবভাষা, নামেও 'সংস্কৃত', কাজেও সংস্কৃত। আমাদের আরাধ্য দেবগণ সর্ব্বভাষাবিদ্, তাঁহারা তামিল তেলেগু সবই বুঝিতে পারেন। কিন্তু কথা হইতেছে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বটে, কিন্তু সেই ভাবটি কি? ভাব বলিতে ভক্তিভাব ['ভজন্তে ...ভাবসমন্বিতাঃ'—ভাবো দাস্যসখ্যাদিসুদৃঢ়ুক্তাঃ (গীতা ১০।৮)] 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' (গীতা ১১।৫৪), 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ ১৮।৫৫)—ইহাই ভগবদ্বাক্য। সদ্গুরুপারম্পর্য্য-অনুসরণে সচ্ছাস্ত্র অনুশীলন-ক্রমেই সেই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে—"যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥" (ভাঃ ১।৭।৭) [অর্থাৎ ভজনাভিজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস ভগবদ্ভক্তিভাবানভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন—যাহা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।] শ্রৌতপারম্পর্য্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া শ্রীভগবদ্ ভাগবত বা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-মুখপদ্মবিনির্গতা শুদ্ধভক্তিবীর্য্য-সমন্বিতা দেব-ভাষায় অনাদর পূর্ব্বক মাতৃভাষায় আদর দেখাইতে গেলে তাহা কখনই প্রকৃত শ্রেয়ঃসাধক হইবে না। কিন্তু মহাজনানুগত্যে তাঁহার হৃদ্গত ভাবোপলব্ধিক্রমে কোন ভক্তিমান্ ব্যক্তি মূলমন্ত্র অবিকৃত রাখিয়া—তাহার ভাষ্যাদি মাতৃভাষায় করিতে পারেন। মন্ত্র একটি প্রাকৃত অক্ষরাত্মক বস্তু নহে। উহাতে মন্ত্রপ্রণেতা দিব্যপুরুষগণের দিব্যশক্তি নিহিত থাকে। উহাকে ভাষান্তরিত করিতে গেলে উহার শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। তবে মন্ত্রের দেবনাগরী—সংস্কৃত অক্ষরগুলি তামিল তেলেগু প্রভৃতি অক্ষরে (Script এ) সাবধানে লিখিয়া লইতে পারা যায়। আমরা যেমন দেবনাগরী অক্ষরগুলি বাংলা অক্ষরে লিখিয়া লই। সংস্কৃতের ন্যায় এমন সুন্দর সার্ব্বজনীন ভাষার প্রতি কোন প্রকার অনাদর বা অমর্য্যাদা না করা হয়, ইহাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ। দ্রাবিড়াম্নায় ত' আছে। কিন্তু তাহাতে ত' মূল দেবভাষার কোন অনাদর করা হয় নাই।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন (ভাঃ ১১।১৪)—"যে বেদবাক্যে আমার স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমি তাহা ব্রহ্মাকে উপদেশ করি। ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে, মনু তাহা ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষিকে (ভৃগু, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু) উপদেশ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দেবতা, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রাক্ষস এবং কিম্পুরুষ প্রভৃতি সকলে তাহা প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের রজঃসত্ত্বতমোগুণসম্ভূতা বাসনা-বৈচিত্র্য-হেতু ধর্ম্মের ব্যাখ্যাবিষয়ে নানাপ্রকার বাক্য উচ্চারিত হইতে থাকিল।

"এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥"

—ভাঃ ১১।১৪।৮

[এইরূপে মানবগণের বাসনাভেদে বিভিন্ন মতির উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদপাঠরহিত হইয়াও উপদেশ-পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতগ্রস্ত এবং অন্যান্য কতিপয় পুরুষ পাষণ্ডমতগ্রস্ত হইয়া থাকে।]

মানবগণ শ্রীভগবানের দৈবী গুণময়ী মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি বিভিন্ন শ্রেয়ঃপ্রার্থী হইয়া পড়েন। কিন্তু ভগবৎপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা পুরুষ শ্রীভগবান্ বা সেই শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদ প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা করেন না ("ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ" ভাঃ ১১।১৪।১৪)। শ্রীভগবান্‌ও তাদৃশ ভক্তিমান্ ভক্তপদ-ধূলিদ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিবার জন্য ভক্তের অনুগমনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। "বস্তুতস্তু ভক্তচরণধূলিগ্রহণং বিনা ভক্তির্ন স্যাৎ। ভক্ত্যা বিনা মন্মাধুর্য্যরসানুভবো ন স্যাদিতি ময়ৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা।" (ভাঃ ১১।১৪।১৬ শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা) অর্থাৎ বস্তুতঃ ভক্তচরণধূলি-গ্রহণ ব্যতীত ভক্তি হয় না। ভক্তি ব্যতীত ভগবন্মাধুর্য্যরসানুভূতিও হইতে পারে না। এজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার ভক্ত ও ভক্তির মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

—ভাঃ ১১।১৪।১৯-২১

অর্থাৎ "সুসমৃদ্ধ (প্রবৃদ্ধশিখ) অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপকে মূলের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে।

মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য (জ্ঞান), ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা, কিম্বা দান ক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।

শ্রদ্ধাজনিত অনন্য-ভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়-স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকে।"

শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন—"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।" (ভাঃ ৩।৯।১১) অর্থাৎ "হে নাথ, (গুরুমুখে) ভবদীয় কথা শ্রবণানন্তর লোকে আপনার সেবাপ্রাপ্তির পথের সন্ধান পায়। আপনি আপনার নিজজনের ভক্তিযোগপূত হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা বিশ্রাম করেন"। 'শ্রুতেক্ষিত-পথঃ'—"আদৌ গুরুমুখাৎ শ্রুতঃ পশ্চাদীক্ষিতঃ সাক্ষাৎ-কৃতশ্চ পন্থা যস্য সঃ"—শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকা। ঐ ব্রহ্মস্তবে আর একটি শ্লোকে (৫ম) কথিত হইয়াছে—"যে তু ত্বদীয়-চরণাম্বুজকোষগন্ধং জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতম্। ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাম্॥" অর্থাৎ "হে প্রভো যে সকল শুদ্ধভক্ত আপনার পাদপদ্মের সৌরভ শ্রুতিরূপ গন্ধবহযোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণরন্ধ্রদ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ আদরের সহিত আপনার কথা শ্রবণ করেন এবং প্রেমলক্ষণ-যুক্ত ভক্তিযোগে ভবদীয় চরণপদ্মকেই পরমপুরুষার্থরূপে গ্রহণ করেন; হে নাথ, সেই সকল নিজজনের হৃদয়-কমল হইতে আপনি কখনও দূরগত হন না।"

"পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্॥"

—ভাঃ ২।২।৩৭

অর্থাৎ যাঁহারা স্ব স্ব উপাস্যবিগ্রহ শ্রীনারায়ণ, শ্রীরাম-চন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্ব স্ব ভাবানুরূপ বাল্য, পৌগণ্ড বা কৈশোরলীলার এবং তদ্ভক্ত নারদাদি, হনুমদাদি, নন্দাদি-শ্রীদামাদি গোপ এবং গোপবালাদিগের কথামৃত শ্রবণপুটে সংস্থাপিত করিয়া পরিপূর্ণরূপে পান করেন,

তাঁহারা জড়বিষয়-কলুষিত অন্তঃকরণকে পবিত্র করেন এবং শ্রীভগবৎপাদপদ্ম সমীপে গমন করেন।

এইরূপে শ্রীভগবান্, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁহাতে প্রীতিমূলা ভক্তিকেই সমস্ত বেদবেদান্তেতিহাসপুরাণ-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের একমাত্র স্বারস্য অর্থাৎ নিজ অভিপ্রায় বলিয়া জানাইয়াছেন। সেই ভক্তি শুদ্ধ শ্রৌতপারম্পর্য্যানুসরণ ব্যতীত কিছুতেই লভ্য হইবার নহে এবং ভক্তি ব্যতীত ভগবদর্চ্চনাদি প্রযত্নও শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের অমর্য্যাদা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু বা নারকী সঃ" অর্থাৎ অর্চ্চনীয় বিষ্ণুবিগ্রহে যাঁহার শিলাদি প্রাকৃতবুদ্ধি হয়, তিনি নরকপথের যাত্রী হইয়া থাকেন। এজন্য সচ্ছাস্ত্র এবং সদ্‌গুরুপারম্পর্য্যানুসরণ পূর্ব্বক ভক্তিমার্গাবলম্বনেই ভগবদ্‌বিগ্রহ সেবনীয়। মহাজন প্রদর্শিত পন্থা অনুগমনের পরিবর্ত্তে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন কখনই শ্রেয়ঃসাধক হইতে পারে না। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' আশা করি মাননীয় শ্রীকরুণানিধি মহাশয় কৃপা পূর্ব্বক দেবস্থানে—ভগবন্মন্দিরে অদৈব অশ্রৌত বিচার প্রবর্ত্তনে যত্নবান্ হইয়া ভক্তগণের প্রাণে ব্যথা দিতে চাহিবেন না। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক বিশ্ববাসীর হৃদয়ে শুদ্ধ ব্যবসায়াত্মিকা একাভিমুখিনী বুদ্ধিরূপে সংস্থিত হইয়া বিশ্বের বাস্তব কল্যাণ বিধান করুন, সার্ব্বজনীন দেবভাষায় সকলেরই অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই তচ্চরণে সকাতর প্রার্থনা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

উড়িষ্যায় প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস

গত ১৫—১৭ কার্ত্তিক ('১৩৭৮), ইং ২—৪ নবেম্বর (১৯৭১) দিবসত্রয়ের 'যুগান্তরা'দি সংবাদপত্রে গত ১১ ও ১২ কার্ত্তিক বা ২৯ ও ৩০ অক্টোবর শুক্র ও শনিবার উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলাঞ্চলে ঘণ্টায় দেড়শত কিলোমিটার বেগে যে প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিবাত্যা ও পাঁচ মিটার বা প্রায় ১০ হাত উচ্চ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাতে জানা যায় যে, জম্বু, পারাদ্বীপ, কেন্দ্রাপাড়া, যাজপুর, জগৎসিংপুর, কটক সদর ও বালেশ্বর জেলার ভদ্রকাদি কোন কোন অংশ, নীলগিরি, খয়রা, শিমুলিয়া, সোরা, বাহানাগা, রেমুণা, বস্তা, বাসুদেবপুর প্রভৃতি স্থানের লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহারা এবং সহস্র সহস্র মনুষ্য ও গবাদি পশুর প্রাণহানি হইয়াছে। কটক জেলার মহাকাল পাড়া, রাজনগর প্রভৃতি এবং পুরীর সমুদ্রোপকূলবর্ত্তিস্থানে ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক। লক্ষ লক্ষ বিধ্বস্ত গৃহ এবং উৎপাটিত বৃক্ষ এই প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবাত্যার তাণ্ডব নাট্যের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য। জম্বুতে অধিকাংশই বাংলাদেশের শরণার্থী সমুদ্রের জলে ভাসিয়া কালের করাল কবলে কবলিত হইয়াছে। আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক লোক গৃহহীন হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে, ২৫-৩০ হাজার বা ততোঽধিক নরনারীর প্রাণহানি ঘটিয়াছে, গবাদি পশুও যে কত নষ্ট হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। লক্ষ লক্ষ বৃক্ষ এবং শস্যক্ষেত্র ধ্বংস হইয়াছে। সরকারী মতে ক্ষতির পরিমাণ লিখিয়াছেন ২০০-৩০০ কোটি টাকা। অসংখ্য মৃতদেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়াছে, কুকুর শৃগাল শকুনাদিও তাহা স্পর্শ করে না। বায়ুমণ্ডল পূতিগন্ধময়। যাহার ফলে কলেরা মহামারী অনিবার্য্য। কেন্দ্রীয় সরকার চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপন্ন। একদিকে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর লালন-পালন-সমস্যা, অপরদিকে পাকিস্থানের রণকণ্ডূয়ন-নিবৃত্তির চিন্তা, পশ্চিমবঙ্গের শাসন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও বেকার-সমস্যা সমাধানোপায় নির্দ্ধারণ এবং তদুপরি বর্ত্তমানে উড়িষ্যার ঝড় ও বন্যাবিধ্বস্ত দুর্গত-ত্রাণ-চিন্তা প্রভৃতি যুগপৎ সমুপস্থিত বহু বহু সুকঠিন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইতেছে সরকার বাহাদুরকে।

এই ঝড়ে ও বন্যায় মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদল এলাকায় প্রায় ১৫০০ বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িবার এবং কাঁথিতে ছয় হাজার বাড়ী ও মেদিনীপুর সহরেরও পথঘাট বন্যার জলে ডুবিয়া যাইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ জেলার কাঁথি, তমলুক ও সদর মহকুমার বাড়ীঘর এবং শস্যক্ষেত্রেও প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

গত বৎসর ইং ১৯৭০ সালের ১২-১৩ নবেম্বরের এবং তৎপূর্ব্বে ১৯৪২ সালের বঙ্গোপসার হইতে উত্থিত ঝড় ও জলস্ফীতি পূর্ব্ববঙ্গের এবং মেদিনীপুর জেলার

কাঁথি প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। কএকদিবস পূর্ব্বেও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত ঝড়ে শতাধিক ধীবর নিখোঁজ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এইগুলিকে আধিদৈবিক তাপ বলে। ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা হইতেই শরীর ও মনঃসম্বন্ধী আধ্যাত্মিক, ভূত বা জীব-সম্বন্ধী আধিভৌতিক এবং দৈব সংঘটন জনিত আধিদৈবিক তাপ উত্থিত হইয়া প্রতিনিয়ত জীবসকলকে ক্লেশ প্রদান করত ভগবৎ-সেবোন্মুখ হইবার জন্য সাবধান করিয়া দিতেছে। কিন্তু এমনই হতভাগ্য নাস্তিক আমরা যে, উহাকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বলিয়া উড়াইয়া দিই, ভগবান্‌কে ভুলিবার জন্যই যে ঐ সকল দুঃখ আসিতেছে, তাহা বিশ্বাস করিতে বা মানিতে চাহি না। "কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥" "জীব কৃষ্ণ-নিত্যদাস তাহা ভুলি' গেল। সেই দোষে মায়া তা'র গলায় বাঁধিল॥" "অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্। নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"—এই সকল মহাজনবাক্যে বিশ্বাস হয় না, বলিয়াই আমাদিগকে নিরন্তর সংসার দুঃখ জলধিতে নিমজ্জমান হইয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। পূর্ব্বপাকিস্থানে কত দুঃখ পাইবার পর কতকগুলি সর্ব্বস্বান্ত জীব নির্ভয় লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গে জম্বুদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, কিন্তু হায়, সেখানেও সমুদ্র তাহাদিগকে তাঁহার জলমধ্যে চির আশ্রয় প্রদান করিলেন! প্রাকৃত উপায় অবলম্বন করিয়া অভয় পাওয়া যায় না, শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র নির্ভয় আশ্রয়। আরোহপন্থায় উদ্ভাবিত শান্তি-সমস্যা-সমাধানের সহস্র সহস্র পন্থা ব্যাহত হইয়া যায়। অবরোহপথাবলম্বনে ভগবদুপদিষ্ট "মামেকং শরণং ব্রজ" এই চরম সিদ্ধান্তানুসরণই জীবমাত্রেরই সধ্রীচীন পন্থা।

শ্রীদামোদরব্রত, উর্জ্জব্রত বা নিয়মসেবা

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠ সমূহের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে আমাদের সকল মঠেই গত ১৪ আশ্বিন (১৩৭৮), ইং ১ অক্টোবর (১৯৭১) শুক্রবার শ্রীহরিবাসর হইতে দ্বাদশ্যারম্ভপক্ষে নিয়মসেবা আরম্ভ হইয়া তাহা ১২ কর্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর উত্থান-একাদশী পর্য্যন্ত পালিত হইয়াছে।

এবার নিয়মসেবাকালে পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব চণ্ডীগড় মঠে স্বয়ং উপস্থিত থাকায় ভারতের বহুস্থান হইতে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত এবং আশ্রয়লাভেচ্ছু বহু হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, আসামী, বাঙ্গালী ও উৎকলবাসী পুরুষ ও মহিলা ভক্ত চণ্ডীগড় মঠে সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এবং স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাস সহকারে প্রাতে মঙ্গলারতি দর্শন, নগর সংকীর্ত্তন এবং বিভিন্ন সময়ে (পূর্ব্বাহ্ণে, অপরাহ্ণে ও সায়াহ্নে) পাঠকীর্ত্তন শ্রবণাদিতে যোগদান করিয়াছেন। কীর্ত্তন ও ভাষণ সর্ব্ব সাধারণের বোধ-সৌকর্য্যার্থ সাধারণতঃ হিন্দী ভাষাতেই বিহিত হইয়াছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণলীলা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ও মঠ সমূহের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব

শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে গত ২ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর চণ্ডীগড়ে এই সর্ব্বপ্রথম শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে বিরাট্ ভাবেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনপূজা ও মহাসঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠের নবনির্ম্মিত বিশাল সংকীর্ত্তন-ভবন বা নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন কার্য্যও সম্পাদিত হইল।

সংকীর্ত্তন-ভবনের মধ্যস্থলে শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতের স্মৃতির জন্য একটি প্রতীক পর্ব্বত নির্ম্মিত হয়। উহার সম্মুখে

সুবিস্তৃত স্থান জুড়িয়া প্রায় ২৫০ শত উপকরণ-বৈচিত্র্য-সহ অন্ন ও পুরী ভোগ সজ্জিত করা হইয়াছিল। পাঁচ মণেরও অধিক চাউলের অন্ন এবং তৎপরিমাণ উচ্চ পুরীভোগের আয়োজন হয়। ঐ অন্ন ও পুরীর পরিমাণানুযায়ী প্রচুর পরিমাণে লাফ্‌রা ও পাঞ্জাবদেশীয় 'কড়ি'ও (দধি, ছোলার বেসন ও বড়া মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হয়) নিবেদনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তন সহযোগে শ্রীগিরিধারী ও শ্রীশালগ্রাম উক্ত প্রতীকপর্ব্বতে বিরাজমান হইলে ঐ সকল সতুলসী সঘৃত সোপকরণ পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন ও পুরীভোগ শ্রীভগবান্‌কে যথাবিধি নিবেদন করিয়া বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে ভোগারতি-কীর্ত্তন আরম্ভ করা হয়। বলা বাহুল্য—শ্রীমন্দিরেও পৃথগ্‌ভাবে ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব স্বয়ংই পূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করেন। অনন্তর সংকীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগিরিরাজকে বার চতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়া তাঁহার সম্মুখে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করা হয়। উপস্থিত নরনারীকে শ্রীমঠের সংলগ্ন বিরাট্ পার্কে বসাইয়া প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এক এক বারে দেড়হাজার হইতে দুই হাজার নরনারী প্রসাদ পাইতে থাকেন। কএক সহস্র নরনারী সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসাদ সেবা করেন। এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই প্রকার বিরাট্ অন্নকূট উৎসব তদ্দেশবাসিগণ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই বলিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকা হইতে বেলা ১ টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্য পাদপদ্মের চণ্ডীগড় মঠে শুভবিজয় ও তথায় শ্রীগোবর্দ্ধনপূজানুষ্ঠানের শুভস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া তদানুগত্যে সকল শাখামঠেই যথোচিত সমারোহের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তথা শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা

আমাদের যাবতীয় শাখা মঠেই বিগত ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর শনিবার শ্রীউত্থান-একাদশী তিথি বাসরে নিয়মসেবার পাঠ-কীর্ত্তনাদি যথাসময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যূষে পরম-গুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অপূর্ব্ব জীবনভাগবত আলোচনা করা হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক চণ্ডীগড় মঠে অবস্থান করায় তথায় শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও পূজাদি তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন। বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজার বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল, ভক্তগণ তথায় তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রণাম ও প্রদক্ষিণাদি করেন।

উক্ত দিবস কলিকাতা মঠে নিয়মসেবার পাঠ কীর্ত্তন যথানিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মঠসেবকগণ সকলেই প্রস্তুত হইয়া পুনরায় পূর্ব্বাহ্ণ ৯ ঘটিকায় সংকীর্ত্তনভবনে সমবেত হন। পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের বৃহৎ আলেখ্যার্চ্চা তথায় মঞ্চোপরি বিচিত্রবস্ত্র ও পুষ্পমাল্য দ্বারা বিভূষিত করিয়া সংরক্ষিত হন। সেবকগণ প্রথমে পূজনীয় শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ভারতী মহারাজ প্রভৃতি সমুপস্থিত শ্রীল আচার্য্য-দেবের সতীর্থগণ সকলকেই পুষ্পমাল্য ও সোত্তরীয় বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলে তাঁহারাও শ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত করেন। তৎপর শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারীজী ষোড়শোপচারে শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূজা ও আরাত্রিকাদি সম্পাদন করিলে অন্যান্য সেবকগণ ক্রমশঃ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

শ্রীউত্থান একাদশী তিথিতে শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের তিরোভাবতিথি ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ আবির্ভাব তিথিপূজা এবং তৎপর দিবস মহাপ্রসাদ বিতরণ-মুখে মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সকল শাখা মঠেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পত্রিকায় স্থানাভাব বশতঃ প্রত্যেক মঠের উৎসববিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অষ্টোত্তরশতশ্রী ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের অষ্টষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে তদীয় চরণসরোজে দীনের "স্তবাঞ্জলি"

শ্রীভগবান্-উত্থান- একাদশী সুমহান্,
ধন্য জীব সে তিথি-সেবনে।
এই শুভ পুণ্য দিনে, উদিত তুমি ভুবনে,
তমো যথা নাশয়ে তপনে ॥১॥

কলিহত জীবগণে, দেখিয়া দুঃখিত মনে,
তরাইতে তব আগমন।
তেয়াগিয়া সযতনে, গৃহ-সুখ, আপ্তজনে,
বেষ লইলা দীন অকিঞ্চন ॥২॥

সকল জগত মান্য, বর্ণাশ্রমে অগ্রগণ্য,
ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-বেষ ধন্য।
মনোহর সুশোভন, ধৃত অরুণ বসন,
ভালে দিব্য তিলক-বরেণ্য ॥৩॥

উজ্জ্বল সুবর্ণতনু, শ্রীহস্তলম্বিত-জানু
চান্দ-মুখ অধর অরুণ।
মুকুতার পাঁতি জিনি, শ্রীমুখে শোভে দশনি
হাস্যামৃত করেন বর্ষণ ॥৪॥

দর্শনে জুড়ায় প্রাণ, তমো হয় অন্তর্দ্ধান,
দূরে যায় চিত্তের ব্যসন।
তব গুণ অগণন, কেবা করিবে বর্ণন,
মুঞি কোন্ ছার অর্ব্বাচীন ॥৫॥

কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ- লীলামৃত-আস্বাদন-
রত সদা ভাসি' আঁখি নীরে।
ভাগ্যবান্ জীবগণ সে-চরণ-দরশন
করি' ডুবে আনন্দ-পাথারে ॥৬॥

যাঁর নর্ত্তন-কীর্ত্তনে, সুমধুর সুভাষণে
উল্লসিত সজ্জন-হৃদয়।
(কিন্তু) পাপিষ্ঠ পাষণ্ডিগণে প্রমাদ গণয়ে মনে,
মাৎসর্য্যে জ্বলিয়া মরয় ॥৭॥

অদোষদরশী তুমি তা' সবারো দোষ ক্ষমি'
নানাছলে করহ করুণা।
কৃষ্ণকথা শুনাইয়া শুদ্ধ কর দুষ্ট হিয়া,
তব দয়া নাহিক তুলনা ॥৮॥

ত্রিদণ্ড-কৌপীন-ডোরি কমণ্ডলু আদি ধরি'
ন্যাসিবর ভুবন-পাবন।
পতিত নিন্দকগণে অধম মূঢ় যবনে
কৃপা করি করিলে তারণ ॥৯॥

তব নিজজন গণে প্রেরিতেছ সর্ব্বস্থানে
কৃপা সঞ্চারিতে সর্ব্বজনে।
(তব) কৃপাদেশ শিরে ধরি তাঁরা দেশে দেশে ফিরি'
তব শিক্ষা করে বিতরণে ॥১০॥

শুদ্ধভক্তি প্রচারিয়া মোহনিদ্রা ঘুচাইয়া
(জীবের) নামে শ্রদ্ধা করান উদয়।
(ক্রমে) তব পদান্তিকে আনি' কৃষ্ণদীক্ষা শিক্ষা দানি'
শত শত জীবে উদ্ধারয় ॥১১॥

গুরু-গৌর-শিক্ষাসার তব আচার প্রচার,
সেই শিক্ষা শিখাও সবারে।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর শিক্ষাসার কৃষ্ণ
অন্য কিছু নাহি বল কা'রে ॥১২॥

নদীয়ার ঘরে ঘরে এই ভিক্ষা চাহি ফিরে
নিত্যানন্দ হরিদাস রায়।
তুমিও তব দাসগণে সেই শিক্ষা কর' দানে
তবাদেশে তাঁরা কৃষ্ণ গায় ॥১৩॥

'দামোদরে' অনুক্ষণ কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন
আপনি আচরি' শিখাইলা।
গৌরকৃষ্ণ-লীলামৃত অষ্টকালাস্বাদ-রত
হই' ব্রত সুষ্ঠু আচরিলা ॥১৪॥

সর্ব্বত্র কৃষ্ণের নাম, প্রচারিলে অবিরাম,
(কত) পাপী তাপী করিলে নিস্তার।
তোমাসম সুকরুণ, নাহি দেখি কোন জন
দীন লাগি' এত ব্যথা কার ॥১৫॥
অজ্ঞানতমো নাশন, পতিতাধমপাবন,
ভয়-শোক-মোহ দূরকারী।
দুর্জ্জনে তারিতে ক্ষম কলিকল্মষখণ্ডন,
দীনহীন-পাষণ্ডী-উদ্ধারী ॥১৬॥
অসন্মত-দুষ্টজন কলি-অনুচরগণ
জগজনে করে প্রবঞ্চন।
(তা'দের) কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্ত নাশি' সুসিদ্ধান্ত পরকাশি'
কলিভয় করিছ মোচন ॥১৭॥
আচার্য্য-ভাস্কর তুমি পুনঃ পুনঃ তোমা নমি,
হৃদয়ের ক্ষালি' অন্ধকার।
ভক্তভাগবত-সঙ্গে গ্রন্থভাগবত রঙ্গে
সেবিবারে দাও অধিকার ॥১৮॥
তব গুরু-গৌরসেবা- নিষ্ঠাদর্শ সুদুর্ল্লভা,
বৈষ্ণবের সেবাতে উল্লাস।
গৌরধাম ব্রজধামে তব সেবা অনুপমে
অনুসরি' পূরাইব আশ ॥১৯॥
অগণন গুণগণ সেবি' তোমা ধন্য হন,
মোরে কৃপা কর দয়াময়।
সুদীন সহিষ্ণু কর অমানী মানদ আর,
নামে রতি যাহে উপজয় ॥২০॥
তব আবির্ভাবদিনে সকাতরে শ্রীচরণে
পামরের এই নিবেদন।
নিজগুণে কৃপা করি' এ দুর্জ্জন-কেশে ধরি',
শ্রীচরণে দেহ চিরস্থান ॥২১॥

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
শ্রীউত্থান-একাদশী (১২।৭।১৩৭৮)

বিঘসাশী কিঙ্করানুকিঙ্কর
শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্ত কৃষ্ণের ভজন করেন; এখানে ভজন শব্দের অর্থ কি?

উত্তর—ভক্তঃ কৃষ্ণং ভজতি অর্থাৎ ভক্ত কৃষ্ণং সুখয়তি। ভক্ত কৃষ্ণের ভজন করেন মানে—ভক্ত কৃষ্ণকে সুখী করেন, কৃষ্ণের সুখবিধান করেন।

ভজন অর্থে সুখ দেওয়া। ভজনে কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্যং, ন তু স্বসুখে। ভজতি অর্থে সুখয়তি।

ভগবানের সুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই ভজন বা ভক্তি।

যিনি ভজন করেন, তিনি ভক্ত। ভক্ত নিষ্কাম। নিজসুখবাঞ্ছারহিত কিন্তু কৃষ্ণসুখকামনা-যুক্ত কৃষ্ণসুখকামী ব্যক্তিই নিষ্কাম।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণসুখনিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়।'

(চৈঃ চঃ ম ২৪।২৫)

কৃষ্ণের সুখেই কৃষ্ণাধীন জীবের সুখ হয়। এজন্য ভক্তগণ নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণের ভজন বা সেবা করেন। স্বসুখবাঞ্ছাই দুঃখের মূল। এজন্য স্বসুখকামী ব্যক্তি দুঃখী। তাই শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥ (চৈঃ চঃ)
কৃষ্ণভক্ত—দুঃখহীন, বাঞ্ছান্তরহীন।
কৃষ্ণপ্রেমসেবা-পূর্ণানন্দ-প্রবীণ॥

(চৈঃ চঃ ম ২৪।১৭৬)

আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনই ভজন বা ভক্তি। নিজ সুখার্থ কৃষ্ণানুশীলন বা কৃষ্ণসেবার অভিনয় ভজন বা ভক্তি নহে। তাহা কপটতা মাত্র।

প্রশ্ন—ধন ও বিদ্যা দ্বারা এবং প্রীতিহীন ভক্তিক্রিয়া দ্বারা কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

জাতি, কুল, ক্রিয়া, ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে॥
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১০ম অধ্যায়)

প্রশ্ন—ওঁ বা প্রণব কি সাক্ষাৎ ভগবান্?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

'প্রণব' সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব—সর্ব্ববিশ্বধাম॥

(চৈঃ চঃ আ ৭।১২৮)

শাস্ত্র বলেন—

ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং ব্রহ্ম। (তৈঃ শিঃ ৭ অঃ)

ভগবৎসন্দর্ভে (৪৯ সংখ্যায়)—ওঁ পরব্রহ্মের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ (মধুরতম) নাম। উচ্চারণ আরম্ভ হইতেই ইহা জীবকে সংসার-ভয় হইতে ত্রাণ করে। ব্রহ্মের আর একটি আবির্ভাব—প্রণব। তিনি পরমবস্তু বলিয়া কথিত। তিনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। ওঁকারকে সর্ব্বব্যাপী বিভু অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া জানিতে পারিলে আর শোক করিতে হয় না।

পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই প্রণবও তাঁহার বর্ণরূপী অবতার। প্রণব ঈশ্বর স্বরূপ।

শাস্ত্র বলেন—

"অকারেণোচ্যতে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকৈক নায়কঃ।
উকারেণোচ্যতে রাধা মকারো জীববাচকঃ॥"

প্রশ্ন—যে শ্রীচৈতন্যদেবকে মানে না বা তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করে না, সে কি অসুর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি' কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ, পাইবে নিস্তার॥

—চৈঃ চঃ আ ৮।৮-১১

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥

(চৈঃ চঃ আ ৮।১২)

প্রশ্ন—শীঘ্র ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কি?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে (নিষ্কামভাবে) গুরুসেবা করেন, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তগণ এক জন্মেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।

শাস্ত্র বলেন—

প্রভু কহে, বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
'সাধু-কৃপা, নাম বিনা প্রেম না জন্মায়।'
'প্রেমধন, আর্ত্তি বিনা না পাই কৃষ্ণেরে।'
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে প্রেমধন॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তা'রে তোমার চরণ॥
না গণে আপন দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়-জনসুখ।
সেই দুই মিলে অচিরাতে।

যিনি নিজের সুখদুঃখ অগ্রাহ্য করিয়া গুরুকৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত হন, তিনিই শীঘ্র ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

প্রশ্ন—স্ত্রীসঙ্গ কি অনাচার ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন —

অসৎসঙ্গ ত্যাগ —এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥ (চৈঃ চঃ)

যাহারা স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহারা অসৎ। আর যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণ ভজন করে না, সেই ভোগী ও ত্যাগী—কর্ম্মী ও শুষ্ক জ্ঞানী সকলেই অসৎ। এই দুই প্রকার অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়। কারণ স্ত্রীসঙ্গ যেমন অনাচার, কদাচার, তদ্রূপ কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গও অনাচার। যাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন, সেই বৈষ্ণবগণ স্ত্রীসঙ্গরূপ অনাচার অবশ্যই ত্যাগ করেন। স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করা বৈষ্ণবের আচার বা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীতে আসক্ত ব্যক্তিই স্ত্রীসঙ্গী। ভোগবুদ্ধিতে স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সু অর্থাৎ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণকামী ব্যক্তিই স্ত্রীসঙ্গী।

শাস্ত্রে বলেন—

যাঁহারা হরিভজন করিতে চান, তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গ বা বিষয়ীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ স্ত্রীসঙ্গ ও বিষয়ীর সঙ্গ বিষভক্ষণ অপেক্ষাও মারাত্মক। বিষভক্ষণ দ্বারা এক জন্ম নষ্ট হয়, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীদ্বারা বহু জন্ম নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১৪।৩০) বলেন—

ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥

স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা এবং স্ত্রীসঙ্গীর-সঙ্গ দ্বারা যেরূপ সর্ব্বনাশ, দুঃখ ও সংসার-বন্ধন হয়, অন্য কোন কিছুর দ্বারা এরূপ সর্ব্বনাশ ও দুঃখ হয় না।

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ অত্যন্ত ভক্তিবাধক। স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা ভজনে যেরূপ বাধা হয়, এরূপ বাধা আর অন্য কিছুতে হয় না। এজন্য ভজনেচ্ছু ব্যক্তিগণ এই বিপজ্জনক স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকেন।

স্ত্রীসঙ্গ প্রমাদজনক বলিয়া স্ত্রীকে প্রমদা বলা হয়। 'প্রমাদ করণত্বাত্তু প্রমদেতি চ গীয়তে' (শ্রীমধ্ব)। 'স্ত্রীসঙ্গো মোহয়েৎ লোকং সাধুসঙ্গঃ প্রবোধয়েৎ।' (বিশ্বনাথ)

স্ত্রীসঙ্গ দ্বারা জীব মোহিত হয়, কৃষ্ণকে ভুলিয়া যায়। কিন্তু সাধুসঙ্গ জীবকে স্ত্রীসঙ্গের কবল হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করে।

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২৬।৩) বলেন—

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদর-তৃপাং ক্বচিৎ।

শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা—অসতাং লক্ষণং আহ—শিশ্নোদরে তর্পয়ন্তি ইতি।

যাহারা স্ত্রীসঙ্গলিপ্সু ও পেটুক, যাহারা উদর ও উপস্থের বেগদমনে অসমর্থ, যাহারা আহার ও বিহারে সুখ পায়, তাহারাই অসৎ। এসব অসতের সঙ্গ করা উচিত নয়।

স্ত্রীরূপিণী মায়ার অত্যাশ্চর্য্য প্রভাব। এই মায়া জীবকে সহজেই আকৃষ্ট করে। সুতরাং যাঁহারা সংসার হইতে উদ্ধার চান, তাঁহারা কদাপি স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। কারণ স্ত্রীসঙ্গ নরকের দ্বার স্বরূপ। এজন্য ভক্তগণ নিজ বিবাহিত স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পরিত্যাগ করেন।

দেবনির্ম্মিতা স্ত্রীরূপিণী মায়া শুশ্রূষার ছলে ধীরে ধীরে জীবের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্ত্রীকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় নিজ মৃত্যুস্বরূপ জানিয়া স্ত্রীসঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন। (ভাঃ ৩।৩১।৪০)

শিলং শৈলে প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরঞ্জন দাস বনচারী, শ্রীরমানাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীপতিচরণ-দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীভূধারিদাস ব্রহ্মচারী সহ আসাম প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী শিলং শৈলে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার-কল্পে পল্টন বাজার লুকিয়র রোডস্থ "রাজস্থান বিশ্রাম-ভবনে" দীর্ঘ ষোড়শ দিবসব্যাপী অবস্থান করেন। গত ইং ৭।৯।৭১ তারিখে স্বামীজী উক্ত বিশ্রাম-ভবন সংলগ্ন শ্রীহনুমানজীর আখড়ায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর দাস্যরসের পরাকাষ্ঠা শ্রীহনুমান্‌জীর মহিমা ও প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদ্যন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীরামচন্দ্রের মহিমাসূচক কীর্ত্তন হইয়াছিল।

ইং ১১।৯।৭১ তাং উক্ত সহরে উমপ্লিং স্থান নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে স্বামীজী শ্রীমদ্ ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত "কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ" শ্লোকটি ব্যাখ্যা করেন।

ইং ১২।৯।৭১ তাং গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজী মহারাজের পার্টিতে যোগদান করেন। পরদিবস আসামের স্বনামধন্য স্বর্গীয় মুখ্যমন্ত্রী বিমলা-প্রসাদ চালিহা মহাশয়ের পত্নী স্বধর্ম্মনিষ্ঠা শ্রীমতী সুমতী বালা চালিহা মহোদয়ার নিউকলোনী, লাইমোকুরা বাস-ভবনে আহূত হইয়া স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধোক্ত "শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা" প্রসঙ্গ পাঠ করেন। অনেক গণ্যমান্য সজ্জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

ইং ১৭।৯।৭১ তাং স্বামীজী জেলরোডস্থ শ্রীমতী কুল বালা সোম মহোদয়ার বাস ভবনেও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত উক্ত "শ্রীগজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা" পাঠ প্রসঙ্গে সকল সাধনের মধ্যে ভক্তিই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পরদিবস ১৮।৯।৭১ তাং স্বামীজী সদলে শ্রীগৌহাটী মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীসরোজবাসিনী দেবী—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিতা শ্রীযুক্তা সরোজবাসিনী দেবী ৮২ বৎসর বয়সে গত ১৪ ভাদ্র (১৩৭৮), ৩১ আগষ্ট (১৯৭১) মঙ্গলবার শুক্লাদশমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩৷৷০ ঘটিকায় শ্রীধাম কোলদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) শ্রীগৌরধামরজঃ প্রাপ্তা হইয়াছেন। তিনি ও তাঁহার আত্মীয়া শ্রীপ্রিয়তমা দেবী বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরীপাড়া নাম্নী পল্লী হইতে আসিয়া বিগত ১৩২১ বঙ্গাব্দে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের সতীর্থ ও সতীর্থাগণ সমীপে 'সরোজ দি' ও 'প্রিয়তমা দি' নামে পরিচিতা ছিলেন। প্রিয়তমা দি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। সরোজ দি দীর্ঘকাল শ্রীধাম মায়াপুরে অবস্থান পূর্ব্বক দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ভজন সাধন করতঃ শেষ জীবনে সহর নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ভজন করিয়া গিয়াছেন। চলচ্ছক্তি ও দৃষ্টিশক্তিহীন অবস্থায়ও তিনি মধ্যে মধ্যে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শন করিয়া আসিতেন। শ্রীমায়াপুর ছিল তাঁহার জীবাতুস্বরূপ। তিনি বৈষ্ণবোচিত নানা সদ্গুণালঙ্কৃতা, শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তাভিজ্ঞা একজন পরমাভক্তিমতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তাঁহার শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব এবং শ্রীধাম-সেবানিষ্ঠা আদর্শ স্থানীয়া। আমরা তাঁহার কৃপাপ্রার্থী।

শ্রীমহিম চন্দ্র রায়—পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপুলিনবিহারী রায় (দীক্ষোত্তর নাম শ্রীপুণ্ডরীক দাসাধিকারী) মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীমহিম চন্দ্র রায় মহোদয় ৯৪ বৎসর বয়সে গত ৩১ অক্টোবর (১৯৭১) রবিবার শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নে তাঁহার ১৩৮ বিবেকনগর, যাদবপুরস্থ বাসভবনে শ্রীভগবৎপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবপুত্র পুলিনবাবু গত ১০ নভেম্বর বুধবার একাদশাহে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে সতুলসী-চরণামৃত-মহা-প্রসাদান্ন নিবেদন দ্বারা তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করিয়াছেন। সাত্বত শ্রাদ্ধাঙ্গ স্বরূপ বৈষ্ণব-হোমাদিকৃত্যে তদীয় সতীর্থ পণ্ডিত শ্রীজগদীশ চন্দ্র পাণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহোদয় সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীমঠের বৈষ্ণবগণ ব্যতীত পুলিনবাবুর কতিপয় আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবও মধ্যাহ্নে শ্রাদ্ধাদিকৃত্য দর্শন ও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্যদেবের অসুস্থলীলাভিনয়হেতু দিল্লী ও হায়দ্রাবাদ যাত্রা স্থগিত আছে। তিনি বর্ত্তমানে চণ্ডীগড় মঠেই অবস্থান করিতেছেন। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আমরা তাঁহার কলিকাতা মঠে শুভবিজয়ের আশা পোষণ করিতেছি।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিবেষ্টিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)

৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)

১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)

১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)

১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)

১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭৮।
২৯ নারায়ণ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭১। { ১১শসংখ্যা

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পূর্ব্বে যাহা কখনও প্রদত্ত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল রস যে গৌরসুন্দর জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার নিকট বিষ্ঠা-মুত্র, কতকগুলি মাংসরক্ত-পূয প্রার্থনা করিব! যাঁহারা সয়তানকে মহাপ্রভু মনে করেন, তাঁহারাই মহাপ্রভুর নিকট ঐ সকলের প্রার্থী হন।

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী—কৃষ্ণের Counter whole, Counter part নহেন। শ্রীমতী রাধিকার বাহিরের দিকের অঙ্গকান্তি শ্যামের সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়াছে, মনকেও আবৃত করিয়াছে—এমন ঘন সমাশ্লেষ—উভয়ে এরূপ ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। শ্রীগৌরসুন্দর রাধিকামাত্র নহেন, কৃষ্ণমাত্রও নহেন,—শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের ঘন সমাশ্লেষ।

প্রসারিত-মহাপ্রেমপীযূষরসসাগরে।
চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ॥

রায় বাহাদুর বসু—আমাকে দু'একটি practical কথা বলুন, theoretical কথা ত' অনেক আছে। কি ক'রে নামাপরাধের হস্ত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়?

প্রভুপাদ—'হরিনামচিন্তামণি' আলোচনা করুন।

রায় বাহাদুর—মহাপ্রভু যে বলিয়াছেন—আচণ্ডালে নাম দেও।

প্রভুপাদ—নামাচার্য্যই নাম প্রদান করিতে পারেন। যিনি মহাপ্রভুর কৃপায় নামাপরাধ ও নামাভাস হইতে মুক্ত, তিনিই নাম প্রদান করিতে পারেন।

রায় বাহাদুর—'হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা' এই কথায় তা' হ'লে সার্থকতা কি?

প্রভুপাদ—ইহাতে নামাপরাধের কথা ত' বলেন নাই যে, নামাপরাধ করিলেও মঙ্গল হইবে?

রায় বাহাদুর—নামাপরাধ বলিয়া কোন কথা ত' মহাপ্রভু বলেন নাই।

প্রভুপাদ—আপনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, সন্দর্ভ—এ সকল আলোচনা করুন, দেখিবেন, সর্ব্বত্র 'নামাপরাধ' কথাটি আছে। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।" নামাপরাধী গুরুব্রুবের নিকট নাম পাওয়া যায় না। শুদ্ধ নামাচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। গুরু মঙ্গল বিধান করিবেন। নিজে শিষ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন মনে করিবেন না। প্রেয়ঃ পন্থা আশ্রয় করিয়া গৌর-নিত্যানন্দের নাম মুখে বাহির হইবে না। গৌরভোগী সম্প্রদায় গৌর-বিদ্বেষী, তাহারা নামাপরাধী, তাহাদের নিকট হইতে সাবধান থাকিতে হইবে।

রায় বাহাদুর—এত কড়াকড়ি করিলেই কি নাম হইবে ?

প্রভুপাদ—কৃত্রিমভাবে উচ্চারণ করিলেও নাম হইবে না। নাম যে, স্বপ্রকাশ বস্তু। তিনি নিজে কৃপা করেন। ইহা যাঁহারা আলোচনা না করিবেন, তাঁহারা অপরাধ করিবেন। একটিবার নাম করিলেই ত' মঙ্গল হইতে পারে।

রায় বাহাদুর—কি করিয়া সেই একটি নাম করিব ?

প্রভুপাদ—'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ'।

রায় বাহাদুর—Human shape-এ যে মানব-গুরু, তাহা ত' বড় limited. আমি না হয় একজন গুরু করিলাম ; কিন্তু যাঁহারা African, American বা New-zealand এর অধিবাসী, তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ নামাচার্য্য পাইবেন ?

প্রভুপাদ—তাঁহারাও তাঁহাদের অধিকার অনুযায়ী গুরু পাইবেন—যেমন Christ-কে পাইয়াছিলেন। সৌভাগ্য উদিত হইলে, অকপটে সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিলে জন্ম-জন্মান্তরেও পাইবেন। For the time being you stop and lend your submissive and regardful ear. আমি জগতের সকলকে বলি,—আপনাদের সকল কথা রাখিয়া কৃপা করিয়া একটু শ্রৌত কথা শ্রবণ করুন। আমি Transcendental Sound এর পক্ষপাতী, আমি অপরাধের পক্ষপাতী নহি. আমি অপরাধ করিতে প্রস্তুত নহি, অন্যকেও অপরাধ করাইতে প্রস্তুত নহি। Rubbish জিনিষগুলি যাহা এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার বোঝা মাথায় লইয়া চলিলে এক ইঞ্চিও ব্রজের পথে অগ্রসর হইতে পারিব না। এ জগতের যাঁহারা Giant-intellect বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা তাঁহাদের কথা কিছুকাল স্থগিত রাখিয়া দিয়া Transcendental Sound শুনুন। Empiricism must never be the medium. 'ভক্তি' জিনিষটি sugges-tive নয়। 'লাগে তাক, না লাগে তুক' এ জাতীয় বস্তু নয়। তাহা positive—বাস্তবতা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। Personal Godhead এর আনুগত্য-বিচারই—ভক্তি।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষীণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

ঠাকুর বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর-মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়-প্রতীক্ষাঃ॥

আমাদের Mission হওয়ার আদৌ কোন দরকারই ছিল না, কেবল wrong way তে মানুষ চলিয়াছে বলিয়া আমরা নিজের ভগবৎসেবাকে Mission এর কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছি,—মনুষ্য-সমাজকে wrong way হইতে উদ্ধার করিবার জন্য। এই প্রকার ভোগময় পৃথিবীর সার্ব্বভৌমপদ যদি কোটিবারও পাই, তবে উহাকে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে পারি। মনুষ্য-জাতি তাহাদের wrong direction হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হউক—যিনি সকল মঙ্গলের মূল ; এজন্যই আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস। শ্রীচৈতন্যদেব যে কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে যদি একচুলও কেহ তফাৎ হন, তিনি ব্রহ্মা, শিব, বায়ু, বরুণ—যিনি হউন না কেন, যত বড়ই ধর্ম্ম প্রচারক হউন, ধর্ম্মনেতা হউন, তিনি সেই পরিমাণ অসুবিধায় রহিয়া-ছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের যিনি দাস, তিনি পরম বান্ধব-

সত্যের উপাসক। জগতের Giant intellect বা মানুষ যাহাকে হোমরা চোমরা ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া সাজাইয়া উঠাইয়াছে, তাহাদের কোন কথায় শ্রীচৈতন্যদাস লুব্ধ বা শঙ্কিত হন না—শ্রীগৌরপাদপদ্মে এত বড় সৌন্দর্য্য তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন। গৌরভক্তের নিকট বিষয়-বিষধরের দন্ত ভঙ্গ হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী যাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, জগতের কোন প্রকার ছলনা তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারে না।

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে।
বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ।

পতঞ্জলির যোগপথ, কৃত্রিমভাবে জিতেন্দ্রিয় হইবার চেষ্টা অথবা মেনকা, উর্ব্বশী প্রভৃতি ব্যাপার ও বিষয়-সমূহ ভগবদ্ভক্তকে কোনদিন লুব্ধ করিতে পারে না। Pessimistic view লইয়া দুঃখ হইতে বিমুক্ত হওয়া যাঁহারা একটা খুব বড় কথা মনে করেন, তাঁহাদের হস্ত হইতেও ভগবদ্ভক্তের জুতা-বরদারগণ পরিমুক্ত। ভগবদ্ভক্ত privation from necessaries of lifeকে খুব বড় কথা মনে করেন না। তন্তুবায়ের ন্যায় কর্ণে তুলা প্রদান করিয়া বহির্জ্জগতের জ্ঞান হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের আবশ্যক হয় না। তাঁহারা নিজের প্রীতির কামুক নহেন। আমার প্রীতি ত' আমাকে নরকে লইয়া যাইবে, আমি যে রোগগ্রস্ত পশু, ভগবানের প্রীতিই আমার কাম্য। worldly acquisition-গুলি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মাশ্রয় হয় না। সেই সকল তাঁহার পাদপদ্ম-সেবায় লাগাইলেই তবে মঙ্গল হয়।

কালঃ কলির্ব্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ।
হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি
চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোষি॥

নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া গৌর-নিতাইর নাম করিব,—ইহা আর একটি কপটতা ও আত্মসুখ-বাঞ্ছা বা প্রতিষ্ঠার এষণা। ইন্দ্রিয়গুলি সমস্তই বৈরিবর্গ। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত নিত্যআত্মবৃত্তি ভক্তির পথকে ঐ সকল শত্রু কোটিকণ্টকরুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। লোকে তাই ফল্গু-ভোগ-ফল্গুত্যাগ-অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগবিদ্ধ 'মিছা ভক্তি'কে ভক্তি মনে করিতেছে। আমি অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিব। আমি আমার প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট ইন্দ্রিয়তর্পণকারী কুকুরের সেবা করিয়া মেথর হইব না, গাধার সেবা করিয়া রজক হইব না, ইটপাটকেলের সেবা করিয়া Engineer হইব না—এরূপ যাঁহাদের বিচার, তাঁহারাই মহাপ্রভুর প্রীতি আচরণ করিতে পারেন, ভক্তির পথ আশ্রয় করিতে পারেন। শ্রীগৌর-সুন্দর প্রাচীর-জাতীয় অচিদ্-বস্তু নহেন। আমাদের মধ্যে যে নৈসর্গিক অনাদি-বৈমুখ্য-জনিত বুদ্ধি আসিয়া পড়িয়াছে, গৌর-কৃপায়ই তাহা হইতে উদ্ধার-লাভ হইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে। অন্যান্য লোক যদি কৃপা করিবার অভিনয় করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে বঞ্চক জানিতে হইবে। তাঁহারা ত' সর্ব্বক্ষণ গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার সম্মুখে আসেন না, তাঁহারা ত' গৌরনাম, গৌরলীলা গান করেন না, তাঁহারা কি করিয়া গুরুর কার্য্য করিতে পারিবেন? যে-সকল ব্যক্তি পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে কিঞ্চনধর্ম্মে আসক্ত, তাঁহারা পাঠশালার গুরুর কার্য্য করিতে পারেন; কিন্তু পরমার্থ-রাজ্যের গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না।

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥"

গুণজাত জগতের যে ক্রিয়া আমাকে অসুবিধায় পাতিত করিতেছে, সেইরূপ অসুবিধার হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য যিনি মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রদান করিয়া আমার হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন, যিনি নিষ্কপটে দয়া করিতে পারেন, যিনি আমাকে তোষামোদ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, কিন্তু নিষ্কপটে অমায়ায় আমাকে দয়া করিতে পারেন, তিনিই গুরুদেব।

(ক্রমশঃ)

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে—

সুখায় কর্ম্মাণি করোতি লোকো ন তৈঃ সুখং বান্যদুপরমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ॥

কঠোপনিষৎ অষ্টাবিংশ মন্ত্র যথা ঃ—

অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ ক্বাধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন-বর্ণরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমতে॥

শঙ্করাচার্য্যকৃত-ভাষ্যার্থঃ,—জরামরণশূন্য যে দেবতা-সকল, তাঁহাদের নিকট আসিয়া, উত্তম বর ঐ সকল দেবতা হইতে পাওয়া যায় এমত জানিয়া জরামরণ-বিশিষ্ট পৃথিবীস্থিত যে মনুষ্য সে কেন ইতর বরকে প্রার্থনা করিবেক? আর গীত, রতি, প্রমোদ এ-তিনের কারণ যে অপ্সরা-সকল হইয়াছেন, তাহাকে অত্যন্ত অস্থির জানিয়া কোন্ বিবেকী দীর্ঘ পরমায়ুতে আসক্ত হইবেক?

এই সমুদয় তত্ত্ববিচার করিলে কোন্ বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি-মার্গে অশ্রদ্ধা না জন্মায়? কোন্ ব্যক্তিই বা এই সংসারকে কারাগার বলিয়া না বোধ করেন? বণিগ্‌বৃত্তির নীরস অস্থি চর্ব্বণ করিয়া কোন্ জীবের রস-তৃষ্ণা-নিবৃত্তি হয়? সিংহাসনস্থ কোন্ ব্যক্তিই বা স্বীয় রাজমুকুট পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া হরিতোষণ-তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়? কোন্ অস্ত্রধারী পুরুষ বা অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিনামের মালা গ্রহণ না করেন? আহা! বিরাগের কি আশ্চর্য্য ফল! অপূর্ব্ব হর্ম্ম্য অট্টালিকা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কার, পরমা সুন্দরী যুবতীগণের কটাক্ষ, বহু ধনপূর্ণ অর্থভাণ্ডার, গো-মহিষাদি গৃহপশুসকল কখনই গোস্বামী রঘুনাথ দাসের ন্যায় বিবেকী পুরুষদিগকে বাধ্য করিতে পারে না। সমস্ত বঙ্গদেশের মন্ত্রিত্ব-পদ ও বহুজনকৃত সম্মান ও রাজার বিপুল স্নেহও শ্রীমদ্ রূপগোস্বামীর ন্যায় কোন মহাপুরুষকে সংসারে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না। আহা! অপ্রাকৃত তত্ত্বের কি অদ্ভুত মাধুর্য্য; যে ব্যক্তির অপ্রাকৃত চক্ষু সেই পরমরমণীয় দেশ-কালা-পরিচ্ছিন্ন ব্রজলীলা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে তাঁহার আর ক্ষুদ্র সংসার কোথায় থাকে? তথাপি দশমে রাসপঞ্চাধ্যায়ে—

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্॥

এতদ্বিচারের দ্বারা বৈরাগ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু বৈরাগ্য যে কি পদার্থ তাহা এক্ষণে স্থির করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান হইলে বৈরাগ্য হয়। জ্ঞান কাহাকে বলি? অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত তত্ত্বের ভেদ, যে জ্ঞানের দ্বারা স্থির হয় তাহাকেই জ্ঞান বলি। অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতেরা এবিষয়ে যদিও অনেক বিচার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অতিজ্ঞান-দোষের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। প্রাকৃত অর্থাৎ ভৌতিক পদার্থ যে অনিত্য তাহা তাঁহারা স্থির করেন, কিন্তু জীবাত্মার বিষয়ে তাঁহাদের একটী এরূপ গাঢ়তর ভ্রম উৎপন্ন হয় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত জীবাত্মার লয়-স্থান আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহাদের বিবেচনায় জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যকে জ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সাধুপুরুষেরা ইহাকে অতিজ্ঞান বলিয়া থাকেন। জ্ঞান ও অতিজ্ঞানে বিশেষ ভেদ আছে। জ্ঞানের দ্বারা পদার্থের সত্যতার নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু অতি-জ্ঞান-কর্ত্তৃক সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া কূট তর্কের উদয় হয়। ঔষধের দ্বারা রোগের নিবারণ হয়, কিন্তু বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা পুনরায় অন্যতর রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। অদ্বৈতবাদী মহাশয়েরা যদিও সংসাররূপ বৃহ-দ্রোগের শান্তি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদরূপ

আর একটী ততোঽধিক গুরুতর রোগের দ্বারা জীবকে আক্রমণ করত শান্তি-পথের বিরোধ করেন। অনেকানেক বিজ্ঞ অদ্বৈতবাদীর সহিত আমাদের বিচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অমূলক বোধ হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা এরূপ কুতর্ক করেন যে, জীব যৎকালে প্রাকৃত ভ্রম হইতে স্বতন্ত্র হন, তখন তাঁহার ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন আবরণ না থাকায় জীবের ব্রহ্মত্ব সংঘটন অবশ্যই হয়। আহা! অদ্বৈতবাদী এত বিচার করিয়া মূল বিষয়ে ভ্রান্ত হইলেন! অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এতদুভয় তত্ত্বের ভেদ করিয়াও রোগগ্রস্ত হইলেন; ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয়! অপ্রাকৃততত্ত্ব কাহাকে বলি? প্রকৃতির অতীত যে পদার্থ তাহাই অপ্রাকৃত। প্রকৃতির যত প্রকার গুণ আছে তাহা অপ্রাকৃত পদার্থে সম্ভব হয় না। অপ্রাকৃত পদার্থ জ্ঞান ও আনন্দ এই লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত হয়। ইহাতে আকৃতি, বিস্তৃতি, স্থিতি-স্থাপকতা প্রভৃতি প্রাকৃত গুণসকল থাকিতে পারে না। দেশ ও কাল তথায় প্রভু হইতে পারে না। যথা ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে,—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥

যে পদার্থে দেশ ও কালের অধিকার নাই, তাঁহাতে আবরণ ইত্যাদির ভাব অসম্ভব, যেহেতু আবরণ ও ঐক্য এই দুইটী ভাব দেশ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী সকল সমুদ্রে পতিত হওয়ায় উঁহাদের জল নদীত্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়; এই প্রকার উদাহরণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ জীবের চরমে ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করেন। আহা! এই উদাহরণটী কি প্রাকৃত হইল না? তবে অদ্বৈতবাদীর অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান কোথায় হইল? বাস্তবিক অদ্বৈতবাদিগণ অপ্রাকৃত তত্ত্বকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে না পারায় "ঐক্য", "আবরণ", "অভেদ" এই সমস্ত বাক্য অপ্রাকৃত জীব ও ব্রহ্মতত্ত্বে আরোপ করিয়া আপনাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখেন। ফলতঃ তাহাদের জ্ঞান অবিশুদ্ধ, একারণ তত্ত্বের প্রকাশ হয় না। অপ্রাকৃত জগতে প্রাকৃত জগতের উদাহরণ সম্ভব নহে। অতএব তদ্বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় ব্যতীত আর জ্ঞান নাই। আমরা যখন এই পঞ্চভূতাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করত সমাধি-যোগে অপ্রাকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে একটী অকুণ্ঠ আনন্দ-স্বরূপ ভক্তিযোগের উদয় হয়। ঐ ভক্তিযোগই আমাদের নিত্যস্বভাব, উহার গাঢ়ত্বই আমাদের অনন্ত প্রাপ্য এবং ভগবদ্দাস্যই আমাদের অপ্রাকৃত লক্ষণ। আমাদের বিকৃত বুদ্ধির দ্বারা অপ্রাকৃত তত্ত্ব কখনই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইবে না, যেহেতু প্রাকৃত সম্বন্ধের দ্বারা আমাদের বুদ্ধি একেবারে প্রাকৃত ভাবে পরিণত হইয়াছে। অতএব এই বদ্ধ অবস্থায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করা বৃথা। তথা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত বচন,—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

অচিন্ত্য বিষয়ে যুক্তি যোগ করায় অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মা-কর্তৃক এইরূপ দশমস্কন্ধে তিরস্কৃত হইয়াছে:—

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥

এ বিষয়ে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসই আমাদের মঙ্গলের মূল; যথা চরিতামৃতে—

বিশ্বাসে পাইয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

অপ্রাকৃত-তত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থাপনা বা বিচার করিতে গেলে আমরা হয় নাস্তিক, নতুবা অদ্বৈতবাদী হইয়া যাইব। অতএব হে ভক্তমণ্ডলি, অপ্রাকৃত-তত্ত্বে তর্ক করিবেন না, কেবল নির্ম্মল স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে রত হউন।

অপ্রাকৃত-তত্ত্বে যে স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস দৃষ্ট হয় তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞান বলা যায়। জীব অপ্রাকৃত ও অপ্রাকৃত পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য এবং অপ্রাকৃত ধামই জীবের নিজালয়, এরূপ সিদ্ধান্তকে জ্ঞান বলা যায়। ফলতঃ এই মায়াময় অপকৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবের বৈরাগ্য নিতান্ত প্রয়োজন। এই বৈরাগ্য যে কি প্রকারে সাধিত হয় তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

মূর্খলোকেরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের অসদ্ব্যবহার করত জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মঘাতী হইয়া পড়ে। তাহার ফল এই যে, কারাগার হইতে অযথা-কালে অন্যায়পূর্ব্বক পলায়ন করিতে চাহিলে যেমন পুনর্ধৃত হইয়া গাঢ়ভাবে পুনরাবদ্ধ হয়, তদ্রূপ আত্মঘাতী জীবগণ নানাবিধ কষ্টের সহিত গাঢ়ভাবে বদ্ধ হয়। পরিত্রাণের ন্যায্য-বিধি আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে পরিত্রাণ কিরূপে সম্ভব হয়? বৈরাগ্য অবলম্বনই ন্যায্য-বিধি, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যে-সকল দুর্ব্বলপুরুষ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়ে তাহারা লোক-সমাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া বৈরাগ্য আচরণ করিয়াছি এরূপ বিশ্বাস করে। ইহাকেও প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায় না। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে বিদুর বাক্য,—

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবাদধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য॥

তথাহি তৃতীয় স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে—

সর্ব্বে বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ তপোদানানি চানঘ।
জীবাভয়প্রদানস্য ন কুর্ব্বীরন্ কলামপি॥

তথাহি প্রথম স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে—

শিবায় লোকস্য ভবায় ভূতয়ে
যং উত্তমঃশ্লোকপরায়ণাঃ জনাঃ।
জীবন্তি নাত্মার্থমসৌ পরাশ্রয়ং
মুমোচ নির্ব্বিদ্য কুতঃ কলেবরম্॥

সমস্ত জীবের উপকাররূপ মুখ্য কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে-সকল লোক একাকী তপস্যা করিবার জন্য বনে গমন করে তাহারা স্বার্থপর, অতএব বৈষ্ণব-পদবাচ্য হইতে পারে না, এইরূপ প্রহ্লাদ নিজে স্তবে কহিয়াছেন। তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

এই সংসার-তরঙ্গে পতিত হইয়া যে পুরুষ ইহার প্রবাহসকল অকুণ্ঠভাবে সহ্য-করত সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করেন এবং অহরহঃ সর্ব্ব জীবের আধ্যাত্মিক ক্লেশ দূরীকরণার্থ ভগবানের নিকট আবেদন করেন, তিনিই বৈষ্ণব-পদবাচ্য মহাপুরুষ। আহা! পবিত্র হরিদাসের অননুকরণীয় চরিত্র আলোচনা করিলে কোন্ দুর্ভাগা পুরুষের ভগবদ্ভক্তি উদয় না হয়? তাঁহার স্বজাতীয় পাষণ্ডেরা যৎকালে তাঁহাকে পীড়ন করিতেছিল, তখন তিনি আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা দৃষ্টি করিয়া সজলনেত্রে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন, "হে জগদীশ্বর! হে গোপীজনবল্লভ! পীড়নকারী পুরুষেরা আপনার গম্ভীর লীলা অবগত না হইয়া আপনার দাসের প্রতি যে অত্যাচার করিতেছে, তাহা আপনি বিশাল কৃপার দ্বারা ক্ষমা করুন এবং উঁহাদের অন্তঃকরণে ভক্তিরসের উদয় করুন, যাহা হইলে জীব আর জীবের প্রতি পীড়ন করে না।" আহা! ইহাই যথার্থ বৈরাগ্যের কার্য্য। (ক্রমশঃ)

ত্রিতাপজ্বালা ও তৎপ্রতিকারোপায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষা বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বরূপ ও শক্তিরূপে অবস্থিত হইয়া অনন্ত বৈকুণ্ঠে স্বাংশ বিষ্ণুরূপে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্নাংশ জীবরূপে লীলা-বিলাস করেন। স্বাংশ অবস্থায় সর্ব্বত্রই তাঁহার নিজ-স্বরূপত্ব লক্ষিত হয়। বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ ও অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ-বিস্তার, ইঁহারা শক্তিমত্তত্ত্ব, বিভিন্নাংশ জীব তাঁহার শক্তিতত্ত্ব। এই জীব নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ বা নিত্যসংসার ভেদে দুই প্রকার। নিত্যমুক্ত জীবগণ কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে নিত্য কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া কৃষ্ণপার্ষদ নাম ধারণ করেন এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবাসুখ ভোগ করেন। তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াসম্বন্ধজনিত তৎকৃত কোন

দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ থাকিয়া ইহ সংসারে স্বর্গ-নরকাদি নানাপ্রকার সুখ-দুঃখ ভোগ করেন। এই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষবশতঃই কৃষ্ণের বহিরঙ্গা—'দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া' মায়া তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত করে,—

"সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।"

ইহার একমাত্র প্রতিকারোপায় লিখিতেছেন—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥"

স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
"কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

বর্ত্তমান জগতের—বিশেষতঃ ভারতের, তন্মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া অধুনা বঙ্গদেশের যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থা, তাহাতে দেখা যাইতেছে - ত্রিবিধ তাপই তথায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শরীর ও মনঃ সম্বন্ধী তাপ—'**আধ্যাত্মিক**'; জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণিগণ কর্ত্তৃক সংঘটিত বা ঐ সকল প্রাণী হইতে উৎপন্ন যে তাপ, তাহাই '**আধিভৌতিক**' এবং অতিবাত, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, বজ্রপতন, নৌকাডুবি, জাহাজ ডুবি, ট্রেণ বা বিমান দুর্ঘটনা প্রভৃতি দৈব উৎপাতজনিত তাপই '**আধিদৈবিক**' তাপ। সর্ব্বকালই ভগবদ্-বহির্ম্মুখ মায়ামোহমুগ্ধ বদ্ধজীবকে এই ত্রিতাপজ্বালা ভোগ করিতে হয়, তথাপি অধুনা যেন এই জ্বালাটি অতি ভয়ঙ্কররূপে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র মানব-সমাজকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে!

শ্রীভগবান্‌ই সর্ব্বজীবহৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থিত। তাঁহা হইতেই জীবের স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান ও স্মৃতি-জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে। আবার তিনি যে কেবল জীবের কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা ঈশ্বরমাত্র, তাহাও নহে; তিনি জীবের নিত্যমঙ্গল-বিধাতৃ-স্বরূপে তাহাদের নিত্য মঙ্গলোপদেষ্টা—পরমার্থদাতা ভগবান্‌ও বটেন। (গীঃ ১৫।১৫—"সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" দ্রষ্টব্য)। সুতরাং হে ভগবন্! তুমি কৃপাপূর্ব্বক জীবের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া জীবকে সুবুদ্ধি প্রদান কর। জীবের প্রকৃত কৃষ্ণ-নিত্যদাস্য স্বরূপ জাগাইয়া দাও। তুমিই মারিতে পার, আবার রক্ষাও একমাত্র তুমিই ত' করিতে সমর্থ। "প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস।" "প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টানস্মানুদ্ধর প্রভো!" "কৃপা করি কৃষ্ণ, জীবের ঘুচাও ভবরোগ।"

আধিভৌতিক তাপ আজ মনুষ্য হইতেই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইতেছে। ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জীব-জন্তুর হস্ত হইতে বরং কোন প্রকারে হয়ত নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু হায়, মানুষ তদপেক্ষাও হিংস্রস্বভাব হইয়া পড়িয়াছে! মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, বিশ্বাসঘাতক মানুষ যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ নরক পথের যাত্রী। মনুষ্য-হৃদয়ের সকল কমনীয় বৃত্তিই আজ যেন সমূলে উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে, মানুষ তথাকথিত সর্ব্বনেশে রাজনীতির দোহাই দিয়া নরঘাতক হইয়া পড়িতেছে, ইহা অপেক্ষা চরম অধঃপতনের বিষয় আর কী হইতে পারে! রাজধর্ম্ম—অপত্যস্নেহে প্রজাপালন; প্রজাপীড়ন, প্রজাহনন বা প্রজা-শোষণ নহে। হিংসা-নীতিকে রাজনীতি বলে না। তথাকথিত রাজনৈতিক নামধারিগণের দলে দলে সংঘর্ষ বাধিয়া পরস্পরে হিংসা-হিংসীর ফলে কতকগুলি নিরীহ জনসাধারণের, এমন কি বালক-বৃদ্ধগণেরও পর্য্যন্ত প্রাণ যাইতেছে! দলভুক্ত লোকের ত' কথাই নাই, সর্ব্বক্ষণই সকলের 'সসেমিরা' অবস্থা!

আধিদৈবিকতাপও অধুনা দৈব হইতে প্রবল পরিমাণে উদ্ভূত হইতেছে:—

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

গত ২৫শে আগষ্ট (১৯৭১) বুধবার বেলা প্রায় ১॥ টায় কালনার ওয়েষ্টলেভেল ক্রসিংএর নিকটবর্ত্তী রামেশ্বরপুর গ্রামে কৃষিবিভাগের শ্যালো টিউবওয়েলের নিকট এক ব্যক্তির বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। এইরূপ দুর্ঘটনা শুধু এই একটি মাত্র নহে, প্রায়ই সর্ব্বত্র সংঘটিত হইতে শুনা যায়।

অতিবৃষ্টি ও জলপ্লাবন

এবার গত চৈত্রমাসের মাঝামাঝি সময় হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে এবার আর কোথাও গরমে ছট্‌ফট্ করিতে হয় নাই। আবার আমাদিগের এদিকে যেমন প্রবল বর্ষা—অতিবৃষ্টি, বাড়ী ঘর দুয়ার মাঠঘাট ক্ষেত-খামার সব ডুবিয়া যাইতেছে, আর একদিকে তেমন আবার আসাম প্রদেশে শুনা যাইতেছে অনাবৃষ্টি, বৃষ্টির অভাবে সেদিকে ফসলই হইতেছে না! পূর্ব্ববঙ্গে ত' অসুরগণ কর্ত্তৃক অতি ভয়াবহ নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এদিকেও নরহত্যার বিরাম নাই, প্রতিনিয়তই চলিয়াছে। তাই ধরিত্রীদেবী তাঁহার বক্ষোলিপ্ত নরশোণিত ধৌত করিবার জন্যই যেন এবার প্রবলা বৃষ্টি ও বন্যার আবাহন করিয়াছেন। সর্ব্বংসহা জননী বসুন্ধরা আর পাপিষ্ঠ পাষণ্ডিগণের পাপভার সহ্য করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

হাওড়া, হুগলী, নদীয়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা বন্যা প্লাবিত হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী ও গবাদি পশু গৃহচ্যুত হইয়াছে। ভাগীরথী, সরস্বতী (জলঙ্গী বা খড়িয়া), ইচ্ছামতী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, বেহুলা, অজয়, দামোদর, মুণ্ডেশ্বরী, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী বা কাঁসাই, তিস্তা, তোর্ষা প্রভৃতি নদীর জল অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়া বহু জনপদ ভাসাইয়া দিয়াছে। বিহার প্রদেশেও ভাগলপুর, মুঙ্গের, পাটনা প্রভৃতি সহর ও বহু গ্রাম জনপদ প্লাবিত হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনার জল বৃদ্ধিতে এলাহাবাদও জল-প্লাবিত। গোমতী নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর প্রভৃতি সহর ও তৎসন্নিহিত ভূভাগ জলমগ্ন হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়া, স্বরূপগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, কালনা, শান্তিপুর, কাটোয়া, গুপ্তিপাড়া, জিরাট, বলাগড়, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর, হরিপাল, আরামবাগ, চাপড়া, তেহট্ট, করিমপুর, হাঁসখালি, রাণাঘাট, ইছাপুর, ফতেপুর প্রভৃতি সহস্র সহস্র জনপদের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারী আজ বিষম বিপদাপন্ন হইয়াছে; খাদ্যাভাবে নানাবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, নৌকাডুবি হইয়া, বিষধর সর্পদংশনে, ট্রেণ, বাস প্রভৃতিতে চাপা পড়িয়া কতলোক যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। গবাদি গৃহপালিত পশুও খাদ্যাভাবে জীর্ণশীর্ণ হইয়া কত যে কষ্ট পাইতেছে, কত যে জলমগ্ন হইয়া বা খাদ্যাভাবে রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সংবাদপত্রাদিতে শুনা যাইতেছে—বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় বন্যার ক্ষতির পরিমাণ ৪০০ চারিশত কোটি টাকার উপর। উত্তর প্রদেশে রায়বেরিলী, ফরাক্কাবাদ, উনাও, বড়বাঁকি, লক্ষ্ণৌ, লখিমপুর, গাজিপুর, বালিয়া, পিলভিট, বদৌন, জৌনপুর, সীতাপুর—এই ১২ বারটি জেলা বন্যাপ্লাবিত, গৃহাদি পতিত হইয়াও বহু বহু ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এলাহাবাদ, মীর্জাপুর, জৌনপুর, বালিয়া হইতে সাহেবপুর কামাল, ছাপরা, সারণ, সাহাবাদ, বারাউনি, সাহেবপুর প্রভৃতি স্থানের সহস্র সহস্র অধিবাসী বন্যাপ্রপীড়িত হইয়া নানা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। সরকার বাহাদুর বন্যার্ত্তদিগকে খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিতেছেন। বজরা (Barge), দ্রুতগামী নৌকা (Speed boat), আকাশযান প্রভৃতি দ্বারা খাদ্যাদি প্রেরণ, জলমগ্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করত উচ্চ স্থানাদিতে আশ্রয়দান, ঔষধ পথ্য বিতরণাদি কার্য্যে কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি কত যে ভাগ্যহীন দীন দুঃখী তাঁহাদের সে সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। একে পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে আগত কোটাধিক শরণার্থী পালন-সমস্যা, তাহার উপর আবার এই বন্যার্ত্তত্রাণ-সমস্যা। তদুপরি আবার তথাকথিত

নরহত্যামূলা রাজনীতি-সমস্যার সমাধানাদি লইয়া সরকার বাহাদুরকে খুবই বিব্রত হইতে হইয়াছে। শুনিতেছি বন্যার্ত্তত্রাণের নিমিত্ত ৮৪ কোটির মত টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাওয়া হইতেছে। সংবাদ-পত্রসমূহে কথিত হইতেছে—স্মরণাতীত কালের মধ্যে এবারকার বন্যার মত এত ব্যাপকতা এবং এত বেশী প্রকোপের নজীর আর কখনও পাওয়া যায় নাই। ১৯৫৬ সালের বন্যার সময় জলের পরিমাপ ছিল ১০.৫২ মিটার, কিন্তু এবার ১০.৫৮ মিটারকেও অতিক্রম করিয়াছে। আর সে বন্যা এত ব্যাপকভাবে এত অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। এক নদীয়া জেলার ১৪টি থানা ও ১৫টি ব্লকের মধ্যে সব কয়টিই প্রায় বন্যাকবলিত। ১৫০৭ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে ১৩০০ বর্গমাইল বন্যা প্লাবিত, ১৪০০ গ্রামের মধ্যে ১২০০ গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত। ইচ্ছামতীর জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বনগ্রাম (২৪ পঃ) সহরের অনেকাংশ জলমগ্ন হইয়াছে। আরও একটি বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে ঐসকল বন্যাপ্লাবিত স্থানে ভাল পানীয় জল লইয়া। অনেক টিউবওয়েল বন্যার জলে ডুবিয়া যাওয়ায় সুপেয় পানীয় জল পাওয়া যাইতেছে না। নানাপ্রকার দূষিত জল পান ও খাদ্যাদি ব্যবহার করিয়া অনেক স্থলে প্রবলভাবে বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অসংখ্য লোক গৃহহারা, খাদ্যাভাবগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, পাকাধানে মই দেওয়ার মত কত সুন্দর সুন্দর ক্ষেত্রভরা শস্য জলমগ্ন; সরকার বাহাদুর আর কটি লোককেই বা আহার বাসস্থান দিয়া সহায়তা করিবেন, তাহা ধারণা করিয়া উঠা যায় না। তাহার উপর বন্যার জল সরিবার সময় যে দূষিত গ্যাস উঠিবে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে—বহুলোককেই নানাপ্রকার মারক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে। সুতরাং অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা—দীন-দুনিয়ার একমাত্র মালিক সেই শ্রীভগবানের অশোক অভয় অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আমাদের আর কোন নির্ভয় আশ্রয়স্থল নাই—গত্যন্তর নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও মানুষের নাস্তিকতা কমিতেছে না। মহাজনগণের বিচার—এই নিদারুণ প্রাণঘাতী নাস্তিকতা ছাড়িয়া দিয়া 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা'—"কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল। আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥"—এইরূপ আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়াই মানুষের বাঁচিবার উপায়। অবশ্য কোন প্রকারে অস্তিত্ব সংরক্ষণ করাটাই যে মূল কথা, তাহা নয়। আহার-বিহার-শয়ন-ইন্দ্রিয়তর্পণ ত' পশুতেও করিয়া থাকে। পশ্বাদির জীবন হইতে মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য 'ধর্ম্ম' লইয়া, সেই ধর্ম্মহীন মানুষ পশু হইতেও নিকৃষ্ট। ধর্ম্ম কি? জীবাত্মার স্বরূপধর্ম্ম বা স্বভাব—শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে বিশুদ্ধপ্রীতিমূলা ভক্তি। ইহাই জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম, ইহাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই প্রকৃত শাশ্বতী শান্তির অধিকারী হওয়া যাইবে।

এই ধর্ম্মহীন মানুষ এত ভীষণ অধার্ম্মিক পাষণ্ড হইয়া পড়িয়াছে যে, পরের সুখ দুঃখে তাহাদের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নাই। সরকার বাহাদুর যাঁহাদের মাধ্যমে আমাদের দেশের রাস্তাঘাট কলকারখানা হাসপাতাল স্কুল কলেজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ, বন্যার্ত্তদিগের ত্রাণ, শরণার্থিগণকে আহার বাসস্থান দান, রোগীর চিকিৎসাদি নিমিত্ত ঔষধপথ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা বিধান-সম্পর্কে প্রচুর অর্থ দান করিতেছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হই, মানুষের চিত্তে এত ঘৃণিত সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে যে, সেই অর্থের কিয়দংশমাত্র আর্ত্তত্রাণাদি কার্য্যে ব্যয় করিয়া অধিকাংশই নাকি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণে নিযুক্ত করা হইতেছে! সবদেশেই একটা গঠনমূলা চিন্তাধারা আছে, পরের সুখদুঃখে সহানুভূতি-মূলা পরোপচিকীর্ষা আছে, আর আমাদের দেশে দেখা যাইতেছে—সব বিপরীত, কেবল ধ্বংসমূলক বিচারই এখানে সর্ব্বত্র প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করিতেছে! নরমুণ্ড লইয়া ভাঁটা খেলা হইতেছে! কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদি ধ্বংস হইয়া বেকার সমস্যা অতিভয়াবহ রূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন অতীব বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ত' সমূলেই উৎপাটিত হইতে বসিয়াছে। আমরা এই সকলের মূলীভূত কারণ মহাজনগণের আনুগত্যে তারস্বরে বলিব

—একমাত্র **ধর্ম্মহীনতা**। দেহ মনঃ প্রভৃতি অচেতনের ধর্ম্ম অনিত্য, তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকিলে তদ্দ্বারা কখনও দেশ দশের বাস্তব মঙ্গল—শাশ্বতী শান্তি আশা করা যাইতে পারে না, যাহার জন্য অচেতন দেহাদির চেতনতা, সেই আত্মবস্তুর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেই এবং দেহাদিকে তৎসহায়ক রূপে স্বীকার করিলেই জীব প্রকৃত শান্তিপথের পথিক হইতে পারেন, তাহাতে দেশ দশ—সকলেরই রক্ষা বিধান ও বাস্তব মঙ্গল লাভ হইতে পারে। এজন্য চাই—গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রানুশাসন আন্তরিকভাবে স্বীকার এবং তন্নির্দ্দিষ্ট নিত্যধর্ম্মাচরণে সুদৃঢ় নিষ্ঠা, তাহা হইলেই ফিরিয়া আসিবে আবার সেই পুরাকালের শান্তিপূর্ণ আর্য্যসভ্যতা ও কৃষ্টি, গড়িয়া উঠিবে আবার সেই প্রাচীন আর্য্যঋষিগণের বেদগান-মুখরিত শান্তিময় তপোবন, হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য দূরীভূত হইয়া প্রকাশিত হইবে—সেই দেবতা-বাঞ্ছিত ভারতাজির—বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ—মুনিগণাধ্যুষিত সেই সোনার ভারত—সোনার বাংলা। নতুবা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে মানব-জীবন, থাকিবে না তাহাতে কোন মনুষ্যত্বের দাবী। বুদ্ধিমান্ মানব! শান্তি চাও, সুখ চাও—ফিরে চল ফিরে চল দ্রুতগতি সেই শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান-মুখরিত—গো-গোপ-গোপীগণ সুশোভিত প্রেমময় বৃন্দারণ্যে—Back to God head and back to home—ফিরে চল প্রেমের ঠাকুর মহাবদান্য গৌরহরির সেই প্রেমনাম-সংকীর্ত্তন-মুখরিত ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যগোলোকব্রজাভিন্ন চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরধামে প্রেমকল্পতরুবনে; ভুলে যাও জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীর অভিমানমত্ততা, মুছে ফেল অন্তরের অন্তস্তল হ'তে পরস্পরে হিংসাদ্বেষ মাৎসর্য্য, বদ্ধ হও সৌভ্রাত্র সৌহার্দ্দ্য সূত্রে দৃঢ়ভাবে, হও প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্বজ্ঞানে—"এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়। পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয়॥ শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর॥", তাহা হইলে ঘুচে যাবে হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা—আবিলতা—স্ব পর-ভেদজ্ঞান, হইবে উদারচিত্ত—'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—প্রসারিত হইবে বক্ষঃ আলিঙ্গিতে—বিশ্ব-মানবে। উছলিবে প্রেমগঙ্গা—প্রেমযমুনা—ব'য়ে যাবে প্রেমের বন্যা—প্রেমের তরঙ্গ, ভাসাইবে ডুবাইবে মাতাইবে স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সমগ্র জগবাসিজনে।

"নামরূপগুণলীলাদীনাং উচ্চৈর্ভাষণং তু কীর্ত্তনম্। বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।" কলিযুগ-পাবনাবতারী সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত এই মহামিলনমন্ত্র—সংকীর্ত্তনই কলিকৃত সকল-কলুষবিনাশী। সুতরাং উচ্চনীচ, পণ্ডিত মূর্খ, ধনীনির্ধন নির্ব্বিশেষে—জাতিকুলাদির কোন অভিমান হৃদয়ে না রাখিয়া সকলে মিলিয়া এই নাম-সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে নাম অবশ্যই কৃপা করিয়া আমাদের সকল তাপ তাঁহার আভাসমাত্রেই প্রশমিত করিয়া দিবেন। "যায় সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ বলেন, যখন ও'নাম গাই"।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-তৎকৃত নামাষ্টকের ২য় শ্লোকে গান করিয়াছেন—

"জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয় জনরঞ্জনায় পরমাক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি॥"

[অর্থাৎ হে মুনিগণ কর্তৃক কীর্ত্তনযোগ্য এবং ভক্তগণানুরঞ্জননিমিত্ত অক্ষরাকৃতি ধারণকারি শ্রীহরিনাম, আপনার জয় হউক (অর্থাৎ আপনার উৎকর্ষ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকুক)। হে প্রভো, ঐ উৎকর্ষ এইরূপ যে, আপনি অনাদর পূর্ব্বক অর্থাৎ সাংকেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলন রূপ চতুর্ব্বিধ নামাভাস রূপে কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চারিত হইলেও উচ্চারণকারীর যাবতীয় উৎকট তাপ (এমন কি মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) সমূলে নষ্ট করিয়া দেন।]

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার পদ্যানুবাদ এইরূপ করিয়াছেন—

"জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নাম রূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার॥
জয় হরি কৃষ্ণনাম, জগজ্জন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন॥

ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব উদ্ধারণে॥

আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।
ডাকে যদি কোন জন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি অন্য প্রতিকার॥

তব স্বল্প স্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গ-ভঙ্গ হয় অনায়াসে।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
প'ড়ে থাকি তুয়া পদ আশে॥"

অধুনাতন অধার্ম্মিক নাস্তিক জগতে ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষণের কথা বলিতে গেলে উপহাসাস্পদ হইতে হয় বটে, কিন্তু সচ্ছাস্ত্রানুমোদিত ত্রিকালদর্শী মহাজনানুসৃত এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন ব্যতীত মানুষের বাঁচিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥"
"সেই ত' সুমেধা, আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন॥"

শ্রীমদ্ভাগবত

(প্রশস্তি ও পরিচয়)

[শ্রীনর্ম্মদাকুমার দাস, লাবান—শিলং]

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে অষ্টাদশ পুরাণের উল্লেখ আছে। সেই পুরাণগুলি এই—(১) ব্রহ্মপুরাণ, (২) পদ্মপুরাণ, (৩) বিষ্ণুপুরাণ, (৪) শিবপুরাণ, (৫) **শ্রীমদ্ভাগবত**, (৬) নারদপুরাণ, (৭) মার্কণ্ডেয়-পুরাণ, (৮) অগ্নি-পুরাণ, (৯) ভবিষ্যপুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, (১১) লিঙ্গ-পুরাণ, (১২) বরাহ-পুরাণ, (১৩) স্কন্দপুরাণ, (১৪) বামনপুরাণ, (১৫) কূর্ম-পুরাণ, (১৬) মৎস্যপুরাণ, (১৭) গরুড়পুরাণ ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এই পুরাণগুলির নামোল্লেখ করিয়া পরে আবার বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বে ভগবান্ কারুণ্য-বশতঃ এই ভাগবত তাঁহার নাভিপদ্মে স্থিত ভবভয়ভীত ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।" এই পুনরুল্লেখ ও বর্ণনা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমদ্ভাগবত 'পুরাণ-চক্রবর্ত্তী' (বিশ্বনাথ) অর্থাৎ সকল পুরাণের শিরোমণি।

অন্যান্য একাধিক পুরাণে এবং স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের বহু গৌরবসূচক পরিচয় ও প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্ত সজ্জনগণের আনন্দ-বিধায়ক হইবে মনে করিয়া তাহারই কিছু কিছু নিয়ে অনুবাদসহ উদ্ধৃত এবং কোন কোন স্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

স্কান্দে—

শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোক-বিশ্রুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো মম সন্তোষ-কারণম্॥

—(শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন) লোকে প্রসিদ্ধ শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ আমার সন্তোষের জন্য নিত্য শ্রবণ করা বিধেয়।

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং সুত।
অষ্টাদশ পুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

—হে পুত্র! যে ব্যক্তি সংযতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ-পুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন।

শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগবতং গৃহে।
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিমন্যৈঃ শাস্ত্রসংগ্রহৈঃ॥

—গৃহে ভাগবতের কোন শ্লোকের দ্বিপাদ বা একপাদও যদি থাকে, তাহা হইলে অন্য শত-সহস্র শাস্ত্র-সংগ্রহে প্রয়োজন কি?

শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা।
লিখিতং তিষ্ঠতে যস্য গৃহে তস্য বসাম্যহম্॥
সর্বাশ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্।
ন তথা পাবনং নৃণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা॥
যত্র যত্র চতুর্বক্ত্র! শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ।
গচ্ছামি তত্র তত্রাহং গৌর্যথা সুতবৎসলা॥

—যাহার গৃহে ভাগবতের একটি শ্লোক, অর্দ্ধশ্লোক অথবা শ্লোকের একপাদ মাত্র লিখিত থাকে, আমি (ভগবান্) সেই গৃহে বাস করি। সকল আশ্রমের ধর্মপালন ও সর্বতীর্থে স্নান শ্রীমদ্ভাগবতের মত পবিত্রতা-সম্পাদক নহে। হে চতুর্মুখ! যে যে স্থানে ভাগবত থাকেন, পুত্রবৎসলা গাভীর মত আমি সেই সেই স্থানে গমন করি।

মামোৎসবেষু সর্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
শৃণ্বন্তি যে নরা ভক্ত্যা মম প্রীত্যৈ চ সুব্রত॥
বস্ত্রালঙ্করণৈঃ পুষ্পৈর্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
বশীকৃতো হ্যহং তৈশ্চ সৎস্ত্রিয়া সৎপতির্যথা॥

—হে সুব্রত! আমার সম্বন্ধী সকল উৎসবে যাহারা বস্ত্র, অলঙ্কার, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি উপহার প্রদান পূর্বক আমার প্রীতির নিমিত্ত ভক্তিসহকারে শ্রেষ্ঠপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, তাহারা, পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সচ্চরিত্র পতিকে বশীভূত করে, সেইরূপ আমাকে বশীভূত করে।

পাদ্মে—

কালব্যাল মুখগ্রাসত্রাসনির্নাশ হেতবে।
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ ভাষিতম্॥
এতস্মাদপরং কিঞ্চিন্মনঃ শুদ্ধ্যৈ ন বিদ্যতে।
জন্মান্তরে ভবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবতং লভেৎ॥

—কলিকালে কালরূপ সর্পের মুখের গ্রাসের ভয় বিনাশ করিবার জন্য শ্রীশুকদেব কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত কথিত হইয়াছে। মনের শুদ্ধির জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম আর কিছু নাই। জন্মান্তরের পুণ্যফলেই ভাগবত শাস্ত্রের প্রাপ্তি ঘটে।

পঠনাচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো বৈকুণ্ঠফলদায়কম্।

—শ্রীমদ্ভাগবতের পঠন ও শ্রবণে সদ্যঃ বৈকুণ্ঠরূপ ফল লাভ হয়।

প্রলয়ং হি গমিষ্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতধ্বনেঃ।
কলে র্দোষা ইমে সর্বে সিংহ-শব্দাদ্ বৃকা ইব॥

—সিংহের গর্জনে যেমন বৃককুল পলায়ন করে, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনিতে কলিযুগের সমস্ত দোষ দূরীভূত হইবে।

বেদোপনিষদাং সারাজ্জাতা ভাগবতী কথা।
অত্যুত্তমা ততো ভাতি পৃথগ্ভূতা ফলাকৃতিঃ॥
আমূলাগ্রং রসস্তিষ্ঠন্নাস্তে ন স্বাদ্যতে যথা।
স ভূয়ঃ সম্পৃথগ্ভূতঃ ফলে বিশ্ব-মনোহরঃ॥
যথা দুগ্ধে স্থিতং সর্পি র্ন স্বাদায়োপকল্পতে।
পৃথগ্ভূতং হি তদ্গব্যং দেবানাং রসবর্দ্ধনম্॥
ইক্ষূণামপি মধ্যান্তং শর্করা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
পৃথগ্ভূতা চ সা মিষ্টা তথা ভাগবতী কথা॥
ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ভক্তিজ্ঞানবিরাগাণাং স্থাপনায় প্রকাশিতম্॥

—বেদ-উপনিষদের সারভাগ লইয়া ভাগবতী কথা রচিত। ইহা বেদ হইতে পৃথক্ অথচ বেদবৃক্ষের ফল-স্বরূপ হওয়ায় অতি উত্তম বলিয়া প্রতিভাত হয়। বৃক্ষের রস উহার মূল হইতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সর্বত্র বর্তমান থাকিলেও তাহার আস্বাদন হয় না, কিন্তু তাহাই যখন আবার ফলে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করে, তখন আস্বাদ্য হইয়া সকলের মনোহারী হয়। দুগ্ধে স্থিত ঘৃতের আস্বাদ পাওয়া যায় না, অথচ পৃথক্ হইলে তাহা দেবগণেরও আস্বাদনের ইচ্ছা বর্দ্ধিত করে। শর্করা ইক্ষুর মধ্য হইতে মূল পর্যন্ত ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকিলেও যখন উহা ইক্ষু হইতে পৃথক্ করা হয়, তখনই উহার মিষ্টতা (বিশেষভাবে) অনুভূত হয়। ভাগবতী কথাও সেইরূপই। বেদতুল্য এই ভাগবত-পুরাণ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের স্থাপনের জন্য প্রকাশিত।

সদা সেব্যা সদা সেব্যা শ্রীমদ্ভাগবতী কথা।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ হরিশ্চিত্তং সমাশ্রয়েৎ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্দসম্মিতঃ।
পরীক্ষিচ্ছুকসংবাদঃ শৃণু ভাগবতঞ্চ তৎ॥

—শ্রীমদ্ভাগবতী কথা সর্বদাই সেব্যা, সর্বদাই সেব্যা। ইঁহার শ্রবণমাত্রই ভগবান্ চিত্তপটে আবির্ভূত হন।

অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ও দ্বাদশস্কন্ধ সমন্বিত পরীক্ষিৎ ও শুকের সংবাদ-স্বরূপ সেই ভাগবত শ্রবণ করুন।

তাবৎ সংসারচক্রেঽস্মিন্ ভ্রমতেঽজ্ঞানতঃ পুমান্।
যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা ক্ষণম্॥

—মানুষ সেই পর্যন্তই এই সংসার-চক্রে ভ্রমণ করে, যে-পর্যন্ত না ক্ষণকালের জন্য শুকশাস্ত্রকথা তাহার শ্রবণগত হয়।

একং ভাগবতং শাস্ত্রং মুক্তিদানেন গর্জতি॥

—এক ভাগবত শাস্ত্রই মুক্তিপ্রদানের জন্য গর্জন করিতেছেন (অতএব বহু শাস্ত্র শ্রবণে লাভ কি?)।

বেদাদি র্বেদমাতা চ পৌরুষং সূক্তমেব চ।
ত্রয়ী ভাগবতং চৈব দ্বাদশাক্ষর এব চ।
এতেষাং তত্ত্বতঃ প্রাজ্ঞৈ র্ন পৃথগ্ভাব ইষ্যতে॥

—বেদের মূল প্রণব, বেদমাতা গায়ত্রী, পুরুষসূক্ত, বেদত্রয়, শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশাক্ষরাত্মক বাসুদেব-মন্ত্র এই সকলের মধ্যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ তত্ত্বতঃ পৃথক্-বুদ্ধি করেন না।

স্বকীয়ং যদ্ভবেত্তেজস্তচ্চ ভাগবতেঽদধাৎ।
তিরোধায় প্রবিষ্টোঽয়ং শ্রীমদ্ভাগবতার্ণবম্॥
তেনেয়ং বাঙ্ময়ী মূর্ত্তিঃ প্রত্যক্ষা বর্ত্ততে হরেঃ।
সেবনাচ্ছ্রবণাৎ পাঠাদ্দর্শনাৎ পাপনাশিনী॥

—ভগবান্ নিজের সমস্ত শক্তি ভাগবতে স্থাপন করিলেন এবং অন্তর্হিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন। সেই জন্য এই ভাগবত ভগবান্ শ্রীহরির বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি হইয়া প্রত্যক্ষভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইঁহার সেবন, শ্রবণ, পঠন ও দর্শনের দ্বারা সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেনৈব ভুক্তি-মুক্তী করে স্থিতে॥

—শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই ভুক্তি ও মুক্তি করতলগত হয়।

স্বর্গে সত্যে চ কৈলাসে বৈকুণ্ঠে নাস্ত্যয়ং রসঃ।
অতঃ পিবন্তু সদ্ভাগ্যা মা মা মুঞ্চত কর্হিচিৎ॥

—(শ্রীমদ্ভাগবতে স্থাপিত) এই রস স্বর্গে, সত্যলোকে, কৈলাসধামে ও বৈকুণ্ঠধামে নাই। অতএব হে সৌভাগ্যবান্ শ্রোতৃবৃন্দ! আপনারা ইহা পান করুন, কখনও ইহা ত্যাগ করিবেন না, ত্যাগ করিবেন না।

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম-দ্বিতীয়ৌ
তৃতীয়-তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো
ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ॥
কণ্ঠস্তু রাজন্! নবমো যদীয়ো
মুখারবিন্দং দশমঃ প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং
শিরোঽপি তু দ্বাদশ এব ভাতি॥
তমাদিদেবং করুণা নিধানং
তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতুং
ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্॥

—(শ্রীমদ্ভাগবতের) প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ যাঁহার পদদ্বয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ যাঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ যাঁহার নাভি, ষষ্ঠ স্কন্ধ যাঁহার বক্ষঃস্থল, অপর দুই (সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ) যাঁহার বাহুদ্বয়, নবম স্কন্ধ যাঁহার কণ্ঠ, দশম স্কন্ধ যাঁহার প্রফুল্ল মুখারবিন্দ, একাদশ স্কন্ধ যাঁহার ললাটপট্ট এবং দ্বাদশ স্কন্ধ যাঁহার শিরোদেশ-রূপে প্রতিভাত, সেই করুণানিধান, তমাল-বর্ণ, উৎকৃষ্ট কল্যাণাবতার, অপার-সংসার-সমুদ্র-সেতু ভাগবত-স্বরূপকে ভজনা করি। (এই শ্লোকগুলিতে শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্বিগ্রহ-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন)।

অম্বরীষ! শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

—মহারাজ অম্বরীষ! আপনি যদি সংসার-বন্ধন হইতে ত্রাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিত্য শুকপ্রোক্ত ভাগবত শ্রবণ করুন এবং নিজেও পাঠ করুন।

মাৎস্যে—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥

—যাহাতে গায়ত্রীকে অধিকার করিয়া (অঙ্গীভূত বা অন্তর্ভূত করিয়া) বিস্তৃতরূপে ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহাতে বৃত্রাসুর-বধের বর্ণনা আছে, সেই গ্রন্থকেই ভাগবত বলে।

শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকটিই ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থ-ব্যঞ্জক এবং এই গ্রন্থে বৃত্রাসুরবধের বর্ণনাও আছে। সুতরাং ভাগবত পুরাণ বলিতে যে এই গ্রন্থই বুঝিতে হইবে, তাহা এই শ্লোক হইতে (এবং এই প্রবন্ধে উক্ত আরও অন্যান্য শ্লোক হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে। অগ্নিপুরাণেও এইরূপ বচনসমূহ রহিয়াছে; শ্রীধরস্বামিপাদ-কর্তৃক প্রমাণীকৃত পুরাণান্তরেও আছে (ভাঃ ১।১।১ এর ভাবার্থদীপিকা টীকা দ্রষ্টব্যা), যথা—

গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ।
হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

এখানে হয়গ্রীব শব্দে অশ্বমুখ দধীচি মুনিকেই বুঝাইতেছে এবং ব্রহ্মবিদ্যা-শব্দ তৎপ্রবর্ত্তিত নারায়ণ-বর্মাখ্যা ব্রহ্মবিদ্যাকেই বুঝাইতেছে। (শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী তথা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামি ভাগবতভূষণ সম্পাদিত সংস্করণ তত্ত্বসন্দর্ভঃ, ২০ অনুচ্ছেদ)।

[তথ্য—"বৃত্রবধের সহিত সম্বন্ধ থাকায় হয়গ্রীব-ব্রহ্মবিদ্যাকে 'নারায়ণ-বর্ম্ম' বলা হইয়া থাকে। এই নারায়ণ-বর্ম্মের হয়গ্রীব নাম হইবার এইরূপ একটি শাস্ত্রীয় আখ্যায়িকা পাওয়া যায়—এক সময় অশ্বিনী-কুমারদ্বয় অথর্ব্ববেদবিৎ দধীচি মুনির প্রবর্গ্য অর্থাৎ প্রাণবিদ্যারূপ ব্রহ্মবিদ্যা (নারায়ণবর্ম্ম,) বিষয়ে অত্যধিক নিপুণতা আছে জানিয়া ঐ বিদ্যালাভেচ্ছায় তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক ঐ বিদ্যা প্রার্থী হইলে মুনিবর কার্যবিশেষে ব্যস্ত থাকায় 'আপনারা এখন যান, পরে আসিলে বলিব'—এইরূপ বলিলে তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ইতোমধ্যে ইন্দ্র আসিয়া মুনিবরকে কহিলেন—'অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জাতিতে বৈদ্য, আপনি উঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবেন না। আমার কথা পালন না করিলে আপনার শিরশ্ছেদন হইবে।' ইন্দ্র ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় মুনির নিকট আসিলেন। মুনিবর ইন্দ্রের আগমনাদি সকল ঘটনা জানাইলে তাঁহারা কহিলেন, মুনিবর, এজন্য আপনি ভয় করিবেন না। আমরা প্রথমেই আপনার মস্তক ছেদন করিয়া তৎস্থলে একটি অশ্বমুণ্ড যোজনা করিব, আপনি ঐ অশ্বমুখে আমাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেন। পরে ইন্দ্র আসিয়া আপনার কার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ আপনার অশ্বমুণ্ড ছেদন করিবে। তখন আমরা আসিয়া আবার আপনার সেই পূর্ব্ব নিজমুণ্ড যোজনা করিয়া উপযুক্ত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিব। অতঃপর দধীচি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতসত্যের অপলাপ ভয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের বাক্যে সম্মত হইয়া অশ্বমুখে তাঁহাদিগকে ব্রহ্ম-বিদ্যা নামক নারায়ণবর্ম্ম উপদেশ করিলেন। অতঃপর অশ্বমুণ্ড ছিন্ন হইলে স্বর্বৈদ্যদ্বয় পুনরায় মূল মস্তক যোজনা করিয়া দিলেন। দধীচিমুনির অশ্বমুখে উচ্চারিত ও প্রচারিত ব্রহ্মবিদ্যার নাম এজন্য হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা।"]

গারুড়ে—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ॥
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদ-সংযুতঃ।
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত নামক এই গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ ('ব্রহ্মসূত্রাণামকৃত্রিম-ভাষ্যভূত ইত্যর্থঃ'—তত্ত্বসন্দর্ভ), মহা-ভারতের অর্থনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, বেদার্থে পরিবর্দ্ধিত, পুরাণ-সমূহের মধ্যে সামবেদতুল্য (স্মর্ত্তব্য—'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'—গীতা ১০।২২), সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত, দ্বাদশ-স্কন্ধ সমন্বিত ও শতবিচ্ছেদ-সংযুক্ত [শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ইহার অর্থ লিখিয়াছেন—'পঞ্চত্রিংশদধিকশতত্রয়াধ্যায়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ অর্থাৎ তিনশত পঁয়ত্রিশ (৩৩৫) অধ্যায় যুক্ত—২২ অঃ] এই গ্রন্থে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতকে কোথাও 'শুকপ্রোক্ত', কোথাও 'ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত' বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের সকল বাক্যই শুকবাক্যও নহে, ভগবদ্বাক্যও নহে। তথাপি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্য ব্যতীত অপরাপর বাক্যও যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্তর্ভূত, সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতেও শুকবাক্য ও ভগবদ্বাক্য ব্যতীত অন্যান্য বাক্যও শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভূত। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও

উল্লেখযোগ্য যে, বর্ত্তমানকালে প্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ স্পষ্টতঃই নৈমিষারণ্যে শ্রীসূতগোস্বামি কর্ত্তৃক ভাগবতী কথা কীর্ত্তিত হওয়ার পর শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক কলির প্রারম্ভে শেষবারের মত প্রণীত হইয়াছিল।

[উক্ত সংস্করণ তত্ত্বসন্দর্ভের ২০শ অনুচ্ছেদে 'শুক-প্রোক্তং' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

" 'শুকপ্রোক্তং'—এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষণ দেখিয়া অনেকের মনে সন্দেহ আসিতে পারে—শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের কতক অংশ হইতে শেষ পর্য্যন্ত—এই অংশটি শ্রীমদ্ভাগবত নহে, কারণ—দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতেই পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-দেবের উক্তি, আর দ্বাদশস্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের "জগাম ভিক্ষুভিঃ সাকং নরদেবেন পূজিতঃ" এই স্থানেই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট হইতে শ্রীশুকদেবের গমন বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও আবার কতকগুলি শ্রীপরী-ক্ষিতের উক্তি এবং কতকগুলি শ্রীসূতশৌনকাদির উক্তিও আছে। সূত-শৌনক-সংবাদ তো শ্রীশুকদেবের পরবর্ত্তী; তবে 'শুকপ্রোক্ত' কি কোন অংশবিশেষ এবং তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত?—এই আশঙ্কা নিরাস করিতেই শ্রীধর স্বামিপাদ বলিয়াছেন—"অনাগতাখ্যানেনৈবাস্য শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তেঃ" অর্থাৎ যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হয় নাই, সেই ভবিষ্যৎ বিষয় লইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রবৃত্তি, সুতরাং এখানে বুঝিতে হইবে—গায়ত্রীর অর্থদ্যোতক 'জন্মাদ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোক হইতে "বিষ্ণুরাতমমূমুচৎ" ইত্যন্ত শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত। ইহা অনাদিসিদ্ধ এবং এই সম্পূর্ণ অংশই শ্রীব্যাসদেবের নিকট অধ্যয়ন করিয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্-ভাগবতস্থ শুক-পরীক্ষিতের এবং সূত-শৌনকাদির উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলিও অনাদিকাল হইতে সমানভাবেই চলিয়া আসিতেছে। তবে পুরাণ-প্রকাশ-কালে শ্রীবেদব্যাস সর্ব্বাংশে প্রকাশ না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের মাত্র অভিধেয়াংশ সংক্ষেপে প্রকাশ করেন, পরে ভারত প্রকাশের পর ঐ গুলির দ্বারা সজ্জিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন। একথা স্বীকার না করিলে অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত বিরোধ হয়,—

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধ-সম্মিতঃ।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ॥

(মৎস্য পুরাণ)

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ বর্ণন আছে, যদি প্রথমস্কন্ধ ত্যাগ করা হয়, তবে উহার অস্তিত্ব থাকে না। বিশেষতঃ ঐ বচনের প্রতিপাদিত ভাগবত, আর 'অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং'—এই বচনস্থ ভাগবত দুই হইয়া পড়ে, 'দ্বাদশস্কন্ধ সম্মিতঃ' একথাও নিরর্থক হয় এবং আঠার হাজার শ্লোকেরও সম্ভাবনা থাকে না। শ্রীশুকদেব যে শ্রীমদ্ ভাগবতের কিয়দংশ শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ তো কোথাও পাওয়া যায় না। বরং দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত ভাগবতই বলিয়া-ছিলেন, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনায় বোধ হয়;—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাম্বরম্।
সর্ব্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥
স তু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্।"

শ্রীবেদব্যাস যাহা প্রকাশ করেন, তাহাই শ্রীশুক-দেবকে অধ্যয়ন করান এবং শ্রীশুকদেবও উহাই শ্রীপরীক্ষিতের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন;—ইহাই ঐ বচনগুলির তাৎপর্য্য, সুতরাং তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে আর উল্লিখিত আশঙ্কার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

'পুরাণং ত্বং ভাগবতং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা' ইত্যাদি কএকটি শ্লোক পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীভগবৎপ্রিয়ত্ব এবং ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদত্ব প্রমাণিত করিয়া পরম সাত্ত্বিকত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।"]

(ক্রমশঃ)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গৌড়ীয়-ভক্ত কাহারা ?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—বিষ্ণু-ভক্তগণ বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্তগণ কার্ষ্ণ আর শ্রীরাধার ভক্তগণ গৌড়ীয়।

পারকীয় মধুররসাশ্রিত শ্রীরূপানুগ গৌরভক্তগণই গৌড়ীয়। গৌড়ীয় ভক্তগণ ললিতার অবতার শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী প্রভুর অনুগত। এজন্য গৌড়ীয়গণ শ্রীস্বরূপ-রূপানুগ। তাই মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুকে বলিয়াছেন –'তোমার গৌড়ীয়া করে এতেক ব্যবহার'।

গৌড়ীয়গণের মঞ্জরী System. শ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীরাধা-মদনমোহনই গৌড়ীয়গণের উপাস্য বস্তু। শাস্ত্র বলেন—

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দচরণ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল শ্রীগোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় 'গৌড়ীয়ার নাথ'॥

(চৈঃ চঃ অ ২০।১৪৩)

এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দোঁ, তিনে মোর নাথ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলিয়াছেন—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেব্য অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণই মদনমোহন, গোবিন্দই গোবিন্দ এবং গোপীজন-বল্লভই গোপীনাথ।

মদনমোহন-কৃষ্ণানুভবই সম্বন্ধ, গোবিন্দসেবাই অভিধেয় এবং গোপীজনবল্লভ কর্ত্তৃক আকৃষ্টই প্রয়োজন। (চৈঃ চঃ আঃ ১।১৯ অনুভাষ্য)

মদনমোহন কৃষ্ণই সম্বন্ধাধিদেবতা। গোবিন্দ অভিধেয়াধিদেবতা এবং গোপীনাথ প্রয়োজন-অধিদেব।

সাধারণতঃ গৌরপদাশ্রিত ভক্তগণকে গৌড়ীয় বলা হয়। গৌড়-দেশের ভক্তগণকেও গৌড়ীয় বলে। উৎকলদেশীয় ভক্তগণকে যেমন উড়িয়া ভক্ত বলা হয়, তদ্রূপ বঙ্গদেশীয় ভক্তগণও গৌড়ীয় ভক্ত বলিয়া সংজ্ঞিত হন। (চৈঃ চঃ আদি ১।১৯ অনুভাষ্য)

প্রশ্ন—আত্মনিবেদন কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

মুক্তস্যাপি মমান্তঃস্থো নিয়ন্তৈব হরিঃ সদা।
ইতি জ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং সম্যগাত্মনিবেদনম্॥

(ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ শ্রীমধ্বভাষ্য)

আমার হৃদয়স্থ শ্রীহরিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা বা চালক, এই জ্ঞানই সম্যক্ আত্মনিবেদন।

ভগবান্ শ্রীহরি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে সর্ব্বদা চালিত করিতেছেন এই জ্ঞানই আত্মনিবেদন।

প্রশ্ন—কে শীঘ্র সংসার হইতে উদ্ধার পায় ?

উত্তর—যিনি উত্তম হইয়াও নিজেকে হীন জ্ঞান করেন, তিনিই ভগবৎকৃপায় সংসার হইতে সত্বর উদ্ধার পান এবং ভগবান্‌কে লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপসনাতনকে বলিয়াছেন—

উত্তম হঞা হীন করি' মানহ আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥

(চৈঃ চঃ ম ১৬।২৬৪)

বাহিরে বিষয়ীপ্রায় থাকিয়া অন্তরে ভগবানে নিষ্ঠা রাখিলেও ভগবান্ তাঁহাকে শীঘ্রই উদ্ধার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বলিয়াছেন—

স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥

অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
(চৈঃ চঃ ম ১৬।২৩৭-২৩৯)

প্রশ্ন—পরম-পুরুষার্থ কি ?

উত্তর—কৃষ্ণে প্রেম বা কৃষ্ণে প্রীতিই পরম পুরুষার্থ।

শাস্ত্র বলেন—

কৃষ্ণসেবা বিনে জীবের না যায় 'সংসার'।
কৃষ্ণের চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার'॥
(চৈঃ চঃ ম ১৮।১৯৪)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্তির লক্ষণ কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—সমুদ্রের দিকে গঙ্গার অবিচ্ছিন্না গতির ন্যায় হৃদয়স্থ ভগবানের প্রতি মনের যে অবিচ্ছিন্না গতি, তাহাই শুদ্ধা ভক্তি বা নির্গুণা ভক্তির লক্ষণ। প্রীতির সহিত হৃদয়নিবাসী শ্রীহরির অনুক্ষণ চিন্তাই শুদ্ধভক্তি।

ভগবানের প্রতি যে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি, তাহাই শুদ্ধভক্তি।

কৃষ্ণসুখার্থ নৈরন্তর্য্যময়ী ও নিষ্কামা ভক্তিই শুদ্ধভক্তি।

শুদ্ধা ভক্তি নিরন্তরা, নিষ্কামা, নির্ম্মলা ও সবলা।

প্রশ্ন—শিষ্যের চিত্তবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত ?

উত্তর—মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—অহঙ্কার বা স্বতন্ত্রতা পরিত্যাগ ক'রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত বা শরণাগত হওয়াই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

হে গুরুদেব, হে কৃষ্ণ, আজ হ'তে আমি তোমার আশ্রিত হলাম, আমি তোমার সেবক হলাম, এখন তুমি আমাকে চালিত কর, সেবায় নিযুক্ত কর, আজ হ'তে আমি আমার কর্তৃত্ব বা অহঙ্কার পরিত্যাগ কর্‌লাম, এখন তোমার আদেশ, উপদেশ বা নির্দেশই আমার জীবনের ধ্রুবতারা বা নিয়ামক হউক—ইহাই শিষ্য আমার প্রার্থনা।

শিষ্য গুরুর হয়ে কৃষ্ণসেবাকে জীবন কর্‌বেন, তা'হলেই শিষ্য কৃষ্ণানুভূতি লাভ কর্‌তে পার্‌বেন, পরম-স্বতন্ত্র কৃষ্ণকে করায়ত্ত কর্‌তে পার্‌বেন।

নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ শ্রীগুরুদেবের পদরজে অভিষিক্ত হ'তে পার্‌লেই অর্থাৎ প্রীতির সহিত শ্রীগুরুদেবের সেবা করার সৌভাগ্য হ'লেই সত্য বস্তু আমাদের উপলব্ধির বিষয় হবে, নতুবা নহে।

মহতের পদরজে অভিষেক জিনিষটী 'প্রীত্যা সেবনম্'।

শিষ্যের চিত্তবৃত্তিটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের চরম শ্লোকের অনুযায়ী হওয়া দরকার :—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

হে কৃষ্ণ, আমার ব্যক্তিগত আনন্দের মধ্যে যে দৌরাত্ম্য, সেই দৌরাত্ম্যে আমি তোমাকে চাকর করে খাটিয়ে নিব না, তোমার যা ইচ্ছা, তাতে যদি আমি কষ্টও পাই, সেই কষ্ট পাওয়াটাই আমার আনন্দ। এরূপভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'লেই কৃষ্ণ তাঁর সেবকের নিবেদন গ্রহণ করেন, নতুবা কৃষ্ণ গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণের স্বার্থেই আমাদের স্বার্থ, তদ্ব্যতীত সবই অপস্বার্থ। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে ?

উত্তর—শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাবান্ জীবই ভক্তিতে অধিকারী। যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার কৃষ্ণভজনে অধিকার নাই। এজন্য কৃষ্ণভজনেচ্ছু ব্যক্তি শাস্ত্রকেই বিশ্বাস করেন। তদ্ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

আমি বহির্ম্মুখ। এজন্য আমি নিজেকেও বিশ্বাস করিব না। বহির্ম্মুখ সন্দিগ্ধ মনকেও আমি বিশ্বাস করিব না। যাহারা মনকে ও নিজেকে বিশ্বাস করে, সেই মনোধর্ম্মী জগতের কাহাকেও আমি বিশ্বাস করিব না। আমি বিশ্বাস করিব একমাত্র নিত্য সত্য বস্তু শাস্ত্রকে। শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিলেই ভগবানে, গুরুতে, ভক্তে, শ্রীবিগ্রহে, শ্রীহরিনামে আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই হইবে। এবং আমি নিত্য মঙ্গল লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিব। এতদ্ব্যতীত শান্তি, সুখ ও মঙ্গল লাভের অন্য রাস্তা নাই—নাই—নাই।

আমি মনে-প্রাণে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিব, শাস্ত্রের আদেশ ও উপদেশ যথাযথ পালন করিব, শাস্ত্রের আদেশ, উপদেশ ও শিক্ষা কদাচ লঙ্ঘন করিব না, তাহা হইলে আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে—নিশ্চয়ই হইবে—নিশ্চয়ই হইবে।

প্রশ্ন—পরমাত্মা মানে কি কৃষ্ণও হয় ?

উত্তর—হাঁ। পরমা+আত্মা=পরমাত্মা। পরমা অর্থে রাধা, আত্মা অর্থে প্রিয়তম। পরমা রাধার আত্মা—প্রিয়তম যিনি, তিনি কৃষ্ণ।

পরমাত্মা অর্থে পরম+আত্মা অর্থাৎ পরম প্রিয়তম।

প্রশ্ন—ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কি ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' ইতি শ্রুতি।

ভগবদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুঃ তৎকারুণ্যে চ তৎসংকীর্ত্তনমেব হেতুঃ। (ভাঃ ১০।৩০।৪৪ চক্রবর্ত্তী টীকা) শ্রীসনাতন-টীকা—(ঐ ৪৩)

শ্রীভগবদ্বশীকরণহেতুস্বাদ্গানস্য সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্।

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার॥ (চৈঃ চঃ)

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

প্রশ্ন—করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তের প্রার্থনা সব-সময় পূর্ণ করেন না কেন ?

উত্তর—শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৩২।১৬) বলেন,—"একশ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ভজন করিলে পর তিনি তাঁহাকে ভজনা করেন, কেহ-বা ভজনের অপেক্ষা না করিয়া অভজনকারীকেও ভজন করিয়া থাকেন। আবার কেহ ভজনকারী ও অভজনকারী কাহাকেও ভজন করেন না।" শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যাহারা প্রত্যুপকার আশায় পরস্পর ভজন করিয়া থাকে তাহারা একমাত্র স্বার্থে আবদ্ধ। এরূপ ভজনে সৌহার্দ্দ্যও নাই, ধর্ম্মও নাই। ইহা কেবলমাত্র স্বার্থের জন্যই হইয়া থাকে।

যাহারা পিতামাতার অন্ধ বধির নিজ পুত্রাদির ভজনের ন্যায়, ভজন না করিলেও অন্যের ভজন করে, তাহারা দুইপ্রকার। প্রথম কৃপালু, দ্বিতীয় স্নেহময়। এইরূপ ভজন দ্বারা দয়ালু ব্যক্তিগণ, ধর্ম্ম এবং স্নেহময় ব্যক্তিগণ, সৌহার্দ্দ্য লাভ করিয়া থাকে।

যাহারা অভজনকারীকে ভজন করা দূরে থাকুক, ভজনকারীদিগকেও ভজনা করে না তাহারা চারি প্রকার—আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী।

যাহারা আমার ভজন করে, আমি অনেক সময় সেই ভজনকারিগণকেও ভজন করি না। তথাপি আমি আত্মারাম ও অকৃতজ্ঞ ইহার মধ্যে কিছুই নহি। আমি পরম কারুণিক ও পরম সুহৃদ্। যেহেতু আমি নারদকে বলিয়াছি—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগীদের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে আমার কীর্ত্তন করেন, আমি সেই স্থানেই থাকি। হে গোপীগণ! তোমরা আমার ভজনা করিয়াছ; সুতরাং আমি তোমাদের ন্যায় ভক্তের নিকট নিরন্তর আছি। তবে আমি অদৃশ্যভাবে ভজনকারিগণকে ভজন করিয়া থাকি বলিয়া আমি ভজন করি না বলিয়াই মনে হয়। যদি বল, এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে বলি—কেবল প্রেমের বিচিত্রতা সম্পাদনের জন্য আমি প্রকাশ্যভাবে ভজন করি না। সাধক ভক্তগণের দৈন্য, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি ও ভক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যই আমি উদাসীনতা দেখাই। আর প্রেমিকগণের প্রেমের বিচিত্রতা বর্দ্ধনের জন্য আমি অদৃশ্যভাবে থাকি। আমি কোনদিন ভক্তগণকে ত্যাগ করিতে বা ভক্তের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি না। কারণ আমি গীতায় বলিয়াছি—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' যে আমাকে যে-ভাবে ভজন করে, আমি তাহাকে সেই-ভাবেই ভজন করিয়া থাকি। আমার এই বাক্যের বা প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইতে পারে না।

ভক্তগণের ভক্তিবৃদ্ধির জন্য আমি সংগোপনে ভক্তগণকে সাহায্য করিয়া থাকি। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রিয় ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়।"

(ভাঃ ১০।৩২।১৭-২১)

প্রশ্ন—ধর্ম্ম কি ?

উত্তর—বৈষ্ণবতোষণী (ভাঃ ১০।১।২) টীকা বলেন—'ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি করা বা ভগবৎ-সেবা করাই ধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

ভগবন্নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবানে যে ভক্তি, তাহাই পরম ধর্ম্ম।

প্রশ্ন – আত্মা মানে কি ?

উত্তর – আত্মা অর্থে পরম প্রিয়।

(বৈষ্ণবতোষণী ভাঃ ১০।১।৩)

গুরুদেবতাত্মা মানে গুরু যাহার পরম-প্রিয় বা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, সেই গুরুপ্রীতিমান্ বা গুরুভক্তিমান্ গুরুভক্তই গুরুদেবতাত্মা।

প্রশ্ন – হরি অর্থে কি কৃষ্ণ হয় ?

উত্তর—হাঁ। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।১।২৮) বলেন—'মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।'

বৈষ্ণবতোষণী—পরমমোহনরাসাদি-লীলয়া মনোহরঃ। পরমমোহন রাসাদি লীলা দ্বারা ব্রজগোপীগণের মন হরণ করেন বলিয়া কৃষ্ণকে হরি বলা হয়।

প্রশ্ন – কংস নাম কেন হইল ?

উত্তর – জগৎ-হিংসয়া কংস নাম্না প্রসিদ্ধঃ। কসি-ধাতোঃ শাতনার্থত্বাৎ। (বৈষ্ণবতোষণী ভাঃ ১০।১।৩০)

জগতের হিংসাকারী বলিয়া তাহার নাম কংস।

প্রশ্ন—কেহ কি ভক্তের বিঘ্ন করিতে পারে ?

উত্তর—না। ভাগ্যবতো জনস্য প্রাতিকূল্যং ব্যাঘ্র-সর্পাদিভিরপিনৈব করোতি।

ব্যাঘ্র-সর্পাদিও ভক্তের বিঘ্ন করে না।

(বৈঃ তোঃ ১০।১।৩৬)

প্রশ্ন—কিরূপ আর্ত্তি হইলে ভগবৎকৃপা হয়ই ?

উত্তর – শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা বলিতেছেন—

তাঁর প্রতিজ্ঞা—না করিব রাজ-দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য, কিবা দেহ,—সব অকারণ॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি' যোগী হই' হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য কহে, দেব, না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥
তিঁহ—প্রেমাধীন, তোমার প্রেম—গাঢ়তর।
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর॥ (চৈঃ চঃ মধ্য)

শাস্ত্র আরও বলেন—

পরমার্ত্ত্যৈব ভগবৎপ্রাপ্তিঃ।

প্রবল আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা দ্বারাই ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভবিষ্যপুরাণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথা

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশস্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ২৩-২৪ শ্লোকে বর্ণিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে 'ভবিষ্য' পুরাণের নাম উল্লিখিত আছে। বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেসের অধ্যক্ষ ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্তৃক সংবৎ ২০১৫ ও সন ১৯৫৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই 'ভবিষ্য মহাপুরাণ' (সটিপ্পনী মূল মাত্র) নামক গ্রন্থের প্রতিসর্গ পর্ব্ব চতুর্থখণ্ডে 'কৃষ্ণচৈতন্যোৎপত্তিবৃত্তান্তবর্ণনম্' শীর্ষক দশমাধ্যায়ে—"গঙ্গা-কুলে মহাবনে (অর্থাৎ গোকুল মহাবন-স্বরূপ শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথমিশ্রাবাসে) * * * প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং বিষ্ণুর্ধৃত্বা সর্ব্বকলাং হরিঃ * * শচীনন্দনঃ। সমুদ্ধর মহাপ্রভো কৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত। * * * বিজয়তে চৈতন্যকৃষ্ণো হরিঃ।"—এই কথাগুলি এবং "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" (চৈঃ চঃ আদি ৩।৪ ধৃত 'বিদগ্ধমাধব'স্থ ১।২ শ্লোক) শ্লোকটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত আছে—

"অনর্পিতচরো চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরেঃ পুতরস্নন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ সদা
স্ফুরতু নো হৃদয়কন্দরে শচীনন্দনঃ ॥”

শ্রীবিদগ্ধমাধবে বা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহা শুদ্ধরূপে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

“অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥”

উহার অনুভাষ্যধৃত অন্বয়মুখে ব্যাখ্যা এইরূপ —

“চিরাৎ (চিরকালং ব্যাপ্য) অনর্পিতচরীং (অদত্ত-পূর্ব্বাং) উন্নতোজ্জ্বলরসাং (উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তাং) স্বভক্তিশ্রিয়ং (নিজপ্রেমশোভাং) সমর্পয়িতুং (সম্যক্ দাতুং) কলৌ করুণয়াবতীর্ণঃ (কৃপয়া প্রপঞ্চাগতঃ) পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ (সুবর্ণোত্থ-সৌন্দর্য্যকান্তিপুঞ্জেন সম্যক্ প্রকাশিতঃ যঃ সঃ) শচীনন্দনঃ হরিঃ বঃ (যুষ্মাকং) হৃদয়কন্দরে (চিত্তগুহায়াং) সদা (সর্ব্বস্মিন্ কালে অহর্নিশং) স্ফুরতু (প্রকাশয়তু) ॥”

অর্থাৎ যিনি বহুকাল ব্যাপিয়া অদত্তপূর্ব্বা যে সম্বর্দ্ধিত উজ্জ্বল অর্থাৎ শৃঙ্গাররসময়ী নিজপ্রেমশোভা সম্যক্ প্রকারে দান করিবার জন্য কৃপা পূর্ব্বক কলিযুগে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুবর্ণোত্থ-সৌন্দর্য্যকান্তিসমূহ দ্বারা দীপ্যমান সেই শচীনন্দন গৌরহরি তোমাদের চিত্তগুহায় অহর্নিশ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউন।

জগতে আশীর্ব্বাদরূপ মঙ্গলাচরণে ‘বঃ’ অর্থাৎ ‘তোমাদের’ এইরূপ বলা হয়, আমরা সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার সময়ে ‘নঃ’ অস্মাকম্ অর্থাৎ ‘আমাদের’— এইরূপ বলিতে পারি। কিন্তু ‘অনর্পিতচরো’ ‘হরেঃ পুতর’ —এইগুলি মুদ্রাকর-প্রমাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ঐ প্রকরণে ও খণ্ডে ১৯শ ও ২০শ অধ্যায়েও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা উল্লিখিত আছে।

ফরাক্কা সেতুর উদ্বোধন

আমাদের পরম আনন্দের বিষয়, ফরাক্কায় গঙ্গার উপর যে রেল-সেতুটি দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্ম্মিত হইতেছিল, ভগবদিচ্ছায় বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহার নির্ম্মাণকার্য্য বর্ত্তমানে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১১ই নবেম্বর (১৯৭১) কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীহনুমন্তিয়া উক্ত ৭ হাজার ৩ শত ৪৫ ফুট দীর্ঘ সেতুটির উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—শিক্ষা ও পশ্চিমবঙ্গবিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্র-মোহন চৌধুরী, কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী মিঃ শফীকুরেশী ও পূর্ব্বরেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী জি, পি, ওয়ারিয়ার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। সেতুর উদ্বোধনকালে একটি থ্রু প্যাসেঞ্জার ট্রেণ চালান' হইয়াছিল। রেলমন্ত্রী লিভার টানিয়া সবুজ সঙ্কেত আলো জ্বালাইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে ট্রেণটি চলিতে আরম্ভ করে। গঙ্গা পার হইতে ট্রেণের সময় লাগিয়াছিল ৫ মিনিট। ইতঃপূর্ব্বে ফরাক্কা ও খেজুরিয়া ঘাট পার হইয়া মালদহে পৌঁছিতে সময় লাগিত ৩ ঘণ্টা, কষ্টেরও সীমা থাকিত না। এক্ষণে এই সেতুদ্বারা কলিকাতা, আসাম, উত্তরবঙ্গ ও উত্তরবিহারের সহিত বিশেষ যোগসূত্র সংস্থাপিত হওয়ায় যাতায়াতের খুবই সুবিধা হইল। ফরাক্কা হইতে বঙ্গাইগাঁও পর্যন্ত রেললাইন ব্রডগেজ আছে, তৎপর মিটার গেজ। অদূর ভবিষ্যতে সমস্তই ব্রডগেজে পরিণত হইবার পরিকল্পনা চলিতেছে।

আমাদের আসাম প্রদেশে তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ও সরভোগ অঞ্চলে চারিটি শাখামঠ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে মঠাশ্রিত বহু ভক্ত আছেন। এই সেতুটি হইয়া তাঁহাদের ও আমাদের উভয়ত্র ভগবৎ কৈঙ্কর্য্যার্থ গমনাগমনের খুবই সুবিধা হইল। এজন্য আমরা মাননীয় ভারতসরকার-সমীপে সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য

অধুনা দেবভাষা সংস্কৃত ভাষায় ক্রমশঃ বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী নরনারীগণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দ অনুভব করিতেছি। বাংলা, হিন্দী বা দেবনাগরী, উর্দ্দু ও উৎকলীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান না থাকিলে ঐ সকল ভাষাজ্ঞানও সুষ্ঠুভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না। তেলেগু, তামিল, মালয়ালাম্ ক্যানারীজ্, তুলু, মহারাষ্ট্রীয় বা মারাঠী, কাশ্মিরী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, নেপালী, গুর্খা, গুজরাটী, অসমিয়া বা অহমিয়া (আসামী), প্রাকৃত, পালী, তিব্বতীয় ব্রহ্মভাষা প্রভৃতি যাবতীয় ভাষার মূল সংস্কৃত। ইহাই আর্য্যভাষা। অধুনা দ্রাবিড় ভাষাকে আর্য্যভাষা হইতে যে পৃথক্ করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা ভাষার মৌলিক-জ্ঞানাভাব-প্রসূতা। বস্তুতঃ দ্রাবিড়াম্নায় মূল সংস্কৃত হইতে পৃথক্ নহেন। ভারতীয় ভাষা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়ও অনেক সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায়। সংস্কৃতভাষা ব্যতীত কোন সাহিত্য-সৌন্দর্য্যই সম্বর্দ্ধিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করিতে হইলে দেখা যাইবে—মন্ত্রতন্ত্র যাহাকিছু সমস্তই সংস্কৃতভাষা লইয়া। বেদ, বেদান্ত, ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্রাদি যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় অভিব্যক্ত। শাস্ত্রানুশাসন না মানিলে সদ্ধর্ম্মাববোধনাভাবে শ্রেয়ঃস্মৃতি ভক্তিপথ ভ্রষ্ট হইয়া কুবর্ত্মানুসরণে নরকগমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। এজন্য শ্রেয়ঃপথানুসন্ধিৎসুজীবমাত্রেরই দেবভাষা-জ্ঞানার্জ্জন একান্ত আবশ্যক।

পরম করুণ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নীরস ব্যাকরণ-শাস্ত্রকে সরস অর্থাৎ ভক্তিরসযুক্ত করিবার জন্যই শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদের এই ছয় প্রকার অঙ্গ বা অবয়ব-স্বরূপ। শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্॥" অর্থাৎ সমগ্র বেদের বেদ্য বস্তু শ্রীভগবান্। তিনিই বেদের অন্ত বা শিরোভাগ উপনিষৎকর্ত্তা, তিনিই বেদজ্ঞ। এজন্য 'মন্মনা ভব…… মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা তিনি বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রসমূহের সর্ব্বগুহ্যতম মর্ম্মার্থই যে তৎপাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতিমূলা ভক্তি, তাহা স্বয়ং শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। তাই তদনুসরণে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বেদাঙ্গ ব্যাকরণের হরিনামামৃতময়ী রূপমাধুরী প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতি সূত্রই সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তসার ভক্তিরসময় হওয়ায় 'স্বাদু স্বাদু পদে-পদে' ন্যায়ে ক্রমেই ইহার স্বাদাধিক্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে এমন সুন্দর কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে যে, এক হরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব্ব-সাত্বতশাস্ত্র-জ্ঞানার্জ্জন সম্ভব হইয়া যায়। সূত্রগুলি ভক্তিরসাপ্লুত হওয়ায় ছাত্রগণ ইহা সহজেই কণ্ঠস্থ রাখিতে পারেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রের কাঠিন্যবোধ অন্তর্হিত হইয়া যায়। ব্যাকরণ-জ্ঞান ব্যতীত শুদ্ধভাবে কথা বলিতে ও লিখিতে পারা যায় না, বেদবেদান্তেতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রও সুষ্ঠুভাবে তাৎপর্য্য-বোধ-সহকারে উপলব্ধির বিষয় হয় না। অবশ্য ব্রহ্মবিদ্যা গুরুমুখী বিদ্যা। সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে তাঁহার একান্ত আনুগত্য ব্যতীত তাহা ব্যাকরণাদি পাঠ দ্বারা অধিগত হইবার নহে। ব্যাকরণ পড়িলেই যে শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞান লাভ সুলভ হইবে তাহা নহে, তথাপি গুরুমুখশ্রুত শাস্ত্রার্থবোধে ও প্রকাশে ইহা বিশেষ সহায়ক।

সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিচালিত **শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের** বাংলা ১৩৭৮, ইং ১৯৭১ সালের পরীক্ষার ফল—

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।

নিম্নলিখিত শিক্ষার্থিগণ **কাব্য ও ব্যাকরণের মধ্য ও আদ্য** পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

১। শ্রীভাস্করবিশ্বাস—কাব্যের মধ্য—২য় বিভাগ।

২। শ্রীস্বপন ভট্টাচার্য্য—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য—২য় বিভাগ।

৩। শ্রীভাস্কর বিশ্বাস—পাণিনি ব্যাকরণের আদ্য—১ম বিভাগ।

কলিকাতা **শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের** বাংলা ১৩৭৮, ইং ১৯৭১ সালের **শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ পরীক্ষার ফল—**

অধ্যাপক—পণ্ডিত শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী ব্যাকরণতীর্থ।

নিম্নলিখিত শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনীগণ শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের উপাধি, মধ্য ও আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

১। শ্রীমতী শান্তি মুখোপাধ্যায়—উপাধি—দ্বিতীয় বিভাগ
১। শ্রীমতী গায়ত্রী নাগ— মধ্য—দ্বিতীয় বিভাগ
১। শ্রীবলভদ্রদাস ব্রহ্মচারী—আদ্য—দ্বিতীয় বিভাগ
২। শ্রীননীগোপাল দাস— আদ্য—দ্বিতীয় বিভাগ
৩। শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্তা— আদ্য—প্রথম বিভাগ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাবতিথিপূজা

গত ১৯ অগ্রহায়ণ (১৩৭৮), ইং ৬ ডিসেম্বর (১৯৭১) সোমবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের তিরোভাবতিথিপূজা তদীয় গুণগাথা কীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রভাতে শ্রীবিগ্রহের দৈনন্দিন মঙ্গলারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমার পর গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, বৈষ্ণববন্দনা, পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বিরচিত 'সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং' ইত্যাদি 'শ্রীল প্রভুপাদপদ্মস্তব', শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বিরচিত 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' ও 'যে আনিল প্রেমধন' এবং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিরচিত 'গুরুদেব, কৃপাবিন্দু দিয়া' প্রভৃতি গুরুপাদপদ্ম মাহাত্ম্যসূচক পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পুরাতন সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের আচার্য্য-বিরহ-সংখ্যা (১৫শ বর্ষ ২৩-২৪ সংখ্যা) হইতে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটলীলাবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বের (অর্থাৎ ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৩৬ প্রাতঃকালীয়) ও পূর্ব্বদিবসের কতিপয় শেষবাণী পাঠ করেন। পাঠের পর শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তন করেন।

মধ্যাহ্নে 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার 'প্রশ্ন-উত্তর' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধলেখক বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামস্থিত শ্রীভাগবত আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ বিশেষ আবেগভরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ ভক্তিবিগ্রহ স্বরূপ, একমাত্র তাঁহারই মাধ্যমে তাঁহারই অহৈতুকী কৃপায় ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে'।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধানয়ননাথ-জিউর বিবিধোপচারে বিশেষ ভোগরাগ বিহিত হইলে সমবেত ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্নে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রস্তাবক্রমে এই সভায় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য মহিমা শংসন করিয়াছিলেন যথাক্রমে—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সহরে Black out হেতু সময়ের অল্পতা বশতঃ তাঁহার অত্য কিছু বলিবার অবকাশ হয় নাই। পর দিবস অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীজী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা প্রাণ ভরিয়া কীর্ত্তন করেন।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং ভারতব্যাপী অন্যান্য শাখামঠেও তদানুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের এই বিরহতিথি-পূজা-মহোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছে।

পূজ্যপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব গত ১১ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৩॥ মাস পরে গত ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান

পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলা :—নদীয়া
১৮ নারায়ণ, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ
৪ পৌষ, ১৩৭৮; ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের** কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয়-পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮৬ শ্রীগৌরাব্দ), ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ বুধবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ ও শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা** উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নামসংকীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, বক্তৃতা, ভোগরাগ, মহোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠিত হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

নিবেদক—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক-ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী *

২৩ গোবিন্দ, ৯ ফাল্গুন, ২২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১১ ফাল্গুন, ২৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার—শ্রবণাখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহরক্ষেত্র শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ১৩ ফাল্গুন, ২৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার—প্রাতঃ ৭।৩৬ মধ্যে পারণ। পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ১৪ ফাল্গুন, ২৭ ফেব্রুয়ারী রবিবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ১৫ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার—বন্দন-দাস্য-সখ্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীল সারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৯ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

৪৮৬ **শ্রীগৌরাব্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ বুধবার**—পূর্ব্বাহ্ণ ৯।৫৪ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌর-পূর্ণিমার পারণ। **শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।**

---

* দৈবানুরোধে এই উৎসব-পঞ্জী পরিবর্ত্তনীয়।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

১১শ বর্ষ

১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৭৮

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এ, বি-এল্
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ :—

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্, কলিকাতা-২৬
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)
৫। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর
৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৭। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালীয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন (মথুরা)
৮। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ-২ (অন্ধ্র প্রদেশ)
১০। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৮ (আসাম)
১১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর (আসাম)
১২। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ- চাকদহ (নদীয়া)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া (আসাম)
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড় (পাঞ্জাব)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১৫। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)
১৬। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

১১শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭৮। { ১২শ সংখ্যা
২৯ মাধব, ৪৮৫ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ মাঘ, শনিবার; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৭২।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

আমরা দেবতা হইতে চাহি না। দেবতা অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠতা আছে। মানুষ প্রতিনিয়ত দুঃখের পরিচয় পায়। দেবতারা সুখের জন্য এত বিভোর যে, তাঁহারা সহজে দুঃখের পরিচয় না পাওয়ায় আরও অধিককাল কর্ম্মের নাগরদোলায় ঘুরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। মনুষ্য-জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য মানুষের বেশে এমন কতিপয় মহাপুরুষ ভগবানের দ্বারা এই জগতে প্রেরিত হন, যাঁহারা ত্রিতাপগ্রস্ত মনুষ্যকে উদ্ধার করিয়া ভগবানের রাজ্যে পাঠাইয়া দেন। ভগবানের সেইরূপ নিজদূত—ভগবানের বাণীর দূত—পত্রবাহক যিনি, তিনিই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন।

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

উচ্চ কুল, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য, সৌন্দর্য্য—এই সকলের Chamberএ যদি কেহ প্রবেশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মত্ততা বাড়িয়া যাইবে। ঐ সকলের অভিমান পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ হইতে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম বাহির হইবে না। কাহার মুখ দিয়া হরা-কৃষ্ণের নাম বাহির হয়?—তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চন-গোচরম্॥
এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু সেই নাম প্রভুকেই একমাত্র আশ্রয়ণীয় বলিয়াছেন; কেননা, তাহা মুক্তপুরুষগণেরই একমাত্র উপাস্য। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—অমুক্ত অন্যাভিলাষিগণের উপাস্য, আর নামপ্রেমই মুক্তপুরুষগণের উপাস্য। নামভজন-ব্যতীত মনুষ্য-কল্পিত যাবতীয় সাধনের প্রণালীকে আমি মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি,—ইহা একমাত্র গৌরপাদপদ্মৈক-নিষ্ঠ নামভজন-কারীই বলিতে পারেন।

হে হরিনামপ্রভো, তুমি নির্ব্বিশেষ নহ, তোমার শ্রীচরণকমল, তোমার শ্রীবদনকমল, তোমার শ্রীনাম, তোমার শ্রীরূপ, তোমার শ্রীগুণ, তোমার শ্রীপরিকর, তোমার শ্রীলীলা আছে। তোমার শ্রীচরণকমলের প্রান্ত-ভাগকে নিখিল বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ অনুক্ষণ আরতি করিতেছেন।

আমি ভোগী থাকিব, আর গৌরনাম করিব — এইরূপ বুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম হয় না। চৌহদ্দীওয়ালা ব্যক্তিগণ finite জিনিষে tempted হইয়াছেন—আলেয়ার ছলনায় লুব্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের মুখে হরিনাম বহির্গত হয় না; মুক্তকুলের মুখপদ্মেই শ্রীহরিনাম প্রভু প্রকাশিত হন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের আত্মা সুপ্ত, তাহাকে জাগ্রত করিতে হইলে কেবল কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিব ও সেই শ্রবণের অনুকীর্ত্তন করিব। কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারীর সঙ্গ ব্যতীত আর অন্য কোন সঙ্গ করিব না।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তিকে যূপকাষ্ঠে বলি দিবার জন্য যাঁহার বাণীখড়্গ সর্ব্বদা শাণিত রহিয়াছে, তিনিই প্রকৃত সাধু।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

যে গুরুপাদপদ্মের বিষয়বিগ্রহের সেবা-ব্যতীত অন্য কিছু ধর্ম্ম নাই, অন্য কোন বুদ্ধি বা দর্শন নাই, তিনিই আমার গুরুদেব; তিনি কর্ণের দ্বারা তোষামোদ শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, নিজের Conduit pipe এর মধ্যে ভাল ভাল ভোজ্যদ্রব্য পূরণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, যিনি হরিকথা ছাড়া অন্য কোন কথা কখনও বলেন না, হরিসেবা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মের পরামর্শ দেন না, যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সেকেণ্ডও অন্য কার্য্য করেন না, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।

একবার কালীঘাটের শ্রীযুত প্র * * বাবু ও শ * * বাবু আমার গুরুপাদপদ্মের দর্শনের জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন। তাঁহাদিগকে তখন গুরুদেবের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহাদের একজন আমার গুরুদেবকে বলিলেন,—আমাকে কৃপা করুন। গুরুদেব বলিলেন,—আপনি এখানে থাকুন। তদুত্তরে শ্রীযুত প্র * * বাবু বলিলেন,—আমি যে Return Ticket করিয়া আসিয়াছি। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিলেন,—Return Ticket এর মায়াটি পর্য্যন্ত যখন ছাড়িতে পারেন নাই, তখন কি করিয়া শিব-ব্রহ্মাদির আরাধ্য বস্তুর সন্ধান পাইবেন? শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই কথাটি হইতে বেদমন্ত্রের 'অভিগচ্ছেৎ' শব্দের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলাম। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের এক একটি বাণী ও আচরণই এইরূপ বেদ, ভাগবত, গীতার তাৎপর্য্য। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম হইতে বুঝিতে পারিয়াছি,—আর অন্য কোন কৃত্য নাই, ঘরে আগুন লাগিয়াছে, আগুনকে নিভাইতেও যাইতে হইবে না, অন্য কোন কার্য্য করিতে হইবে না, একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ব্যতীত। এইরূপ-ভাবে সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর নিকট চাউল-ধানের গল্প শুনিতে যাওয়া সাধুর সঙ্গ নহে। সাধুর নিকট হইতে প্রশংসা পাইতে যাওয়া কিম্বা জাগতিক কোন বস্তু লাভ করিতে যাওয়া সাধুর নিষ্কপট কৃপা-প্রাপ্তি নহে, তাহা সাধুর বঞ্চনা। সাধু একদিকে যেমন পরম কৃপাময়, আর একদিকে সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, ইহা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে লক্ষ্য করিয়াছি। যাঁহারা তাঁহার ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন, বুঝিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে তিনি খুব প্রতিষ্ঠা, নানাপ্রকার দ্রব্যসম্ভার ও লোকের প্রদত্ত অর্থাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতেন।

সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে Anthropomorphism বা Apotheosisএর ধারণা বিদূরিত হয়। মায়ার কিঙ্করকে গুরু সাজাইবার চেষ্টা Apotheosis. ভোগবুদ্ধির

দ্বারা কখনও গৌরসুন্দরের পাদপদ্মের নিকট পৌঁছিতে পারিব না। শ্রীগৌরসুন্দর এই পৃথিবীতে প্রকট-লীলায় অবস্থান না করিলেও সর্ব্বক্ষণ যদি নিষ্কপটভাবে সাধু-গুরুর সঙ্গে থাকিতে পারি, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির সহিত আমার চিত্তবৃত্তিকে সংলগ্ন (dovetailed) করিতে পারি, তবে সেইরূপ প্রকৃষ্ট সঙ্গ দ্বারাই আমার মঙ্গল হইবে।

An insincere hypocrite cannot be a Guru. Mundane activityতে যাহার aspiration আছে, সে কখনও গুরু হইতে পারে না। Pseudo Guru should be turned out and exposed. ভগবানের কাছে যে-সকল উপায়ন শিষ্য surrender করিতেছেন, মাঝপথে যদি কেহ উঁহাদের দ্বারা নিজের কন্যার বিবাহ বা নিজের বাড়ী তৈয়ারী করেন অথবা নিজের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে তাহা নিয়োগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে 'ঠগ' জানিয়া সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিতে হইবে। সেরূপ অসৎ লোকের কোন কথা শুনিতে হইবে না। বিষয়-বিগ্রহের সেবার বস্তু মধ্যপথে আত্মসাৎকারী ব্যক্তি কখনও গুরুপদবাচ্য নহেন—

ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

এমন কি, Social service এর জন্য যিনি প্রস্তুত হইয়াছেন, সেরূপ নাস্তিকের সঙ্গও করিতে হইবে না। সেরূপ ব্যক্তি কখনও আত্মমঙ্গল বা পরমঙ্গল লাভ করিতে পারে না—স্বরাজ্য লাভ করিতে পারে না। ঐরূপ Social service করিতে করিতে সে নিজে মায়ার গর্ত্তে পড়িবে এবং সকলকে অসুবিধায় পাতিত করিবে।

প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর রতি, তারপরে ভক্তি। যখন সাধন আরম্ভ হয় নাই, তখন শ্রদ্ধা, যখন সাধন সমাপ্ত হইয়াছে, তখন রতি, যখন সাধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ভক্তি বা প্রেম। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

যিনি বাস্তবিক বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁহার সেবা-ব্যতীত কখনও মঙ্গল হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের Tie of love between finite things হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল জিনিষে আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন নাই, সেই সকল জিনিষে প্রয়োজন-বোধ হইয়াছে।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

যাঁ'রা 'কাছি' টানার ন্যায় ভগবান্‌কে ঠকাইবার জন্য মালা টানেন বা খুব চেঁচামিচি করেন, অথচ প্রত্যেক শব্দে কৃষ্ণ-দর্শন, প্রত্যেক উচ্চারণে সাক্ষাৎ গৌরসুন্দরের দর্শন না করেন, তাঁহাদের সঙ্গ আমরা করি না। সর্ব্বপাণ্ডিত্যের শেষ সীমা—কৃষ্ণসম্বন্ধ।

বরং হুতবহজ্বালা-পঞ্জরান্তর্ব্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখ-জন-সংবাসবৈশসম্॥

যদি ভগবানের সেবা করিব, প্রকৃত এই চিত্তবৃত্তি হয়, তবে ভগবানের সেবার উপকরণরূপে সমগ্র জগৎকে দর্শন করিব। তখন র‍্যাফেলের অঙ্কিত ছবি আমাকে Captivate করিতে পারিবে না। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান অনর্থযুক্ত অবস্থায় গ্রহণ করিতে পারি না,—ইহা বুঝিব। আপনি যদি নবদ্বীপ যান, দেখিতে পাইবেন, বিদ্যাসুন্দরের নায়ক-নায়িকার কথার ন্যায় সেখানে চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গানের সুরতান ও কাব্যকে উপভোগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু গানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা দগ্ধোদর-ভরণ-পোষণ বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়-ভোগের জন্য নহে। যাহারা ইহা বুঝিতেছে না, তাহারা ব্যাধের গানে লুব্ধ হরিণের ন্যায় কামবাণে বিদ্ধ হইয়া পশু ও পিশাচে পরিণত হইতেছে এবং নরকে যাইতেছে। ইহারা নরক গুলজার করিবে—এই বুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণে প্রমত্ত হইয়া আছে, সাধুর কথা শুনিতেছে না। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত এই সকল নরপশুগুলিকে বঞ্চিত করিবার জন্যই এই প্রথার আবিষ্কার করিয়াছেন।

শিক্ষিত লোকদের কেন যে আজকাল বুজরুকীতে অধিক শ্রদ্ধা হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। একবার রা * * দত্তের পিতা নৃ * * দত্ত মধুরায়ের গলিতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে লইয়া যান। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট নৃ * * দত্ত আসিয়া বলেন—দেখুন, আমরা ত' একমাত্র মহাপ্রভুকেই জানি। কিন্তু আমার ছেলে রা-একজন মায়াবাদীর সঙ্গে মিশিয়া কিরূপ হইয়া গেল! মানুষকে নূতন অবতার, নূতন মহাপ্রভু বলিয়া ঘোষণা করিতেছে! আপনি কৃপাপূর্ব্বক একবার আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া ঐ লোকটিকে পরীক্ষা করিয়া যান—রা—'র গুরু কিরূপ—সাধু না বুজরুক্? আপনি বলিলে আমি বিশ্বাস করিব। নৃ—দত্তের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। যেদিন নৃ—দত্তের বাড়ীতে রা—'র আসিবার কথা ছিল, সেইদিন নৃ—দত্ত বহু যত্ন করিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তথায় লইয়া গেলেন। নৃ—দত্ত রা—কে বলিলেন—'আমার একটী পরম বৈষ্ণব বন্ধু আসিয়াছেন, তিনি মহাপ্রভুগত-প্রাণ।' সেই সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবসভা স্থাপিত হইয়াছে, তখন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উক্ত সভায় খুব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখিয়া রা—"যা'রে দেখিলে নয়ন ঝুরে, তা'রা দু'ভাই এসেছে রে" গান করিতে করিতে অজ্ঞানের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অপর ঘরে ছিলেন। তাঁহারই সম্মুখের বারান্দায় রা—'র এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে রা—'র নিকট কতকগুলি রসগোল্লা আনিয়া ধরা হইল। রা—তাহা খাইলেন এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য লোক ভক্ষণ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট কেহ তাহা আনিবারই সাহস করিলেন না। কিছুক্ষণ পরে আবার কিছু অমেধ্য আনা হইল, রা—প্রথমে আপত্তি করিলেন, পরে তাহা স্পর্শ করিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল ভাব দেখিয়া আসিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীমদ্ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর কষ্টিপাথরে ঐসকল হাবভাব যাচাই করিয়া লইলেন। নির্ব্বিশেষবাদি-সম্প্রদায়, চিজ্জড়সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের কপটতা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর বাক্যের দ্বারা ধরাইয়া দিলেন। ইহাদের প্রতিবিম্ব ও ছায়ারত্যাভাসাদি কখনও প্রেমের বিকার নহে। যাঁহারা চরমে নির্ব্বিশেষবাদকেই তাঁহাদের আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাঁহাদের ভক্তিমুদ্রার অনুকরণ—কপটতামাত্র। অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় এই সকল ব্যক্তিকে জনগণমতের কঞ্চির আগায় তুলিয়া বড় করিয়া তোলে। ইহারই নাম Apotheosis. গৌরভক্তগণ Apotheosis এর ভক্ত নহেন। তাঁহারা মানুষ-ভজা নহেন, কর্ত্তা-ভজা নহেন; তাঁহারা আশ্রয়বিগ্রহসমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহের নিত্য-সেবক। —ইহাই গৌরভজনের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৪৬ পৃষ্ঠার পর)

পরমারাধ্য মহাপ্রভু বৈরাগ্য-বিষয়ে রামানন্দকে এই প্রকার কহিয়াছেন:—

যথার্থ বৈরাগ্য লোকে বুঝিতে না পারে।
দণ্ড কমণ্ডলু ধরি' বৈরাগ্য আচরে॥
কেহ বা সংসার ত্যজি বৈরাগী বলায়।
কেহ বাঘাম্বর পরি' দণ্ডাশ্রমে যায়॥
যথার্থ বৈরাগ্য হয় বিষয়ে বিরাগ।
আত্মার উৎকর্ষ আর জ্ঞানে অনুরাগ॥
ঈশ্বরেতে আত্মদান কর্ত্তব্য-সাধন।
নিষ্কাম হইয়া কার্য্য কর সম্পাদন॥
ত্যাগ-শব্দে বৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝা যায়।
কিন্তু ত্যাগ-শব্দ-অর্থ বুঝা বড় দায়॥
এই বাক্য শ্রেষ্ঠ গণি' কত মহাশয়।
সংসার ত্যজিয়া ঘোর কাননেতে রয়॥
ত্যাগ-শব্দে দুই অর্থ করে বুধগণ।
লিপ্সার অভাব আর সংসার-বর্জ্জন॥

লিপ্সাহীন হওয়া জান হয় শ্রেষ্ঠতর।
অধিক শক্তির কার্য্য জান ভক্তবর॥

সংসারে বিরক্তি জন্মিলে বৈরাগ্য হয় সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র বিরক্তিকে শুষ্কবৈরাগ্য কহা যায়। সংসারে বিরক্তি হইয়া যদি কোন পুরুষের সর্ব্বভূতে দয়া এবং 'কৃষ্ণে নির্ম্মল প্রেমভক্তি' উদয় না হয়, তবে সে বৈরাগ্যে কিছুমাত্র রস নাই। এই বিষয়টীতে অনেকের ভ্রম হইয়া থাকে। কেহ কেহ সাধনকুশল হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া দূরে থাকুক তাহাদের যে কিসে মঙ্গল হইবে, এইরূপ কোন প্রকার চিন্তা করেন না। ইহাতে তাঁহাদের বৈষ্ণবতার বিশেষ ক্ষতি হয় স্বীকার করিতে হইবে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মস্তোত্রে,—

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈ-
রারাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদি বদ্ধকামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূতদয়য়াসদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষবহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥

এই ব্রহ্মবাক্য অতিশয় গম্ভীর। সমস্ত বৈষ্ণবতত্ত্ব ইহাতে কথিত হইয়াছে। এই শ্লোকের সম্যক্ ভাষ্য হইলে আমাদের অদ্যকার প্রয়োজন সফল হইবে। অতএব মহাশয়েরা স্থিরচিত্তে শ্রবণ করত বিচার করুন।

এই শ্লোকের বাক্যার্থ এই যে, অসল্লোক-কর্ত্তৃক অপ্রাপ্য অর্থাৎ সৎলভ্য যে সর্ব্বভূতে দয়া তদ্দ্বারা আরাধিত হইলে ভগবান্ যতদূর প্রসন্ন হন, স্বার্থপর হইয়া উপচিত উপচারের দ্বারা সুরগণেরাও তাহার যে আরাধনা করেন তদ্দ্বারা ততদূর প্রসন্ন হয়েন না, যেহেতু প্রচ্ছন্নভাবে ভগবান্ সর্ব্বজীবের সুহৃৎ ও অন্তরাত্মা-রূপে অবস্থিতি করেন।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ প্রাপ্তির যে কামনা তাহাকে এই শ্লোকে কাম বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কাম যাহার হৃদয়ে বদ্ধ আছে, তিনি যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার মধ্যে কেহ হন, তথাপি তিনি উপচিত উপাচারের দ্বারা ভগবান্‌কে ততদূর প্রসন্ন করিতে পারেন না। ভণ্ডভাবে যদিও উপচিত উপাচার ভগবান্‌কে অর্পণ করা যায়, তাহাতে তো কোন প্রকার উপকারের সম্ভাবনাই নাই; ইহা নিশ্চয় আছে, যেহেতু ভগবান্ অন্তর্যামী, অতএব বাহ্যদৃষ্টি দ্বারা তিনি বিচার করেন না অর্থাৎ সাধকের অন্তর্বৃত্তি দৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ ভণ্ডতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরলতা অবলম্বন করত পূর্ব্বোক্ত কোন পুরুষ ভগবান্‌কে উপচিত উপাচারের দ্বারা আরাধনা করেন তথাপি ভগবান্ ততদূর প্রসন্ন হয়েন না। আরাধনা শব্দ অন্তর্বৃত্তিবাচক এবং বাহ্য-নিষেধক। অতএব আরাধনা শব্দ প্রয়োগের দ্বারা ভণ্ডতার প্রতিষেধ হইয়াছে। 'অতিশয় প্রসন্ন হন না' শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই যে, সকাম হইয়া ভজনা করিলেও ভগবান্ প্রসন্ন হন অর্থাৎ কামনার ফলমাত্র দেন এবং কখন কখন সম্যক্ বৈরাগ্যের উদয় করান। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকামো উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥

কিন্তু সর্ব্বভূতের প্রতি দয়ার দ্বারা যে ভগবদারাধনা তাহাতে যতদূর তাঁহার প্রসন্নতা হয়, কামনাপ্রযুক্ত ততদূর হয় না। অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম হইয়া যেসকল পুরুষ ভগবদারাধনা করেন, তাঁহাদের আরাধনা সমাপ্তির অর্থাৎ পূর্ণতার প্রতীক্ষা থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য পুনরাবৃত্তি ঘটনীয়, ইহাই জ্ঞাতব্য। কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের ন্যায় ভক্তিযোগ কদাচ বৃথা হয় না, অতএব স্বার্থমূলক ভক্তিযোগের পরিণামে নিস্বার্থ সর্ব্বভূত-দয়া উদয় হয়। স্বার্থভক্তি ভক্তিবৃক্ষের বীজস্বরূপ, অতএব কালক্রমে ঐ পবিত্র বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং পরমপ্রেমরূপ ফলের জনক হয়। স্বার্থভক্তি সঙ্কীর্ণ, অতএব যখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হয় তখন সর্ব্বভূত-দয়ারূপ ভক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন কামনা করেন, তখন পরমেশ্বর তাহাকে মূর্খ জানিয়া স্বীয় চরণাশ্রয় প্রদানের দ্বারা তাহার স্বার্থপরতা দূর করেন।

সর্ব্বভূতে দয়ারূপী ভক্তিই জীবের স্বভাব, অতএব বৈরাগী পুরুষদিগের তাহাই প্রাপ্য। পরমেশ্বরে যতদূর দৃঢ়ভক্তির উদয় হয়, ততই জীবের চরিতার্থতা হইয়া থাকে। সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াই এই ভক্তির লক্ষণ। জীব কিজন্য অন্য জীবের প্রতি দয়া করেন? ইহার

নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গেলে কৃষ্ণভক্তিই ইহার হেতু এরূপ বোধ হয়। সমস্ত জীবের সুহৃদ্ ও অন্তরাত্মারূপে পরমেশ্বর লক্ষিত হন, অতএব তাঁহার প্রিয় জীবসকলের প্রতি আমাদের একটি নিত্য সম্বন্ধ আছে। যেমত কৃষ্ণপ্রেমই জীবের স্বভাব তদ্রূপ কৃষ্ণের জীবেও প্রতি প্রেম ও ভ্রাতৃবৎ সখ্যও আমাদের স্বাভাবিক কার্য্য। অতএব অন্য সমস্ত জীবের কল্যাণ-চিন্তা ও তজ্জন্য চেষ্টা না করিয়া আমরা যে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকি তাহা অসম্পূর্ণ।

এই সিদ্ধান্তের সহিত বৈরাগ্যধর্ম্মের কি প্রকার ঐক্য হইবে তাহা এক্ষণে বিচার করা যাউক। হে সাধুমণ্ডলি! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, জগতে যত জীব আছে ঐ সকলের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করা ও তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। জীবের মঙ্গলসাধন যদি আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে আমরা কি প্রকারে সংসার হইতে দূরে থাকিতে পারি? ত্রিতাপে তাপিত জীবগণ বনমধ্যে মুনিদিগের নিকট ঔষধি অন্বেষণ করিতে যান না, যেহেতু তাঁহারা যে রোগগ্রস্ত তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারাই সুস্থ অন্তঃকরণে গৃহমেধ-যাগ করিয়া কালক্ষেপণ করিতেছেন এবং যে সকল ব্যক্তির বৈরাগ্যযোগে তাঁহাদিগকে দুঃখী কহেন, তাঁহারাই কোন বিশেষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই রোগ-বিশেষ। তাঁহাদের বিবেচনায় বৈরাগ্যই পাষণ্ডতা এবং ইন্দ্রিয়-সুখই কার্য্য। যেমত বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি শীতল জলকে সমাদর করিয়া অধিকতর বিকার-প্রাপ্ত হয়, তদরূপ বিষয়ী মানবগণ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করত বাসনারূপ রোগের বৃদ্ধি করেন। বাতুলেরা যেরূপ সুস্থ অন্তঃকরণের লোকদিগের অবস্থায় দুঃখিত হয়, সংসারী পুরুষও বৈরাগী দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া থাকেন। মদ্যপান করিয়া যে-সকল ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, তাহারা যেমত মদ্যবিরত পুরুষদিগকে দুর্ভাগা জ্ঞান করে, সংসার-মধ্যে মুগ্ধ হইয়া অবিবেকী পুরুষেরাও তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষদিগের বৈরাগ্যকে দুঃখের কারণ জানিয়া ভাবিত হয়। হায়! এ সমস্ত নির্ব্বোধ লোকের উপায় কি? যখন ইহারা নিজ রোগকে জানিতে পারে না, তখন তাহাদের শান্তি কিরূপে হইবে? আহা! কোন্ সহৃদয় বিবেকী পুরুষ ইহাদের অবস্থার পর্য্যালোচনা করত দুঃখ-সাগরে পতিত না হন? মহাত্মা ভাগবতসকল যদি ঐ সকল লোকের প্রতি কৃপা না করেন, তবে উহাদের আর ভরসা নাই। অন্যান্য লোকে কষ্ট স্বীকার করত বাতুলের ঔষধি বিধান না করিলে আর উপায় কি? বাতুলেরা যদিও উপকারীদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করে, তথাপি হরিদাস কদাচও জগাই-মাধাইকে হরিনামামৃত পান করাইতে বিরত হইবেন না। হে বৈষ্ণবগণ! যদিও অবিবেকী পুরুষেরা আপনাদিগকে কটুবাক্য কহে এবং সময় সময় মারিতে উদ্যত হয়, তথাপি আপনারা স্বীয় কার্য্য হইতে বিচলিত হইবেন না। সন্তানের যদি কোন অঙ্গে ক্ষত হয় এবং ঐ অঙ্গ ছেদন করা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে ঐ বালকটী নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কটু বাক্যাদি দ্বারা অপ্রতিষ্ঠা করিলেও দয়ালু পিতা কদাচ তাহার ইষ্টসাধনে বিমুখ হইবেন না। কৃষ্ণ-দাসেরাও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পুরুষদিগের মঙ্গলার্থ কোন প্রকারে নিরস্ত হইবেন না।

শ্রেয়ঃ সাধনোপায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ব্রহ্ম-শিবাদিদেবতারও দুর্জ্ঞেয় শ্রীভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক উচ্চ শিক্ষিতাভিমানি সম্প্রদায় সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে সচ্ছাস্ত্রানুশীলন-ব্যতীত কতকগুলি স্বকপোলকল্পনাপ্রসূত স্বৈরবিচারের অবতারণা করিয়া থাকেন। আরোহপন্থায় আধ্যক্ষিক জ্ঞানচর্চ্চা দ্বারা সেই প্রকৃতির অতীত অতীন্দ্রিয় বস্তু সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে নানা অসৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আত্মবঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে পরবঞ্চনায়ই প্রবৃত্ত হইতে হয়। অনেকে 'বৃহস্পতি'-বাক্য উদ্ধার করিয়া বলেন—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রাশ্রয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয় না। যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মহানি হইয়া পড়ে।

ইহা খুবই সত্য, কিন্তু এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, মনোধর্ম্ম-প্রসূতা যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রার্থ নিরূপিত হইতে পারে না। এজন্য ভ্রম প্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা—দোষ চতুষ্টয়-শূন্য আপ্তবাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সেইরূপ আপ্তই যথার্থ বক্তা। তন্মুখনিঃসৃত শব্দই প্রমাণ-স্বরূপ বা যথার্থ-জ্ঞান উৎপাদক। শ্রীব্রহ্মা-নারদ-শম্ভু-চতুঃসন-দেবহূতিনন্দন-কপিল-স্বায়ম্ভুব-মনু-প্রহ্লাদ-জনক-ভীষ্ম-বলি-শ্রীব্যাসতনয় শুকদেব-যমরাজ ইত্যাদি ভাগবতধর্ম্ম-বেত্তা আপ্তজন। আবার ইঁহাদের বাক্যেও নানাপ্রকার সংশয় উত্থাপিত হইতে পারে, এজন্য সর্ব্বসংশয় সংছেত্তা সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে তন্মুখনিঃসৃত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণরত হইলেই সংশয় নিরাকৃত হইয়া থাকে, নতুবা 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' এই শ্রীমুখবাক্যানুসারে আত্মবিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

ভার্গব শৌনকাদি ঋষিগণের প্রথমে সকামকর্ম্মপরত্ব ছিল, পরে রোমহর্ষণসূত সঙ্গপ্রভাবে নানা পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা তাঁহাদের জিজ্ঞাসুত্ব হয়, পরে সাধু উগ্রশ্রবা সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের ভক্তিরসে স্পৃহা জাগে।

নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে পার্থিব বা অপার্থিব স্বর্গাদি সুখভোগ স্পৃহা জন্মে, তাহা জীবজীবনের মুখ্য প্রয়োজন নহে, ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন—'জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা' (ভাঃ ১।২।১০)।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইলে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' সূত্র দ্বারা সেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তবে সূত্রকর্ত্তা শ্রীভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই তাঁহার ভক্তিযোগ সমাধিলব্ধ ভাগবতশাস্ত্রের প্রথম 'নমস্কার'-রূপ মঙ্গলাচরণ শ্লোকে উক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ মুখ্য ও তটস্থ অর্থাৎ তদানুষঙ্গিক লক্ষণ-সমূহ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ।
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ॥
আকৃতি, প্রকৃতি, স্বরূপ—স্বরূপ-লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারা জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে।
পরমেশ্বর নিরূপিল এই দুই লক্ষণে॥
('জন্মাদ্যস্য') এই শ্লোকে 'পরং'-শব্দে 'কৃষ্ণ'-নিরূপণ।
'সত্যং' শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ-লক্ষণ॥
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কৈল, বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল।
অর্থাভিজ্ঞতা-স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল॥
এই সব কার্য্য—তাঁর তটস্থ-লক্ষণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।৩৫৪-৩৬০

অন্যত্রও (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫শ।১৪০) বলিয়াছেন—

"গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভন।
'সত্যংপরং'—সম্বন্ধ, 'ধীমহি'—সাধনে প্রয়োজন॥"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ উহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোকেই গায়ত্রীর অর্থ—পরম সত্যই 'সম্বন্ধ', ধ্যানচেষ্টা বা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানই—'অভিধেয়' এবং প্রাপ্ত-ফল ধ্যান বা প্রেম-ভক্তিই অভিধেয়ের প্রাপ্য 'প্রয়োজন' ফল।"

অর্থাৎ "সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই বেদান্তসূত্রের ত্রিবিধ তত্ত্বই সংক্ষেপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বেদ 'কল্পবৃক্ষ'-স্বরূপ, ব্রহ্মসূত্র তাহার 'পুষ্প' ও শ্রীভাগবত তাহার রসময় প্রপক্ক ফলস্বরূপ। ইহার প্রথম বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা—পারম্পর্য্য ক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, বেদব্যাস। এই শ্রীব্যাস হইতেই ইহা অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক-রূপে বিস্তৃত হয়। ব্যাসমুখে শ্রোতা শ্রীশুকদেব। যিনি নির্গুণ ব্রহ্মানন্দে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও এই শ্রীভাগবতবর্ণিত উত্তমঃশ্লোকলীলারসমাধুর্য্যে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-মুখে এই শ্রীভাগবত নামক মহদাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীশুক হইতে গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রবণ করেন। সেই শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ আবার শ্রীব্যাসশিষ্য পরমভাগবত উগ্রশ্রবা সূত শ্রবণ করত নৈমিষারণ্যে জগদ্গুরু শ্রীবলদেব কৃপাসিক্ত হইয়া তদানুগত্যে শ্রীশৌনকাদি ষষ্টি সহস্র মুনি-সমাজে তাহা

কীর্ত্তন করেন। দ্বাপরান্তভাগের সেই শ্রীসূত-শৌনক-সংবাদরূপ শ্রীশুকমুখামৃতদ্রবসংযুত ভাগবত-রসামৃত পুনরায় কলিযুগারম্ভে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বিচারে পরম প্রামাণিকরূপে অঙ্গীকার করায় তাহা গৌরানুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে সর্ব্বোচ্চ সমাদর লাভ করিয়াছেন। গরুড় পুরাণোক্ত "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥" বচনানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রহ্মসূত্রের স্বতন্ত্র ভাষ্য প্রণয়নের কোন আবশ্যকতা মনে করেন নাই। করিলে তদীয় পণ্ডিতকুলচূড়ামণি শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব বা শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমাদি পার্ষদ দ্বারা তাহা স্বচ্ছন্দেই করাইতে পারিতেন। কিন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর সময়ে রাজস্থানান্তর্গত জয়পুর গল্তার গাদী হইতে শ্রুতিস্মৃতি-ন্যায়-প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রদর্শন না করিতে পারিলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৎসাম্প্রদায়িকতা স্বীকৃত হইবে না এবং শ্রীগোবিন্দ জীউর পূজাও তাদৃশ সৎসম্প্রদায়বহির্ভূত ব্যক্তিগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারিবে না, এইরূপ একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলে তৎকালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত অতি বৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি জয়পুরে গিয়া গল্তার গাদীতে শাস্ত্রীয় বিচার উত্থাপন করিলে তত্রত্য আচার্য্যগণ তাঁহাকে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য প্রদর্শন করিতে বলেন। তখন শ্রীবলদেব শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে ধন্না দেন। তৃতীয় রাত্রে পূর্ণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দজীর সাক্ষাৎ কৃপা নির্দ্দেশক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়া উক্ত গল্তার গাদীতে উপস্থাপিত করিলে তাঁহারা (গাদীর শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ) অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে সৎসম্প্রদায়োচিত যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন। 'সম্প্রদায়' অর্থ—গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ। এইরূপ শ্রৌতপারম্পর্য্য স্বীকার না করিয়া আধ্যক্ষিক জ্ঞান কল্পিত যুক্তি দ্বারা কি কখনও পরতত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে?

'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' সূত্রের অবতারণা করিয়া শ্রীবেদব্যাস জানাইয়াছেন,—শাস্ত্রই সেই পরং ব্রহ্মকে জানিবার একমাত্র উপায়। শাস্ত্র বলিতে শ্রীভগবন্নিঃশ্বাসপ্রসূত-বেদ ও তদনুগত মহাভারতেতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণাদি। ব্রহ্মাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে বেদাদি অধ্যয়ন করান'র কোন কথা না থাকিলেও "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" এই শ্রীভাগবতীয় মঙ্গলাচরণ বাক্যে বলা হইয়াছে—দিব্য সূরিগণ যাঁহাকে জানিতে গিয়া মোহ প্রাপ্ত হন, তিনি আদিকবি ব্রহ্মার অন্তঃকরণে শুদ্ধবুদ্ধি প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাতে বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার শুদ্ধ অন্তঃকরণে বেদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অন্যত্র "যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ব-বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥" শ্লোকেও ভগবদনুগ্রহক্রমেই ব্রহ্মার ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞান লাভের কথা বলা হইয়াছে।

ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। সেব্য শ্রীভগবান্ই তত্ত্বজ্ঞানদানার্থ সেবকবিগ্রহ গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। এজন্য "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" এই শ্রুতিবাক্যে আচার্য্যচরণাশ্রিত পুরুষই ভগবান্‌কে জানিতে পারেন ইহা বলা হইয়াছে। শ্রীভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' অর্থাৎ হে উদ্ধব, আমাকেই আচার্য্য বলিয়া জানিবে।

সুতরাং সদাচার্য্যানুগত্য ব্যতীত ব্রহ্মবিদ্যা অক্ষজ জ্ঞান-দ্বারা লভ্য হইবার নহে, এজন্য উহাকে গুরুমুখী বিদ্যা বলে।

শ্রুতিতে গুরুপাদাশ্রয় ও গুরুসেবার বহু কথা আছে। মুণ্ডক বলিয়াছেন—"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥" শ্বেতাশ্বতরও বলিয়াছেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" অর্থাৎ সেই বাস্তব ব্রহ্মবস্তু জানিবার জন্য শিষ্য প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিরূপ ত্রিবিধ সমিধ হস্তে শ্রোত্রিয় এবং পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিবেন। যাঁহার শ্রীভগবানে যেমন পরা ভক্তি, তদ্রূপ তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ গুরুপাদপদ্মেও পরাভক্তি বিদ্যমান, তাঁহারই নিকট শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসের নামই আস্তিক্য। গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত সেই আস্তিক্য কিছুতেই সংরক্ষিত হইতে পারে না। স্কুলকলেজের বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। তদ্ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানও লব্ধ হয় না।

শ্রুতি ও স্মৃতি ব্রাহ্মণের দুইটি চক্ষু স্বরূপ। তাহার একটি না মানিলে কাণা, দুইটি না মানিলে অন্ধ হইতে হয়। আরও একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে—শ্রুতি ও স্মৃতি ভগবদাজ্ঞা-স্বরূপ। যিনি তাহা না মানিয়া কেবল আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী হইতে যাইবেন, তিনি ভগবদাজ্ঞাচ্ছেদী ও ভগবদ্দ্বেষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রবিধি না মানিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তি দেখাইতে গেলে তাহা মহা উৎপাতের কারণ হইবে। সে-ব্যক্তি নিজের অমঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে জগতেরও অমঙ্গল ঘটাইবে। হরিকথা অমৃত হইলেও অবৈষ্ণব অর্থাৎ অভক্ত—সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে হরিভজন-চেষ্টা-বিহীন ব্যক্তির মুখোচ্চারিত কথা বিষতুল্য প্রাণ-বিনাশী হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহাতে আত্মার ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধীভূত হইয়া যায়। সুতরাং সম্মুখরিত ভগবৎকথাই শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।

শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হইলে প্রকৃত সুখ, সিদ্ধি ও পরাগতিলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। করণীয় কার্য্য, শ্রোতব্য, জপ্য, স্মরণীয়, ভজনীয় এবং তদ্বিপরীত বিষয়সমূহ সাধুমুখশ্রুত শাস্ত্রবিচারানুসারে নির্দ্ধারিত না হইলে তাহা কখনও শ্রেয়ঃসাধক হইবে না। এজন্য সাধু সাবধান! নিজের খুসী মত না চলিয়া শুদ্ধ ভজনবিজ্ঞ সাধুর আনুগত্যে সচ্ছাস্ত্র অনুশীলন পূর্ব্বক শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলেই শ্রীভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বীয় বিশুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ করিবেন। নিষ্কপটে শরণাগত ব্যক্তিই তাঁহার কৃপালাভে যোগ্য হন। তিনি যাঁহার সেবোন্মুখতায় প্রসন্ন হইয়া যাঁহার নিকট কৃপা পূর্ব্বক অত্মপ্রকাশ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। অত্যন্ত মূর্খ ব্যক্তিও গুরুমুখে শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হইয়া তাহাতে দৃঢ়বিশ্বাস-সহকারে ভজনে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—নামভজনই সর্ব্বশাস্ত্রের সার-মর্ম্ম। নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। নিরপরাধে সরলভাবে সেই ভজনে প্রবৃত্ত হইলে, নামকৃপায় তাঁহার অচিরেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে।

শ্রীমদ্ ভাগবত

[প্রশস্তি ও পরিচয়]

[শ্রীনর্ম্মদা কুমার দাস—শিলং]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৫৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমদ্ভাগবতে—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

—ভাঃ ১।১।২

—মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক (প্রথমতঃ সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকীরূপে) প্রকাশিত এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থে নির্ম্মৎসর সজ্জনগণের সর্বপ্রকার-কৈতব-বর্জ্জিত (ধর্মার্থকামমোক্ষ-বাঞ্ছা রহিত) পরম ধর্ম কথিত হইয়াছে; এই গ্রন্থে যাহা বেদ্য তাহা আদি-মধ্যাবসানে স্থির (বাস্তব), কল্যাণপ্রদ, আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মূল-উৎপাটনকারী (অবিদ্যা-নাশক) পরমার্থভূত তত্ত্ব (বস্তু); এই গ্রন্থের সুকৃতিশালী শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীহরি অবিলম্বেই (সুকৃতিবিহীন শ্রোতৃগণ কর্ত্তৃক বিলম্বে) হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন; অতএব অপর শাস্ত্রের আর প্রয়োজন কি? (অর্থাৎ প্রয়োজন নাই)।

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

— ভাঃ ১।১।৩

—এই ভাগবত বেদ-কল্পতরুর পরিপক্ক ফল, শ্রীশুকের মুখের অমৃত-রস-সংযুক্ত হওয়ায় পরম স্বাদু এবং শিষ্যপরম্পরায় অখণ্ডরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে অখণ্ড। (ইহাতে হেয়াংশ না থাকায়) ইহা কেবলমাত্র রস-স্বরূপ। হে ভগবৎ-প্রীতিরসের রসিক ভাবুকগণ! (অথবা, হে রসিকগণ ও ভাবুকগণ!) আপনারা মুক্তাবস্থায়ও এই রস পুনঃ পুনঃ পান করিতে থাকুন।

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
উত্তমঃশ্লোক-চরিতং চকার ভগবানৃষিঃ।
নিঃশ্রেয়সায় লোকস্য ধন্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবতাং বরম্।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্॥

—ভাঃ ১।৩।৪০-৪১

—ভগবান্ বেদব্যাস এই বেদতুল্য (অথবা শ্রীকৃষ্ণ তুল্য), কল্যাণসাধক ও শান্তিপ্রদ শ্রীমদ্ভাগবত-নামক মহাপুরাণ জগতের পরম মঙ্গলের জন্য রচনা করিয়াছেন; ইহাতে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। এবং সকল বেদ ও ইতিহাসের সারসমূহ সমুদ্ধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করার পর ভগবান্ বেদব্যাস আত্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ স্বপুত্রকে (শ্রীশুকদেবকে) ইহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

—ভাঃ ১।৩।৪৩

—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (লীলা সংবরণ করিয়া) স্বধামে চলিয়া যাওয়ার পর ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইলে কলির তত্ত্বদর্শনাক্ষম জনগণকে দিব্য জ্ঞানালোক প্রদান করিবার জন্য এই পুরাণ-সূর্য অধুনা উদিত হইয়াছেন। (সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধি অথবা শ্রীকৃষ্ণের শব্দময় স্বরূপ)।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাং(ব্যাস)শ্চক্রে সাত্বত-সংহিতাম্॥
যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরম-পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥
স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তি-নিরতং মুনিম্॥

—ভাঃ ১।৭।৪-৮

—ভক্তিযোগের প্রভাবে নির্মল চিত্ত সম্যক্‌রূপে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষকে (শ্রীকৃষ্ণকে) এবং বহিরঙ্গা শক্তিরূপে তদাশ্রয়া মায়াকে দেখিতে পাইলেন,

—যে মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া জীব (স্বরূপতঃ) ত্রিগুণাতীত হইয়াও নিজকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং এই প্রকার অভিমান-জনিত অনর্থ (সংসার-বন্ধন) প্রাপ্ত হয়।

—(তিনি আরও দেখিলেন) প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অতীত শ্রীকৃষ্ণে অব্যবহিতভাবে ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইলে (উক্ত) অনর্থের নিবৃত্তি হয়। (এই সমুদয় দর্শন করিয়া) সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এবিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য এই সাত্বত-সংহিতা (বৈষ্ণবশাস্ত্র) রচনা করিলেন (অর্থাৎ সমাধিলব্ধ অনুভবকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্ভূত করিলেন),—যাহা শ্রবণ করিলে লোকের পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে শোক-মোহ-ভয়াপনোদন-কারিণী ভক্তির উদয় হয়।

—শ্রীবেদব্যাস (প্রথমতঃ স্বয়ং সংক্ষেপে) শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়া পরে (শ্রীনারদের উপদেশানুযায়ী) ক্রমবিধান পূর্বক (ব্রহ্মানন্দানুভবে নিমগ্নতা হেতু) ভোগ-বিতৃষ্ণ নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে ইহা অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। [অতএব কোথাও যে মহাভারতের পরে শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছে এবং কোথাও যে অষ্টাদশ পুরাণের (অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের) পরে মহাভারত রচিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, এই উভয়বিধ উক্তিই সঙ্গত হয়। এই শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকা এবং তত্ত্বসন্দর্ভ, ৩০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।]

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥
তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী॥

—ভাঃ ২।১।৮-১০

—এই ভাগবত নামক পুরাণ বেদতুল্য। দ্বাপরান্তে ("দ্বাপরাদৌ দ্বাপর আদিঃ যস্য কালস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে ইত্যর্থঃ") পিতা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট আমি ইহা অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি নির্গুণ-ব্রহ্ম-নিষ্ঠ ছিলাম, তথাপি উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের লীলায় আকৃষ্ট-চিত্ত হইয়া এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। আপনি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের যোগ্য (মহা পৌরুষিকঃ "মহাপুরুষং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তুমর্হসীতি"—বিশ্বনাথ), অতএব আমি আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিব। ইঁহাতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা হয়, তাঁহাদের শীঘ্রই ভগবান্ মুকুন্দে নির্মলা মতি হয়।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥

—ভাঃ ২।১০।১-২

—এই ভাগবতশাস্ত্রে সর্গ, বিসর্গ, স্থান (স্থিতি), পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর, ঈশকথা, নিরোধ; মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (ইহা মহাপুরাণ। সাধারণ পুরাণের লক্ষণ পাঁচটি—সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ। বংশানুচরিতঞ্চেতি পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥) দশম তত্ত্বের বিশুদ্ধ-আলোচনা-সৌকর্য্যার্থে অপর নয়টি বিষয় মহাত্মগণ (বিদুর মৈত্রেয়াদি) সাক্ষাদ্‌ভাবে যথাশ্রুত কণ্ঠোক্তি দ্বারা অথবা (বিবিধ আখ্যানে) তাৎপর্যবৃত্তি দ্বারা বর্ণনা করিয়াছেন।

[ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামবশতঃ মহদহঙ্কারাদি তত্ত্বের স্বরূপতঃ ও বিরাট্ রূপে যে জন্ম তাহারই নাম **সর্গ**। ব্রহ্মা কর্তৃক চরাচর সৃষ্টিই **বিসর্গ**। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে ভগবানের যে উৎকর্ষ অথবা ভগবানের দ্বারা জীবের যে দুঃখাভিভব, তাহাই **স্থিতি** বা **স্থান**। ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহই **পোষণ**। মন্বন্তরাধিপতি সাধুগণের সদ্ধর্মই **মন্বন্তর**। প্রাকৃতাপ্রাকৃত-কর্মজাত শুভাশুভ বাসনার নাম **ঊতি**। শ্রীহরির অবতার সমূহের এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্তগণের যে নানাখ্যান-পরিপুষ্ট অনুচরিত তাহাই **ঈশানুকথা**। শ্রীহরির যোগনিদ্রাকালে তাঁহাতে জীবের উপাধির সহিত যে শয়ন বা লয় তাহাই **নিরোধ**। মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ জীবরূপে (কাহারও কাহারও ভগবৎ-পার্ষদরূপে) অবস্থানের নাম **মুক্তি**। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মাই **আশ্রয়**।]

এষ তেঽভিহিতঃ কৃৎস্নো ব্রহ্মবাদস্য সংগ্রহঃ।
সমাস-ব্যাস-বিধিনা দেবানামপি দুর্গমঃ॥
অভীক্ষ্ণশস্তে গদিতং জ্ঞানং বিস্পষ্টযুক্তিমৎ।
এতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যেত পুরুষো নষ্টসংশয়ঃ॥

—ভাঃ ১১।২৯।২৩-২৪

—দেবতাদিগের দুর্গম এই ব্রহ্মবাদের সমুদয় সংগ্রহ সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে আমি (শ্রীভগবান্) তোমাকে (শ্রীউদ্ধবকে) কহিলাম। সুস্পষ্ট-যুক্তিবিশিষ্ট এই জ্ঞান বারংবার তোমাকে বলা হইল। ইহা জানিয়া পুরুষ সংশয়বিমুক্ত হইয়া মুক্তি লাভ করেন।

নৈতদ্বিজ্ঞায় জিজ্ঞাসোর্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।
পীত্বা পীযূষমমৃতং পাতব্যং নাবশিষ্যতে॥

—ভাঃ ১১।২৯।৩২

—জিজ্ঞাসু ব্যক্তি ইহা জানিলে আর তাহার জ্ঞাতব্য কিছু থাকে না; যেমন সুস্বাদু অমৃত পান করিলে আর পান করিবার যোগ্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

বিজ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।

—ভাঃ ১১।২৯।৩৮

—শ্রীভগবান্ হইতে লব্ধ উপদেশকে শ্রীউদ্ধব মহাশয় বিজ্ঞানময় (='স্বানুভবময়'—বিশ্বনাথ) প্রদীপ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

য এতদানন্দসমুদ্রসংভৃতং

জ্ঞানামৃতং ভাগবতায় ভাষিতম্।

কৃষ্ণেন যোগেশ্বরসেবিতাঙ্ঘ্রিণা

সচ্ছ্রদ্ধয়াসেব্য জগদ্বিমুচ্যতে॥

ভবভয়মপহর্ত্তুং জ্ঞানবিজ্ঞানসারং

নিগমকৃদুপজহ্রে ভৃঙ্গবদ্বেদসারম্।

অমৃতমুদধিতশ্চাপায়য়দ্ভৃত্যবর্গান্

পুরুষং ঋষভমাদ্যং কৃষ্ণসংজ্ঞং নতোঽস্মি॥

—ভাঃ ১১।২৯।৪৮-৪৯

—(শ্রীশুকবাক্য) যোগেশ্বরসেবিতপদ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভাগবতশ্রেষ্ঠ উদ্ধবের প্রতি কথিত, ভগবদ্ভক্তিযোগের দ্বারা সম্যক্ ধৃত এই জ্ঞানামৃত (আনন্দসমুদ্রে ভগবদ্ভক্তিযোগস্তেন সম্ভৃতং সম্যগ্ ধৃতং—বিশ্বনাথ) যে ব্যক্তি উত্তম শ্রদ্ধার সহিত ঈষন্মাত্রও সেবা করেন, তিনি মুক্ত হন, ইহা বলা বাহুল্য, তাঁহার সঙ্গহেতু জগদ্বাসী মুক্তি লাভ করেন। যে নিগমকর্ত্তা ভবভয় অপহরণ করিবার জন্য ভৃঙ্গবৎ বেদোদ্যান হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানসাররূপ মকরন্দ এবং সমুদ্র হইতে অমৃত আহরণ করিয়া ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন, সেই আদ্য কৃষ্ণসংজ্ঞক পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি।

'ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন' এই কথাটিতে 'অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন' এই কথাটি উহ্য রহিয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীভাগবত গ্রন্থের মোহিনীরূপত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব এই গ্রন্থের অর্থ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যের গ্রাহ্য নহে, ইহাই ধ্বনিত হইল। চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা দ্রষ্টব্য।

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।

নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ॥

স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।

ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্॥

এতাং (ইমাং) বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।

দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ॥

—ভাঃ ১২।৪.৪১-৪৩

—ঋষি নারায়ণ পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে (ব্রহ্মণে ইত্যধ্যাহার্য্যং —বিশ্বনাথ) এবং অব্যয়—অর্থাৎ অপরাধাভাবহেতু ভক্তিব্যয়রহিত—ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে এই পুরাণ-সংহিতা কহিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই ভগবান্ বাদরায়ণ (ব্যাসদেব) প্রীত হইয়া এই বেদতুল্য ভাগবতী সংহিতা আমাকে (শ্রীশুকদেবকে) কহিয়াছিলেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ঐ (সম্মুখস্থ) সূত নৈমিষক্ষেত্রে দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ইহা কহিবেন।

কলিমলসংহতিকালনোঽখিলেশো

হরিরিতরত্র ন গীয়তে হ্যভীক্ষ্ণম্।

ইহ তু পুনর্ভগবানশেষমূর্ত্তিঃ

পরিপঠিতোঽনুপদং কথাপ্রসঙ্গৈঃ॥

—ভাঃ, ১২।১২।৬৬

—কলিকলুষহন্তা অখিলেশ্বর শ্রীহরি অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে বারবার কীর্ত্তিত হন নাই। এই পুরাণ সংহিতায় সেই অশেষমূর্ত্তি ভগবান্ কথাপ্রসঙ্গে পদে পদে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-

ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং

তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥

— ভাঃ ১২।১২।৬৯

—স্বসুখে (ব্রহ্মানন্দে—বিশ্বনাথ) পরিপূর্ণচিত্ত এবং তদ্ধেতু অন্যভাববর্জিত হইয়াও যিনি ভগবান্ অজিতের মনোহর লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া কৃপাপূর্ব্বক এই তত্ত্বদীপস্বরূপ পুরাণ-সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রণতি জানাই।

এই শ্লোক হইতে জানা গেল, ব্রহ্মরসাস্বাদ হইতেও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ভগবল্লীলারসের আস্বাদে মাধুর্যের আধিক্য রহিয়াছে।

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।

স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সম্প্রকাশিতম্॥

আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।

হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্॥

— ভাঃ ১২।১৩।১০-১১

—পূর্বে ভগবান্ কারুণ্যবশতঃ নিজ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মার নিকট এই ভাগবত শাস্ত্র সম্প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

—ইহার আদি, মধ্য ও অবসান বৈরাগ্য বর্ণনসংযুত, ইহাতে বর্ণিত হরিলীলাকথানিচয় **অমৃত**-স্বরূপ এবং এই অমৃত দ্বারা সজ্জনগণরূপী **সুরবৃন্দের** আনন্দ বিহিত হইয়াছে।

ভাগবতে বর্ণিত হরিলীলাকথাকে অমৃত-স্বরূপ এবং সজ্জনগণকে সুরগণস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করায় এখানে আবার ভাগবতের মোহিনীরূপত্বই কথিত হইল। মোহিনীই (অসুরগণকে বঞ্চিত করিয়া) দেবগণকে অমৃত প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। —বিশ্বনাথ। ভাগবতের মোহিনীরূপত্বহেতু ইঁহার কোন কোন শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ ভক্তিবিরোধী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ভক্ত সজ্জনগণের নিকট তাহার গূঢ়ার্থ প্রকাশিত হয়। (অনুসন্ধিৎসু পাঠক শেষোক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের যথাশ্রুত অর্থ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গণের টীকা আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন)।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥
সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা।
বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা॥
—ভাঃ ১২।১৩।১৪-১৬

—সাধুসমাজে তৎকাল পর্য্যন্তই অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হয় যাবৎ অমৃতসাগর ভাগবত শ্রুত না হয়। শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব-বেদান্তের সার; ইহার রসামৃতে তৃপ্ত ব্যক্তির কদাপি অন্যত্র রতি হয় না। নদীসমূহের মধ্যে যেমন গঙ্গা, দেবতাদের মধ্যে যেমন অচ্যুত, বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু, পুরাণ-সমূহের মধ্যে ইহা সেইরূপ শ্রেষ্ঠ।

কস্মৈ যেন বিভাসিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাথ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি॥
—ভাঃ ১২।১৩।১৯

—পুরাকালে যিনি করুণা করিয়া এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপ (ভাগবত) ব্রহ্মার নিকট, পরে ব্রহ্মরূপে (তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরকরূপে) নারদমুনির নিকট, নারদমুনিরূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নিকট, ব্যাসরূপে যোগীন্দ্র শুকদেবের নিকট এবং শুকদেবরূপে বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই শুদ্ধ, নির্মল, শোকরহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ন্যায় গায়ত্রীর অর্থদ্যোতক এবং উপসংহারে ইহা উক্ত হইয়াছে। গায়ত্রী দ্বারাই আরম্ভ ও গায়ত্রী দ্বারাই উপসংহার হওয়ায় শ্রীমদ্ভাগবত যে গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যা, তাহাই দেখা গেল (শ্রীধর)।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন, "কস্মৈ ব্রহ্মণে মহাবৈকুণ্ঠং দর্শয়তা শ্রীভগবতা যেন বিভাসিতঃ প্রকাশিতঃ ন তু তদা বিরচিতঃ।" —শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে মহাবৈকুণ্ঠ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার নিকট ভাগবত-রূপ জ্ঞানপ্রদীপ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাহা বিরচিত হয় নাই।

এক্ষণে শ্রীচৈতন্যভাগবতে কথিত শ্রীমদ্ভাগবত-প্রশস্তি এবং মুক্তাফলধৃত হেমাদ্রিকারের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে—

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারি বেদে কয়॥
চারিবেদ—দধি, ভাগবত—নবনীত।
মথিলেন শুক, খাইলেন পরীক্ষিত॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার॥
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১শ অধ্যায়

মুক্তাফলধৃত হেমাদ্রিকারবচন—
বেদাঃ পুরাণং কাব্যঞ্চ প্রভুর্মিত্রং প্রিয়েব চ।
বোধয়ন্তীতি হি প্রাহুস্ত্রিবৃদ্ভাগবতং পুনঃ॥
—বেদ, পুরাণ ও কাব্য এই সকল প্রভু মিত্র ও প্রেয়সীর ন্যায় মানবের বোধ জন্মাইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত একাই এই তিনের কার্য্য করেন। "অতএব পরমশ্রুতিরূপত্বং তস্য।" (তত্ত্বসন্দর্ভ, ২৬শ অনুচ্ছেদ)।

"শ্রীভগবন্নামাত্মকস্বরূপিণে শ্রীভাগবতায় নমঃ।"

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেবাসুর সংগ্রাম

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মহামান্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২০ অগ্রহায়ণ (১৩৭৮), ইং ৭ ডিসেম্বর (১৯৭১) মঙ্গলবারে বাংলাদেশকে (পূর্ব্ববঙ্গ) 'স্বাধীন' বলিয়া স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। ১৭ অগ্রহায়ণ (১৩৭৮), ইং ৪ ডিসেম্বর (১৯৭১) শনিবারে পাকপ্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ৩ ডিসেম্বর হইতেই তিনি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেও পাক সৈন্যগণ ভারতসীমান্তে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিয়া বহু ভারতীয় অসামরিক নরনারীকে হতাহত করিয়াছে। ভারতের অপরাধ—ভারত তাঁহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারীকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতি পাকজল্লাদগণ কর্তৃক অমানুষিকভাবে নির্য্যাতিত ও নিহত হইবার সংবাদে সমবেদনা প্রকাশ এবং ঐ রাষ্ট্রের সর্ব্বহারা প্রাণভয়ে ভীত কোট্যধিক শরণার্থীকে আশ্রয়দানের গুরুতর দায়িত্ব বরণ করিয়াছেন! পরদুঃখকাতরা সহৃদয়া প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া শরণার্থিসমস্যা সমাধানার্থ পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্র-শক্তির সহিত পরামর্শ করেন। তন্মধ্যে পরমোদারচিত্তে সোভিয়েট সরকারই তাঁহার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে নানাভাবে সহায়তা করিতে স্বীকৃতি দেন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসী পাক-সরকারের জল্লাদী কর্তৃত্ব চাহেন না, তাঁহারা চাহেন উদারচেতা শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহাদের নেতৃরূপে, চাহেন অবিলম্বে তাঁহার মুক্তি, চাহেন বাংলা-দেশের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, গর্হণ করেন সর্ব্বতোভাবে জল্লাদী পাক-কর্তৃত্ব; মুক্তিফৌজ গঠন করিয়া তাঁহারা চালাইতে থাকেন তাঁহাদের মুক্তিসংগ্রাম। বাংলাদেশ পাককবল হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহারা শরণার্থিগণকে ফিরাইয়া লইতে চাহেন তাঁহাদের স্বদেশে। মানবতার দিক্ হইতে তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে গিয়াই ভারতসরকার হইয়া পড়িলেন পাকসরকারের পরমশত্রু! পাকসরকার প্রজ্বালিত করিলেন মহা-সমরানল ভারতসরকারের বিরুদ্ধে।

ভারত শান্তিকামী, যুদ্ধ বাধাইবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও তাহাতে ছিল না, কিন্তু নরশোণিতপিপাসু পাকসরকারের রণকণ্ডূয়ন অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায়, সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ যুদ্ধের হুমকী দিতে থাকায় এবং অবশেষে ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভারত-সরকার বাধ্য হইয়াছেন পাকসরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে। ভারতীয় সৈন্য মিত্ররূপে বাংলাদেশের মুক্তিসৈন্যগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রবলবেগে পাকবাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকেন। ভারতীয় সৈন্যদলের অধ্যক্ষ জেনারেল শ্রীমানেকশ এবং সহকারী সেনানায়ক শ্রীজগ-জিৎসিং অরোরা অপূর্ব্ব রণকৌশলে অতি অল্পসময়েই যশোহর, দৌলতপুর, খুলনা, চালনা, ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পাকসৈন্যদলের প্রধান প্রধান ঘাঁটি দখল করিয়া লন। বংলাদেশের দখলদার পাকফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক লেঃ জেঃ নিয়াজি, ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের অধ্যক্ষ মেঃ জেঃ জেকব জেনারেল মানেকশ'র নিকট গত ১৬।১২।৭১ অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় ৯৩ হাজার বা প্রায় লক্ষ সৈন্য সহ ঢাকায় আত্মসমর্পণ করেন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধান নগরী ঢাকা পাক-কবল-মুক্ত হইলে বাংলাদেশের যুদ্ধ বিরত হয়। ভারতের পশ্চিম

সীমান্তেও পাকসৈন্যসহ প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জয়ে উল্লসিতা হইয়া পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। বহু ভারতীয় সৈন্য হতাহত হইলেও এবং বহু মূল্যবান্ যুদ্ধোপকরণের অপক্ষয় ঘটিলেও ভারতের জয়গৌরবে আমরা সকলেই পরম গৌরবান্বিত। বহু বীরপুরুষ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভারতে শান্তি সংরক্ষণ করতঃ ৫৫ কোটি অধিবাসীর ধনপ্রাণ বাঁচাইয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অন্যায়ের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত ন্যায়যুদ্ধে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সেই সকল মহান্ আত্মার নিত্যকল্যাণের জন্য আমরা শ্রীভগবচ্চরণে একান্তভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি, আর দু'বাহু তুলিয়া জয় ঘোষণা করিতেছি প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা মাতার। শ্রীভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বলোক-কল্যাণপ্রসবিনী যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চারিত করিয়া তদ্দ্বারা যে সকল অসাধ্য সাধন করাইয়াছেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। ভারতের বিজয়লক্ষ্মী-স্বরূপিণী তাঁহার দ্বারা ভারতের প্রাচীন-কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আর্য্য-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হউক—পুনরৌজ্জ্বল্য লাভ করুক, ভরতবাসী স্ব স্ব আত্মধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানের 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই চরম বাক্যের পরম সার্থকতা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হউন, ইহাই শ্রীভগবচ্চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। 'স্ব' শব্দার্থ দেহমনোবিচারে যে 'স্বার্থ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহাতে একের স্বার্থের সহিত অপরের স্বার্থের সংঘর্ষ অনিবার্য্য, কেননা ভিন্ন ভিন্ন দেহ মনের চাহিদা বিভিন্ন। এজন্য 'স্ব' শব্দে যেখানে চেতন বা জ্ঞানসত্তা 'আত্মা' স্বীকৃত এবং যাহা তাহার একমাত্র প্রকৃত স্বরূপগত অর্থ, তদর্থে 'স্বার্থ'-শব্দে আত্মার নিত্যপ্রয়োজন 'ঈশ্বরে পরানুরক্তি'ই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং সকল জীবাত্মার নিত্যস্বার্থ-গতি ভগবৎ-কৈঙ্কর্য্য বা ভগবৎপ্রীতি-মূলা সেবা বা ভক্তিতে পর্য্যবসিত হইলে "তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ" বিচারে সর্ব্বজীবনের এক স্বার্থ লক্ষ্যীভূত বিষয় হইলে অপস্বার্থে অপস্বার্থে সংঘর্ষের আশঙ্কা না থাকায় জগতে প্রকৃতই পরাশান্তি সংস্থাপিত হইবে। এইজন্যই শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাক্য—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

ভারতের বর্ত্তমান যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ—ধর্ম্মযুদ্ধ। অন্যায় বা অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ন্যায় বা ধর্ম্মের সংগ্রাম। তাই 'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'—এই বাক্যের সত্যতা সুস্পষ্টরূপে সংরক্ষিত হইয়াছে। "যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম॥" —ইহাই শ্রীগীতায় শ্রীসঞ্জয়ের সর্ব্বশেষ বাক্য। অর্থাৎ যেখানে মূর্ত্ত ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীভগবদানুগত্যে অধর্ম্মের বা পাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, সেখানেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, উত্তরোত্তর রাজলক্ষ্মীর সমৃদ্ধি এবং স্থিরা অচলা অটলা ন্যায়বৃত্তি বিদ্যমান।

পাকসৈন্যদের অতি জঘন্য দুর্নীতিপরায়ণতা, অমানুষিক নৃশংসতা, বালবৃদ্ধবনিতাদিকে অতিনির্ম্মমভাবে হননচেষ্টা প্রভৃতি আসুরিকতা—বর্ব্বরতার সহিত আমাদের ভারতীয় সৈন্যের অসামরিক নরনারীর প্রতি মনুষ্যোচিত মর্য্যাদাসূচক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের তুলনাই হয় না। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে বাংলাদেশে পাক-সৈন্যগণের যে সকল নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ও পাশবিক অত্যাচারের নিদর্শন বাহির হইতেছে তাহাতে মনে হয় এতাবৎকাল ভারতেতিহাসে এইপ্রকার নিরীহ নরনারীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ও পাশবিক অত্যাচারের বীভৎস নিদর্শন বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

দর্পহারী মধুসূদন দর্পীর সকল দর্পই চূর্ণ করিয়া থাকেন। তাই মহারাক্ষস ইয়াহিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অধঃপতন ঘটিয়াছে। 'অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি' ইত্যাকার আসুরিক মতাবলম্বী পরবর্ত্তী অসুরগণের দর্পও দর্পহারী শ্রীহরি অচিরেই চূর্ণ করিবেন। আমরা অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে শ্রীভগবচ্চরণে জীবমাত্রেরই বুদ্ধি শুদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা জানাইতেছি।

———

বর্ষশেষে

"শ্রীচৈতন্যবাণী" পারিপার্শ্বিক জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া তাঁহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ করিলেন, প্রায় সারা বর্ষ ব্যাপিয়া অতিবৃষ্টি, কোথায়ও কোথায়ও আবার অনাবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রাষ্ট্রবিপ্লব, পাকভারত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জৈব-জগতের অগণিত প্রাণহানি সংঘটিত হওয়ায় সর্ব্বত্র হাহাকার সমুত্থিত; সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, উচ্চ-নীচকুলোদ্ভূত —সকলেরই হৃদয় আতঙ্কে উদ্বেলিত—অশান্তিপূর্ণ; নিজে দুঃখ না পাইলেও অপরের দুঃখ দর্শনে প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই হৃদয় কাতর হইয়াছে। বর্ষের শেষভাগে ঐসকল জাগতিক অশান্তির তাৎকালিকভাবে কিয়ৎপরিমাণে, উপশম দৃষ্ট হইলেও ইহজগতের সুখশান্তি ঋদ্ধি-সিদ্ধি সর্ব্বদাই দ্বন্দ্বভাবাপন্ন হওয়ায় এখানে নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তির প্রত্যাশা সুদূরপরাহতা। এজন্য শ্রীচৈতন্যবাণীর সুপরামর্শ— "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥" (গীতা ১২শ। ১৫) অর্থাৎ "যিনি কাহাকেও উদ্বেগ প্রদান করেন না এবং কাহারও নিকট হইতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শাত্মক জড়-বিষয়-সংযোগজনিত হর্ষ ও তদ্বিষয়-বিয়োগজনিত অমর্ষ-ভয়-উদ্বেগাদি-মুক্ত, তিনিই আমার প্রিয়" ইত্যাদি শ্রীমুখবাক্যানুসরণে যিনি জড়বিষয়-সংযোগবিয়োগ-জনিত অনিত্য সুখদুঃখকে একতাৎপর্য্যপর বিচারে তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া 'নিত্যসুখবোধতনু'—অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানের অশোক-অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতে পারিবেন, তিনিই সেই নিত্যানন্দময় শ্রীভগবানের নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উত্তরাধিকারী হইবেন। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব পরমং সুখম্—ইহাই শ্রুতিবাক্য।

ভূমা—অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময় শ্রীভগবান্ হইতেই জীব-স্বরূপের উদ্ভব, তাঁহাতেই জীব নিত্যসম্বন্ধযুক্ত, তিনিই জীবের নিত্য-পালক—রক্ষক, তাঁহার অশোকাভয়ামৃতাধার শ্রীপাদপদ্মই অন্তিমে জীবের চরমাশ্রয়, সুতরাং তিনিই জীবের একমাত্র মৃগ্য, তিনি ব্যতীত জীবের আনন্দের চাহিদা আর কেহই মিটাইতে পারে না, অন্য কেহ মিটাইতে গেলেও তাহা জীবের সার্ব্বকালিক সুখপ্রদ হয় না। শিশু যেমন তাহার গর্ভধারিণী জননীর ক্রোড়ই একান্তভাবে প্রার্থনা করে, তিনিই যেমন তাঁহার গর্ভজাত শিশুকে স্তনদুগ্ধাদি দ্বারা আনন্দ প্রদানে প্রকৃত সমর্থা, আর শিশুও যেমন তাহার মাতৃক্রোড় ব্যতীত মাতৃরূপধারিণী অপর কাহারও ক্রোড়ে গিয়া তাহার হৃদয়ের প্রকৃত চাহিদা মিটাইতে পারে না, প্রকৃত আনন্দ লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবও তাহার 'সর্ব্বময়'—("জনক-জননী-দয়িত-তনয়। প্রভু-গুরু-পতি তুঁহু 'সর্ব্বময়'॥") আনন্দময় প্রভুর শ্রীচরণে চিরাশ্রয় লাভ ব্যতীত কিছুতেই প্রকৃত আনন্দ লাভে সমর্থ হয় না। এই জন্যই শ্রুতিবাক্য—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" ধন ব্যতীত যেমন কেহ ধনী হইতে পারে না, তদ্রূপ সেই অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময়-ভগবদ্দত্ত 'আনন্দ' ব্যতীত প্রকৃতি-প্রদত্ত অন্য ক্ষয়িষ্ণু সীমাবদ্ধ আনন্দে জীবের প্রকৃত তৃপ্ত্যুদয় হয় না। তজ্জন্যই করুণাময় শ্রীভগবান্ গীতায় জীবকে 'মামেকং শরণং ব্রজ' এই চরম পরামর্শ দিয়াছেন। কর্ম্ম, জ্ঞান, অষ্টাঙ্গ-যোগ, তপস্যাদি সাধন-সাধ্য স্থূল ও সূক্ষ্ম ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-সুখাদি জীবের নিত্য-স্বরূপের চাহিদা মিটাইতে পারে না বলিয়াই সকল যোগের মধ্যে ভক্তিযোগকেই শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ বলিয়াছেন (গীঃ ৬।৪৭)। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' (গীঃ ২।৫০) অর্থাৎ কর্ম্মসমূহে নৈপুণ্যই যোগ। 'তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ' এই শ্রীভাগবতীয় বচনোদ্দিষ্ট কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতৎপরতাই ঐ নৈপুণ্য—উহাই আরও বিশুদ্ধরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুপদিষ্ট 'সাসঙ্গ ভজন'। 'আসঙ্গ' বলিতে ভজন-নৈপুণ্য। শ্রীভগবানে প্রীতিমূলা সেবাচেষ্টা-রূপা ভক্তিই আত্মার স্বরূপগতা নিত্যা বৃত্তি।

তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব শাশ্বতী শান্তি ও শাশ্বতস্থানের উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

'মুকুন্দমালা' নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রে ভক্তরাজ শ্রীকুলশেখর গাহিতেছেন—

"ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলং।
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব ॥"

"কৃষ্ণো রক্ষতি নো জগত্রয়গুরুঃ কৃষ্ণো হি বিশ্বম্ভরঃ
কৃষ্ণাদেব সমুত্থিতং জগদিদং কৃষ্ণে লয়ং গচ্ছতি।
কৃষ্ণে তিষ্ঠতি বিশ্বমেতদখিলং কৃষ্ণস্য দাসা বয়ং
কৃষ্ণেনাখিলসদ্গতির্বিতরিতা কৃষ্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥"

"কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণ প্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ ভজনং কুতস্তে ॥" ইত্যাদি

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উঁহার অনুবাদে কীর্ত্তন করিতেছেন—

"শতসন্ধি জরজর, তব এই কলেবর,
পতন হইবে একদিন।
ভস্ম ক্রিমি বিষ্ঠা হবে, সকলের ঘৃণ্য তবে,
ইহাতে মমতা অর্ব্বাচীন ॥
ওরে মন, শুন, মোর এ সত্য বচন।
এ রোগের মহৌষধি, কৃষ্ণনাম নিরবধি,
নিরাময় কৃষ্ণ রসায়ন ॥"

"জগদ্গুরু কৃষ্ণ, সবে করেন রক্ষণ।
কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর, বিশ্ব করেন পালন ॥
কৃষ্ণ হৈতে এই বিশ্ব হঞাছে উদয়।
অবশেষে এই বিশ্ব কৃষ্ণে হয় লয় ॥
কৃষ্ণে বিশ্ব অবস্থিত, জীব কৃষ্ণদাস।
সদ্গতিপ্রদাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস ॥
জনম ল'য়েছ কৃষ্ণভক্তি করিবারে।
কৃষ্ণভক্তি বিনা সব মিথ্যা এ সংসারে ॥"

"বৃথা দিন যায় মোর মজিয়া সংসারে।
এ মানস-রাজহংস ভজুক তোমারে ॥
অদ্যই তোমার পাদ-পঙ্কজ-পঞ্জরে।
বদ্ধ হ'য়ে থাকু হংস রসের সাগরে ॥
এ প্রাণ প্রয়াণকালে কফ-বাত-পিত্ত।
করিবেক কণ্ঠরোধ অপ্রফুল্ল চিত্ত ॥
তখন জিহ্বায় না স্ফুরিবে তব নাম।
সময় ছাড়িলে কিসে হবে সিদ্ধকাম ॥"

শ্রীভগবদ্গীতা ১১শ অধ্যায়ে সর্ব্বশেষ শ্লোকে শ্রীভগবান্ গাহিয়াছেন—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥"

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন, যিনি আমার জন্য (আমার প্রীতির নিমিত্ত) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যিনি মৎপরায়ণ (আমাকেই পরম আশ্রয় বা পরম পুরুষার্থ বলিয়া জানেন), মদ্ভক্ত (একাগ্রচিত্তে আমার ভজন-পরায়ণ), সঙ্গবর্জ্জিত (স্ত্রীপুত্রাদি অনিত্যবিষয়ে আসক্তিশূন্য), সর্ব্বজীবে শত্রুভাববর্জ্জিত, তিনিই আমাকে লাভ করিতে পারেন।

শ্রীভগবানের ললাট-পট্টস্বরূপ একাদশ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতেরও ১১শ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্ প্রিয়সখা উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥"

অর্থাৎ হে উদ্ধব, সাধুসঙ্গ জনিত ভক্তিযোগ ব্যতীত সংসার-সিন্ধুতরণের সম্যক্ উপায় আর কিছুই নাই। যেহেতু আমিই সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়, অতএব সৎসঙ্গই আমার অন্তরঙ্গ সাধন।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপাদোক্ত একাদশ শ্লোকাত্মক উপদেশামৃত-গ্রন্থে উপদেশসার—

"তন্নামরূপচরিতাদিসুকীর্ত্তনানুস্মৃত্যোঃ
ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্ ॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উঁহার বঙ্গানুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"নামাদির স্মৃতি আর কীর্ত্তন নিয়মে।
নিয়োজিত কর জিহ্বা চিত্ত ক্রমে ক্রমে ॥
ব্রজে বসি অনুরাগীর সেবা অনুসার।
সর্ব্বকাল ভজ, এই উপদেশ-সার ॥"

ঐ উপদেশসারের অনুগমনে শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও রাগানুগা ভক্তির বাহ্য ও অভ্যন্তর দ্বিবিধ অনুশীলন জানাইতেছেন—

"বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত' সাধন।
'বাহ্যে' সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
'মনে' নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥"
"নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্ম্মনা হঞা॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫১, ১৫২, ১৫৪

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ উহার প্রমাণ-শ্লোকরূপে শ্রীরূপপাদোপদিষ্ট 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরীর ১১৮ ও ১৫০ শ্লোক যথাক্রমে উদ্ধার করিয়াছেনঃ—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"
"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

শ্রীরূপানুগপ্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁহার মনঃশিক্ষৈকাদশক কীর্ত্তনের ফলশ্রুতিতে জানাইয়াছেন— এই মনঃশিক্ষৈকাদশক—কীর্ত্তন-ফলে ভাগ্যবান্ জীব রূপানুগ হইয়া গোকুলবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ন লাভে সমর্থ হন।

শ্রীচৈতন্যানুগত শ্রীরূপরঘুনাথাদি-প্রিয়পার্ষদের ঐ সকল বাণীই 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার একমাত্র অবলম্বন।

সাধন, ভাব ও প্রেমরূপা ভক্তির কথা 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু'-গ্রন্থে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তদানুগত্যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন— সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দুই প্রকার। ইষ্টবস্তুতে আত্মার যে স্বাভাবিকী ও পরমাবেশময়ী রতি বা সেবাপ্রবৃত্তি, তাহারই নাম 'রাগ'। কৃষ্ণভক্তি তদ্রূপ রাগময়ী হইলেই তাহার নাম 'রাগাত্মিকা' ভক্তি। ব্রজবাসী ভক্তজনেই এই রাগস্বরূপা ভক্তি মুখ্য-রূপে বিদ্যমানা। তাদৃশী ভক্তির দৃষ্টান্ত অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই মুখ্যা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহাই 'রাগানুগা' বলিয়া কথিত হয়। ইষ্টে 'গাঢ়-তৃষ্ণা'—রাগের স্বরূপ-লক্ষণ এবং ইষ্টে 'আবিষ্টতা'—তটস্থ-লক্ষণ। উক্ত 'রাগ' হীন জনের শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজন-প্রবৃত্তি, তাহাই 'বৈধীভক্তি' বলিয়া কথিত হয়। এই বৈধীভক্তিতে 'ব্রজভাব' পাওয়া যায় না। অথচ কৃত্রিমভাবে জোর করিয়াও প্রকৃত রাগাধিকার পাইবার উপায় নাই। এজন্য মহাজনগণ উপদেশ করেন—

"বিধিমার্গরত-জনে, স্বাধীনতা-রত্নদানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয় ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণ-প্রেমাবেশ॥"

বৈধীভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরূপানুগত্যে সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই পাচটি অঙ্গকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এই সাধনপঞ্চকের আংশিক অনুষ্ঠানেও কৃষ্ণপ্রেমোদয় সম্ভব হয়। এই পঞ্চ মুখ্য অঙ্গের মধ্যে এক অঙ্গই সাধন করুন, আর বহু অঙ্গই করুন, 'অবিক্ষেপেণ সাতত্যম্' অর্থাৎ চিত্তবিক্ষেপ-শূন্য সাতত্য অর্থাৎ নৈরন্তর্য্যময়ী নিষ্ঠা হইতেই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

এক অঙ্গ সাধনের দৃষ্টান্তস্বরূপ,—পরীক্ষিৎ—শ্রবণে, শুকদেব—কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ—স্মরণে, লক্ষ্মী—পাদসেবনে, পৃথু—পূজনে, অক্রূর—অভিবন্দনে, কপিপতি হনুমান্—দাস্যে, অর্জ্জুন—সখ্যে এবং বলি—সর্ব্বস্ব ও আত্মনিবেদনে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অম্বরীষ মহারাজ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

'শ্রীচৈতন্যবাণী' জীবাত্মার নিত্যস্বরূপোদ্বোধনের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত এই সকল কথা স্মরণ করাইয়া জীবকে তাঁহার নিত্যপ্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভের জন্য সজাগ করেন। এজন্য আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণকে এই বাণীর পঠন-পাঠন-জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

———

দৃঢ়তা

[শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ, বি-টি — শ্রীভাগবত আশ্রম]

সকল কার্য্যেই দৃঢ়তার প্রয়োজন। দৃঢ়তা না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এইজন্য ভক্তীচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই দৃঢ়তা বিশেষ আবশ্যক। যেখানে দৃঢ়তা বা নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে উৎসাহ ও ধৈর্য্য অবশ্যই থাকিবে। দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে কাহারও উৎসাহ বা ধৈর্য্য স্থায়ী হয় না। 'আমি নিশ্চয়ই লাভবান্ হইব'—এইরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে কেহই ব্যবসায় উন্নতি করিতে পারে না। 'গুরু কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, আমি অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি ইষ্টদেবের কৃপা অবশ্যই হইবে'—এইরূপ দৃঢ়তা যাঁহার আছে, তিনি নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবেন। যাহার দৃঢ়তা নাই, তাহার ভক্তিতে তীব্রতা থাকিতে পারে না। এজন্য তাহার সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

ঐকান্তিক বা অনন্যভক্তই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারেন। একনিষ্ঠ না হইলে দৃঢ়তা আসে না। যাহার হৃদয়ে দৃঢ়তা আছে, অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুগোবিন্দ তাহাকে নানা-ভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। গীতার ২।৪১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বা একনিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। ঐ শ্লোকের টীকায় জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর জানাইয়াছেন—"মম শ্রীগুরূপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্ত্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু, দুঃখং বাস্তু, সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু, তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ।"

আমার শ্রীগুরূপদিষ্ট ভগবন্নাম ও ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ এবং ভগবৎ-সেবাই আমার একমাত্র সাধন, আমার একমাত্র সাধ্য, আমার একমাত্র জীবন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিবার সামর্থ্য আমার নাই। এই গুর্ব্বাদেশপালনই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য্য। এতদ্ব্যতীত আমার আর কোন কার্য্য বা অভিলাষ নাই। শ্রীগুরুদেবের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে গিয়া আমার সুখই হউক কিংবা দুঃখই হউক, সংসার নষ্ট হউক বা না হউক—তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার কৃপোপদেশই জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায় আমার একমাত্র লক্ষ্য—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ভক্তমাত্রেরই থাকা প্রয়োজন। এইরূপ দৃঢ়তা যাঁহার আছে সিদ্ধি তাঁহার করতলগত হইবেই। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর অন্যত্রও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সংক্ষেপে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—"যদ্ভবেৎ তদ্ভবতু, ময়া তু যন্নিশ্চিতং তন্নিশ্চিতমেব" (ভাঃ ২।২।৩ টীকা)। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও এইরূপ দৃঢ়তা দেখাইয়াছেন। যথা—

"খণ্ড খণ্ড হই' দেহ, যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৯৪

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর গীতার ৬।২৫ শ্লোকের টীকায় একটি পক্ষীর দৃঢ়তার কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার। স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণ একৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ। ততশ্চ স বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুভির্বুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস। সমুদ্রস্ত্বদীয়জ্ঞাতিদ্রোহেন ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি। এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্ত্তমানমুৎসাহবন্তম্ অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যম্।"

কোন সময় এক পক্ষী সমুদ্রতীরে অণ্ড প্রসব করে। সমুদ্র তরঙ্গ-দ্বারা সেই অণ্ডগুলিকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পক্ষী তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমুদ্রকে শোষণ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। সেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পক্ষী চঞ্চুরদ্বারা সমুদ্র হইতে পুনঃ পুনঃ জল বাহিরে নিক্ষেপ করিতে থাকে। এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইতে দেখিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধব বহু পক্ষী আসিয়া পুনঃ পুনঃ তাহাকে নিষেধ করিলেও সে কাহারও

কথা না শুনিয়া অদম্য উৎসাহে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। দৈবক্রমে শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইয়া পক্ষীর ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, হে পক্ষি! তুমি এইরূপ অসম্ভব কার্য্যে ব্রতী হইলে কেন? পক্ষীর পক্ষে সমুদ্র শোষণ করা কি সম্ভব? সুতরাং তুমি এই কার্য্য হইতে বিরত হও। নারদের কথা শুনিয়াও পক্ষী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে যে—আমি নিশ্চয়ই সমুদ্রকে শোষণ করিব। এই জন্মে না পারিলেও জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সমুদ্রকে শোষণ করিব। এই বলিয়া সে উক্ত কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিল। পক্ষীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া অন্তর্যামী ভগবান্ ও ভক্ত নারদ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য পক্ষীরাজ গরুড়কে তথায় প্রেরণ করিলেন। (একটী অসহায় পক্ষীর প্রতি সমুদ্রের অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া) ত্বদীয় জ্ঞাতিদ্রোহ করতঃ সমুদ্র তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছে এই প্রকার বাক্যদ্বারা ভক্ত গরুড় নিজ পক্ষদ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমুদ্র তাহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পক্ষীকে অণ্ডগুলি প্রত্যর্পণ করিল। ভক্তিতে এইরূপ দৃঢ়তা থাকিলে সেই উৎসাহী সাধক-ভক্তকে গুরু-কৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন।

দৃঢ়তা গুরুকৃপায় লাভ হয়। যিনি নিষ্কপটে প্রাণ দিয়া গুরুসেবা করেন, সেই গুরুনিষ্ঠ ভক্তই দৃঢ়চিত্ত হইতে পারেন। গুরুকৃপায় ভগবৎ-প্রাপ্তিও তাঁহার সহজলভ্য হয়। জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও স্বকৃত 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

ভক্তি-সাধনে উৎসাহ, দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্ত্যনুকূল কার্য্যের অনুষ্ঠান, জড়াসক্তি ও অসৎসঙ্গ ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচার-অবলম্বন—এই ছয়টির দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

দৃঢ়তা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—

ভগবানে full confidence থাকা প্রয়োজন। হরিভজনেও এইরূপ firm determination থাকা দরকার—I must receive His grace, I must not go astray. I must always go on chanting His name. God will undoubtedly help me, if I am bonafide. শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিক শরণাগত হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী ১১শ বর্ষ ৭ম সংখ্যার ১৫৯ পৃষ্ঠায় 'শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম স্তম্ভের ৮ম পংক্তিতে 'সেই সময়ে' শব্দের পর 'শ্রীকেশব ভারতী কণ্টক নগরে' শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১১শ পংক্তির সম্পূর্ণ অংশ বাদ দিয়া তৎস্থলে নিম্নলিখিতরূপ পাঠ হইবে—

"নদীয়াবাসী জীবগণ তাঁহার শুদ্ধভক্তি-প্রচার অনুষ্ঠানের পদ্ধতি বুঝিতে না পারিয়া, বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলে তাহাদের নিত্য-মঙ্গল-বিধানের জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে সংকল্প করতঃ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু-সমীপে তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস ও সন্ন্যাস-প্রদাতার নামোল্লেখ পূর্ব্বক এই সংবাদ নিজ-জননী, শ্রীগদাধর, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য এবং শ্রীমুকুন্দ এই পাঁচ জন-স্থানে প্রকাশ করিবার জন্য বলিলেন।"

উক্ত স্তম্ভের ২৫শ পংক্তিতে 'ভারতীর নিকট' শব্দের পর 'অবস্থান করিতে লাগিলেন' হইতে আরম্ভ করিয়া 'আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই' পর্য্যন্ত শব্দগুলি বাদ দিয়া তৎস্থলে নিম্নলিখিত রূপ পাঠ হইবে—

"অত্যন্ত বিনয়-নম্রভাবে (কৃষ্ণের দাস্য ও ভক্তসেবা) সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C 4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

একাদশ বর্ষ

[১৩৭৭ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৮ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য
ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

—— ০ ——

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

—— ০ ——

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী' প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

—— ০ ——

শ্রীগৌরাব্দ ৪৮৫

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

একাদশ বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বিরচিত

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত জানান হইতেছে যে, উক্ত পত্রিকার ১১শ বর্ষ ১১শ সংখ্যার ২৫৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'বিবিধপ্রসঙ্গ' শীর্ষক প্রবন্ধের "ভবিষ্যপুরাণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকথা" শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—'শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুর 'বিদগ্ধ-মাধব' গ্রন্থের 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ ··· স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ" শ্লোকটি বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেসের অধ্যক্ষ ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক সংবৎ ২০১৫ ও সন ১৯৫৯ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত "ভবিষ্য মহাপুরাণ" নামক গ্রন্থে অশুদ্ধভাবে ["অনর্পিত চরো চিরাৎ··· হরেঃ পুতরসুন্দর ··· সদা স্ফুরতু নো হৃদয়কন্দরে শচীনন্দনঃ"] প্রকাশিত হইয়াছে।

'ভবিষ্যপুরাণ' অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম, এজন্য সাধারণ পাঠকের মনে সন্দেহের উদয় হইতে পারে যে, শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার রচিত 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণ হইতে উক্ত 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর ষ্টীম প্রেসের অধ্যক্ষ ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত উক্ত সংস্করণের উক্ত শ্লোকটি প্রকৃত ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক কিনা তাহা বিশেষ বিবেচ্য ও গবেষণা সাপেক্ষ। কারণ শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু কর্ত্তৃক তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থ সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু সমীপে পাঠ করিয়া শুনাইবার প্রসঙ্গ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিকৃত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের অন্ত্যলীলা প্রথম পরিচ্ছেদে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে—

বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব।
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্‌ভুত সব॥

* * * *

রায় কহে,—'কহ ইষ্টদেবের বর্ণন'।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে,—"কহনা কেনে, কি সঙ্কোচ-লাজে?
গ্রন্থের ফল শুনাইবা বৈষ্ণব-সমাজে॥"
তবে রূপ গোসাঞি শ্লোক পড়িল।
শুনি' প্রভু কহে,—'এই অতি স্তুতি হৈল'॥
"অনর্পিতচরীং ·················শচীনন্দনঃ॥"
সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া।
কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাঞা॥

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।১২৬, ১২৯-১৩৩

এস্থলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, উহা ভবিষ্যপুরাণের শ্লোক হইলে শ্রীরূপপ্রভু ঐ শ্লোকটি মহাপ্রভুর নিকট পড়িতে আদৌ 'লজ্জা বা সঙ্কোচ' বোধ করিতেন না। বিদগ্ধমাধবের সব শ্লোকই তাঁহার স্বরচিত বলিয়াই মনে হয়। যদি ভবিষ্যপুরাণে ঐ শ্লোকটি থাকিত, তাহা হইলে শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীস্বরূপ দামোদর এবং শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ পার্ষদ ভক্তগণ অবশ্যই তাহা জানিতেন এবং শ্লোকটি শুনিয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতেন না। বিশেষতঃ 'পদ্যাবলী' গ্রন্থে শ্রীরূপ প্রভু, যে শ্লোক যাঁহার লিখিত, তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ঐ শ্লোকটি ভবিষ্যপুরাণে থাকিত, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই উহার রচয়িতার নাম দিতেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬'০০ টাকা, ষান্মাসিক ৩'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা '৫০ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যায়। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য নহেন। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিষেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

শিশুশ্রেণী হইতে ৮ম শ্রেণী পর্য্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫৯০০।